তৃতীয় বর্ষ। ১৩০৭, মাঘ। ১ম সংখ্যা।

প্রচারক।

বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

প্রার্থনা।

হে সর্ব্বশক্তিমান খোদাতায়লা! তোমার মহা কৃপায় "প্রচারক" ৩য় বর্ষে র্পণ করিল। সে জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিতেছি। প্রার্থনা করি;—অনুগ্রহ ক আমাদিগকে এরূপ শক্তি দাও যেন আমরা তোমার মনোনীত সমাজের ধর্ম্মের জন্য মান, সম্ভ্রম, রক্ত-মাংস, অস্থি,মজ্জা, ব্যয় করিয়া চরিতার্থ হইতে । হে পূর্ণব্রহ্ম! এরূপ মন দাও যেন তোমার গুণ কীর্ত্তন করিতে ত এ দেহ-পাত করিতে পারি।—আমীন।

বর্ষ সমালোচনা।

ঈশ্বর কৃপায়"প্রচারক" তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়া মহদুদার পাঠক মহাশয়-ণের গৌরব ঘোষণা করিতেছে, ইহা সমাজের স্পর্দ্ধার বিষয় না হউক, ংসার বিষয়। যে শুভযোগে প্রচারকের জন্ম, যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির অগ্রসর হইতেছে, যে প্রকার গ্রাহক বৃদ্ধির আশা অনুভব হইতেছে, তাহা দের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া স্বীকার করিব। এমন সময় আসিবে প্রতে ক ভক্তের কণ্ঠে ইসলাম গীতি গীত হইবে।

পৃথিবীর গোলত্ব বুঝাইতে শিশুকে যেমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে হয়, জ্ঞগণকে বুঝাইতে আমাদের প্রিয় "প্রচারক" তাহার একাংশ ভার লইয়াই ; যেহেতু মেঘ হইতে যে বারি পর্ব্বত মস্তকে পতিত হয়, তাহা ক্রমশঃ

নিম্ন ভূমিতে গমন করে। মহাত্মা পাঠকগণ প্রচারকের অসময়ের বারি চতুর্দ্দিকে বিতরণ করিতেছেন।

অনেক সময় উৎসাহ এবং উত্তেজনাই নিঃসম্বল পথিকের সহায়। অতএ গ্রাহক এবং পৃষ্ঠপোষক মহাত্মাগণের প্রতি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ তাঁহারা আমাদের কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে মনোযোগ প্রদর্শন করেন। এই অনুপস্থাই প্রচারকের জীবন। ইহার অন্যথাই ভয়ঙ্কর।

পারাবার পারে কি তরিতে ভেলা-তরি?

মহাপর্ব্ব ঈদ।

নিশার নিবিড় আঁধার টুটিয়া
উষার সুষমা উঠিছে ফুটিয়া;
আজি ঈদের প্রভাতে
নূতন প্রভাতে
সাজি দিবাকর হসিত-আননে
দিলা দরশন পূরব গগনে। ৬।
যতেক মোস্লেম বিভু নাম স্মরি,
উঠিল ত্বরায় শয্যা পরিহরি;
নবীন আলোকে
পরম পুলকে
লভিল আনন্দ হৃদয় মাঝারে
আজি 'ঈদ-পর্ব্ব' ভাবিয়া অন্তরে। ১২।
ঈদের গগনে নানাচঙ্গ বেশে
সাজাতে, প্রকৃতি মাতিলা আবেশে,
তুলি ধরি করে
লয়ে রবি করে
নানা চিত্রে নভোঃ দিল সাজাইয়া
জগৎ উঠিল পুলকে মাতিয়া। ১৮।

মৃদুল মধুর প্রভাতী পবন,
আনন্দে গাইয়া স্বন্ স্বন্ স্বন্
কহিল যাইয়া সকলের তরে
"আজি মহাপর্ব্ব ধরণীর পরে।" ২২।
তরুলতা যত এ কথা শুনিয়া
আনন্দে কুসুম দিল ছড়াইয়া,
বিহঙ্গ নিকর
করি মধু স্বর
সুনীল গগনে উড়ি কুতূহলে
"জয় ঈদজয়" গাইল সকলে। ২৮।
তটিনী নিচয় তুলি বীচিমালা
ছুটিল সাগরে হরষে বিহ্বলা। ৩০।
দেখিতে দেখিতে
মোস্লেম-জগতে
উড়িল অযুত অযুত পতাকা
নীলিম অম্বরে, আঁধ চাঁদ আঁকা। ৩৪।
ঘর বাড়ী দ্বার
সব পরিষ্কার;
আজি মহাপর্ব্ব ঈদের দিনেতে
মলিন কি কিছু পারেহে থাকিতে? ৩৮।
ছোট শিশুগুলি
দুই হাত তুলি
নাচিতে লাগিল "ঈদ, ঈদ" ব'লে
কত রঙ্গে ভঙ্গে মনো কুতূহলে। ৪২।
যতই তপন উঠিছে আকাশে
ততই মোস্লেম মাতিছে আবেশে;
বাল-বৃদ্ধ-যুবা আনন্দে সকলে
স্নান করি পূত সুবিমল জলে

হরষের ভরে
বেশ ভূষা করে
সর্ব্ব অঙ্গে কস্তি সুগন্ধি লেপন
হইলা পবিত্র সুন্দর শোভন। ৫০।
সহস্র সহস্র কামানের ধ্বনি
গর্জ্জিতে লাগিল যেন রে অশনি;
দূর দূরান্তরে
ভেদি বায়ুস্তরে
প্রতিধ্বনি তার ছুটিতে লাগিল,
মোস্লেম অন্তর নাচিয়া উঠিল। ৫৬।
কোটি কোটি কোটি মোস্লেম-সন্তান,
সকলেই হ'য়ে হরষিত প্রাণ
সুপ্রসন্ন মুখে
ঈদ্গাভি মুখে
ছুটিতে লাগিল দলে দলে দলে
আনন্দের উৎস হৃদয়ে উথলে। ৬২।
বাদ্‌শা, নবাব, উজীর, নাজীর,
মুন্সী, মওলানা, হাফেজ, আমীর,
সৈন্য, সেনাপতি,
দীন, লক্ষপতি
জ্ঞানী মূর্খ আর প্রজা জমীদার
সকলেই আজি হরষে অপার,
একই ঈশর উপাসনা তরে
একত্র হইলা প্রফুল্ল অন্তরে। ৭০।
নাহি আজি কিছু বসিবার মান,
দাস প্রভু আজি সবাই সমান। ৭২।
এক বিছানায়
দাড়া'ল সবায়

কাতারে কাতারে প্রফুল্ল বদনে
পশ্চিমাভিমুখে ভক্তি-প্লুতমনে। ৭৬।
ইমামের সনে মিশাইয়া মন,
বিভু-গুণ-গান করিয়া কীর্ত্তন;
সকলেই সেই প্রভু নিরঞ্জনে
নমিলা সাষ্টাঙ্গে ভক্তিপূর্ণ মনে;
পশুপাখী আদি হেরিয়া সে দৃশ্য
জড়বৎ স্তব্ধ—শান্তিময় বিশ্ব। ৮২।
এই দৃশ্য মনোহর
অমর নিকর
হেরিয়া নয়নে, হরসিত মনে
স্বরগ হইতে আসি দলে দলে
শূন্যে অধিষ্ঠান কৈলা কুতূহলে। ৮৭।
বিষাদ হুতাশ অবনী ছাড়িয়া
পুনরায় সবে উঠি দাঁড়াইল,
বিভু গুণ-গান পুনঃ উচ্চারিল,
পুনরায় সবে বিভু নিরঞ্জনে
নমিলা সাষ্টাঙ্গে ভক্তিপূর্ণ মনে! ৯১।
উপাসনা শেষে
সকরুণ ভাষে
করযুগ সবে করি উত্তোলন
করিলা বিভুরে প্রার্থনা জ্ঞাপন। ৯৫।
অমনি তখন
শান্তি প্রস্রবণ
স্বরগ হইতে অদৃশ্য ধারায়
দয়াময় ধাতা বর্ষিলা ধরায়। ৯৯।
নামাজের শেষে
আবার হরষে

সহস্র কামান উঠিল গর্জ্জিয়া
আনন্দের ধ্বনি সবে শুনাইয়া। ১০৩।
আজি মোস্লেমের ঘরে ঘরে ঘরে
আনন্দ উল্লাস যেন ক্রীড়া করে। ১০৫।
আজি সমাদর প্রীতি সম্ভাষণ
প্রণয়-মধুর সুখদ বচন,
প্রেম পবিত্রতা,
সুখের বারতা,
এ সবার আজি নাহি কোন ইতি,
পড়েছে ধরায় স্বরগের জ্যোতি। ১১১।
পুরাঙ্গনাগণ পরি চারু বেশ,
সাজি অলঙ্কারে বিননিয়া কেশ,
সুখাদ্য নিচয় হরষে অপার
প্রস্তুত করিছে বিবিধ প্রকার। ১১৫।
আজি গৃহে গৃহে উড়িছে নিশান,
রহিয়া রহিয়া গর্জ্জিছে কামান। ১১৭।
দ্বারে দ্বারে দ্বারে কুসুমের হার,
দুলিছে প্রকাশি শোভা চমৎকার। ১১৯।
দীন দুঃখীগণ,
পেয়ে অন্ন ধন,
দুঃখ দরিদ্রতা বিস্মৃত হইয়া
ভাসিছে আনন্দে পুলকে পুরিয়া। ১২৩।
আজি যেন কোথা গিয়াছে চলিয়া। ১১৫
কিন্তু শুধ আজি এ বঙ্গ ভবনে
আনন্দের স্রোতঃ বহেনা প্লাবনে। ১২৭
হতভাগ্য দীন বঙ্গবাসিগণ
(মোস্লেমকুলের কলঙ্ক-কারণ)
ভগ্নপ্রাণ ল'য়ে

বিষাদ চাপিয়ে
এ মহা পর্ব্বের করিতেছে শেষ,
নাহি তাই হায়! আনন্দের লেশ। ১৩৩
কিন্তু এক দিন এই বঙ্গ দেশে
সহস্র কামান গর্জ্জিত হরষে;
এই শুভদিনে
বঙ্গের ভবনে
অযুত কেতন উড়িত গগনে
আনন্দ উল্লাসে পত্ পত্ স্বনে। ১৩৯
সে সুখের দিন,
কালগর্ভে লীন,
হইয়াছে হায়! বিধির বিধিতে
নহে শুধু বঙ্গ—ভারত হইতে। ১৪০
গিয়াছে গিয়াছে সে সুখের দিন
কিন্তু এবে আছে দুঃখময় দিন,
আয় তবে সবে
বিভুর সমীপে
করিরে ক্রন্দন খুলি মনঃপ্রাণ,
ডাকি সকাতরে ধরি একতান;
তাহলে অচিরে
আমাদের তরে
আসিবে নামিয়া স্বর্গের কল্যাণ,
দুঃখ দীনতার হবে অবসান। ১৫৩

মোহাম্মদ এস্মাইল হোসেন সিরাজী।

আলহামরা বা লোহিত প্রাসাদ।

আপনারা কেহ আলহামরার নাম শুনিয়াছেন কি? আলহামরা ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিমদেশে অবস্থিত স্পেন উপদ্বীপের একটী বহু পুরাতন রাজ প্রাসাদ। বহুদিন পূর্ব্বে, যখন মুসলমান সম্রাটগণ এই উপদ্বীপে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন, তখনই এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। লোকে বলিত, মুসলমানেরা "কিমিয়া" অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক রসায়নাভিজ্ঞ ছিলেন, নতুবা তাঁহারা এরূপ অদ্ভুত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন না,—আলহামরা এত সুন্দর ও শিল্পচাতুর্য্য পরিচায়ক। অধিকন্তু ইহা এত বৃহৎ যে, কথিত আছে, এতদভ্যন্তরে চল্লিশ সহস্র লোক সচ্ছন্দে বাস করিতে পারিত! যে মুসলমান নরপতিগণ এই অতুলনীয় সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের রাজত্বকালে স্পেনের অবস্থা কিরূপ ছিল, তদ্বিষয়ে দুই একটী কথা এস্থানে বলা বোধ হয় বাহুল্য বিবেচিত হইবে না।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর অবসান কাল পর্য্যন্ত, প্রায় ৮০০ বৎসর মূররাজগণ * স্পেনে রাজত্ব করিয়া, সমুন্নত সভ্যতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া স্পেনে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প এবং অন্যান্য বিদ্যার যে উৎস সমুত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বেগে-প্রধাবিত হইয়াছিল, তাহারই স্রোতঃসলিলের উর্ব্বরাশক্তি প্রভাবে আজ ইউরোপের বিদ্যাভূমি এত উৎকর্ষিত। জনৈক বিখ্যাত পাশ্চাত্য ইতিহাসবেত্তা বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা মুরদিগের নিকট হইতেই Pendulum অর্থাৎ সময় নিরূপণার্থ দোলকের ব্যবহার, এবং তড়িৎ সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ করার প্রণালী "টেলিগ্রাম" শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু অধুনা টেলিগ্রাফী যেরূপ উন্নত ও সহজসাধ্য, তখন এরূপ ছিল না। তিনি ইহাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির দ্বারা অধুনা আমাদিগের সাংসারিক নানা কার্য্য অতি সহজে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং যদভাবে আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যাদি এতদূর উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম

* আফ্রিকার মরক্কোবাসী মুসলমানগণকে "মূর" কহিত। স্পেন ইঁহাদিগের দ্বারাই অধিকৃত হইয়াছিল।

হইত না, ঐ সকল অদ্ভুত প্রাথমিক আবিষ্কারগুলি যে তৎকালে আরবীয়দিগের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। তাঁহারাই বর্ত্তমান উন্নতির পথপ্রদর্শক।

বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে মূরীয় স্পেন তৎকালে অতুলনীয় ছিল। নিম্নশ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে বালক বালিকাদিগকে অন্যান্য বিদ্যার সহিত ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইত। বিদ্যালয়ে সাহিত্য, গণিত, জ্যোতিষ, উদ্ভিদবিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন ও স্মৃতি প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ বিষয়গুলি সম্যক্ আলোচিত হইত। স্পেনীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন ইউরোপের অন্য কোন স্থানে এ সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করা যাইত না। মূরীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই পাশ্চাত্য অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে বিজ্ঞান ও দর্শনালোক প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিল। কর্দভা, সেভিলী, টলেডো, জীন, এবং মালাগার সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ইতালী, ফরাসী, জর্ম্মনী ও ইংলণ্ড হইতে বিদ্যার্থীগণ দলে দলে সমবেত হইতেন। কেবলমাত্র গ্রাণাডায় ৭০টী সাধারণ পাঠাগার, ১৭টী উচ্চ, এবং ২০০টী নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল। কাসিরি * ১৭০ জন কর্দভার বিখ্যাত পণ্ডিত, এবং ১২০ জন গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদিগের কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ ইতিহাসবেত্তা ছিলেন; এবং ইঁহাদিগেরই অসীম প্রতিভা-প্রসূত গ্রাণাডার বিশ্ববিদ্যালয় অপূর্ব্ব অক্ষয় শুভ্রযশালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষায় মূরীয় স্পেন আধুনিক সভ্যতা শিখরস্থিত ইউরোপ অথবা আমেরিকা হইতে কোন ক্রমে ন্যূন ছিল না। প্রাচীন সাহিত্য উদ্যানে লাজহান, জয়নাথ, হমেদা, হাফসা, কালাইয়া, সাফিয়া মেরিয়া প্রভৃতির নাম চিরকাল সৌরভে পরিপূর্ণ হইয়া প্রস্ফুটিত রহিবে। † ইহাদিগের কেহ খ্যাতনাম্নী কবি, কেহ সাহিত্য ইতিহাসে সুপণ্ডিতা, কেহ বাগ্মিণী, কেহ গণিত বিজ্ঞানে পারদর্শিনী ছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞানেও মূরীয় স্পেন উন্নত ছিল, এবং মহিলা ডাক্তারের অভাব ছিল না। আমাদিগের আধুনিক "অসূর্য্যম্পশ্যা"দিগের ন্যায়, তখনকার মুসলমান স্ত্রীলোকেরা "অবিদ্যাম্পশ্যা" ছিলেন না।

স্পেনোপদ্বীপ স্বভাবতঃ অত্যন্ত উর্ব্বর ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি।

* ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত।

† বাহুল্যভয়ে ইঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে সক্ষম হইলাম না।

অসাধারণ পরিশ্রম ও বিজ্ঞানকৌশলের দ্বারা, এবং এই স্বাভাবিক উর্ব্বরতার সহযোগে, মূরগণ সমস্ত স্পেনকে একটী পরম কমনীয় কাননে পরিণত করিয়াছিলেন। গোয়াড্‌লকুইভার ও গোয়াড্‌য়ালা নদাদ্বয়ের উভয়কূলে যে সকল অতুলনীয় নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদিগের নামমাত্রই এক্ষণে বিগত মূরকীর্ত্তির সমুজ্জল স্মৃতিচিহ্ন। মূররাজত্ব কালে গ্রাণাডা প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ইহা দৈর্ঘে কিঞ্চিদধিক ১০০ ক্রোশ ও প্রস্থে প্রায় ৪০ ক্রোশ মাত্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাজত্বটী একটী বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যে পরিগণিত ছিল। গ্রাণাডায় ৩০টী বৃহৎ নগর, ৮০টী দুর্গপরিখা সংরক্ষিত, এবং কয়েক সহস্র ক্ষুদ্র নগর ছিল। কথিত আছে, কেবল গোয়াড্‌ল্‌-কুইভার নদীতীরে দ্বাদশ সহস্র নগর ছিল!

এই ক্ষুদ্র রাজত্বটীর রাজধানী গ্রাণাডা নগরে মূরকীর্ত্তিমুকুটের উজ্জলতম রত্ন "আলহামরা" * প্রাসাদ অবস্থিত। তুষারমণ্ডিত "সিরালেভেডা" † গিরীশ্রেণীর পদতলচুম্বিত বিশাল প্রান্তরের পার্শ্বদেশে গ্রাণাডা নগর। এই নগরের মধ্যস্থিত অট্টালিকা শিখর সমূহ, এবং অভ্রভেদী "লোহিত প্রাসাদের" চূড়া হইতে বহু স্রোতস্বিনী-সলিল-ধৌত, দ্রাক্ষা নারঙ্গ-কাননপূর্ণ, স্থানে স্থানে চিরশ্যামল লতাপত্রময় কুসুমকুঞ্জ সমন্বিত সেই মনোহর প্রান্তর নয়নগোচর হইত। তুষারাবৃত "চন্দ্রগিরি"শিখর প্রবাহিত প্রফুল্লকুসুমসুরভি সুশীতল মৃদু সমীরণ "লোহিত প্রাসাদের" সুপ্রশস্ত গবাক্ষ পথে প্রবিষ্ট হইয়া নিদাঘ মধ্যাহ্নের দারুণ গ্রীষ্ম ও বসন্তপ্রবোধের ন্যায় সুখ শীতল করিয়া তুলিত।

আলহামরা ‡ প্রাসাদ, অত্যুচ্চ দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও স্থানে স্থানে সুসংরক্ষিত দুর্গের দ্বারা চতুর্ব্বেষ্টিত একটী উচ্চভূমির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার উত্তর পার্শ্বে দারোনদী পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। প্রাসাদের সিংহদ্বারে লোহিত ও হরিদ্বর্ণ রঞ্জিত একটী সুন্দর দুর্গ আছে। এই দ্বার "ন্যায় দ্বার" নামে খ্যাত ছিল। মূর সম্রাটগণ এই স্থানে বিচারাসনে উপবিষ্ট

* ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই প্রসাদের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শেষ হইয়াছিল।

† "সিরালেভেডা" নামের অর্থ "চন্দ্রগিরি"।

‡ আলহামরার অপর নাম লোহিত প্রাসাদ—The Red Palace.

হইতেন। উল্লিখিত দুর্গপ্রাচীরে প্রায় পঞ্চদশহস্ত উর্দ্ধে একখণ্ড প্রস্তর ফলকের উপর একখানি প্রকাণ্ড মনুষ্য হস্ত ও তদনুযায়ী আর একটি চাবী খোদিত রহিয়াছে। প্রবাদ আছে, এই হস্ত ও চাবী গুপ্ত যাদুমন্ত্রে অভিষিক্ত ছিল। পুরদ্বার হইতে অভ্যন্তরে প্রবেশকালে একটী চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ নয়নগোচর হয়। মূর রাজত্বের অবসান হইলে, খ্রীষ্টীয় রাজা পঞ্চম চার্লস এই প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে একটী বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাঁহার সেই অসম্পূর্ণ গৃহের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও দেখা যায়। এই প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইলে, সুন্দর মার্টলবৃক্ষপুঞ্জ সুশোভিত "মার্টল" প্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায়। মার্টল প্রাসাদের অনতিদূরে, প্রায় ১০০ হস্ত দীর্ঘ্য, ও ৫০ হস্ত প্রস্থ আর একটী প্রাঙ্গণ। এইস্থানে সুবর্ণ মৎস্য পরিপূর্ণ একটী সুদীর্ঘ্য জলাশয় দৃষ্ট হয়; এবং যখন বালসূর্য্যরশ্মিজাল এই সকল ক্রীড়ারত মৎস্য গাত্র হইতে প্রতিফলিত হইতে থাকে, তখন এক অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রকটিত হয়। ইহার চতুষ্পার্শ্বে নানাকারুকার্য্য খচিত ও সুদৃশ্য চিত্রশোভিত স্তম্ভ সমূহ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং উত্তরাংশে চতুষ্কোণ "কোমারিস" দুর্গ অন্তরীক্ষ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। এই স্থান প্রগাঢ় শান্তিময়; এত নিস্তব্ধ যে, বহির্জগতের অস্তিত্ব মাত্রও এখানে অনুমিত হয় না! ধীর প্রবাহিত ক্ষুদ্র জলস্রোত জলাশয়ে নিঃশব্দে প্রবেশ করে; এবং তদ্রূপ নিঃশব্দে পুনরায় চলিয়া যায়।

হজরত মহম্মদ ও তাঁহার শিক্ষা।

শাস্ত্র আমাদিগকে স্পষ্টরূপে এই শিক্ষা দেয় যে, যাহার কার্য্য অনন্ত, কল্পনা অনন্ত, পরাক্রম অনন্ত, মহিমা অনন্ত; যাহার ক্ষমা অনির্ব্বচনীয়, প্রেম অতুলনীয়, তিনি—সেই সদাপ্রভু পরমেশ্বর (আল্লাতায়লা) পতিত মানব জাতির মঙ্গল সাধনে সতত তৎপর। যেমন কোন দূর দেশবাসী সদাশয়

ধার্ম্মিক সম্রাট স্বীয় দুর দেশবাসী প্রজাবৃন্দের মঙ্গল ও শান্তিজনক বহুবিধ বিধি সম্বলিত ব্যবস্থা কিম্বা আইন বিধিবদ্ধ করত আপনার বিশ্বস্ত দাসগণকে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে শাসন ও পালন করেন তেমনি মহান আল্লাতায়লা নির্ব্বাসিত আদম্ সন্তান সন্ততিদিগের কল্যাণার্থে ক্রমাগত আপনার মনোনীত দাসগণকে মানব কল্যাণকর সুসংবাদ অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া পুনঃ পুন ধরাধামে অভ্যুত্থিত হইতে দিয়াছেন। অতি পুরাকাল হইতে তিনি মানব জাতীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক, মানব সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় ও প্রতিবাসীর প্রতি মানবের নিত্য কর্ত্তব্য বিশদরূপে মানব জাতীকে জ্ঞাপনার্থে যুগে যুগে ভাববাদিগণকে উৎপন্ন করিয়াছেন। প্রথমাবধি আপনাকে সুস্পষ্ট রূপে মানবের জ্ঞান গোচর হইতে দিয়াছেন এবং মানব জাতীকে স্বীয় অভিরুচি অনুযায়ী চালনা করণার্থে মহা জ্ঞানী ও ক্ষমতাপন্ন পথ প্রদর্শকদিগকে উৎপন্ন করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে তৌরেত পুস্তকের ও নবুয়তের নষ্টাবশেষ যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাতে দেখিতে পাই যে, সদাপ্রভু পরমেশ্বর (আল্লা-তায়লা) জগতকে কখন নৈরাশ্য-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে দেন নাই। এক জন সংবাদ বাহক জগতে তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আর এক জন অবিলম্বে তাঁহার পদাভিষিক্ত হইয়াছেন। আল্লার দাস্, জগতের বন্ধু, সত্যবাদি, জিতেন্দ্রিয়, সাধু প্রেরিত-পুরুষগণ লাঞ্ছিত হইতে ম্রিয়মান হইয়াছেন, মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন, জগত তাঁহাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার ও দুর্ব্যবহার করিয়াছে, আদমের বংশাবলি অসংখ্য প্রকারে তাঁহাদের ও তাঁহাদের প্রেরণ কর্ত্তার অবমাননা করিয়াছে, তথাচ তাঁহারা জগতের প্রতি, মানব সন্তান সন্ততির প্রতি খোদাতালারপ্রেম ও মঙ্গলেচ্ছা, জ্ঞাপনার্থে প্রাণপণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক জন এক জন আগামী ভাববাদি কিম্বা স্বর্গীয় শিক্ষক ও স্বর্গ পথের পথ দর্শকের ভাবী আগমন জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন। এই ভাববাদি-দের সংখ্যা কম নহে। হজরত ইব্রাহিম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ যুগ অর্থাৎ হজরত মহম্মদ রসুল আলায়হেচ্ছালাম পর্য্যন্ত এই ভুমণ্ডলে যত নবি কিম্বা পয়গম্বর প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি হজরত ইব্রাহিমের বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মহান সদাপ্রভু (আল্লাতায়লা) হজরত ইব্রাহিমকে মনোনীত করিয়া প্রতিমা পুজকদের মধ্য হইতে বিভিন্ন করিয়া

লইলেন। এবং তাহা হইতে জগতে দুটি মহত বংশ প্রতিষ্ঠিত করিলেন; হজরত ইস্মাইলের এক ও হজরত ইস্হাকের এক। এই উভয় বংশ মধ্য হইতে খোদাতায়লা রাজ চক্রবর্ত্তিগণকে ও নবি, পয়গম্বরদিগকে উৎপন্ন হইতে দিয়া-ছেন। অন্তিম কালীয় (আখেরি) নবি হজরত মহম্মদ (দরূদ) ব্যতীত আর যাবতীয় নবি হজরত ইস্হাকের বংশাবলি বনি-এস্রাইল লোকদিগের মধ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মহান আল্লাতায়লা এই উভয় বংশ সম্বন্ধে বিশ্বাসী শ্রেষ্ঠ হজরত ইব্রাহিমের, নিকট যে সকল অঙ্গিকার করিয়াছিলেন, শেষ যুগ পর্য্যন্ত তাহা সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। বিশেষত "যাবতীয় জাতী ভাষাবাদি, সমস্ত জগত তোমাতে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে" খোদাতায়লার এই মহা বাক্য, পূর্ণ ব্যবস্থা মহা কোরান, ও হজরত রসুল আলয়হেচ্ছালামে পূর্ণ হইয়াছে।

আমরা যাবতীয় ভাববাদি মধ্যে ৪ জনকে (১) প্রধান কিম্বা বিশেষ বলিয়া নিরূপণ করিতে পারি, যথা ;—হজরত ইব্রাহিম, হজরত মুসা, হজরত ঈসা, হজরত মহম্মদ (দায়ুদ) ইহারা সকলেই একেশ্বর বাদ প্রচারক। হজরত ঈসার ভাবি আগমন সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাববাদিগণ যেমন শুভ সংবাদ জগতে প্রচার করিয়াছেন, তেমনই হজরত রসুল আলাহেচ্ছালামের আগমন সম্বন্ধেও পূর্ব্বরর্ত্তী ভাববাদিগণ এবং হজরত ঈসা দৃঢ় সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সে সকল সাক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা ক্রমে আলোচনা করিব।

মহা জল প্লাবনের পর হজরত নোহ পয়গম্বরের ও তাঁহার সঙ্গি বিশ্বাসী-বর্গের বংশাবলী অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া, ভাষাভেদ হেতু একবংশ অপরের অপরি-চিত ও বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়া ভূপৃষ্ঠে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ক্রমে সয়তানের প্রবর্ত্তণায় সকলে আপন আপন আদি পুরুষের ধর্ম্মনীতি ও শিক্ষা বিস্মৃত এবং বিপথগামী হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত মানব-মণ্ডলী সত্য ঈশ্বর-জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া দেব প্রতিমাসক্ত হইয়া পড়িল; এইরূপে হজরত নোহের পরবর্ত্তী কাল হইতে আরম্ভ করিয়া হজরত ইব্রামের সময় পর্য্যন্ত জগৎ-সংসার ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অজ্ঞানতা ও কু-সংস্কারে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন

(১) ৬ জনকে যথা—ঈশ্বরের প্রেরিত আদম, নোহ, এবরাহিম, মুসা, যিশুখ্রীষ্ট ও মহাম্মদ (স)। (প্র, স,)

হইয়া পড়িয়াছিল ; জগতের সর্ব্বস্থানে কেবল প্রতিমা, ও অতি নৃশংস প্রতিমা পূজা ; সর্ব্বত্র সয়তানের অট্টহাস্য ও ভূত-প্রেতের কোলাহল ব্যতীত আর কিছুই প্রতীয়মান হইত না। এমত সময়ে পরম কৃপাধার সদাপ্রভু পরমেশ্বর (আল্লাতায়লা) জগতকে পুনরায় ধর্ম্মনীতি, ঈশ্বরতত্ত্ব মানব-তত্ত্ব, প্রকৃত উপাসনা প্রণালী জ্ঞাপন করণার্থে কেবল নহে, কিন্তু মহাদিন অর্থাৎ রোজ কেয়ামত পর্য্যন্ত মানব জাতীকে পথ প্রদর্শনার্থে সময়োপযোগী পয়গম্বর উৎপন্ন করণার্থে হজরত ইব্রাহিমকে মনোনীত করিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে প্রতিমাদের মধ্য হইতে বাহির করিয়া লইয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়া অঙ্গিকার-যুক্ত করিয়াছিলেন ; তাঁহার সহিত অনন্ত কালীন নিয়ম করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মনীতি সমাজনীতি ও দৈহিক জীবন যাপনের ব্যবস্থা সকলই প্রদান করিলেন। ইহা ব্যতীত ঐ প্রতিমাসক্ত জগতকে সাক্ষ্য দিবার জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে হজরত ইব্রাহিমের পূর্ব্বে নিরূপণ করিয়াছিলেন। বাইবেলে ইব্রাহিমের ইতিহাসে মল্কীষেদকের বিবরণে আমরা তাঁহার সামান্য ইঙ্গিতমাত্র প্রাপ্ত হই। যাহা হউক সদাপ্রভু পরমেশ্বর হজরত ইব্রাহিমকে এই আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন আমি তোমা হইতে মহাজাতী উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমাকে মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্ব্বাদের আকর হইবে।

ক্রমশ।

ভারতেশ্বরীর মৃত্যু উপলক্ষে।

অসম্ভব কেন সম্ভব হইল ?
পূর্ণ শশধর অতলে ডুবিল ?
পশ্চিম গগন, করি দরশন
মনে হয় যেন, প্রকৃতি বিকল।
নিশার স্বপন, প্রলাপ বচন,
প্রত্যয় যেমন, নহে কোন কাল।
রাজরাজেশ্বরী, কুইন ভিক্টরী,

জগৎ উপরি, পাত্‌সাই যার,
কোন্ কাল আসি, রাহুগ্রাসে গ্রাসি,
নিল অবিনাশী, জীবন তাঁর ?
ব্রীটন গৌরব, ব্রীটন সৌরভ,
হয় কি সম্ভব, অকালে ভুলিয়ে,
ছাড়ি ধরাধাম, লভিতে আরাম,
গেলা নিত্যধাম, সন্তানে কাঁদায়ে।

কাঁদিছে ভারত, কাঁদিছে তিব্বৎ,
কাঁদিছে কানাডা, কাঁদিছে বর্ণ।
কাঁদিছে চীন, কাঁদিছে মার্কিণ,
কাঁদিছে মিসর, কাঁদিছে জর্ম্মণ।
শোক অশ্রু জল, ব্যাপ্ত মহিতল,
শোকের সাগর, হেরি চারি দিক্।
শত্রু মিত্র যত, কাঁদে অবিরত—
মাতৃহীন মত, কবকি অধিক।
ভারত আকুতি ভাবে দিবা রাতি,
কি হইবে গতি অকালে অকুলে।
ভারত এখন, শিশুর মতন,
করিত শয়ন জননীর কোলে।

জানিনা মা আজ কোন্ পাপে মোরা,
হারাইনু তোমা হেন কোমল হৃদয়া
নরেশ্বরী নরলোকে দেবী অবতার।
হইবে কি কভু আর আশার সঞ্চার,
নিরাশ সাগরে ভাসি নিজ কর্ম্ম দোষে।
যে পদাঙ্ক রেখা, হেরি নিয়ত নয়ন

পাইল অতুল সুখ প্রকৃতি মণ্ডলে
তব রাজ্য গুণে যাহা কল্পনা অতীত,
হবে কি সে আশার পূরণ কোন কালে ?
শিয়াগার সদৃশ লণ্ডন নিজানুজ
সুখ নিকেতন এই দরিদ্র ভারত
কিরূপে লইবে ভার তোমার সদৃশ
বিতরিতে ওরূপে গো সকরুন দান !
গিয়াছ যদিচ চলি প্রিয় নিত্য ধামে,
ভুলিওনা এ মিনতি করি বারম্বার
কৃতাঞ্জলি পুটে সবে তব শ্রীচরণে ॥

শিক্ষা।

(ঐতিহাসিক তত্ত্ব)

(৩)

ইতিহাস পাঠ করিলে মন কেমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বোধ করিয়া থাকে, তজ্জন্য লোকমাত্রেই নূতন কথা শুনিতে ভাল বাসে। ইংরাজি ১৮৭৬ সালে আমি কার্য্য বশত একজন জাপানী পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির সহিত অনেকক্ষণ বহুবিধ বিষয় লইয়া কথোপকথন করিয়াছিলাম। নিম্নে তাহার সারাংশ বর্ণিত হইল। আমি অগ্রে জানিতাম বিদেশী বণিকগণ বড় সদাশয় এবং শিষ্ট শান্ত, তজ্জন্য প্রথমে বাণিজ্য সম্বন্ধে কথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। মহাশয় কতদিন দেশলাই ব্যবসায়ে আত্ম নির্ভর করিয়াছেন ? জাপানী মহাত্মা উত্তর করিলেন, "আত্ম নির্ভর" ! আত্ম নির্ভর অপেক্ষা "আত্ম সমর্পণ" বলিতে পারিতেন। আমি তিন মাস পূর্ব্বে কৃষি কার্য্য করিতাম।

আমি। কৃষি অপেক্ষা বাণিজ্য শ্রেষ্ঠ কিরূপে বুঝিলেন ?

জা। আপনি স্বচক্ষে না দেখিলে জাপানী অধ্যবসায় এবং উৎসাহ কি বুঝিতে পারিবেন ?

আ। আপনার কি কেহ উৎসাহদাতা আছেন ?

জা। ভারতবর্ষের কয়েকটী স্থান ভিন্ন সর্ব্বত্রই উন্নতির বিপক্ষ। সুতরাং উৎসাহ দিতেও চায়না, লইতেও চায় না। আমাদের দেশে এমন রীতি পদ্ধতি হইয়াছে যে, কাহাকেও বুঝাইয়া উৎসাহকারী প্রস্তুত করিতে হয় না। সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে দিবা রাত্র ভ্রমণ করিতেছে, সকলেই আত্ম মর্য্যাদা বুঝিয়া থাকে ; সুতরাং কেহ বুঝিবার অপেক্ষা রাখে না। আমি কৃষি কার্য্য ছাড়িয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলাম এজন্য কাহারও উপদেশ লই নাই।

আ। এত অধিক মূল ধন কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন ?

জা। কৃষি কার্য্যই আমার মূল, তদ্ভিন্ন আমার পৈত্রিক একটী ব্যবসা আছে। আপনাদের দেশে যাহাকে জাতিগত ব্যবসা বলে। আমার জাতিগত ব্যবসা পুরুষানুক্রমে থাকিবে। সে কার্য্যে আমি যে দিন অবহেলা করিব সেই দিন আমার পতন নিশ্চয়। সে কার্য্যে আমি এক্ষণে বেতন দিয়া কার্য্যদক্ষ একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছি।

আমি। কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া কৃষি কার্য্যে লাভবান হইলেন ?

জাপানী। আমার পিতার নিকট যে ব্যক্তি দৈহিক মজুরিতে কৃষি কার্য্য করিত সে এক্ষণে দশহাজার টাকার সম্পত্তি করিয়াছে। কিছুদিন পরে সেই ব্যক্তি আমার মত একজন সওদাগর হইবে।

আ। ঐ ব্যক্তি কিরূপে এত টাকা উপার্জ্জন করিল ? তাহার কি স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি কেহ পোষ্য নাই ?

জা। আমাদের জাতির ধর্ম্ম, এই সকলেই নিজে নিজে উপায় করিতে জানে। বালিকা তাহার মাতৃ অঙ্কে থাকিয়া মাতার কার্য্য শিখিতে থাকে, একটু বড় হইলে সে বুঝিতে পারে যে তাহার মাতার ন্যায় সেও যখন "মাতা" হইবে কাহাকেও ঐরূপ কার্য্য শিখাইতে হইবে। প্রত্যেকের সংসারে ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক। আহারাদি যথেষ্ট পরিমাণে করিলেও কিছু কিছু সঞ্চয় হয়। এখানকার লোকে পার্শ্বের লোকের সুখের অংশ লইতে প্রত্যাশা করে, আমাদের দেশে কেহ তাহা করে না। সে প্রকার প্রবৃত্তি কাহারও নাই।

আ। আপনার সঞ্চিত অর্থ অপহরণ করিলে কি করিতেন ?

জা। (হাসিতে হাসিতে) অপহরণ কি প্রকার ?

আ। তস্কর পরের দ্রব্য গ্রহণ করিতে ভয় করে না।

জা। আপনাদের কি ভ্রম। তস্কর যদি ঐরূপ করিয়া ধনবান হয় তাহার ধন কি অন্য তস্করে লইতে পারে না? আমাদের দেশে সে প্রকার নীচ লোক দেখিতে পাই না।

আ। রাজার শাসন গুণেই এইরূপ হইয়াছে। আমাদের দেশে এক সময় এইরূপ ছিল। আপনার দেশে যে সকল বিদ্যালয় আছে তাহাতে কি সকল জাতির বালক বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়?

জা। সকলেই শিখিতে বাধ্য।

আমি। আপনারা আমাদের দেশে শিক্ষক হইয়া শিল্প বিদ্যালয়ে কার্য্য শিক্ষা দিতে পারেন?

জা। আপনারা শিক্ষা করিবার যোগ্য হউন। অগ্রে পিতামাতাগণ প্রস্তুত হউন। সকল ব্যক্তিই যখন বুঝিবে ভারত বর্ষ ক্রমশ একপক্ষের মঙ্গল করিতেছে, তদ্দ্বারা অন্য পক্ষের অমঙ্গল ঘটিতেছে, পিতা অপেক্ষা পুত্র সর্ব্ব বিষয়ে অল্পক্ষম হইতেছে, ভবিষ্যৎ বংশের অভাব বৃদ্ধি হইতেছে, তখন একটু চৈতন্য হইবে। ক্রমশঃ।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

রংপুর।

আজ ২রা পৌষ। বেলা ৪॥ টার সময়ে দার্জ্জিলিং মেলে রংপুর যাত্রা করিলাম। রাত্রি ৮ টার সময়ে শাড়ার ঘাটে পঁহুছিলাম। শাড়ার ঘাট ষ্টীমার যোগে পার হইতে হইল। পার হইবার সময় দুটী হিন্দুর দুরাবস্থা দেখিয়া মনে বড়ই আঘাত পাইলাম — তাহাদের সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক ছিলেন। ষ্টীমার যখন তীরে লাগিল, তখন লোকেরা প্রবলবেগে নামিতে লাগিল। সেই প্রবল জন-স্রোতে বাবু দুইটী স্ত্রীলোকটীকে লইয়া ভাসিতে লাগিলেন। অতি কষ্টে স্ত্রীলোকটিকে রক্ষা করিলেন। আমরা মনে করিলাম কুলকামিনী লইয়া শাড়ারঘাট পার হওয়া মহা দায়। শেষে জানিতে পারিলাম স্ত্রীলোকদের জন্য একটা কামরা আছে। তবে কি না সেই কামরায় করিয়া স্ত্রীকে পার

করিতে হইলে আট আনা বেশী দিতে হয়। এই খান থেকে দার্জ্জিলিং মেল আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আমরা আসাম মেলে চড়িলাম। আসাম মেলের গাড়িগুলি ছোট ছোট। ৩য় শ্রেণীর গাড়িতে লোকের ভয়ানক ভীড়, বসিবার স্থান পাওয়া যায় না। গাড়ি যতই রংপুরের দিকে যাইতে লাগিল, লোকের ভীড় ততই বাড়িতে লাগিল। ক্রমে লোকেরা দাঁড়াইয়া যাইতে লাগিল। শেষে দাঁড়াইবার স্থানও কুলাইল না! লোকের ভীড়ে আমাদের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। আমাদের ৩য় শ্রেণীর টিকিট ছিল বলিয়া এই শোচনীয় দৃশ্য দর্শন করিতে পারিলাম। এ দিকের ষ্টেশনে ঘুষের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে সমস্ত বলিব না, বলিলে মকদ্দমায় পড়িতে হইবে। ব্যাভিচারটা যে দোষ তাহা বেশ্যারা স্বীকার করে না, সেইরূপ ঘুষ নেওয়া যে দোষ তাহা এখনকার চাকুরেরা স্বীকার করে না। দুঃখের বিষয় আমাদের সহযোগীরা নিজের ঘর সাবধান করিতে চেষ্টা করেন না। তাঁহারা কেবল সাহেবদের দোষ খুজিয়া খুজিয়া বেড়ান। আমাদের সমস্ত রাত গাড়ির মধ্যে কাটিয়া গেল। আজ ৩রা পৌষ। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য সূর্য্য আলোকমালায় আমাদিগকে ভূষিত করিলেন। আমরা হৃষ্টচিত্তে গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম। ষ্টেসন হইতে রংপুর কাছারি চার মাইল হইবে। আমরা ।৵০ দিয়া এক খানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিলাম।

আমরা মৌলবী আসফ খাঁ বি, এল সাহেবের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। মৌলবী সাহেব মিষ্টভাষী এবং অমায়িক লোক। তাঁহার নম্র ব্যবহারে আমরা আনন্দিত হইলাম। মৌলবী সাহেব প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া "প্রচারকের" চাঁদা এবং গ্রাহক সংগ্রহে বহির্গত হইলেন। সহরের উপর খুব ঘুরিলেন, কিন্তু ফল হইল না। তিনি কাছারি গেলেন। মুন্সী উজির আলি মোক্তার সাহেব "প্রচারকের" জন্য খুব চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছু করিতে পারিলেন না। সহরে মোসলমানের বসতি যথেষ্ট আছে। মোসলমান চাকুরের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। মোক্তার ত হিন্দুর চেয়ে মোসলমানের সংখ্যায়ই বেশী বলিয়া বোধ হইল! জজ কোর্টের উকিলমাত্র দুটি আছেন। দুঃখের বিষয় এই সকল লোকের জাতীয় জীবন আছে বলিয়া বোধ হইল না। কেবল মৌলবী তছলিম উদ্দীন আহমদ বি,

এল, এবং মুন্সী তহসিন উদ্দীন আহমদ খোন্দকার মোক্তার সাহেবদ্বয়কে জাতীয় জীবন বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইল। মৌলবী তছলিম উদ্দীন আহমদ সাহেব এক জন সুলেখক। তিনি সময়ে সময়ে মাতৃ-ভাষার সেবা করিয়া থাকেন।

মুন্সী তহসিন উদ্দীন আহমদ সাহেব একজন প্রতিভাশালী লোক। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, সুচতুর মোক্তার রঙ্গপুর আর দ্বিতীয় নাই। তিনি সামান্য মোক্তারির দ্বারা পাকা বাড়ী, গাড়ী, ঘোড়া, টমটম, সামান্য জমিদারি এমন কি একটা হাতী পর্য্যন্ত কিনিবার চেষ্টায় আছেন। এতদিন হয় ত কিনিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা এত উন্নত হইলেও, তাঁহার ন্যায় অমায়িক এবং মিষ্ঠভাষী লোক রঙ্গপুর আছে বলিয়া বোধ হইল না। ইনি "প্রচারকের" জন্য বড়ই সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। রংপুর আমাদের কিছু হইল না দেখিয়া আমাদের পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত মওলানা মনিরজ্জমান ও শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ আমানত আলি সাহেবদ্বয়কে দর্শন জন্য ৬ই পৌষ বেলা ২টার সময়ে মৌলবী আমানত আলি সাহেবের গরুর গাড়ি উঠিয়া চলিলাম। রাত্রি ৩টার সময়ে বউলবাড়ী পঁহুছিলাম।

মওলানা ও মৌলবী সাহেবদ্বয় আমাদিগকে পাইয়া আনন্দে বিভোর হইলেন। তাঁহাদের হৃদয় হইতে প্রেমের উৎস খুলিয়া গেল। সেই উৎস হইতে প্রেমের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমরা অপ্রেমিক হইলেও আনন্দভরে সেই প্রেমের স্রোতে প্রেম তরঙ্গে কেলি করিতে লাগিলাম। এই অবস্থায় প্রায় ১ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। একটু বিশ্রাম জন্য সকলে শুইয়া পড়িলাম। রাত শীঘ্র শেষ হইল।

আজ ৬ই পৌষ, শুক্রবার। প্রাতঃকাল। চতুর্দ্দিকে জঙ্গলে পরিপূর্ণ। পক্ষিগণ বৃক্ষশাখে সুরা-সঙ্গিত-বর্ষন করিতেছে। সেই কুঞ্জবনের মধ্যে সমাজ সন্ন্যাসীদ্বয় (মৌলবী ও মওলীনা সাহেবদ্বয়) এক বৃন্তে দুটি ফুলের ন্যায় পরস্পর প্রেম পাশে আবদ্ধ হইয়া সাধনা করিতেছেন। আর সেই দুটি ফুলের সৌরবে দশদিক আমোদিত রহিয়াছে। পক্ষিগণ সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রশংসা সুচক গান করিতেছে, বৃক্ষগণ মস্তক অবনত করিয়া সম্ভাষণ করিতেছে। এই সকল দর্শন করিয়া আমরা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিলাম। বউলবাড়ীর

মসজিদে উপাসনা সমাপন করিলাম। মৌলবী ও মওলানা সাহেবদ্বয় কোমর বাঁধিয়া আমাদের সহিত ২টার সময়ে রসুলপুর যাত্রা করিলেন। রসুলপুর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে একটি হাট, পোষ্টাফিস এবং দু-ঘর ক্ষুদ্র মোসলমান জমিদার আছেন। বেলা প্রায় ৪টার সময়ে মুন্সী খেতাব খাঁ চৌধুরী সাহেবের সাক্ষাৎ হইল। চৌধুরী সাহেব মিষ্টভাষী, সদালাপী, সমাজহিতৈষী ভদ্রলোক, তাঁহার সদালাপে আমরা মুগ্ধ হইলাম। তাঁহার একটি উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় শোক-অগ্নি তাঁহার হৃদয়ে প্রবল বেগে জলিতেছে, ইহা সত্বেও তিনি আমাদিগকে আলাপে আপ্যায়িত করিলেন। সন্ধ্যের সময়ে বউলবাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। কি উপায় দ্বারা পতীত সমাজ উদ্ধার করা যাইবে ; এই সকল চিন্তায় রাত কাটিয়া গেল।

আজ ৭ই পৌষ, শনিবার। কলিকাতা হইতে যাওয়া পর্য্যন্ত এক পয়সাও সংগ্রহ হয় নাই। সুতরাং আমরা কিঞ্চিৎ দমিয়া গেলাম। মৌলবী ও মওলানা সাহেবদ্বয়ের অদম্য উৎসাহ কিন্তু দমিবার নয়। তাঁহারা পূর্ণ উৎসাহের সহিত আমাদিগকে লইয়া আবার রসুলপুর গেলেন। মুন্সী মাহতাব খাঁ চৌধুরী সাহেবের সহিত সক্ষাৎ হইল। চৌধুরী সাহেব তাকিয়ায় হালান দিয়া হুকোয় দম দিতে ভালবাসেন না। তিনি একজন উপযুক্ত কার্য্যক্ষম লোক। নিজের কার্য্য নিজে সর্ব্বদা দেখিয়া করেন। তাঁহার উৎসাহে আমরা মুগ্ধ হইলাম। সমাজের উন্নতির জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া থাকেন। মাহতাব খাঁ এবং খেতাব খাঁ ইহারা দু ভাই। ইহারা "প্রচারকের" সাহায্য করিলেন এবং সহানুভূতি দেখাইলেন।

বেলা ১০টার সময় রসুলপুর ছাড়িলাম। কুমেদপুর চলিলাম। রসুলপুর হইতে কুমেদপুর দু মাইল হইবে না। যাইবার সময়ে সর্গীয় আনন্দ-সুধা-পান করিতে করিতে চলিলাম। ১১টার সময়ে কুমেদপুর পঁহুছিলাম।

কুমেদপুর

একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। চৌধুরী কোমর উদ্দীন সাহেবের জলন্ত প্রতিভায় গ্রামটির নাম বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানে বিঘোষিত। দুঃখের বিষয় আমাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। কেননা তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। অহার সাধের

মাদরাসা এবং স্কুল গৃহ, চালক অভাবে ছাত্র অভাবে হাহাকার করিতেছে। কোমর উদ্দীন সাহেবের জন্য বিষাদ সঙ্গিত গান করিতেছে। আমরা এই বিষাদ গীতি শুনিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না! চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী, আমাদিগকে খুব সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ন্যায় নারিহ, সচ্চরিত্রা, লজ্জাশীলা, স্বামিগত প্রাণা স্ত্রীলোক বঙ্গদেশে জমিদার ঘরে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি "প্রচারক"কে কিছু সাহায্য করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিলেন। বেলা দুইটার সময়ে কুমেদপুর ছাড়িয়া মকিমপুর চলিলাম। কুমেদপুর হইতে মকিমপুর ৩ মাইল হইবে। বেলা সাড়ে তিনটার সময়ে মকিমপুরে উপস্থিত হইলাম। মকিমপুর খাঁ নামধারী একঘর সম্পত্তিশালী মোসলমান আছেন; তাঁহারা দু ভাই। বড় ভাইটী একটি আদর্শ কৃপণ বলিয়া বোধ হইল। ছোট ভাইটী উৎসাহি আমোদ প্রিয় এবং স্বজাতি বৎসল লোক। বেলা ৩৷৷০ টার সময়ে মকিমপুর উপস্থিত হইলাম। ৪৷৷০ টার সময়ে মকিমপুর হইতে রাউথ পাড়ায় চলিলাম। মকিমপুর হইতে রাউথ পাড়া ৩ মাইল হইবে। ঠিক সন্ধ্যের সময়ে রাউথপাড়ায় মুন্সী মহম্মদ কদর উল্লা মিয়ার বাটী পঁহুছিলাম। মুন্সী কদর উল্লা সাহেব নম্রশীল, উৎসাহি, স্বজাতি বৎসল, এবং মিষ্টভাষী লোক। তিনি পরম আদরের সহিত আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। আজ আমরা বুঝিতে পারিলাম, মৌলবী ও মওলানা সাহেবদ্বয় সাধনায় কিঞ্চিৎ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন কেন না তাঁহাদের সাধনার ফলে আজ আমরা এক দিনে ২০৲ টাকা পাইলাম। এই রাউথ পাড়ায় স্বজাতি-গত প্রাণ, পরম উৎসাহি শ্রীযুক্ত মুন্সী সৈয়দ মকসুদ আলি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাদিগকে আলাপে আপ্যায়িত করিলেন। তিনি "প্রচারক" পাঠে এতই মুগ্ধ হইলেন যে "প্রচারক"কে মাসিক ১৲ টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

পরদিন সকালে রাউথ পাড়ার মিয়াদের বাটী হইতে বউলবাড়ী যাত্রা করিলাম। মুনশী সৈয়দ এমদাদ আলি সাহেব নামক জনৈক উৎসাহী যুবক আমাদিগকে গভীর ভালবাসা দেখাইবার জন্য রাউথ পাড়া হইতে বউল বাড়ী প্রায় ৪ মাইল আমাদের সহিত আসিয়াছিলেন। এক সময়ে এই রকম প্রেমের জন্য মোসলমান সমাজ বিখ্যাত ছিল। প্রায় ১০টার সময় বউলবাড়ী

পঁহুছিলাম। ২টার সময় বউল বাড়া হইতে কাশিপুর রওনা হইলাম। কাশিপুরের দেয়ানত উল্লা সরকার বেশ উৎসাহি লোক, তিনি আমাদিগকে কিছু সাহায্য করিয়া বিদায় করিলেন। কাশিপুর হইতে পলাশবাড়ী যাত্রা করিলাম। পলাশবাড়ী কাশিপুরের খুব নিকট। বউলবাড়ী হইতে পলাশবাড়ী প্রায় ৩ মাইল হইবে। এই পলাশবাড়ী মুনশী খেজর উদ্দীন আহমদ নামক জনৈক ক্ষুদ্র জমিদারের বাশ। জমিদার সাহেব নম্রশীল, ধীরচিত্ত, কর্ত্তব্য নিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, স্বজাতির উন্নতিকামি এবং উদ্যমশীল লোক। ইনি আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইঁহার অমায়িক ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হইলাম। আজ আমরা এইখানে রোমজানের চাঁদ দেখিলাম। সন্ধ্যের পরে পলাশবাড়ী হইতে বউলবাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

আজ ৯ই পৌষ। প্রথম রোজা। বিশ্রাম করিবার সময় নাই। অদ্য একটি হিন্দুস্থানিকে সঙ্গে লইয়া গোপালপুর চলিলাম। বউলবাড়ী হইতে গোপালপুর ৬ মাইল হইবে। বেলা ১০ টার সময়ে গোপালপুর মুনশী হায়াত মহম্মদ সাহেবের বাটী পঁহুছিলাম। মুনশী সাহেব একটি দানশীল ধার্ম্মিক ক্ষুদ্র জমিদার। তাঁহার ন্যায় নির্ম্মল চরিত্রের লোক মোসলমান সমাজে যতই বৃদ্ধি হইবে ততই সমাজ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে। আমরা ১১টার সময়ে মুনশী সাহেবের নিকট হইতে বিদায় হইয়া বউলবাড়ী আসিবার জন্য কোমর বাধিলাম। হিন্দুস্থানিটি কিছুদূর আসিয়া রোজার ক্লান্তিতে শুইয়া পড়িল। আর হাঁটিতে পারিল না। আমরা কিন্তু পরিশ্রমে কাতর হইলাম না। দৃঢ় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমশঃ।

মানসিংহ।

যে সময়ে দীল্লির প্রতাপান্বিত রাজ-সিংহাসনে মোগল-কুল-কেশরী সম্রাট জালাল উদ্দীন মহম্মদ আকবরের দিগ্বিজয়ী-শক্তি ইসলাম-গৌরব প্রতিষ্ঠার গুঢ় অভিসন্ধির মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হইতেছিল, যখন দীল্লির বাদসাহদিগের ন্যায় বিচারে মুগ্ধ হইয়া হিন্দুগণ "দীল্লিশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" বলিয়া মোসলমান সাম্রাজ্যের গৌরব ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময়ে অম্বরের বিচক্ষণ রাজা বাহারমলের পুত্র ভগবান দাস পিতৃ-সিংহাসনে অধি-

রোহণ করেন। বাহারমল মোসলমানের প্রতি নিতান্ত অনুগত ছিলেন, ভগবান দাস সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন মোগল সম্রাটের আনুগত্য ও বন্ধুত্ব ভিন্ন অম্বর সিংহাসনের রাজত্ব-গরিমা-বালকের হস্তের ক্রীড়নকের ন্যায় নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর ও প্রহেলিকাময়, সুতরাং অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার অন্তঃকরণে মোসলমান-প্রীতি জাগিয়া উঠিল। সম্রাট দরবারে তিনি একজন বিশেষ সম্মানীয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। ভগবান দাস এই মিত্রতা দৃঢ়তর করিবার নিমিত্ত হিজরি ৯৯৩ (খৃঃ ১৫৮৬) অব্দে স্বীয় অসূর্য্যম্পশ্যা ললনা-ললাম দুহিতাকে কুমার সেলিমের (জাহাঙ্গীর) হস্তে সমর্পণ করেন, এই আনন্দময় পবিত্র পরিণয়ের ফল স্বরূপ কুমার খসরু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভগবান দাসের সুরত সিংহ, মধু সিংহ ও জগৎ সিংহ নামে তিন জন ভ্রাতা ছিলেন, আমাদের বর্ণনীয় মানসিংহ, এই জগৎ সিংহের পুত্র।

১৫৮৯ খৃঃ অব্দে কিশোর বয়স্ক মানসিংহ যখন পাটনা, হাজিপুর ও বিহারের শাসন-ভার প্রাপ্ত হন, সেই সময়ে তাঁহার পিতৃব্য ভগবান দাসের লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে, মানসিংহ উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তিনি এই অল্প বয়সেই স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে সিংহাসন রক্ষার অনেক অন্তরায় বুঝিতে পারিলেন, বিশেষতঃ তাঁহার পিতৃব্যও জীবিতাবস্থায় এই সমুদয় বিপত্তি দূরিকরণের জন্য একমাত্র মোসলমান বাদশার ছায়াবলম্বন করিতে বারম্বার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং মান সিংহের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা স্বত্বেও তাঁহাকে এই পথ অবলম্বন করিতে হইল। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে তাঁহার ঐ কার্য্যের সম্মতির সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; মানসিংহ বুঝিলেন ভারতের গৃহে গৃহে আকবরের ক্ষুরধার রাজনৈতিক অস্ত্র বিরাজিত, শৌর্য্য-বীর্য্য, দর্প-অহঙ্কার তাঁহার সুকৌশলের নিকট সমুদয়ই পরাস্ত,—ভারতের রাজনৈতিক গগনে অলক্ষিতে আকবরের দৃষ্টি ভস্মাবৃত অগ্নির মত সুতীক্ষ্ণ আগ্রহে নিক্ষেপিত হইতেছে, সেই জ্বালাময়ী অগ্নি, সমুদয় শক্তিকেই গ্রাস করিতেছে।

ক্রমশঃ।

সেখ ফজলল করিম।

এককালীন সাহায্য আদায়।

মুনশী ওয়াহিদ হোসেন সওদাগর ২৲

তৃতীয় বর্ষ। ১৩০৭ ফাল্গুণ। ২য় সংখ্যা ৮০

প্রচারক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা প্রচার কর,"
মহা কোরান সুরে মায়দা ১০ ম রুকু ৬০ আয়েত (পদ)।

মধুমিয়া দ্বারা সম্পাদিত।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

১। প্রার্থনা ১
২। মানসিংহ—শ্রীযুক্ত মুনশী ফজলল করিম ... ২
৩। হজরত মহম্মদ ও তাঁহার শিক্ষা-শ্রীযুক্ত পাদরী চন্দ্র নাথ সরকার ৩৪
৪। কবির প্রতি—শ্রীযুক্ত মৌলবী এমদাদল হক, বি, এ, ... ৩৭
৫। বনি এসরাইল জাতি—শ্রীযুক্ত মৌলবী ফখর উদ্দিন আহম্মদ ... ৩৮
৬। জেহাদ বা ক্রুসেড ৪১
৭। ভিক্টোরিয়ার পরোলোক গমনে হৃদয়োচ্ছ্বাস মিঃ এস্ এস, আহম্মদ ৪৯
৮। নব—কুমুদ—শ্রীযুক্ত মৌলবী মতীয়র রহমান পারিলী ... ৫১
৯। বিবিধ বিষয় ৫৫
১০। তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ। ... ...

PROCHAROK

Dealing with social, political and religious questions.

THE ONLY WIDELY CIRCULATED MAHOMEDAN MONTHLY MAGAZINE, IN BENGALI.

—o—

SUBSCRIPTION— Rs 2 per annum.

For contract rates of advertisement,

Please write to—

M. A. RASHID,
MANAGER,
39, Baldiapara Road, CALCUTTA.

এই সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা।

তৃতীয় বর্ষ। ১৩০৭ ফাল্গুণ। ২য় সংখ্যা।

প্রচারক।

বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

প্রার্থনা।

হে অচিন্ত্য, হে অনাদি, হে হৃদি-রঞ্জন
দাও বল ক্লীষ্ট প্রাণে সমাপিতে আশা।
দীন "প্রচারক" আমি ধর্ম্ম-জগতের
কিন্তু আছে মহোদ্দেশ্য ক্ষুদ্র জীবনের,
সুখ দুঃখ দু'টী ফুল সময়-ঋতুতে
এ দেহ তরুতে মম ফুটে'ছে নিয়ত।
আছি স্থির—সাধিবারে চির-নিত্য সাধ
সে সঙ্কট পাশরিয়া, ঊর্দ্ধ লক্ষ্য ধরি
দুরাশার পরিণতি দেখাতে মানবে
বিষম আহব-শেষে দুরন্ত সংসারে।
উপেক্ষিয়া অবসাদ হিংসা, অভিমান,
চিরনব সুধাময়—অনন্তের সুরে
পবিত্র কর্ত্তব্য মম সাধিতে জীবনে।
অথবা এ সাধনায় দেহ-পাত-তরে
লভিতে অনন্ত-শান্তি সমাধি-মন্দিরে।

নিয়মাবলী

১। প্রচারকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৷৴২৲
২। ষাণ্মাসিক মূল্য লওয়া হয় না।
৩। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম, প্রতি পৃষ্ঠা প্রত্যেক বার ৪৲ টাকা অর্দ্ধপেজ ২৷৷০, প্রতি লাইন চারি আনা।
৪। ডাক্তার মঁয়েজ উদ্দীন আহম্মদ সাহেবের নামে আফিসের ঠিকনায় টাকা কড়ি, বিনিময় পত্র; প্রবন্ধ এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার
এম, আব্দর রসিদ
৩৯ নং বলদিয়াপাড়া রোড, (মানিকতলা) কলিকাতা।

"তৃষ্ণা"

(খণ্ড—কাব্য)

কবি ফজলল করিম প্রণীত।

প্রকাশিত হইয়াছে; অতি সুন্দর গ্রন্থ একবার সকলে এই তরুণ কবির প্রতিভা দেখুন মূল্য সাধারণের জন্য সডাক ৵০ আনা, ও "প্রচারকের" গ্রাহক দিগের জন্য ৵০ আনা, ডাক টিকিটে মূল্য প্রেরিতব্য।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা।

মুনশী ফজলল করিম, কাকিনা, রঙ্গপুর ও অমাদের "প্রচারক" অফিসের ঠিকনায়।

মধু বটিকা।

প্লীহা, যকৃত বা মেহ-ঘটিত যেরূপ জ্বরহউক না কেন মধুবটিকায় নিশ্চয়ই সারিবে। এক কৌটার মূল্য মাশুল সহ এক টাকা।

ডাক্তার মঁয়েজ উদ্দীন আহম্মদ।
মৌখালি, পোঃ ব্যাতোড়, হাবড়া।

৫।১ হরনী ষ্ট্রীট, হামিদী-প্রেসে মুনশী সইদর রহমান দ্বারা মুদ্রিত।

মানসিংহ।

[২]

ভারতের রাজনৈতিক গগনে অলক্ষিতে আকবরের দৃষ্টি ভস্মাবৃত অগ্নির মত সুতীক্ষ্ণ আগ্রহে নিক্ষেপিত হইতেছে, সেই জ্বালাময় অগ্নি সমুদয় শক্তিকেই গ্রাস করিতেছে, সুতরাং চুপ থাকা অর্ব্বাচীনের কার্য্য; অধিকন্তু এই দুর্ভেদ্য কৌশলজাল ছিন্ন করিয়া অতি অল্প ব্যক্তিই মুক্ত-বন্ধন হইতে পারিবেন। সমুদয় পথ সংকীর্ণ ও কণ্টকাকীর্ণ হইয়া আছে, সুতরাং আকবর ভিন্ন সুচারুরূপে রাজ্যরক্ষার উপায়, নাই। ইতি পূর্ব্বেই অনেক রাজপুত-কুল-ভাস্কর এপথ পরিষ্কারও করিয়াছেন; সুতরাং মানসিংহ সম্রাটের এই অমিততেজ অলৌকিক ও বলের নিকটে মস্তক অবনত করিলেন।

আকবর চিরকাল গুণের পক্ষপাতী। বঙ্গদেশ, পাটনা, হাজিপুর প্রভৃতির শাসনকৌশলে তিনি মানসিংহকে বেশ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার কার্য্য-কলাপ পরোক্ষে আকবরের বীরহৃদয়ে ভবিষ্যতের নিমিত্ত সাবধানতা অবলম্বনে বাধ্য করিল।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই মানসিংহের প্রতিভা ও প্রভুভক্তি সম্রাট হৃদয়ঙ্গম করিলেন; মানসিংহের এই সময়ের কার্য্যাবলী বেশ নিঃস্বার্থময় ছিল। বাদসাহ দরবারে মানসিংহের প্রতাপ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, পূর্ব্বে সম্বন্ধের নৈকট্য থাকায় তাঁহার উচ্চপদের সম্ভাবনা অনেক মোসাহেবেরই লক্ষণীয় হইয়াছিল। সকলেই তাঁহার সৌজন্যে পরিতুষ্ট হইতে লাগিলেন, সুতরাং নানাগুণে মুগ্ধ হইয়াই সম্রাট এই প্রচণ্ড কুশাবহ বীর মানসিংহকে প্রতিনিধিপদে অভিষিক্ত করিলেন। এই কঠোর দায়ীত্বপূর্ণপদে উন্নীত হইয়া দিন দিন মানসিংহের উদ্যম বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মানসিংহের বিশ্বস্ততায় আকবরের দৃঢ়তা না থাকিলে তিনি কখনও তাঁহাকে এই গুরুত্ব-সম্পন্ন পদের উপযুক্ত বিবেচনা করিতেন না। বিশেষতঃ তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির নিকট লোক-চরিত্র নিতান্ত অপরিজ্ঞাত ও আয়াস-সাধ্য ছিলনা, সুতরাং আকবরের অকৃত্রিম স্নেহ, সেলিমের

মহদাশয়তা মোগল সাম্রাজ্য দৃঢ় করিবার সহিত অনিচ্ছায় মানসিংহের শ্রদ্ধা-পূজা প্রাপ্তির অবসর পাইয়াছিল। আকবরের এই সকল তীক্ষ্ণ সুকৌশলের রহস্যোদ্ভেদে কত মনস্বী ব্যক্তির যুক্তিমার্গ আজ পর্য্যন্ত নিতান্ত অন্ধতমসাবৃত। এই সকল কুটনীতির বৈচিত্র উন্মেষিত করিতে না পারিয়াই তাঁহারা অদ্যাবধি আকবরের অসামান্য বুদ্ধিমত্তায় সন্দিহান!

মানসিংহ আকবরের নিতান্ত অনুগত ছিলেন, অবশ্য-স্নেহের প্রতিদানে বাদশাহ বিশ্বস্ততাই কামনা করিতেন। কিন্তু এই সম্মান রক্ষা করিবার নিমিত্ত মানসিংহের শ্রদ্ধাময় আগ্রহ দর্শনে, ঈর্ষান্বিত রাজপুত নৃপতিগণ তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতেন, এবং জাতীয় গৌরব বিনষ্ট হইতেছে বলিয়া বিদ্বেশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। মানসিংহ উদার প্রাণ, কাজেই তিনি এই সকল "বিড়াল তপস্বীর" "মুখে মধু অন্তরে বিষ" বন্ধুতা ঘৃণা করিয়া, নীরবে আপনার কর্ত্তব্য সমাধান করিতে লাগিলেন।

ইতি পূর্ব্বে সেলিমের সহিত আকবরের একটা মনান্তর ঘটিয়াছিল, কিছু দিন পরে পুনরায় পিতাপুত্রে মিলন হইল। এই সময়ে ১৫৭৬ খৃঃ অব্দে তিনি রাজপুতনায় প্রতাপ সিংহের বিদ্রোহাচরণ নিবারণার্থে প্রেরিত হইলেন। তিনি সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া শাহজাদা সেলিম সমভিব্যাহারে মিবার যাত্রা করিলেন। এবারের যুদ্ধে প্রতাপের জয় হইল, আবার বন-বাসী প্রতাপের হৃদয়ে স্বাধীনতার সুখ-লালসা জাগিয়া উঠিল, পূর্ব্বের সে পরাজয়-অপমান বিস্মৃত হইলেন, কিন্তু হায়! সেই সাধের "চিতোর দুর্গটী" তাঁহাকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিতে হইল।

এই সময়ে প্রতাপসিংহ নব-নির্ম্মিত উদয়পুর দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। পৈতৃক প্রাসাদ কমলমীরের দুর্গটীও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, অবসর মত উভয় স্থানেই কালাতিপাত করিতেন, তবে অধিকাংশ সময় কমলমীরের দুর্গে কাটিতেন। মানসিংহ শোলাপুর হইতে হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় প্রতাপ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত প্রতাপ সিংহ উদয়সাগর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, উদয়-সাগরতীরে মহাসমারোহে ভোজনাদি প্রস্তুত

হইল, মানসিংহ আহারে বসিলেন, কিন্তু রাণা দেখা দিলেন না। প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ উপস্থিত ছিলেন, তিনি পিতার শিরোবেদনা ও তজ্জনিত অনুপস্থিতি মানসিংহের গোচর করিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানসিংহ গূঢ় রহস্য বুঝিয়া ফেলিলেন। তিনি অমর সিংহকে বলিলেন তোমার পিতার শিরোবেদনার কারণ বুঝিয়াছি; সেজন্য আমার মনুষ্যত্বের উপর এখন আঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ মোগল এমন নীচ জাতীয় নয় যে তাঁহার হস্তে ভগ্নী-সম্প্রদানে আমার গৌরবের লাঘব হইয়াছে। যাঁহার পদতলে মস্তক অবনত করিয়া পাদুকা বহনে ভারতের শতশক্তি দণ্ডায়মান, তাঁহার মর্য্যাদা অবশ্য সকলেরই সহজ-বোধ্য। তুচ্ছ প্রতাপসিংহের এই অভিমান তাঁহার ভ্রূকুটীর যোগ্য নহে। প্রতাপসিংহ সন্দিগ্ধ হইয়া শেষে বলিয়া পাঠাইলেন তাঁহার জাতিপাতের আশঙ্কা মনে উদিত হওয়াতেই তিনি উপস্থিত হন নাই। মানসিংহ জ্বলিয়া উঠিলেন, অস্পৃষ্ট অন্ন পড়িয়া রহিল; হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিহিংসার বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রতাপসিংহ বিপদ গণিলেন।

যাহা হউক ইহার পরে মানসিংহ প্রভৃতি কএকজনের দ্বারা প্রতাপ যে এক প্রকার নিঃস্ব হইয়া ছিলেন সে সমুদয় আমাদের অনাবশ্যকীয় ও আলোচনার বিষয় নহে। প্রতাপসিংহ যে বীর তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, আকবরের সভাসদ খানখানান তৎসম্বন্ধে একটী কবিতাও রচনা করিয়া গিয়াছেন। *

বীরবর মানসিংহ নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। দূরদর্শীতা, উদারতা তাঁহার হৃদয়-ভূষণ ছিল। তাঁহার মনুষ্যত্ব, প্রতিকূলে ধাবিত হইলে তিনি আকবরের অনেক অনিষ্ট করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান ছিল, ভবিষ্যত দৃষ্টি ছিল, তাই রক্ষা; ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মানসিংহের এই

* "জগতে ভূমি এবং সম্পত্তি সমুদয়ই ক্ষণস্থায়ী, কেবল নাম অমর। প্রতাপের রাজ্য গিয়াছে, অথচ মস্তক অবনত হয় নাই; হিন্দুস্থানে তিনি স্বজাতির মান রক্ষা করিয়াছেন"।

প্রভুপরায়ণতা জগতের ইতিহাসে এক অলৌকিক বস্তু! আর ক্ষণজন্মা আকবরের জ্ঞানরহস্য কতদূর দুর্জ্ঞেয় ও বন্ধনময় তাহা এই সঙ্গে বিচারের বিষয়। ভট্টগ্রন্থে উল্লিখিত আছে—

"রাজা মানসিং জিতা,
খোটন ফৌজ হুবাহি"।

অর্থাৎ রাজা মানসিংহ খোতন ও মোবাসি রাজ্য জয় করিয়াছিলেন।

যিনি প্রচণ্ড বাহুবলে সুবিস্তৃত খোতন হইতে উত্তাল তরঙ্গোচ্ছাস-তাড়িত জলধি-উপকূল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি যে আকবরের ন্যায় বীর নরপতির রাজ্যালঙ্কার এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রতিনিধি তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই, সুতরাং মানসিংহ হৃদয়বান ও মনুষ্যত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়।

ইতি পূর্ব্বে মানসিংহের বঙ্গদেশ শাসনের উল্লেখ করিয়াছি মাত্র, এইক্ষণ তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাষ লিপিবদ্ধ করিব। পাটনা প্রভৃতিরও শাসন ভার প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ১৫৮৭ অব্দে মানসিংহ বঙ্গদেশ শাসন করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হন। বিস্তৃত মোগল সাম্রাজ্যে মহম্মদ আজিজ প্রভৃতির ন্যায় খ্যাতনামা সেনাপতি গণও মানসিংহ অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব লাভে সমর্থ হন নাই। জায়গীরদারদিগের সেনাপতি কতলু খাঁ আজিজ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া, কিছুদিনের নিমিত্ত নিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে তাঁহাকে আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল, এবং তৎপদে দুইজন শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসিলেন; এই নবাগত সেনাপতিদ্বয় কতলু খাঁর কিছুই করিতে পারিলেন না, সুতরাং সম্রাট আম্বররাজ মানসিংহকেই বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। কতলু খাঁর কৌশল জালে মানসিংহও প্রথমতঃ কিছুই করিতে পারিলেন না, অধিকন্তু প্রাণাধিক পুত্র জগৎ সিংহ তাহাদের হস্তে বন্দী হইলেন। এদিকে বর্ষাকাল সমাগত প্রায় দেখিয়া মানসিংহও বিচলিত হইলেন, সুতরাং বিদ্রোহী দিগের সন্ধির প্রস্তাবে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। এই সন্ধিদ্বারা পাঠানের মুদ্রায় ও রাজকার্য্যে সম্রাটের নাম ব্যবহার

করিবে বলিয়া উড়িষ্যার শাসন ভার গ্রহণ করিল, কেবল জগন্নাথ ক্ষেত্র মানসিংহের করতল-গত রহিল। দুই বৎসর পরে পাঠানেরা জগন্নাথ ক্ষেত্র লুণ্ঠন করিলে মানসিংহ তাহাদের ব্যবহারে নিতান্ত উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং সুবর্ণরেখাতীরে তাহাদিগকে পরাস্ত করনান্তর পুনর্ব্বার উড়িষ্যা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। *

এই সময়ে আগমহলে (রাজমহলে) তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, দুর্গ এবং রাজপ্রাসাদে নব-নির্ম্মিত রাজধানী মোগলসাম্রাজ্যের চিরগৌরব বক্ষে ধারণ করনান্তর ভবিষ্যতের আলোচনার স্থান অধিকার করিল। সম্ভবতঃ এই সময়ে তিনি আসাম প্রদেশেরও বীরদর্প খর্ব্ব করিয়া মোগল চরণে করদানে বাধ্য করেন। বীরবর মানসিংহ তৎপরে কাবুলের বিদ্রোহ দমনে প্রেরিত হন। ক্রমে দাক্ষিণাত্যে ও কাবুলে তাঁহার জয়ডঙ্কা নিনাদিত হইল। আকবর মনে করিয়া ছিলেন রাজপুতের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ থাকায় তাঁহার রাজ্য দৃঢ়িকরণের সুবিধা হইতেছে; কিন্তু রাজপুত মহিষীর গর্ভজাত সন্তানবর্গ মাতুল ও মাতামহদিগের প্রতিষ্ঠা স্থাপনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন; পরন্তু তাঁহারা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগকে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করেন, মানসিংহ ইহা বুঝিতে পারিয়া আকবরকে সাবধান করিলেন। ইহাতে আকবরের এক নূতন জ্ঞান দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, অন্যদিকে এই দূরদর্শিনী শক্তিই যেন মানসিংহের ভবিষ্যতের সুখ-সূর্য্য অস্তমিত করিতে চলিল। আকবর দেখিলেন কুমার খসরু বোধ হয় মানসিংহের পক্ষাবলম্বন করিতেছে, এই গুপ্ত অভিসন্ধির ফলে ভবিষ্যতে সেলিমের সিংহাসন প্রাপ্তি যে দুরুহ হইয়া উঠিবে তাহাও বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না; তিনি যথার্থই চিন্তিত হইলেন, এবং এই হইতে মানসিংহের উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। এদিকে মানসিংহের প্রতাপ পরিবর্দ্ধন ও ব্যবহার বৈষম্যে আকবরের পূর্ব্ব সন্দেহ দৃঢ়তর হইল। দিন দিন তাঁহার বজ্রনির্ঘোষে মোগল সিংহাসন থাকিয়া থাকিয়া

* ফেরেস্তা বলেন এই বিজয় কার্য্য সমাপনান্তে তিনি একশত বিংশতিটী হস্তী সম্রাট সদনে প্রেরণ করেন।

কম্পমান হইতে লাগিল; সুতরাং বিপদের আশঙ্কাও ঘনাইয়া আসিল!

আকবর বা মানসিংহ উভয়ে আপনাদের বলাবল জানিতেন, কিন্তু তাহা হইলেও খসরু বর্ত্তমানে মানসিংহ তাঁহাকেই রাজ্য সম্প্রদান করিতে প্রাণপণ করিবেন, ইহা হিন্দুস্থানের সম্রাট সত্য কল্পনা করিয়া লইলেন। সুচতুর মানসিংহ এই সময়ে হৃদয়ে কতকটা দুরভিসন্ধি গোপন রাখিলেও আকবরের বুদ্ধির নিকট মিহির-তাড়িত শিশির-কণার ন্যায় তাহা জন্মলাভ না করিতেই মিশাইয়া গেল, কিন্তু সম্রাট তথাপি নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত হইতে পারিলেন না।

টড্ সাহেব তাঁহার "রাজস্থান" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—এই সন্দেহ শেষে জিঘাংসায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং অবশেষে সম্রাট একপ্রকার দন্ত ধাবনের মাজন প্রস্তুত করিয়া অর্দ্ধভাগে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখেন। অবশ্য মানসিংহ যাহাতে ভব-যন্ত্রণা হইতে শীঘ্র অবসর গ্রহণ করেন ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে উক্ত বিষাক্ত ভাগ দ্বারা তিনি স্বয়ং দন্ত মর্দ্দন করায় অচিরে এই ক্রূর কার্য্যের ফল স্বরূপ তাঁহার জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল; "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে লিখিত আছে মুরাদ, দানিয়াল প্রভৃতির অকাল মৃত্যুতে তিনি ভগ্ন হৃদয় হন, অপিচ বহুল রাজনীতি চিন্তার সহিত এই শোকাবেগ উদ্বেলিত হওয়ায় তিনি সঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত হন, অবশেষে তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়, সুতরাং টডের এই অপ্রামাণিক "ঐতিহাসিক রহস্য" কতদূর বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য তাহা অনুশীলনের বিষয়, যে নরপতি হিন্দুস্থানের প্রবল প্রতাপান্বিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া কাবুল হইতে আসাম-সীমা পর্য্যন্ত বাহুবলে আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাঁহার সদ্‌গুণাবলী অদ্যাপি দুঃখিনী ভারতমাতার বিচূর্ণ বক্ষে নীরবে গৌরব মাল্য প্রদান করিতেছে, যিনি যুগ-যুগান্তরে মোগল-কুল-প্রদীপ আখ্যাত হইয়া হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার ন্যায় বলীয়ান বিচক্ষণ ব্যক্তির গোপনে এরূপ একটী কাপুরুষোচিত হীন কল্পনা নিতান্ত অস্বাভাবিক। অন্ততঃ এরূপ আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলে মানসিংহ স্বইচ্ছায় প্রাণের মমতায় রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেন, নতুবা আকবর তাঁহাকে

তাড়াইয়া দিতে পারিতেন। হিন্দুস্থানের বাদশাহের পক্ষে ইহা কষ্ট সাধ্য কার্য্য ছিল কি?

যাহা হউক আকবর যখন আপনার শেষ মুহূর্ত্ত বুঝিতে পারিলেন, তখন সিংহাসন নিরাপদ করণোদ্দেশ্যে এলাহাবাদ বিলাসকক্ষ হইতে যুবরাজ সেলিমকে আহ্বান করিলেন। যুবরাজ পিতার শেষ মুহূর্ত্ত দেখিয়া পদতলে উপবেশন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষ সম্রাট অমাত্য বর্গকে সেই স্থানেই তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিতে বলিলেন—আদেশ প্রতিপালিত হইল। এতদিনে মানসিংহের মহাপাশ বিচ্ছিন্ন হইল। শাহাজাদা খসরু তাঁহার প্রধান অবলম্বনেরই এই দশা দেখিয়া স্বীয় প্রাণের মায়া বুঝিলেন, মোগলকুলরবি ডুবিয়া গেল, * জাহাঙ্গীর বুঝিলেন পিতার অন্তর্দৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য্য অতি দুরধিবোধ্য!

সিদ্ধহস্ত মানসিংহ এই সময়ে আপনার অদৃষ্ট গণনা করিলেন। ভাবিলেন, এখন তাহাকে একটু সাবধানে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে, কারণ আকবরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কপাল ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে, অনেক রহস্যও প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং বর্ত্তমানের অসাবধানতা তাঁহার ধন-প্রাণমান বিনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে। এই সময়ে মানসিংহ পুনরায় বঙ্গদেশে প্রেরিত হইলে, ষড়যন্ত্রও কিছুদিনের নিমিত্ত নিবৃত্তি লাভ করিল। এই দ্বিতীয়বারের আগমনেই তিনি যশোহরের বীর সন্তান প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়া সুন্দর বনে মোগল অধিকার বিস্তার করেন। অবশেষে ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে তিনি কুচবিহারের রাজার ভগ্নীকে বিবাহ করেন, দক্ষিণাপথের বিদ্রোহ দমনের জন্য ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে সম্রাট তাঁহাকে তৎসঙ্গে যাইতে আদেশ করেন। মানসিংহ পুত্র জগৎসিংহকে প্রতিনিধি রাখিয়া গমন করিলেন, অত্যল্প কালের মধ্যে জগৎসিংহের মৃত্যু হইলে পাঠানেরা ওসমান খাঁ

* ১৬০৫ অব্দের অক্টোবর মাসের পঞ্চদশ দিবসে আকবরশাহমর-লীলা সংবরণ করেন। রাজত্বকাল, ৪৯ বৎসর, বয়স ৬৩ বৎসর ১ দিন (আইন-ই-আকবরী)।

নামক আর একজন সেনাপতির অধীনে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার কিয়দংশ জয় করেন, মানসিংহ এই আকস্মিক দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমানের মধ্যবর্ত্তী সেরপুর নামক স্থানে পাঠানেরা বিধ্বস্ত হইল, ইহার পর তিনি আবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জাহাঙ্গীর তাহা উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার অকৃতজ্ঞ পুত্রের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার অনুচর দিগকে নিহত করিলেন, মানসিংহের এই সময়ের চতুরতা একান্ত ধূর্ত্ততাপূর্ণ! তিনি সম্রাটের ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু না করিলেও দূর হইতে গোপনে খসরুকে বিদ্রোহাচরণে উত্তেজিত করিতেন; তৎকালে মানসিংহের ভাগ্যদেবী ও প্রসন্না ছিলেন, তিনি বিংশতি সহস্র রাজপুত সৈন্যবলে বলীয়ান হইাছিলেন। * সুতরাং সম্রাট ইচ্ছা করিলেও তাঁহার শাস্তিবিধান সহজ সাধ্য হইল না; অন্বরের রাসাগ্রন্থে উল্লিখিত আছে সম্রাট এই অপরাধে মানসিংহের দশক্রোড় টাকা অর্থদণ্ড করেন।

ইহার পরেও তিনি মেহেরুন্নিসাকে বর্দ্ধমান হইতে শের আফগানের কক্ষচ্যুত করিতে আদিষ্ট হন। মেহেরুন্নিসার অসামান্য রূপ-লাবন্য ও স্বামী পরায়ণতা "নুরজাহান" নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে; সুতরাং তাহা এস্থলে বলা বাহুল্য। সম্রাট মানসিংহের দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় না দেখিয়া কুতুব খাঁকে প্রেরণ করেন।

জ্ঞানবৃদ্ধ মানসিংহ এই সময়ে রস থাকিতে থাকিতে গান শেষ করিলেন,—বুঝিলেন তাঁহার প্রভুত্ব শেষ হইয়া আসিতেছে, সুতরাং সময়ে পথ দেখা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন, মোগল-রাজ-সংসারে তাঁহার নীতিই যে এখন কূটার্থে ব্যবহৃত হইবে তাহা তাঁহার অপরিজ্ঞাত রহিল না, কাজেই চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিয়া আপনার সম্মান অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য এই সময়ে তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া আগ্রায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ফেরেস্তা বলেন হিজরী ১০২৪ (খৃঃ ১৬১৫) অব্দে অম্বররাজ মান-

* রাজস্থান দ্রষ্টব্য।

সিংহ পরলোক গমন করেন, কিন্তু ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খিলিজীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার দুইবৎসর পূর্ব্বে তিনি উত্তর প্রদেশে নিহত হন, সুতরাং ইহা ঐতিহাসিক গবেষণা সাপেক্ষ।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে মানসিংহের এই অতিক্ষুদ্র জীবনী সংগ্রহে প্রাচীন ও আধুনিক ১০।১২ খানি গ্রন্থ দেখিতে হইয়াছে, কিন্তু কোন খানিতেই তাঁহার মাতা বা স্ত্রীর নাম প্রাপ্ত হই নাই। রাজস্থানে তাঁহার ভাওসিংহ ও মানাসিংহ নামে দুইটী জীবন্ত মাতাল সন্তানের নাম ও তাহাদের অত্যল্পকাল রাজত্বের কথা অবগত হওয়া যায় মাত্র, অতএব যিনি তাঁহার মাতা ও স্ত্রীর নাম অবগত আছেন তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই হীন লেখককে অবগত করাইয়া কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন।

সমাজ-সেবক, সেখ ফজলল করিম; কাকিনা।

হজরত মহম্মদ ও তাঁহার শিক্ষা।

যাহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে আমি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব, যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে আমি তাহাকে অভিশাপ দিব; এবং তোমাতে সমস্ত ভূমণ্ডলের তাবত গোষ্ঠী আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে" আদি পুস্তক ১২ অধ্যায়। কেবল খ্রীষ্টিয়ান ভ্রাতৃগণকে প্রমাণ দিবার জন্য আমরা বাইবেল হইতে পদ সকল উদ্ধৃত করিতেছি নচেৎ সে সমস্ত সম্পূর্ণ প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বনিইস্রাইল পুনঃ পুনঃ প্রতিমাপূজারূপ মহা পাপের কঠিন দণ্ড পাইয়া নির্ব্বাসন ভোগকালে তাহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ ও জাতীয় ইতিহাস শত্রুগণ বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট করিয়াছিল। সম্পূর্ণ ব্যাবস্থা গ্রন্থ কি তাহাদের কি খ্রীষ্টীয়ানদের কাহারও নিকট নাই। বাইবেল পাঠ করিতে করিতে সুস্পষ্টরূপে তল্লিখিত বিষয় ও বিবরণ সমস্তের অসম্পূর্ণতা অনুমিত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তদ্বিষয় সমালোচনা করিতে, বোধ হয়, অবসর পাইব না। কেবল বাইবেল আমাদিগকে অসম্পূর্ণরূপে যে সামান্য আলোক

প্রদান করে আমরা তাহা, দিয়াই গমন করিতে চেষ্টা করিব। হজরত ইব্রাহিম যৎকালে উপরি লিখিত মহা আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন তখন তিনি নিঃসন্তান; ঐ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হওয়ার পরে হজরত ইস্মাইল হজরত হাজারার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার চতুর্দ্দশ বৎসর পরে হজরত ইস্হাক হজরত সারার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। হজরত ইস্মাইলকে বিদ্বেষ পরায়ণ য়ীহুদি লেখকেরা দাসী পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিতে লজ্জিত হয় নাই, বরং তাহাতেই আধুনিক খ্রীষ্টিয়ানগণ অধিকতর ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। হাঁ, ইহা অতি সত্য যে হজরত হাজারা হজরত সারার পিতৃগৃহ হইতে সারার বিবাহ কালিন সহচরীরূপে যৌতুক প্রদত্ত হইয়াছিলেন; তাই বলিয়া তিনি সামান্যা নারী ছিলেন না। বাস্তবিক তিনি যদি দাসীবৎ সামান্যা নারী হইতেন তাহাহইলে হজরত সারা কখনও পুত্র কামনা করিয়া আপনি উদ্যোগিনী হইয়া স্বীয় স্বামীর সহিত হাজারার বিবাহ দিতেন না; হাজারার সহিত ইব্রাহিমের বিবাহ, হাজারার সহিত গাব্রিয়েল দূতের আলাপ প্রভৃতি ঘটনানিচয় দ্বারা স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইতেছে যে তিনি যৎসামান্যা রমণী ছিলেন না, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে রাজ নন্দিনীর বিহার যোগ্য শয্যার উপযোগিণী ছিলেন। হজরত ইস্মাইল সেই হাজারার গর্ভজাত ইব্রাহিমের প্রথম সন্তান। হজরত ইস্মাইল পিতৃ কুটীরে থাকিয়া, সদা প্রভু পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদের যে অংশী হইয়াছিলেন, তাহাতে কি কেহ আপত্তি করিবে? হজরত ইস্হাকের জন্মের পরে হজরত ইব্রাহিমের গৃহে সতিনী বিবাদের প্রবল বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাহার শান্তিময় নিকেতনকে অশান্তির আলয় করিয়া তুলিল। হাজারা এখন আর অধীনা সহচরী নহেন। বিধি নিয়ন্তার নির্ব্বন্ধে তিনি এখন ইব্রাহিমের অর্দ্ধাঙ্গিনী। পুত্রবতী গৃহিণী সারার প্রাণে তাহা সহ্য হইল না, তিনি দিন দিন অশান্তির আগুণ এত প্রবল করিয়া দিলেন যে তাহাতে হজরত ইব্রহিমকে অতিশয় তাপিত হইতে হইয়াছিল। ইব্রাহিম যখন নিতান্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন, তখন সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, "সারা তোমাকে যাহা কহিতেছি তাহাতে সম্মত হও"।

আর ঐ দাসী পুত্র তোমার হন্তান এই জন্য আমি তাহা হইতে এক

মহাজাতি উৎপন্ন করিব" আদি পুস্তক ২১ অধ্যায় ১৩ পদ। ইতি পূর্ব্বে একবার হজরত হাজারা হজরত সারার দৌরাত্ম্য প্রকোপে গৃহে তিষ্ঠিতে নাপারিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে ছিলেন, তৎকালে তিনি গর্ভবতী; স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর তৎকালে তাঁহার তত্ত্বাবধান করিয়া তাঁহার নিকট স্বীয় দূত প্রেরণ করিয়া, যে আশ্বাস ও প্রতিজ্ঞা বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাসিতা করিয়া ছিলেন তাহা পাঠকদিগের জন্য এই স্থানে উদ্ধৃত করা বিহিত বোধ করিতেছি, (আদি পুস্তক ১৬ অধ্যায়) দূত (ফেরেস্তা) কহিতেছেন, "হে সারার দাসী হাগার (হাজারা) তুমি কোথা হইতে আইলা, এবং কোথায়ইবা যাইবা? সে কহিল, আমি আপন কর্ত্রী সারার নিকট হইতে পলাইতেছি। তখন সদা প্রভুর দূত তাহাকে কহিলেন, তুমি আপন কর্ত্রীর নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহার বশীভূতা হও। সদা প্রভুর দূত তাহাকে আরও কহিলেন, আমি তোমার বংশের এমত বৃদ্ধি করিব যে বাহুল্য প্রযুক্ত অগণ্য হইবে। সদা প্রভুর দূত তাহাকে আরও কহিলেন, দেখ, তোমার গর্ভ হইয়াছে; তুমি পুত্র প্রসব করিবা, ও তাহার নাম ইস্মাইল রাখিবা, কেননা ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার দুঃখে অবধান করিয়াছেন। আর সে বন্য-গর্দ্দভ স্বরূপ মনুষ্য হইবে, তাহার হস্ত সকলের প্রতিকূল আর সকলের হস্ত তাহার প্রতিকূল হইবে, সে নিজ সকল ভ্রাতাদের সম্মুখে (অর্থাৎ অগ্রভাগে) বসতি করিবে। এখন সারা স্বয়ং পুত্রবতী, বিদ্বেষ বিসংবাদ ক্রমেই প্রবল হইতে প্রবল তর হইতে আরম্ভ হইল; পুনরায় সদাপ্রভু পরমেশ্বর ইব্রাহিমকে কর্ত্তব্য জ্ঞাত করিলেন তদনুসারে হজরত ইব্রাহিম হাজারাকে কতক খাদ্য দ্রব্য ও পানীয় প্রদান করিয়া স্বীয় প্রথম পুত্র ইস্মাইল সহ বিদায় করিয়া দিলেন।

হাজারা স্বীয় প্রাণের প্রাণ সন্তানটিকে লইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে২ পারণ নামক মহা প্রান্তর মধ্যে দিকহারা হইলেন; উঃ! কি ভয়ানক অবস্থা, চিন্তা করিলেও হৃদয় থর থর করিয়া উঠে, প্রাণ চমকিত হয়!! একটী রমণী একটী বালক সমভিব্যাহারে আরবের মহা প্রান্তর মধ্যে পথহারা, নিরাশ্রয়া। হাজারা দেবী যে দিকে দৃষ্টি পাত করিতেছেন সেইদিক হইতেই মৃত্যু তাহাকে ভীষণ দৃশ্য দেখাইতেছে, প্রচণ্ড সূর্য্য গগণমণ্ডল

হইতে অগ্নি শিখাবৎ প্রখর তেজোময় কিরণ, অনন্ত বালুকাময় মরু প্রান্তরের চারিদিগে ছড়াইয়া দিতেছে; উত্তপ্ত বালুকা-রাশি চারিদিক হইতে অগ্নিকণা উড়াইয়া চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে। উত্তপ্ত বায়ু মুখমণ্ডলে অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করিতেছে, শত ক্রোশের মধ্যে লোকালয় নাই, শত শত মাইলের মধ্যে বিন্দু মাত্র জল পাইবার সম্ভাবনা নাই। চারিদিকে জন সমাগম শূন্য পারণের বালুকাময় ভীষণ মরু প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে, সম্মুখে কয়েকটী মৃত প্রায় খর্জ্জুর বৃক্ষ; প্রকৃতির এমত ভয়ানক বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি বিশিষ্ট স্থানে, একটী স্ত্রীলোক স্বীয় নয়নমণি বালকসহ পথহারা, দারুণ পিপাসায়, কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, কলিজা যেন অগ্নিতাপে ভর্জ্জিত হইয়াছে; সঙ্গে বিন্দু মাত্র জল, কিম্বা ভোজ্য নাই। রমণীর প্রাণ আর কত সহ্য হইবে? অবসন্ন প্রায় সন্তানটীকে খর্জ্জুর ছায়াতে রাখিয়া আপনি কিয়ৎ দূরে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; প্রতি মুহূর্ত্তে পিপাসার প্রকোপে প্রাণাধিক সন্তানের মৃত্যু আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, তখন প্রভু যিহোবার আদেশে এক (ফেরেস্তা) দূত তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "ভয় করিও না, ঈশ্বর স্বস্থানে থাকিয়া বালকটীর রব শ্রবণ করিলেন; তুমি উঠিয়া বালকটীকে হস্তে ধর।

ক্রমশঃ

কবির প্রতি।

কবি!

সযতনে অবচয়ি ফুল্লমনোহর
হৃদয়ের সাধ-আশা-কুসুম-নিচয়,
ভরিয়া প্রেমের ডালি চির প্রীতিময়,
সাজা'য়েছ ফুল সাজি অক্ষয় সুন্দর!
আমার প্রাণের সাধ, ও হৃদয়ে তব
ফুটুক অযুত ফুল, অফুরন্ত বাসে

পূর্ণ করি সপ্তলোক, স্থির মৃদু হাসে—
সুমধুর বসন্তের চির-অভিনব
উষা-হাসি-রাশি যেন—করুক উজ্জ্বল
জগতের দশদিক্! তব প্রেম-গান
করুক প্রপূর্ণ বিশ্বজননীর প্রাণ
অপূর্ব্ব-পুলকামৃত স্রোতে নিরমল!
বেচে থাক্ ও লেখনী, ঢালুক্ অপার
চির প্রীতি সুধামাখা বীণার ঝঙ্কার!!

কাজি এমদাদল হক বি. এ.

বনি এসরাইল জাতী।

[২]

করুনাময়, জগৎপাতা বিশ্ব স্রষ্টা জগতে সত্য ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে সকল মহাত্মাদিগকে ভববাদী (পয়গম্বর) নিযুক্ত করিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে প্রায় সকলেই এস্‌রাইল বংশোদ্ভব ছিলেন। এ হেন পবিত্র বংশের ইহিতাস আলোচনা করিলে সম্ভবতঃ বঙ্গীয় মুসলমানের নিকট অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

পবিত্রাত্মা হজরত এব্রাহিমের পুত্রের নাম এসহাক ও দৌহিত্রের নাম এসরাইল ছিল। জগতে ইনিই ইয়াকুব বলিয়া পরিচিত। মহাত্মা এসহাকের দুই পুত্র ছিল, তিনি জ্যেষ্ঠের নাম আয়েহু ও কনিষ্ঠের নাম ইয়াকুব রাখিয়াছিলেন, যুবা কাল পর্য্যন্ত ইনি ইয়াকুব বলিয়াই সম্বোধিত হইতেন। নিম্নলিখিত ঘটনা দ্বারা ইহাঁর নাম পরিবর্ত্তিত হয়। ইনিই আমাদের বনিএসরাইল জাতীর আদি পিতা।

একদিন মহাত্মা এসহাক কোন নির্জ্জন কুঠরিতে খোদা-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিবেন ইচ্ছা করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র ইয়াকুবকে উক্ত নির্জ্জন কুঠরির দ্বার রক্ষক নিযুক্ত করিলেন এবং বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন যে কেহ যেন ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ না করে। ইয়াকুব

পিতৃ-আজ্ঞা বিরোধার্য্যকরিয়া পাহারায় নিযুক্ত হইলেন। মহাত্মা এসহাক ধ্যান-মগ্ন হইলেন কিন্তু ক্ষণেক কালে ঠিক সেই সময় জনৈক স্বর্গীয় দূত (ফেরেস্তা) "ইয়াকুব কিরূপ পিতৃআজ্ঞা পালন করেন তাহা পরীক্ষার জন্য, এবং মহাত্মা এসহাকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, মনুষ্যাকৃতি ধারন করিয়া উক্ত গৃহে প্রবেশোদ্যত হইলেন। ইয়াকুবও পিতৃ আজ্ঞা স্মরণ করিয়া গৃহের দ্বারদেশে দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। স্বর্গীয় দূত প্রথমতঃ তর্ক, তৎপর বিনয় দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিতে না পারিয়া বল প্রকাশে তৎপর হইলেন। ইয়াকুবও দুর্ব্বল প্রকৃতির ছিলেন না; তিনিও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। উভয়ের মধ্যে ভীষণ মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহাদের বিকট চীৎকার ও আস্ফালনে মহাত্মা এসহাকের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি দ্বার দেশে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিতে পাইলেন তাহাতে তাঁহার ঘটনা বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না। উভয়কে পৃথক করিয়া দিলেন এবং দুঃখ ও বিনয়ের সহিত বারম্বার স্বর্গীয় দূতের নিকট পুত্রের অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দূত ইয়াকুবকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, গুরুজনের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে এইরূপ দৃঢ়তারই আবশ্যক। আমি অদ্য হইতে তোমার নাম এসরাইল রাখিলাম, কারণ ইহার অর্থ খোদা-পথে দৃঢ়। মহাত্মা এসহাক ভাববাদী লুত সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। এবং এই বিবাহের ফল স্বরূপ দুইটী যমজ পুত্র সন্তান লাভ করেন। এই শিশু দুইটীর প্রথমটী আয়েহু ও দ্বিতীয়টী ইয়াকুব বা এসরাইল বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

বাল্য কালে অয়েহু সর্ব্বদাই পিতার নিকট থাকিতে ভাল বাসিতেন, পিতার সেবা করাই তিনি বাল্য জীবনের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। শ্রান্ত হইয়া পিতার সহিত ধর্ম্মালাপ করিলেই তিনি বিশ্রাম লাভ করিতেন। এই সময় ইয়াকুব পিতার নিকট বড় ঘেঁসিতেন না, এজন্য মহাত্মা এসহাকও ইয়াকুব অপেক্ষা আয়েহুকে অধিক ভাল বাসিতেন। পক্ষান্তরে ইয়াকুব সর্ব্বদা মাতার সুশ্রূষা করিতে পারিলেই মনে অধিক আনন্দ পাইতেন। মাতাও তাঁহাকে আয়েহু অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন।

কালক্রমে মহাত্মা এসহাক বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার ইন্দ্রিয় সমূহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তিনি অন্ধপ্রায় হইলেন। কেহ নিজের পরিচয় নিজে প্রদান না করিলে কাহাকেও চিনিতে পারিতেন না। এই অবস্থায় তিনি মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া একদিন জ্যেষ্ঠ আয়েহুকে বলিলেন "আমার মৃত্যু সন্নিকট তুমি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমার নিকট আসিবে, খোদাতালার নিকট তোমার জন্য প্রার্থনা করিব। দৈব ক্রমে ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার স্ত্রী উক্ত স্থানে আসিয়াছিলেন, কাজেই এই কথা তাঁহার নিকট অগোচর রহিলনা। উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবার অল্প পূর্ব্বেই ইয়াকুবের মাতা ইয়াকুবকে ডাকিয়া বলিলেন ইয়াকুব! তুমি এখনই তোমার পিতার নিকট যাও এবং যতদূর সম্ভব আয়েহুর ন্যায় হইয়া কথা বলিবে, এবং তাঁহার দোওয়া প্রার্থী হইবে। ইয়াকুব মাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পিতার নিকট চলিয়া গেলেন, মাতার আদেশানুযায়ী দোওয়া প্রার্থী হইলেন। মহাত্মা এস্‌হাকের বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত দর্শন শক্তির অত্যন্ত হ্রাস হওয়ায় কোন ক্রমেই ইয়াকুবকে চিনিতে পারিলেন না। তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন "খোদাতালা তোমার বংশে পয়গম্বরি প্রচলিত রাখেন"।

অল্পক্ষন পর আয়েহু পিতৃ দোওয়া প্রাপ্তির আশায় মহাত্মা এসহাক সন্নিধানে আসিয়া দোওয়া প্রার্থী হইলে, মহাত্মা এস্‌হাক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, এইমাত্র তোমার জন্য দোওয়া করা হইয়াছে। আয়েহু ম্লান মুখে উত্তর করিলেন, পিতঃ! আমি উহার কিছুই অবগত নই। তৎপর মহাত্মা এসহাক অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের বাচালতা দ্বারা প্রতারিত হইয়াছেন। যাহা হউক তাঁহাকেও এই বলিয়া আশির্ব্বাদ করিলেন যে, "খোদাতালা তোমার বংশে রাজা করুন" এই দোওয়ার প্রভাবে তাঁহারই বংশে রাজর্ষি সোলেমান জোলকারনায়েন জন্ম গ্রহন করিয়া ছিলেন। ক্রমশঃ

ফখরুদ্দিন আহম্মদ, করটীয়া।

জেহাদ বা ক্রুসেড।

—০:০—

নিবিড় তমসাচ্ছন্ন দুঃখময় জগৎ সন্দর্শন করিয়া সুখময় কেলি নিকেতন ইহ সংসার ক্ষীণপ্রভ দীপশিখা সদৃশ প্রতীয়মান হয়। নিত্য বস্তুর অনিত্যছায়া মায়াময়ী মোহিনী মূর্ত্তি প্রেমের প্রকাশ মাত্র। বর্ষা! তোমার দুর্জ্জয় প্রবল প্রতাপ চিরস্থায়ী নয়? তোমার আধিপত্য সম্ভূত জলধর দল উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ করিতে অপারগ হইয়া যে প্রস্রবণ উৎপন্ন করিল, যাহা হইতে মহাবেগবতী স্রোতস্বতী কল কল নিনাদে দুকূল ভাসাইয়া কত শত নগরী উদরসাৎ করিল তাহাও ত চিরকালের জন্য নয়? শারদীয় পূর্ণশশধর যেমন তোমার উপর কটাক্ষ করিয়া ঈষৎ বিদ্রূপে কৌমুদী হাসি হাসিল, তুমিও স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পথ পাইলেনা। এইরূপ শীতের শৈত্য, বসন্তের মাধুরী, গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা অনন্ত মহাকালের গর্ভে কতবার জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং কতবার লয় প্রাপ্ত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চার্য্যমতঃ পরম্।

মানব! তুমি কি ভ্রান্ত! তোমার নয়নের ভ্রম কি তোমার মনের ভ্রম? তোমার শৈশবের সুকুমার লাবণ্যময় সুঠাম দেহ, মধুমাখা হাসি, দেবোপম বিমল আনন্দ পূর্ণ হৃদয়, এখন আর তোমার নাই, তাহাত বুঝিয়াছ? তবে কোন্ পরাক্রমশালী ভীষণ রাক্ষস তোমার শক্তিকে গ্রাস করিল? তুমি ত জীবন্ত জীব, মন, প্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট বুদ্ধিমান মনুষ্য, সৃষ্টির সকল পদার্থ তোমার ভোগ্য, এখন দন্তহীন হইয়া সুমিষ্ট দ্রব্যের চর্ব্বণ জনিত রসাস্বাদনে বঞ্চিত কেন? যে প্রিয়তমা মনোরমা সংসার স্বর্গের অধীশ্বরী, যাহার জন্য যৌবনসুলভ ললিত লহরীলীলারূপ স্বরতরঙ্গের সামঞ্জস্য রাখিতে হইত, যাহাকে প্রীতি প্রফুল্ল নয়নে মঙ্গলময়ী গৃহদেবী ভাবে সম্ভাষণ করিতে, এখন ত আর তাহা

ভাল লাগেনা? বার্দ্ধক্যের জরাজীর্ণ দেহ গভীর রবে বিঘোষিত করিতেছে "শিয়রে শমন"। মানব! নশ্বর জীবনের অবিনশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিওনা!

জন্ম লইয়াছ মরিতেই হইবে। মরণ নাই এমন একটী পদার্থও দেখিতে পাইনা। যে দিন দেখিব সুকোমল মৃণালোপরি সুরভিসংযুক্ত কমল দল আর শুকাইতেছেনা, বিশাল শাল তরুবর যাবচ্চন্দ্র দিবাকর উন্নত মস্তকে ফল ফুল ধারণ করিতেছে, যে দিন দেখিব বিক্রম শীল পশু রাজ কেশরী অনন্ত কালোচিত দৈর্ঘ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, যেদিন দেখিব জীবকুল শ্রেষ্ঠ মানব নিচয় প্রলয় হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত জগদ্বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ দর্শন জ্ঞান প্রসূত ফলদ্বারা প্রকাশ করিতেছে, সেই দিন বুঝিব জাগতিক পদার্থের ধ্বংস নাই। সেই দিন বুঝিব যাহা একবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহা আর মরে না।

যদি বুঝিলাম এই নশ্বর জগতে কিছুই অবিনশ্বর নয় তবে কিজন্য এত বিসদৃশ্য কার্য্যে উন্মত্ত হই? কি পৌরুষ লাভার্থ চির জীবন নীতিভ্রষ্ট পথে বিচরণ করিতে যাই? কোন্ মোহিনী শক্তি আত্মীয়া শক্তি হইতে অজ্ঞাত সারে বিচ্ছিন্ন করে? এমন কি অধিকতর সুখের, গৌরবের অথবা মায়ার বস্তু আছে যাহার জন্য আমি আত্মহারা হইয়া পড়ি?

পড়ুক গগন শশী অতলের তলে;
ধর্ম্ম আর সত্য লোপ হয় কোন্ বলে?

আবার বুঝিলাম সংসার শ্মশানময় মরুক্ষেত্র! চারিদিকে প্রজ্বলিত চিতামধ্যে অগ্নিময়ী মূর্ত্তির অগ্নিময় জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিষ্কাসন করিতেছে, দিগ্‌মণ্ডল গগন বিস্ফারিত হাহাকর রব প্রতিধ্বনিত করিতেছে, দৈত্য, দানব পিশাচ, রাক্ষসাদির লীলাক্ষেত্র সমস্ত স্থানে বিষাদের জ্বলন্ত ছায়া দৃষ্ট হইতেছে; কাক পেচক, শৃগাল শার্দ্দূল বিকট চীৎকারে হৃদয় বিকম্পিত হইতেছে প্রাণ শিহরিয়া উঠিতেছে! দেহ কম্পিত হইতেছে! ভীষণ!! অতি ভীষণ!!!

এই বীভৎস দৃশ্য মধ্যে এক পরম রমণীয় অপূর্ব্ব শোভা! বসন্ত-নিল সেবিত সুশীতল স্বচ্ছ সলিল মধ্যে সুকোমল মৃনালোপরি কোমল

কমল কোরকাভ্যন্তরে একটী প্রেমোন্মত্ত মধুকর গুণ-গুণ স্বরে গান গাইতেছে। সে কাহারও প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, কাহারও বৃশ্চিক দংশ নোপম বাক্য জ্বালায় কর্ণ ব্যথিত করে না, কাহারও হলাহল পূর্ণ হৃদয়ের কৃত্রিম সৌখ্যে মুগ্ধ হয়না। যেন প্রাবৃটের নবীন নীরদ দল সমাচ্ছন্ন গগনমণ্ডলে বিদ্যুল্লহরী লীলা করিতেছে। আনন্দে কোমল কেশর মধুপ নৃত্য করিতেছে। মন্দ মন্দ বায়ু মকরন্দ ভার বহনে আনন্দ লাভ করিতেছে। নিজে দেখিতেছে জগৎ কে দেখাইতেছে। সমস্ত শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

"গাইল অন্তর, থাকি অন্তরালে"

ধর্ম্ম! তুমিই বিশ্ব সংসার সংযত করিতে একমাত্র সারাৎসার অবতার! তোমার জন্যই ঈশ্বর প্রেরিত মহম্মদ (দঃ) জগৎকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনিত্য সংসারে তিনি যে নিত্য বস্তু রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিন সুধাক্ষরণ করিতেছে এবং প্রলয় পর্য্যন্ত করিবে। তাই তাঁহার ভক্ত শিষ্যগণ ধর্ম্মক্ষেত্র উদ্ধার সাধন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাই ইংরাজ পুরাবৃত্ত লেখকগণ খৃষ্ট-শিষ্য হইয়াও প্রেরিত মহম্মদ (দঃ) চরিত্র ইতিহাসে গান করিতে বিরত হয় নাই। তাই এখনও জগতে বীরজাতি সমূহ তাঁহার শিষ্যকে বীরবংশাবতংশ বলিয়া ভক্তি পুষ্প প্রদান করিতেছে। যে দিন দেখিব সেই সকল পবিত্র শোণিত মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়াছে সেই দিন জানিব প্রলয় নিকটস্থ। সেই দিন গাইব হজরত দেখাদাও। কেন কোন ইতিহাস লেখক বলেন প্রেরিত মহম্মদ (দঃ) মক্কা নগরী কি শুভক্ষণেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সময়ের মাহেন্দ্রক্ষণগুলি মহাত্মাগণের আগমন প্রতীক্ষা করে। যে শুভ সংযোগে তিনি ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারার্থ বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন সে সময় আর হইবে কিনা সন্দেহ। একজন ইংরাজি ইতিহাস প্রণেতা তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া একস্থলে লিখিয়াছেন আমি এমন শব্দ ভাষায় প্রাপ্ত হইনাই যদ্দ্বারা সেই অতুল পরাক্রমশালী বীরবরের প্রতিভার ভাব পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারি"।

বস্তুতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর ইসলাম ধর্ম্মের অভ্যুদয় দ্বারা নব যুগান্তর আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার অনুরক্ত শিষ্যবৃন্দ কি অদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন সনাতন ধর্ম্ম প্রতিপালকছিলেন তাহা লেখনীদ্বারা ব্যক্ত করা অসম্ভব। তিনি ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী পরাক্রান্ত শিষ্য মণ্ডলীর দ্বারা আরব রাজ্য সংস্থাপন করিয়া সমস্ত সভ্য জগৎকে চমৎকৃত করিয়া ছিলেন। এমন কি তাঁহার শিষ্যগণদ্বারা সিন্ধুনদ হইতে তদানিন্তন সভ্য ফ্রান্সের লয়ার প্রদেশ পর্য্যন্ত সনাতন ধর্ম্মের বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছিল।

সুরিয়া বীজয় তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের কথা ছিল। পরন্তু প্রকৃতিদেবী যেখানে যেমন সুন্দর সূচিকা বেশ ভূষার আবশ্যক তাহাই নিজহস্তে গঠন করিয়া সুরিয়া সৈরিন্ধ্রীকে সাজাইয়াছেন। যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তেমনি জাগতিক সুখ সম্ভোগ। বোধহয় গ্রন্থকার গণের সুরিয়া বর্ণন অপ্রকৃত নয়। এইস্থানই সমস্ত ভূমণ্ডলের যাবতীয় কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থল। সুরিয়া সমস্ত জাতির জননী স্বরূপা। এই পুণ্য ক্ষেত্র হইতে পশ্চিম ইউরোপ খণ্ডে সভ্যতা প্রবেশ করে, পূর্ব্বনদী তীর বর্ত্তী জনপদসমুহে সেই আর্কাদিয়ান আবির্ভাব, নীত্য জ্ঞানের সঞ্চার জন্য যাহার নিকট খৃষ্টভক্তগণ কৃতজ্ঞরহিয়াছে। দক্ষিণ সুদূরনীল নদের প্রান্তর ভূমির অধিবাসিগণ সুরিয়ার বরপুত্র, উত্তর প্রদেশ কি অব্যক্ত সুখ নিকেতন তাহা এপর্য্যন্ত কোন সভ্যজাতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না। সুরিয়া সমস্ত জগতের সমরাঙ্গন, যাবতীয় যোদ্ধৃগণের লীলাক্ষেত্র এবং মহাবীর পুরুষের শোণিত পিপাসার শান্তিস্থল ছিল। সুরিয়া সমস্ত প্রাচ্য জগতেব পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র। এই স্থানই আর্য্য সন্তাতের উৎপত্তি স্থান। এই স্থানে হিটীটাস গণের সহিত বাবিলন বাসীদিগের, মিশরগণের সহিত আসিরিয়া বাসীদিগের, পারস্য, রোম এবং গ্রীক দিগের মহান সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। খৃষ্ট সম্প্রদায় তুরস্কের সহিত যে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তাহার চিতাগ্নি এখন পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে ধূম উদ্গীরণ করে। যদিও গ্রীকজাতি সম্ভবতঃ প্রথম সুরিয়, পর্য্যটক এবং প্রথম সভ্যতা অনুকরণকারী; তথাপি এরূপ স্থির

নির্ঘণ্ট করা যাইতে পারে না যে তৎপূর্ব্বে আর কেহই বাণিজ্যার্থে এই পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করেন নাই।

যাহা হউক এইরূপ ভাবেই খৃষ্টসম্প্রদায় সুরিয়া পরিদর্শন করিতে করিতে পালেসটাইন তীর্থক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছিল। তখন এই সম্প্রদায়ের লোক আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মর্ম্ম গ্রহণে সম্যকরূপ কৃত কার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু স্বর্গীয় ভাবের নিকটবর্ত্তী হইলে যেমন অজ্ঞানান্ধতা বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হয় তদ্রূপ হৃদয় মধ্যে একটী অনির্ব্বচনীয় শক্তি আকৃষ্ট হওয়ায় ক্রমশঃ তাঁহারা পবিত্র ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিরূপ ইতিহাস সংগ্রহ করিলে ঐ প্রকার ভাবাকর্ষণের প্রথম বৎসর নির্ণয় হইবে তাহা এপর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। এবিষয় স্থির সিদ্ধান্ত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। সভ্যতালোক প্রাপ্ত আর্য্য শোণিত দাবীদারগণ যতই অগ্রসর হউন না কেন, সৃষ্টির প্রথম উষা মেঘাচ্ছন্ন রজনীর শেষাংশ তুল্য ছিল ইহা সত্যের অনুরোধে সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু প্রথমতঃ খৃষ্ট পুত্রগণ ঈশ্বর কোপে পতিত থাকায় জেরুজিলাম তাঁহাদের প্রেমময় খৃষ্টের প্রিয়স্থান বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। যে স্থানের জন্য এখন তাঁহারা সমস্ত ভূখণ্ডের খৃষ্ট সম্প্রদায় একতা সূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন, পূর্ব্বে সেই স্থানের নাম শুনিলে তাঁহাদের হৃৎকম্প হইত। সুতরাং তৎকালে রোমক গণের ভাষায় রচিত "ইলিয়া কাপিটোলিনা" শব্দ দ্বয় দ্বারা প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, খৃষ্টানগণ নামে খৃষ্টান ছিলেন কার্য্যতঃ পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতেন। এই অন্ধকার বিনাশ করিবার জন্য ঈশ্বর মহাত্মা কনষ্টান্টাইনকে প্রেরণ করেন। তখন জেরুজিলাম মস্তকোত্তোলন করিতে আরম্ভ করিল। এই মহামতি এবং তাঁহার দয়াময়ী জননীর দয়া দাক্ষিণ্যেই খৃষ্টের জীবন লীলার ইতিহাস প্রকাশের সূত্রপাত হয়। সম সাময়িক ইতিহাস বেত্তা গণের ইতিহাস হইতে অথবা প্রচলিত কিম্বদন্তী দ্বারা ইহাও জানাগিয়াছে যে, প্রকৃত ধারাবাহিক ইতিহাস তত্ত্ব লইয়া খৃষ্টের কার্য্যাবলীর পর্য্যালোচনা হয়না। বোর্দ্দোনগরে একখানি জীবন্ত ইতিহাস এখন পর্য্যন্ত দৃষ্টি গোচর হইতেছে। তাহাতেই গলগোথা পাহাড়ের লীলা প্রসঙ্গ বর্ণিত

আছে। কিন্তু তাহাতেও জেকিয়াস যে সিকামোর বৃক্ষোপরি ক্রীড়া করিতেন তাহা বর্ণিত আছে। অন্যান্য ইতিহাস অপেক্ষা উপর্য্যুক্ত গ্রন্থই বিশেষ বিখ্যাত। ইহা চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে হওয়াই সম্ভব।

মান্যবর পৌল তদীয় বন্ধু মাসিকাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই "এই পবিত্র পুণ্য ধাম অপেক্ষা সমস্ত জগতে আর কোথাও পুণ্যবান লোক আছে বলিয়া মনে হয় না। জগতের যাবতীয় অগ্রণী মহাশয় গণ এখানে সমবেত হইয়াছেন। গল ও ব্রীটন বাসী, ভারতবর্ষ বাসী, পারস্যজাতি আর্মানিয়া ও ইথিওপিয়গণ উপস্থিত আছেন। ইহাদের পরস্পর সুখসম্মিলন সন্দর্শন করিয়া চক্ষু জুড়ায়। ঋষিবর জিরোম এত পবিত্র মন্দির স্থাপন করিয়াছেন যে তৎসমুদায় একদিনে দেখিয়া শেষ করিতে পারিনা"। ঐ পবিত্র ভূমি সম্বন্ধে, লিয়ন্সবাসী ইউকিরিয়াস ৪৫০ খৃঃ অঃ এবং বৃভীয়া রিয়াস ডি হাইরোসোলিমা ৫৩০ খৃঃ অঃ, থিওডোসিয়াস ৫৩০ খৃঃ অঃ, তদন্তর আণ্টোনিনাস মার্টার ৫৭০ খৃঃ অঃ এক এক খানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

মহাত্মা জিরোমের পর জষ্টিনিয়ান দেড়শত বৎসর পরে জন্ম গ্রহণ করিয়া ঐস্থানের পবিত্রতা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত শতাব্দীর প্রথমে পারস্য দেশীয় কসরোস দ্বারা জেরুজিলাম লুণ্ঠিত হয়। এমনকি ক্রশ নামক খৃষ্টানের পবিত্র পূজ্য খৃষ্টধর্ম্মের পতাকা পর্য্যন্ত কোথায় লইয়া গিয়াছিলেন তাহার অনুসন্ধান পাওয়া তৎকালে সুকঠিন হইয়াছিল। সম্রাট হিরা ক্লিয়াস বহুদিন পরে তাহার উদ্ধার করেন। রোম রাজ্যের প্রতাপ ক্রমশ: খর্ব্ব হইতে আরম্ভ হওয়ায়, মোসলমান শক্তির নিকট ইহাদিগকে অবনত মস্তক হইতে হইয়াছিল।

চিরদিন কাহারও সমান যায় না। সংসার সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গাঘাতে সকলকেই সময়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে হয়। আজ যাঁহার মস্তকে বিবিধমণি সমন্বিত রাজমুকুট শোভাপ্রাপ্ত হইতেছে কল্য প্রাতে তিনি শব শয্যায় শায়িত? যিনি অদ্য সন্ধ্যার সময় মহাসমরে বিজয় লাভ করিয়া বাহুবলের মদগর্ব্বে গর্ব্বিত, পরদিন তাহার সুশোভিত মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত! যাঁহাকে অদ্য শত শত নরপতি অনাবৃত মস্তকে বন্দনা করিতেছেন,

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি কারাবাসীর সঙ্গে নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। সেইরূপ যে মোসলমানদের প্রবল পরাক্রমে এক দিন জগৎ কাঁপিয়াছিল; মহা মহাবীরের হৃদয় কাঁপিয়াছিল, যাঁহাদের সৈন্যের হুঙ্কাররবে মেদিনী থর থর করিয়া ছিল, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায়, তরবারীপ্রকোপে, শত্রুশোণিতে, বসুন্ধরা টল টলায়মান হইয়াছিল, কত শত নরপতির শীরস্ত্রাণ খসিয়া পড়িয়াছিল; পর্ব্বত, কন্দর, গিরি, গুহা; নদনদী পশুপক্ষী স্তম্ভিত হইয়াছিল, দশম শতাব্দীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেই শৌর্য্য, বীর্য্য, দম্ভ, শক্তি, গৌরব, প্রতিভা, হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ শিথিলতা প্রদর্শন করিতে লাগিল। দুই সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পক্ষাপক্ষের সুত্রপাত হইল।

৯৭৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় মিশর প্রদেশে মোসলমান আধিপত্য বিস্তার আরম্ভ হইল। দুই শত বর্ষ ক্রমাগত নীলনদের উপত্যকা ভূমিতে মোসলমান ধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান রহিল, কেহই তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দৃষ্টিপাত করিতে অগ্রসর হইল না। স্থলান্তরে প্রসিদ্ধ মায়াজ বংশীয় গণ সুরিয়া নগর অধিকার করিয়া খৃষ্টগণের সহিত সদা সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। শতবীরের অসংখ্য অনীকিনী যে কার্য্য উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সুকৌশলী দক্ষ মহিপতি দ্বারা সেই অসাধ্য সাধন সমাপিত হইল পালেসটাইন পবিত্র ক্ষেত্র এতাবৎকাল মোসলমান শাসনাধীন থাকিয়া নিরাপদ ভাবে অবস্থান করিতেছিল।

দ্বিতীয় খলিফা মহাপুরুষ ওমর যৎকালে মহাজয়োল্লাসে উৎসাহিত হইতেছিলেন, যখন তাঁহার তীক্ষ্ণ তরবারী কুসংস্কার এবং যাবতীয় পাপনাশ করিবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। যখন, খৃষ্ট সম্প্রদায় মোসলমান প্রতাপ চকিত নেত্রে দর্শন করিতেছিল, তখনও প্রাচ্যখণ্ড হইতে বহু শত তীর্থযাত্রীর সমাগম ছিল, তখনও খৃষ্টভক্তগণ সদাশয় ওমরের ঔদার্য্যে পবিত্র সমাধি মন্দিরের পর্য্যবেক্ষণ ভার লইয়া সুখী ছিল,—তখনও কাহারও সরল হৃদয়ে হলাহলের স্থান পায় নাই।

মোসলমান আধিপত্যকালে, আরকল্‌ফ নামক ফরাসী দেশীয় জনৈক খৃষ্ট ভক্ত এই পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তাঁহার দ্বারা

এতৎসংক্রান্ত বহুবিধ বিবরণ খৃষ্ট ভূমিতে প্রচারিত হয়। যেহেতু তিনি প্রায় বর্ষকালব্যাপী ভ্রমণ জনিত প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যাগমন কালে, বহুস্থান দর্শন করিয়া স্বদেশে উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকট জেরুজিলাম নগরীর শোভা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, খৃষ্টভক্তের ত্রাণকর্ত্তার সমাধি মন্দিরের, অলৌকীক কার্য্যাদির বিবরণ, নানাস্থানের পবিত্র হৃদয় পুণ্যবান সাধুগণের সদাচার প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তথাকার যাবতীয় লোক আশ্চর্য্যভাবে কৌতুহলাক্রান্ত হইতে লাগিল।

এপর্য্যন্ত ইংলণ্ডবাসী কোন ভ্রমণ কারী তীর্থ দর্শনার্থ বহির্গত হন নাই। খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত ইংরাজগণ নূতন আলোকদর্শন করিয়াও তাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্তার কবরাঙ্গন দর্শন লালসা বলবতী হয় নাই। কোন কোন ইংরাজ লেখক বলেন "তৎকালে সুসভ্য সুচারু রোমনগরীর সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া অনেক ইংরাজ মনে করিতেন যাহাকিছু মানব চিত্তকে সম্ভোগার্থ আকর্ষণ করিতে পারে অশেষ সৌন্দর্য্যময়ী মনোহারিণী রোমনগরী তত্তাবতের প্রসূতী; সুতরাং সুদূর জেরুজিলামের যৎকিঞ্চিত ঐশ্বর্য্য দর্শনাভিলাষে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইবার আবশ্যক কি?" বস্তুত: বহু শত বৎসর এইরূপ বিশ্বাসেই অতিবাহিত হইল। অষ্টম শতাব্দী সেণ্ট উইলিবাণ্ডকে ক্রোড়ে করিয়া রাখিলেন। তিনিই বহুবার অশেষ বিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াও জেরুজিলাম দর্শন করেন। এবং তত্রত্য জ্ঞান ভাণ্ডার নীহিত রত্নহরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। তিনি দশবৎসর কাল স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র পুণ্য সঞ্চয়ে অতিবাহিত করিয়া অবশেষে তাঁহার পূর্ব্ব জর্ম্মণ বন্ধু বলীকেসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তদন্তর ৭৮৬ খৃ: অব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইহার ৪০ বৎসর পরে একজন আইরীষ পালেসটাইন ভ্রমণ করিতে গমন করেন, কিন্তু তাঁহার বিশেষ বিবরণ কিছুই অবগত হইতে পারা যায় নাই।

ক্রমশ:

ভিক্টোরিয়ার পরলোক গমনে হৃদয়োচ্ছ্বাস।

১

প্রকৃতি কেনরে আজি বিষাদে মলিনা।
কাল মেঘে কেন আজি ছাইল গগন?
ধরণী বিমর্ষ কেন তাওত জানিনা,
কাঁদিছে কেনরে আজি যত প্রাণ মন?

২

আনন্দ উল্লাস আজি কোথাও দেখিনা।
সকলি স্তম্ভিত হায় কেন এ ধরায়?
কাহারো মুখেতে আজি হাসিত দেখিনা;
শোক-বস্ত্র পরে সবে করে হায় হায়।

৩

অভাগা-পরাণ কেন কাঁদিয়া উঠিল!
দাবানল কেন আজি জ্বলিছে হৃদয়ে?
থর থর কেন হিয়া কাঁপিয়া উঠিল?
অশ্রু-ধারা ঝরে কেন গণ্ড স্থল বয়ে?

৪

অহো! শুনিয়াছি সেই ভীষণ বারতা।
অকস্মাৎ আজি হায় বিধি বিড়ম্বনে॥
ভাসাইয়া অশ্রু নীরে রাজেশ্বরী মাতা।
গিয়াছেন ধরা ত্যজি, অমর—ভুবনে॥

৫

হাহাকার ধ্বনি তাই উঠিছে চৌদিকে,
বহিছে সবার হৃদে বিষাদ-লহরী;
হৃদয়-যাতনা হায় জানাব কাহাকে?
মায়ের বিচ্ছেদ-শোক সম্বরিতে নারি।

৬

মাতঃ! কোথা গেলে হায় ব্যথা দিয়ে প্রাণে!
স্নেহময়ী তুমি,—হায়! স্নেহ কই তব?
অনায়াসে ত্যজিগেলে যড়েক সন্তানে;
ভুলে গিয়ে দয়া মায়া ভাল বাসাসব।

৭

সকলে ডাকিছে মাগো! ব্যথিত অন্তরে,
পাষাণে বাঁধিলে বুক কেমনে বলনা?
কেন আজি বল মাগো! বিমুখ উত্তরে!
দেখিছ কি আছে ভক্তি? তাই এ ছলনা?

৮

নানা তাহা নয়; মোরা বুঝেছি এবার;
দংশিয়াছে কাল-কীট মায়ের অন্তরে।
উত্তর পাইনা তাই ডেকে বার বার।
কেমনে রহিব তবে এবিশ্ব সংসারে!

৯

অরে রে দারুণ বিধি! একি বিধি তোর?
কেনরে সাধিলি তুই বল্ হেন বাদ!
দেখ্‌রে সকলে আজি শোকেতে বিভোর;
জননীরে হারাইয়ে ভাবে পরমাদ।

১০

দিবাকর! যাও তুমি অস্তাচলে চলে,
উদয় হ'য়োনা আর এবিশ্ব-অম্বরে;
মাতৃ হীন!—কিবা কাজ এভব মণ্ডলে,
প্রলয় হউক বিশ্ব পশুক আঁধারে॥

এস্ এস্ আহ্‌মদ

নব-কুমুদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করীর প্রভাব ও অদূরদর্শী ঊনবিংশ শতাব্দীর যুবকের অবিমৃশ্যকারিতার ফলস্বরূপ বঙ্গের কত শান্তি-কুটীর অশান্তির প্রবল ব্যাতা বিতাড়িত হইয়া উড়িয়া যাইতেছে, কত স্বর্গীয় স্নেহ-প্রস্রবণ স্বরস্বতীর ন্যায় অকালে অদৃশ্য হইতেছে তাহার সংখ্যা কে করে? এবম্প্রকার নানাবিধ বাধা-বিপত্তি বিদ্যমান থাকা সত্বেও অবাত-বিক্ষুব্ধ সুপ্রশান্ত তরঙ্গিনীর গাম্ভীর্য্যাবলম্বনে প্রদোষের নিমিলিত নলিনীর স্তিমিত নেত্রে ধ্যানস্থ থাকিয়া চশমাধারী যুবকের দল সমস্বরে "ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলম্" বলিতে বিরত হয় না। বলিতে ঘৃণা হয়, সম্পূর্ণ ধর্ম্মনীতি-বিরহিত নস্যোপাধিধারিকউত্তর বঙ্গের কতিপয় মুসলমান কুলাঙ্গারও পবিত্র ইস্‌লামের স্নিগ্ধোজ্জল জ্যোতিঃ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ব্রহ্ম-কৃপা-ভিখারী হইয়াছে। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করীর প্রকৃষ্টতর প্রমাণ ইহাপেক্ষা আর কি হইতে পারে? এই অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করীর চুম্বক-সুলভ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া কত পূর্ণেন্দু-শোভা-সম্বর্দ্ধন চক্রবর্ত্তি-নন্দন কুলটা সাহা-নন্দিনী কুলদার প্রেমতরঙ্গে কেলী করিয়া অনুলোমের বিষময় পরিণাম জগৎ সমক্ষে উপস্থিত করিতেছে, এবং তাহা দর্শনে শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছেন, তাহা মনে মনে চিন্তা করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

আশ্বিন মাস। পূর্ব্ব বঙ্গের পল্লী-সমূহ জলের উপর ভাসিতেছে। ধান্য গাছগুলি জলের উপরে বায়ুভরে তরঙ্গায়িত হইয়া দর্শকের নয়ন-রঞ্জন ও ভাবুকের চিত্ত বিমোহিত করিতেছে, কৃষকের হাতে আকাশ নামাইয়া দিতেছে। কৌমুদীস্নাত রজনীতে প্রস্ফুটিত কুমুদ-নিকর অনন্ত নীলাবতানে বিক্ষিপ্ত তারকা রাজিকেও স্পর্দ্ধা করিয়া হাসিতেছে। এহেন স্বভাবের শোভার সহিত জগজ্জননী দশভুজার শুভাগমন-জনিত তৌর্য্যত্রিক মিলিত হইয়া যেন জলমগ্ন পল্লীগুলিকে দ্বিগুণতেজে সজীব করিয়া তুলিয়াছে আজ সপ্তমী তিথি। বিজয়া দশমীর আর তিন দিন

মাত্র বাকী আছে। যে বাড়ীতে পূজা হয় সে বাড়ী আজ আনন্দ সাগরে নিমগ্ন,—স্থবিরের ভক্তি-রস পূর্ণ সঙ্গীত-স্রোত, প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্যময়ী ওজস্বিনী বক্তৃতা, যুবকের সুযুক্তিপূর্ণ জটিলতর্ক এবং বালকের সরলতা পূর্ণ নির্দ্দোষ ক্রীড়ামোদ চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। দুর্গোৎসবের আজ প্রথম পূজা। শাক্তগণ সিদ্ধেশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ঘড়ায় ঘড়ায় সিদ্ধি উড়াইতেছেন। বৈষ্ণবগণ কর্ণকুহরে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিতেছেন। ক্রমে অজাদি উৎসর্গ করিবার সময় উপস্থিত হইল। মহিষাসুরমর্দ্দিনী শিব-বক্ষ-বিলাসিনী জগজ্জননী দশভুজার সম্মুখে রঘুকুলধুরন্ধর, ত্রিলোকরমণ পুণ্যাবতার রামচন্দ্রের পিতামহের বিল্বপত্রচর্ব্বণশীল "নেম—সেক" (Name—Sake) আনীত হইয়া, মার্গশীর্ষ মাসে "সেনেট" মন্দিরাভিমুখে ধাবনশীল সদ্যস্নাত পরীক্ষার্থী সদৃশ কাঁপিতে লাগিল। চারিদিকের লোক মাতিয়া উঠিল। পাঠক! চলুন একবার এসময়ে যদুনাথের বাটী গমন করি। যাঁহার বাটীতে পূজোপলক্ষে একমাস পর্য্যন্ত দীন দুঃখীরা অন্ন বস্ত্র লাভ করিয়া থাকে, তাঁহার পূজামণ্টপে আজ কিরূপ জাঁক জমকের সহিত ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন হইতেছে, একবার দেখিয়া আসি।

একি! যদুনাথের বাটী যে সুপ্ত বলিয়া বোধ হয়? এ হেন আমোদ ও কৌতুকের দিনে এই বাড়ীতে সকলই হীনতেজ দেখিতেছি কেন? ও বুঝিয়াছি, যদুনাথের সহধর্ম্মিনী নয়নতারা পীড়িতা। যেরূপ কঠিন পীড়া হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার জীবনের আশা করা যায় না। যে ভবনের প্রত্যেক ব্যক্তি (প্রতি বৎসরই) পূজার সময় আনন্দ সাগরে নিমগ্ন থাকিয়া একমাস কাল পর্য্যন্ত প্রভুর আদেশ মতে নানাপ্রকার দান ধ্যানাদি করিয়া থাকে, আজ গৃহিনীর অসুস্থতা নিবন্ধন সেই বাড়ীতে বাহ্যিক ধূম-ধাম একেবারেই দেখা যাইতেছেনা;—কেবল ধর্ম্মোপদ্ধতি অনুসারে যাহা না করিলে নয়, তাহাই করা হইতেছে। গরীব দুঃখীরা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার বেশী বেশী অন্ন বস্ত্র লাভ করিতেছে! যদুনাথ কোষাগার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যদি সমুদয় ধন বিতরণ করিয়াও তিনি তাঁহার স্ত্রীরত্নকে নীরোগ করিতে

পারিতেন তাহা হইলে তিনি এক নিশ্বাসেই সমুদয় দান করিয়া ফেলিতেন। জোড়ায় জোড়ায় মহিষ এবং গণ্ডায় গণ্ডায় পাঠ—"সা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"—সা দেবীর চরণে উৎসর্গীকৃত হওয়া সত্ত্বেও দিন দিন যদুনাথের গৃহ উজ্জ্বল কারিনী। নয়ন তারার নয়ন তারা নিষ্প্রভ ও কোটর প্রবিষ্ট হইতেছে। দূরদর্শী এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে পারিতেছেন না। "নির্ব্বাণদীপে কিমুতৈল দানম্"?—প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে যদুনাথ তাঁহার জীবন-প্রতিমা চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিলেন। তিনি শূন্য হৃদয়ে সকলই শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। নয়নতারা অভাবে তাঁহার নয়নতারা সম্পূর্ণ আভাহীন হইয়া পড়িল। গ্রাম্য ভদ্রমণ্ডলী বিবিধ প্রকারে বুঝাইতে ও প্রবোধ দিতে প্রয়াস পাইতেছেন, কিন্তু যদুনাথ প্রবোধ মানিতেছেন না। কারণ, প্রবোধ দাতৃগণের উপদেশ যদুনাথের অন্তরে প্রবিষ্ট হওনান্তর তাহা কেবল নয়নতারাময় দেখিতে পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, অবস্থানের নিমিত্ত তিল প্রমাণ স্থানও লাভ করিতে পাইতেছে না;—তাই যদুনাথ ক্রমেই অধীর হইয়া পড়িতেছেন। একমাত্র নয়নতারা অভাবেই যদুনাথ পৃথিবী শূন্যময় দেখিতেছেন কেন? কারণ, নয়নতারা বিহনে সংসারে তাঁহার আর কেহই নাই। অধীতবিদ্য, প্রাপ্তবয়স্ক, পরিণত-বুদ্ধি একমাত্র পুত্ররত্ন স্বেচ্ছাচারী; সুতরাং আর কাহার মুখের দিকে চাহিয়া যদুনাথ প্রকৃতিস্থ হইবেন?

ক্রমাগত কয়েক দিন পর্য্যন্ত যদুনাথ বড়ই অধীর ছিলেন; তৎপর যতই দিনের পর দিন গত হইতে লাগিল, যদুনাথেরও অন্তঃকরণের শোকভার লঘু হইতে লঘুতর হইতে লাগিল। পৃথিবীর রীতিই এই। দুই চারিদিন মাত্র উচ্চচীৎকারে আকাশ ফাটাইয়া, অথবা চক্ষুর জল মোচন করিয়া, অবশেষে যে সেই হইতে হয় "কা কস্য পরিবেদনা?

[৪]

অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট আফিশের অপেক্ষা হাইকোর্ট পূজাবকাঙ্ক্ষে অশেনক পূর্ব্বে এবং অনেক বেশী দিনের জন্য বন্ধ হইয়া থাকে। নবকুমার পূজার অন্ততঃ একপক্ষ পূর্ব্বে বাটী পঁহুছিবেন মনে করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু কাদম্বিনী পুত্র প্রসব করায় আর তাহা করিতে পারিলেন না। একমাস বয়স্ক পুত্র লইয়া তিনি নবমী পূজার দিন কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন।

নবকুমার পুত্রের নাম রাখিয়াছেন ননীগোপাল। ননী বাস্তবিকই ননীর পুতুল; যে একটী বার মাত্র দর্শন করিয়াছে, সে শত চেষ্টা করিয়াও আর তাহাকে ভুলিতে পারে না। পুত্রের মুখ চন্দ্র দর্শন করিয়া কাদম্বিনী ও নবকুমার পরম আনন্দিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর এক খানি গাড়ী "রিজার্ভ" (Reserue) করিয়া নবকুমার নবমী তিথিতে শেয়ালদহ ষ্টেসনে ট্রেণ চাপিলেন। অল্পক্ষণ পরে ট্রেণ "হুস্ হাস" শব্দে ষ্টেসন কম্পিত করিয়া, যে সকল লোক ততক্ষণ পর্যন্ত টিকেট করিতে পারে নাই, তহাদিগকে উপহাস করিতে করিতে গোয়ালন্দাভিমুখে ছুটিল। সমুদয় রাত্রি সারাপথ আরোহী আরোহণ ও অবরোহণ করাইতে করাইতে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্ব-যোনি-ভক্ষকজ উদ্গীরণ করিতে করিতে অপূর্ব্ব শকট, কলনাদিনী, পূর্ব্ববাহিণী, উর্ম্মীমালিনী, কীর্ত্তিনাশা পদ্মা-প্রক্ষালিত কটী দেশ গোয়ালন্দ উপনীত হইল। আরোহীগণ উচ্চকণ্ঠে, কোলাহল করিতে করিতে ট্রেণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদ্মাবক্ষে ভাসমান জল জানের আশ্রয় গ্রহণ করিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাহাজে গোয়ালন্দ পরিত্যাগ করিল। নবকুমার ও কাদম্বিনী ননীকে সম্মুখে লইয়া একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রকোষ্ট উজ্জল করিয়া বসিয়া আছেন। কাদম্বিনী বলিলেন "প্রণাধিক তুমি আজ কত দিন যাবৎ প্রতিমা প্রণাম পরিত্যাগ করিয়াছ?"

নবকুমার উত্তর করিল "যত দিন যাবৎ জানিয়াছি ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ।"

কাদম্বিনী—"তুমি দেব দেবীতে অবিশ্বাস করিতে শিখিলে কিরূপে?"

ক্রমশঃ

শ্রীমতীয়র রহমান, পারিলী।

বিবিধ বিষয়।

বঙ্গ বিখ্যাত মওলানা সাহাবউদ্দিন সাহেব এখন কাকিনায় মুনসী সেখ ফজলল করিম সাহেবের বাড়ীতে থাকিয়া ঐ অঞ্চলে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, এ সংবাদে আমরা সুখী হইলাম।

রাজসাহীর প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্র মহাশয় সিরাজদ্দৌলা লিখিয়া বঙ্গীয় মোসলমানজগতে কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়া সাহিত্যজগতে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। রেশম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শিল্পজগতে প্রশংসনীয় হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিয়া ব্রাহ্মজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি সংস্কৃত থিয়াটার স্থাপন করিয়া পণ্ডিত মণ্ডলীর ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

নোয়াখালির বিখ্যাত জজ পেনেল সাহেবের নাম আজ কাল সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার খুনী মোকদ্দমার রায়ের কথা সকলেরই আলোচ্য বিষয়। পেনেলের সুদীর্ঘ রায় ও তাহার মধ্যগত কথা গুলি এ দেশে এক নূতন জিনিস। তিনি রায়ের মধ্যে অনেক অবান্তর কথার আলোচনা করিয়া হাইকোর্ট হইতে ছোটলাট সাহেবের কার্য্যের উপর পর্য্যন্ত তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ও হাইকোর্ট ইহাতে পেনেলের উপর নিশ্চয়ই বিরক্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের আদেশে জজ পেনেলকে সসপেণ্ড হইতে হইয়াছে।

ভূপালের বেগম মহোদয়া অতন্ত্য পীড়িত বলিয়া, সংবাদ আসিয়াছে। বেগম সাহেবার বয়স এখন ৬৬ বৎসর। বর্ত্তমান বেগমের মাতার মৃত্যু হইলে তিনি ১৮৬৮ অব্দে রাজগদি প্রাপ্ত হন। আমরা বেগম সাহেবার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

ব্রহ্ম সীমায় অশান্তি। রেঙ্গুনে সংবাদ আসিয়াছে যে ব্রহ্ম-চীন প্রান্তে চীনেরা ভারী গোল লাগাইয়াছে, সৈন্য না পাঠাইলে শান্ত হইবে না।

ব্যারিষ্টার মিষ্টার আবদর রহিম কলিকাতার উত্তর বিভাগের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা 'প্রচারকের' বিনিময়ে নিম্নলিখিত পত্রিকা গুলি প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

১ মিহির ও সুধাকর। 2 Paisa Akhbar (Urdu) Lahore.
৩ ধর্ম্ম তত্ত্ব। ৪ প্রচার। ৫ অন্তঃপুর। ৬ ইসলাম প্রচারক।
৭ উৎসাহ। ৮ বসুমতী। ৯ বঙ্গ-ভূমি। 10 Moslem Chronicle.
১১ প্রভাত। ১২ সঞ্জীবনী। ১৩ মুকুল। ১৪ সাহিত্য-সংহিতা।
১৫ সময়। ১৬ অনুসন্ধান। ১৭ দারোগার দপ্তর। ১৮ খৃষ্টীয় বান্ধব।
19 Epiphany. ২০ প্রয়াস। 21 Sophia. ২২ আলোচনা।
২৩ ছায়া। ২৪ লহরী। ২৫ প্রভা। ২৬ এডুকেশন গেজেট।
২৭ স্বাস্থ্য। ২৮ প্রতিবাসী। ২৯ আনন্দ বাজার পত্রিকা।
29 Twentieth century. 30 Calcutta University Magazine.
৩১ শোভা। ৩২ কৃষক। ৩৩ তত্ত্ব-কৌমুদী। ৩৪ রঙ্গ-ভূমি।
৩৫ আলাপিনী। ৩৬ বামা-বোধিনী-পত্রিকা। ৩৭ নবযুগ।
37 Sultan-ul-Akhbar (Urdu) Bombay. ৩৮ নব-প্রভা।

ক্রমশঃ

গ্রাহক দিগের জ্ঞাতব্য।

"প্রচারকের" তৃতীয় বর্ষের ১ম সংখ্যা পাইয়াই অনেকে কৃপাপূর্ব্বক তৃতীয় বর্ষের টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। যে সকল গ্রাহক ও গ্রাহিকা এখনও তৃতীয় বর্ষের মূল্য পঠান নাই, তাঁহারা যেন অগৌণে তৃতীয় বর্ষের মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত ও উৎসাহীত করেন।

যাঁহারা এই সংখ্যা পাইয়াও টাকা না পাঠাইবেন তাঁহাদের নামে আগামীবারে ভি, পি, ডাকে পাঠাইয়া টাকা আদায় করিব। যদি কাহারও আপত্য থাকে, আমাদিগকে লিখিয়া বাধিত করিবেন।

তৃতীয় বর্ষ। ১৩০৭ চৈত্র। ৩য় সংখ্যা।

প্রচারক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

" যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা প্রচার কর, "
মহা কোরান সুরে মায়দা ১০ ম রুকু ৬০ আয়েত (পদ)।

মধুমিয়া দ্বারা সম্পাদিত।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

১। লায়লী-মজনু শ্রীসেখ ফজলল করিম, ... ১
২। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। ২
৩। ভারতেশ্বরী-বিয়োগে ... শ্রীকাজি গোলাম মাওলা, ... ৭৮
৪। আদম সুমারি ও মোসলমান ৭০
৫। নব—কুমুদ—শ্রীযুক্ত মৌলবী মতীয়র রহমান পারিলী ... ৭৩
৬। সমাজ-বিলাপ কবিবর শ্রীসেখ ফজলল করিম, ... ৮৩
৭। মুসলমান সুধি-মণ্ডলী শ্রীযুক্ত মৌলবী আলাউদ্দিন আহম্মদ ... ৮০
৮। বিবিধ বিষয় ৮৫
৯। তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ। ... ...

PROCHAROK

Dealing with social, political and religious questions.

THE ONLY WIDELY CIRCULATED MAHOMEDAN MONTHLY MAGAZINE,
IN BENGALI.

—o—

SUBSCRIPTION— Rs 2. per annum.

For contract rates of advertisement,
Please write to—

M. A. RASHID,
MANAGER,
39, Baldiapara Road, CALCUTTA.

এই সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা।

নিয়মাবলী

১। প্রচারকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৵২

২। ষাণ্মাসিক মূল্য লওয়া হয় না।

৩। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম, প্রতি পৃষ্ঠা প্রত্যেক বার ৪৲ টাকা অর্দ্ধপেজ ২৷৷০, প্রতি লাইন চারি আনা।

৪। ডাক্তার ময়েজ উদ্দীন আহম্মদ সাহেবের নামে অফিসের ঠিকনায় টাকা কড়ি, বিনিময় পত্র, প্রবন্ধ এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার

এম, আব্দর রসিদ

৩৯ নং বলদিয়াপাড়া রোড, (মানিকতলা) কলিকাতা।

"তৃষ্ণা"

(খণ্ড—কাব্য)

কবি ফজলল করিম প্রণীত।

প্রকাশিত হইয়াছে; অতি সুন্দর গ্রন্থ একবার সকলে এই তরুণ কবির প্রতিভা দেখুন মূল্য সাধারণের জন্য সডাক ৶০ আনা, ও "প্রচারকের" গ্রাহক দিগের জন্য ৵০ আনা, ডাক টিকিটে মূল্য প্রেরিতব্য।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা।

মুনশী ফজলল করিম, কাকিনা, রঙ্গপুর ও অমাদের "প্রচারক" অফিসের ঠিকনায়।

মধু বটিকা।

প্লীহা, যকৃৎ বা মেহ-ঘটিত যেরূপ জ্বরহউক না কেন মধুবটিকায় নিশ্চয়ই সারিবে। এক কৌটার মূল্য মাশুল সহ এক টাকা।

ডাক্তার ময়েজ উদ্দীন আহম্মদ।

মৌখালি, পো: ব্যাতোড়, হাবড়া।

কলিকাতা—পোষ্টঃ হেরিসন রোড্।

৫।১ হরসী ষ্ট্রীট, হামিদী-প্রেসে মুনশী সইদর রহমান দ্বারা মুদ্রিত।

প্রচারক।

বিবিধ বিষয়িনী মাসিক পত্রিকা।

লায়লী-মজনু।

প্রথম হিল্লোল।

অতি প্রাচীন কালে সুপ্রসিদ্ধ আরব দেশে আবদুল্লা, নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত ন্যায়নিষ্ঠ সদাচারী নরপতি রাজত্ব করিতেন। কথিত আছে তিনি দান শৌণ্ডতায় হাতেম, পরাক্রমে রোস্তমের সমতুল্য ছিলেন, ন্যায় এবং সত্যের প্রাবল্যে, রাজ্যেশ্বরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেশে দস্যু তস্করের ভয় এক প্রকার নিবৃত্তি লাভ করিয়াছিল—প্রজাগণ সচ্ছন্দে যথেচ্ছা ভ্রমণাদি করিত, মোট কথা দেশে সাধুতার উজ্জ্বল আলোক-প্রভা প্রবল ভাবে প্রজ্জ্বলিত ছিল; সকলেই সাত্ত্বিক জীবন পথে পবিত্র ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন।

দিনের পর দিন—মাসের পর মাস করিয়া জগতের বক্ষে দিন রাত্রির ক্ষুদ্র অংশ গুলি অতীতের ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিল,—পরিবর্ত্তনশীল ধরিত্রীর যুগান্তরপটে কত আশার আনন্দের ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল,—সম্রাট আবদুল্লাও নিয়তির দুর্গম পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! এত বীর্য্যবত্তা এত বুদ্ধিমত্তা ও বিলাস বিমুগ্ধতা থাকা স্বত্বেও শাহ সর্ব্বদা চিন্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ বাদশাহের এ হেন বিমর্ষভাব অবলোকন করিয়া মন্ত্রীবর্গ

ও পারিষদগণ বিশেষ চিন্তিত ও শোকাকুল হইলেন; এইরূপে কিছু
দিন গত হইলে, এক দিন রাজ্যেশ্বর কর্ম্মচারিগণকে আহ্বান করিয়া
কহিলেন, "দেখ আমার যৌবনাবস্থা অতীত হইয়া গিয়াছে, অতুল বিভ-
বের অধিকার করুণানিদান জগদীশ্বর আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন সত্য,
কিন্তু আমার মৃত্যুর পর সিংহাসনের কেহই উত্তরাধিকারী না থাকায় আমি
তপশ্চর্য্যায় জীবন উৎসর্গ করিয়া কাননে কাননে আমার দুঃখপূর্ণ হৃদয়ের
অবসান পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব অভিলাষ করিয়াছি। বিশেষতঃ
আর আমার সন্তানাদি হইবার সম্ভাবনাও নাই, সুতরাং আজ হইতে আমি
বন গমনের উদ্যোগ করিতেছি"। এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী-
দল কর যোড়ে নিবেদন করিলেন "মহাভাগ! আপনি বন-গমনের বাসনা
করিয়াছেন শুনিয়া আমরা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি, আমরা জীবিত
থাকিতে কখনও আপনি বন-গমন করিতে পারিবেন না। ধৈর্য্য অব-
লম্বন করুণ, জগদীশ্বরের পদে মতি রাখিয়া আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করুন;
তিনি ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষক—ভক্তের হৃদয়কুঞ্জ তাঁহার লীলাক্ষেত্র;
তিনি কখন্ কোন্ ছলে মায়া মুগ্ধ মানব জীবনকে বিভিন্ন রূপে উদ্ভাসিত
করিয়া দেন তাহা ধারণার অতীত,—মানবের দুর্ব্বল মস্তিষ্কের অচিন্ত্য—
অগম্য; অতএব স্বাবলম্বনই প্রকৃষ্ট উপায়,- অধৈর্য্য হইবেন না, তিনি
কাহারও বাসনা অপূর্ণ রাখেন না,—ভক্ত বৎসল ভগবান্ কৃপা করিলে
সহজেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, এত চিন্তিত হইবেন না।
ভবিতব্যতার দুর্জ্ঞেয় পথ মানব কল্পনার বহির্ভূত—সুতরাং গৃহে
থাকিয়া কায়মনে ঐ রাঙ্গাচরণে নির্ভর করিয়া থাকুন,—অবশ্যই অচিরে
তিনি আপনার এ কঠোর সাধনার পুরস্কার প্রদান করিবেন—অন্ধকার
প্রাসাদ আলোকিত করিবেন"।

পারিষদ বর্গের কাতরোক্তিতে সম্রাটের হৃদয় বিগলিত হইল,
সম্রাট বুঝিতে পারিলেন—যিনি তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী
করিয়া অসাধারণ যশঃ ও খ্যাতি প্রদান করিয়াছেন—তাঁহার পক্ষে সন্তান
দান অধিক আয়াস সাধ্য নহে; সুতরাং তিনি বন-গমনের বাসনা
পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে কিছু দিন গত হইলে জগন্নিয়ন্তা আবদুল্লার অদৃষ্ট-সূর্য্য
বেশে উদিত করিয়া দিলেন, ভগবানের অনন্ত লীলা আমরা ক্ষুদ্র
মানব কি অনুভব করিব? আজ বৃদ্ধের গৃহে অসময়ে সন্তানদান করিয়া
তিনি ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিলেন। যথা সময়ে সম্রাটের গৃহে একটী
পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, চারিদিকে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল, আরব-
বাসীগণ সুখ সাগরে ভাসমান হইল। নগর দ্বারে নহবতবাদ্যে এই শুভ
সমাচার বিঘোষিত হইতে লাগিল, বাদশাহ হৃদয়ের আবেগে আত্মহারা
হইলেন, দীন দুঃখীগণ আশাতীত পুরস্কার ও বস্ত্রাদি লাভ করিতে লাগিল,
প্রজাবর্গের নিকট হইতে বহুদিনের জন্য রাজ-কর আদায় রহিত হইয়া
গেল। ধনাগারের দ্বার উন্মুক্ত রহিল, সকলেরই বাসনা চরিতার্থ হইতে
লাগিল। কর্ম্মচারিবর্গ বাদশাহ-প্রদত্ত পুরস্কারে বিভূষিত হইলেন। রাজপুরী
সুখময় ইন্দ্রভবনে পরিণত হইল। সমুদয় রাজ্য এই আনন্দ প্রবাহ-
প্লাবিত হইল। তখন বাদশাহ কর্ম্মচারিগণকে আহ্বান করিয়া
কতিপয় খ্যাতনামা জ্যোতিষীকে ডাকিতে আদেশ প্রদান করিলেন,
অনতি বিলম্বে আমীর ওমরাহ ও বিদ্বন্মণ্ডলী সভায় আগমন করিলেন;
জ্যোতিষীদলও রাজ আজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমাসীন হইলেন।
তখন আরবেশ্বর বিনীত ভাবে জ্যোতীষীগণকে কহিলেন—মহোদয়গণ!
অতি অসময়ে বিশ্বপাতা আমাকে একটী পুত্ররত্ন প্রদান করিয়াছেন, তাই
আপনাদিগকে তাহার অদৃষ্ট-গণনার জন্য আহ্বান করিয়াছি, আপনারা
তাহার ভাগ্যফল নির্ণয় পূর্ব্বক নাম করণ করুন। এবং পুত্রের শুভাশুভ
সংবাদে আমাকে আশ্বস্ত করুন"। তখন পণ্ডিতবর্গ করযোড়ে কহি-
লেন—"রাজেন্দ্রকুলতিলক! শ্রবণ করুন, দীন জ্যোতিষীদল আপনার
রাজীব চরণে নিবেদন করিতেছে; আপনার উপযুক্ত পুত্র বড়ই সৌভাগ্য-
বান্; আমরা তাঁহার জন্ম-লগ্নে যে পবিত্র নক্ষত্রের যোগ দেখিতেছি
তাহার ফল শুভ, তবে সুখ দুঃখ চিরকাল মানব-জীবনের আভরণ স্বরূপ,
ইহা অদৃষ্টের লিখন, জীব মাত্রেই ইহার তাড়না উপলব্ধি করিয়া থাকে।
তাই বলিতে হইতেছে আপনার এ সন্তান প্রেমের অবতার রূপে জন্ম-
গ্রহণ করিয়াছে।

TIGHT BINDING

ইহাঁর প্রেম-কাহিনী জগতের ইতিহাসের নিত্যবর্ণনীয় আদর্শস্থানীয় হইবে, কোন অসূর্য্যম্পশ্যা ললনা-ললাম ভুবন-বিমোহিনীর প্রেম-পাশে বদ্ধ হইয়া ইঁহাকে স্বকীয় জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে, সর্ব্বদা সৎপথে থাকিয়া তিনি পবিত্র প্রেমের উপাসনা-ব্রত-অবলম্বন করিবেন আমরা "কএস" বলিয়া সন্তানের নাম করণ করিলাম, কিন্তু পৃথিবীতে ইনি "মজনু" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। আর কোন দুঃ ইঁহার অদৃষ্টে ঘটিবে না, প্রবল বুদ্ধি প্রাচুর্য্যে অত্যল্পকালের মধ্যে নানাশাস্ত্রে আপনার পুত্র বুৎপত্তি লাভে সমর্থ হইবেন"। বাদশা জ্যোতিষীগণের বাক্য শ্রবণান্তে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, অবশে তাঁহাদিগকে স্বর্ণ-রৌপ্য মণি-মাণিক্য-সম্ভারে সম্মানিত করিয়া বিদা করিলেন,—সেদিনের মত সভা ভঙ্গ হইল—সম্রাট অন্তঃপুরে গম করিলেন।

তন্মুহূর্ত্তে অসংখ্য দাস দাসী পুত্রের লালন পালন কার্য্যে নিয়োজি হইল, সযত্নপ্রোথিত কোমল বন-ফুলের মালার ন্যায় অতি সন্তর্পণে সকলে সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দশীর শশী-কলার ম শিশু প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে চতুর্থ বৎসরে পদার্প করিলে অর্দ্ধস্ফুট শব্দাবলী দ্বারা পিতা মাতার কর্ণরন্ধ্রে পিযূষ ধা সিঞ্চন করিতে লাগিল, বাদশাহ তদ্দর্শনে উচ্ছ্বাস আবেশে সন্তানকে শ শত চুম্বন করিতেন, তাঁহাদের চির পিপাসিত শুষ্ক হৃদয়ে এতদি বিধাতা সুধা-স্রোত প্রবাহিত করাইয়াছেন, সুতরাং সেই শান্তি নিকেতনে সর্ব্বদাই মহিষীর হাসিমাখা সদা-প্রফুল্ল বদন-কমল বিকশিত হইয়া থাকিত। সম্রাট মহিষীর নিকট উপবেশন পূর্ব্বক সম্মুখে সন্তানকে দেখিয়া প্রত্যেক সস্নেহদৃষ্টি, প্রত্যেক অঙ্গ ভঙ্গিতে, ভূতলে স্বর্গের প্রতিচ্ছায়া কল্পনা করিতেন।

লায়লী-মজনু।

দ্বিতীয় হিল্লোল।

বসন্ত কাল,—প্রেম-সোহাগ-উদ্বেলিত দিগঙ্গনা, নব-সাজে মুখরিত আকাশের চাঁদ, কাননের ফুল, ভ্রমরের প্রেমালাপ, পাপিয়ার অতৃপ্ত সঙ্গীত, বিরহীর নয়নাশ্রু, এখন সমুদয়ই অনিন্দ্য সুন্দর, প্রেমিক এখন প্রকৃতির প্রতি অঙ্গে—প্রেমের হাসি, সোহাগের অশ্রু, অভিসারের ঈঙ্গিত দেখিতে পান,—চাতকের পিপাসার সহিত আপনার জীবনের তুলনায় শুষ্ক-হৃদয়-বনের পার্থক্য দেখেন, — অহো, তাহাদের সে হা-হুতাশ ও আজ যেন একটা স্বপ্ন মাখা কল্পনার মরিচিকা বোধ হইতেছে। রতি-পতি কমল আসনে ফুলশর হস্তে যুগ্ম-নেত্র উন্মিলন পূর্ব্বক কাহারও কোমল প্রাণে শর সন্ধান করিতেছেন,—সে দৃষ্টি কি ভীষণ! সে চাহনি কি মারাত্মক! হায়! প্রেম কেন এমন করিয়া থাকিয়া থাকিয়া আবার জ্বলিয়া উঠ? তুমি যে প্রহেলিকাময়, তুমি যে বিষময়, তোমাতে কি সুখ আছে? তুমি পোড়াও বটে, কিন্তু কই অঙ্গার বা ভস্ম একটাও যে হইতে দাওনা! তোমার বন্ধনময় বিহ্বল আকর্ষণ যে সৃষ্টির আদিমকাল হইতে মানবকে পাগল করিয়া লইয়া চলিয়াছে, তুমি কেমন করিয়া ছাড়িবে?

প্রেমিক তবুও গাহিতেছেন ——

"দাও সুরা সুরাদাতা! হোক্ তৃপ্ত প্রাণ
নিবারি এ প্রেম তৃষ্ণা মহাসঙ্গ লভি
হ'য়ে যাই প্রেমোন্মত্ত, চিন্তার তাড়না
লভুক বিশ্রাম শান্তি, হের দূর বনে
কহিছে পাপীয়া যেন "দাও প্রাণেশ্বর
পুনঃ মোরে সুরাপাত্র তব প্রেম-সুধা
গাহিতে সঙ্গীত এক অনন্ত সুস্বরে!"

কুহকী প্রেম! এখানেও ছাড়িতে পারিলে, না?——এত দূরেও তুমি মান অভিমান লইয়া আসিয়াছ? হায়, এখানেও বিচ্ছেদ! তুমি-বুঝি জীবকে জুড়াইতে দিবে না? তুমি বুঝি ছাড়িবে না! প্রকৃতির

TIGHT BINDING

এই অমৃতময় যৌবন জ্বালার সময় আরব দেশে সম্মানিত আবদুল আজিজ সওদাগরের গৃহে একটী অপরূপ রূপলাবণ্যবতী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। কন্যার রূপ লাবণ্যে সকলেই মোহিত হইল, আনন্দের হিল্লোলে রাশি রাশি ঐশ্বর্য্য দীনদলের আকাঙ্ক্ষাগ্নির আহুতি হইল, সওদাগর আপনার সৌভাগ্য মানিলেন, অন্দর মহল কুল ললনা গণের বিজলী হাস্যে পরিপূর্ণ হইল। বাহিরে নহবত বাজিতে লাগিল। সওদাগর আবদুল আজিজ তৎকালিক সম্রাট আবদুল্লার এক জন প্রিয়তম সুহৃদ ছিলেন, বিশেষত: তাঁহার বিশাল ব্যবসায় বিভিন্ন জনপদে তদীয় গৌরবান্বিত নাম প্রকাশের সহায়তা করিয়াছিল। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহার ব্যবসায় পরিচালিত হইত, সকল স্থানেই তাঁহার বিশাল সম্পত্তি। অপিচ তিনি বাদশাহের এক জন প্রিয় বন্ধু, আপদে বিপদে, সুখে শান্তিতে, আহারে বিহারে, বিচারে, ব্যবহারে তিনি সম্রাটের অদ্বিতীয় সঙ্গী, সুতরাং তাঁহার যশঃ ও সম্মান অতুলনীয়।

জগদীশ্বর ন্যায়পালক, তিনি উপযুক্ত জনেই তদুপযুক্ত কার্য্য প্রদান করেন, তাঁহার অপূর্ব্ব সংসার "অপূর্ব্ব"দ্বারাই পরিপূর্ণ; তাহাতে মানবের বিচারের কোন শক্তি নাই; সে রহসোদ্ভেদে চেষ্টাও বিড়ম্বনা, কারণ তাহা আমূল রহস্যময় অথচ নিত্য-সত্য! তিনি আবদুল আজিজকে যেরূপ ভাগ্যবান করিয়াছেন, ভিক্ষুক, অন্ধ, আতুর, তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হইলে সাধ্যমত বা তাহাদের প্রার্থনা মত বাসনা পূরণের চেষ্টা তিনি নিয়তই করিতেন! উলঙ্গের বস্ত্র দান, ক্ষুৎপিপাসুর আহার্য্য প্রদান তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল, সমুদয় শক্তি এই অমূল্য সাধনায় পবিত্রময় হইয়া উঠিয়াছিল, বোধ হয় নন্দন কাননেও জীবনাথ এ পুণ্যের প্রভা সন্দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং এরূপ কন্যা লাভ তাঁহার অদৃষ্টে না ঘটিবে কেন? সময়ত কাহারও মুখ দেখিয়া দাঁড়াইয়া থাকে না, সে ত আপনার কর্ত্তব্য লইয়াই আকুল, সুতরাং সে বেচারি দেখিবে কখন? প্রতিদিন কন্যা পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, আশার আনন্দও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধনের প্রীতি সম্বন্ধে গাঢ়-তর হইতেছিল। * * * কন্যার নাম "লায়লী" রাখা হইল।

গোলাপের কলিকা কয় দিন না ফুটিয়া থাকিতে পারে, চম্পকের তীক্ষ্ণ সৌরভ জাল আর কত দিন লুক্কাইত থাকা সম্ভব? যে যে উদ্দেশ্যে পরমেশ্বরের বিশেষ সাধে মর্ত্তলীলা বিস্তারের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার দ্বারাত তাহা হওয়া চাই। সুতরাং প্রত্যেকের জীবন স্বভাবের পরিবর্ত্তন চক্রে প্রবর্ত্তিত হইলে বলিতে হয় "হে দয়াল সুধানিধি! আপনার জ্ঞান নির্ঝরিণী অগম্য ধারাময়ী, আপনার লীলা জ্ঞানের অগম্য এবং কল্পনাতীত আপনি অচিন্ত্য! আমায় ক্ষমা করুন, আপনার উদ্দেশ্য মঙ্গলময়! লায়লী রূপসী যখন পাঁচ বৎসর বয়সে উপনীতা হইলেন, তখন এক দিন সওদাগর তাঁহাকে সম্রাটের সমক্ষে লইয়া গেলেন। আরবেশ্বর সেই কোমল যূথিকা পুষ্পটী নিরীক্ষণ করিয়া সন্তান সোহাগে ক্রোড়ে করনাস্তর শত শত চুম্বন প্রদান করিতে লাগিলেন। নিকটে মজনু (কএস) দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনিও দেখিলেন; কিন্তু মুগ্ধ পতঙ্গ আগুন দেখিলে কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? চকোর সুধাংশু বদন নিরীক্ষণ করিয়া কতক্ষণ আমিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারে? বিরহী প্রণয়িনীকে পাইয়া কতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থকিতে পারে? ভ্রমর কমল বনে কতক্ষণ না অন্ধ হইয়া থাকিতে পারে? হায়! সৌন্দর্য্য তুমি কি নয়ন-সুন্দর আবরণে আচ্ছাদিত, তুমি কি আকর্ষণময়!

মজনু এ সুর-সুন্দরীকে একবার দেখিলেন আবার দেখিলেন, কি দেখিলেন, কেমন দেখিলেন তাহা তাহার চক্ষু দুইটীই জানে, আর জানে তাহার হৃদয়। কিন্তু সে সাধ কি মিটিল, সে পিপাসা কি নিবিল? কেবল জ্বলিল, কেবল পুড়িল, কেবল সে অদৃশ্য আগুণের লোল জিহ্বা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, যে যথার্থই সে দহন সহ্য করিতে পারিল, সে জগতে অবিনশ্বর নাম প্রাপ্ত হইল। উঃ সে আগুণ কি জলন্ত, আর সে হতভাগাই বা কি স্বার্থহীন আকাঙ্ক্ষী। লায়লী ও মজুনকে দেখিলেন; কথা ফুটিলনা হৃদয় ফাটিল, প্রাণ ভাঙ্গিল প্রণয় হতাশ বিরহ নিকটে দণ্ডায়মান হইল, জীবন ছুটিল, কোথায় ছুটিল কে জানে? উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের দিকে এক বার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন কেবল আশার আকাঙ্ক্ষা বিরহের ভয়। আর কিছু দেখিয়াছেন কি না

তাহা জানিনা। হায়, সে সময়ের সেই দুইটী হৃদয়ের ব্যথা কেহ দেখিয়াছে কি? যদি দেখিয়া থাকে, যদি সে চিত্রটীমাত্র কাহারো নয়নে প্রতিভাত হইয়া থাকে তবে তাহার জীবন ধন্য!

ছায়া পড়িল ছবি আঁকিল, নিয়তি ডাকিল, কাজেই দুই জনকে সেই প্রেম মন্দিরের দিকে গমন করিতে হইল, পূজাও আরম্ভ হইল, বাকি রহিল কেবল সিদ্ধি, কিন্তু তাহা ভবিষ্যতের নির্জ্জন অঙ্কশায়ী-অজ্ঞাত। তবে সাধনা শেষে সিদ্ধি স্থির নিশ্চয়। বোধ হয় সেই দিন হইতেই জগদীশ্বর দুইটী জীবনকে জগতের দুর্গম প্রেম পথে টানিয়া লইয়া চলিলেন, কোথায় যাইয়া নিবৃত্ত করাইবেন তাহা তিনি নিজের মনেই রাখিলেন। প্রেমে ধরিবার বা ধরাদিবার সময় চক্ষুতে হয় কি? আর মজনু তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি সে সময়ে চক্ষুতে কিবা মাখিয়াছিলে? লায়লী, মুগ্ধা, বল দেখি কি দেখিয়া ভুলিয়াছিলে? অহো আমার ভুল হইয়াছে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করাই আমার মূর্খতা, ইহারই নাম মনোমিলন, ইহারই নাম প্রেম, ইহারই বন্ধন পাশ হৃদয়ে হৃদয়ে জড়িত হয়। ইহা নিয়তি লিখিত স্বভাবের পথ। তোমার জীবন যে করুণাময় এই উদ্দেশ্যের অনুযায়ী করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন, তুমি কি করিবে? দুঃখের নিশা কি শীঘ্র প্রভাত হইতে পারে? তাহার স্থায়িত্ব দীর্ঘকাল ব্যাপী বলিয়া বোধ হইলেও বাস্তবিক তাহা অন্যান্য রজনীর অপেক্ষা কোনও অংশে দীর্ঘ নহে; কিন্তু মন যে তাহা বিচার করিতে অসমর্থ।

সেই দুঃসময়, সেই দুর্দ্দিন হইতে দুই জনেরই হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, সে গুপ্ত অর্চ্চনায় লালসা আরও প্রবল ভাবে জলিয়া উঠিল, একবার আর এক বার এই রূপ শত শত বারেও আকাঙ্ক্ষা মিটিল না, তৃষ্ণা কমিল না, কেবল ক্রন্দন বর্দ্ধিত হইল, হা হুতাশ প্রবল হইল। পিতা মাতার চিন্তা দুই'জনেই প্রায় ভুলিলেন; কলঙ্ক অলঙ্কার জ্ঞান হইল; ভাবনা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; দুইজনই দুই জনকে পাইবার জন্য অতৃপ্ত-আশায় অন্ধকারে ছুটিয়া চলিলেন।

ক্রমশঃ

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

—:**:—

(রঙ্গপুর)

[২]

৩ টার সময় বউলবাড়ী আসিলাম। রোজার প্রথম দিন। আজ আমরা ১২ মাইল পথ হাঁটিলাম। আনন্দে আমাদের হৃদয় নাচিতে লাগিল। আমরা মোসলমান হইয়াও মোসলমানের ন্যায় উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছিনা দেখিয়া সূর্য্য অবসন্ন হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষুলাল করিয়া অস্তাচলে চলিয়া গেলেন! আমরা সূর্য্যের ক্রন্দন দর্শনে কাঁদিয়া আকুল হইলাম। ভাবিলাম আর অলসভাবে দিন কাটাইব না। ১০ দশ বৎসর ধরিয়া যে ইসলাম মিসনের চিন্তা করিয়া আসিতেছি আজ তাহা আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না।

আমাদের এই মিসনের প্রস্তাব মৌলবী ও মওলানা সাহেবদ্বয় হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিলেন।

বন্ধুগণ! এখন কোমর বাঁধিয়া আইস, আর বিলম্ব করিও না। সময় উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ যে মোসলমানের জন্য তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াছিলেন, হৃদয়ের শোণিতের উৎস একেবারে খুলিয়া দিয়াছিলেন, সেই সকল মোসলমানদিগের চক্ষে আজ খ্রীষ্টীয়ান মিসনারিরা ত্রিত্ব ভেল্কী লাগাইয়া তাহাদিগকে খ্রীষ্টীয়ান করিতেছে!!

ও ভ্রাতৃগণ! যে ইসলামকে রক্ষা করিবার জন্য মহাপুরুষ আবুবক্কর সিদ্দিক গারস্থর গর্ত্তের মধ্যে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া শেষে জীবন পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে কোমর বাঁধিয়া ছিলেন, সেই ইসলাম আজ ভাসিয়া যাইতেছে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আইস।

ও বন্ধুগণ! তোমাদের শেষ দিনের কাণ্ডারী, গৌরবের আধার

নবিকুল-সূর্য্য হজরত মোহম্মদ (দঃ) ক্ষুধায় কাতর বশতঃ পেটে পাথর বাঁধিয়া যে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন, প্রচার অভাবে আজ তাঁহার সেই সাধের ইসলাম জরাজীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় অনাথ বিভ্রান্ত-পথ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছে!! ইহাদর্শনে তোমার হৃদয় কি ব্যথিত হয় না? যদি তোমার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়া থাকে ত সংসারের মায়ায় জলাঞ্জলি দিয়া মিসনে যোগ দিতে আইস।

রাত্রি অবসান হইল। আমরা রঙ্গপুর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। বউলবাড়ী হইতে রঙ্গপুর ২৪ মাইল হইবে। রোজার সময়ে হেটে যাওয়া কষ্ট হইবে বলিয়া আমাদের বন্ধুদ্বয় গরুরগাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন। বেলা ১১ টার সময় আমরা মৌলবী ও মওলানা সাহেবদ্বয়কে বিচ্ছেদ-অনলে নিক্ষেপ করিয়া সাশ্রুনয়নে বউলবাড়ী হইতে রঙ্গপুর যাত্রা করিলাম। পথেই সন্ধ্যা হইল। রোজা "এফ্তার" করিবার জন্য জলটুকু পর্য্যন্ত পাইলাম না। ময়রার দোকানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না। ভাগ্যে একটা দোকানে চিড়েমুড়কি পাওয়া গিয়াছিল, তাই দিয়া আমরা রোজা এফ্তার করিলাম। রাত্রি ৩ টার সময়ে রঙ্গপুর গেলাম। সে সময়ে বাজারের দোকান সকল বন্ধ, সুতরাং সেই শুক্ন চিড়েই খাইয়া থাকিতে হইল। রাত কাটিয়া গেল। সকালে ভাবিলাম আজ রোজা রাখিতে পারিব না। আবার ভাবিলাম, যাঁহার পদ প্রান্তে কত রাজা মহারাজা মস্তক অবনত করিয়া চরিতার্থ হইতেন, সেই প্রেরিত-মহাপুরুষ হজরত মোহম্মদ (দঃ) যখন আহার অভাবে পেটে পাথর বাঁধিয়া ৭ সাত দিন পর্য্যন্ত ছিলেন তখন কীটস্য কীট আমরা না খাইয়া দুদিন থাকিতে পারিব না? আজ রোজা পালন করিবই করিব। হজরত না খাইয়া "জেহাদ" করিতেন। আমরা না খাইয়া আজ মহিপুর যাইব। রঙ্গপুর হইতে মহিপুর ১০ মাইল হইবে। এই দশ মাইল পথ যাইবার জন্য কোমর বাঁধিলাম। সমাজ হিতৈষী ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার মৌলবী কাজেম আলি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ অন্তে প্রায় বেলা ৮ টার সময়ে মহিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। দৌর্ব্বল্য বশতঃ জোরে যাইতে পারিলাম না। সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে

মহিপুর পঁহুছিলাম। সর্ব্ব প্রথমে মৌলবী আবদুল মজিদ খাঁনবাহাদুর সাহেবের চূণকাম করা দিব্য সাদা ধবধবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মসজিদটী আমাদের মনপ্রাণ হরণ করিয়া লইল। আমরা পথহাটার ক্লান্তি ভুলিয়া সৌন্দর্য্য-সুধা-পান করিলাম। মসজিদটীর ভিতরে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহা এজগতে কখন দেখিনাই। মসজিদটীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কেবল সাম্য, সাম্য, সাম্য,—বৈষম্যের গন্ধ পর্য্যন্ত পাইলাম না।

ও! কুলীন ভ্রাতৃগণ! তোমাদের বসিবার জন্য এখানে পৃথক স্থান নাই। তোমাদিগকে অকুলীনের সঙ্গে বসিয়া কৌলিন্য মর্য্যদা মাটি করিতেই হইবে। অতএব তোমাদের উচিত মসজিদে যাইবার পূর্ব্বেই উহা মাটি করা।

ও পদগৌরব প্রিয় ভ্রাতৃগণ! তোমাদের আরও বিপদ। তোমাদের জন্য এখানে চেয়ার (কুরছি) টেবিল বেঞ্চি একেবারেই নাই। সুতরাং এখানে তোমাদের পদগৌরব প্রকাশ করিবার কোন সুযোগ পাইবে না। অতএব তোমাদিগকে উহা ত্যাগ করিয়া ইহার ভিতরে আসিতে হইবে। সন্ধ্যার সময়ে খাঁনবাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আনন্দের সহিত আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন।

খাঁনবাহাদুর সাহেবের ন্যায় লোক বঙ্গে অল্পই দৃষ্ট হয়। তিনি এক জন নির্ম্মলচরিত্র, বিনয়ী, নম্রশীল, ধীরচিত্ত, ন্যায়নিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সৎকার্য্যে মুক্তহস্ত, অহঙ্কার বিবর্জ্জিত, সাম্যবাদী, নিষ্ঠাবান মোসলমান। স্বজাতীপ্রেমিকতা ইঁহার হাড়ে মাংশে জড়িভূত; কারণ তাঁহার কাছারি ঘর কেবল মোসলমান আমলায় পরিপূর্ণ। আহা! আহা! রঙ্গের প্রত্যেক মোসলমান জমিদার যদি ইঁহার অনুকরণ করিতেন তাহাহইলে মোসলমান সমাজ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সজীব হইতে পারিত। খাঁন বাহাদুর সাহেবের গুণের কথা বলিয়া শেষ করা অসম্ভব। তাঁহার ন্যায় উদ্যমশীল লোক আমরা আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আশীর্ব্বাদ করি খোদাতালা তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন। পরদিন সকালে আমরা পুন্য নগর কাকিনায় গেলাম। ক্রমশঃ

ভারতেশ্বরী-বিয়োগে।

—০:০—

(১)

কি জানি কি হেতু সদা কাঁদিছে পরাণ,
কেন বা হৃদয় মোর হতেছে ব্যাকুল ?
নাজানি কি হেতু হৃদি এত ম্রিয়মাণ,
কি জানি কি অঘটনে পরাণ আকুল।

(২)

কেনরে ভারত বাসী এত ম্রিয়মাণ ?
কিজানি কি মেঘে ঢাকা ভারত-গগন,
কি জানি কিসের তরে ভারত-সন্তান,
আবাল বনিতা সবে শোকে নিমগন।

(৩)

কেন কালমেঘে ঢাকা সবার হৃদয় ?
কেন সবে কৃষ্ণবাস করেছে ধারণ ?
কি হেতু ভারতে সবে, হেরে শূন্যময়,
কি জানি ভারতবাসী হারা'ল কি ধন।

(৪)

বুঝেছি ভারত-বাসী কেন নিশিদিন
করিছে ক্রন্দন সবে শোক-বাস পরি,
অভাগা সন্তান গণে করি মাতৃহীন ;
ছাড়িয়া গেছেন আজি ভারত-ঈশ্বরী।

(৫)

প্রবল প্রতাপ-ময়ী বৃটন-ঈশ্বরী-
স্বকরে শাসন দণ্ড করিয়া ধারণ,
দলিয়া চরণ-তলে শত শত অরি,
গিয়াছেন শান্তি ধামে বিশ্রাম কারণ।

(৬)

মাতৃ সম স্নেহ সহ ষষ্টি বর্ষকাল,
ভারতীয় প্রজাগণে করিয়া পালন,
অভাগা সন্তান গণে করিয়া কাঙ্গাল !
ছাড়িয়া গেছেন মাতা, তাই এ রোদন।

(৭)

যে মাতা ব্রীটিস সহ ভারতীয় জনে,
দিয়াছেন রাজপদে তুল্য অধিকার,
তাঁহারি বিয়োগে আজি তারত-গগনে,
বিরাজে সতত হায়, বিষম আঁধার।

(৮)

বিচার বিভাগে আজি যাঁর দয়া গুণে
"সৈয়দ আমীর আলি" "চন্দর মাধব",
"গুরুদাস" আদি শোভে জষ্টীস-আসনে,
তাঁরি শোকে রাজধানী হয়েছে নীরব।

(৯)

রমেশ (১) যাঁহার গুণে বিচার বিভাগে,
সর্ব্বোচ্চ আসনে বসি লভেছিল, মান,
যাঁহার সুযশ সবে ঘোষে অনুরাগে,
তাঁহারি বিয়োগে আজি সবে হতজ্ঞান।

(১০)

যাহার সমান স্নেহে ভারতীয় গণে,
ব্রীটীসের সহ পেয়ে তুল্য অধিকার,
রমেশ (২) লভিল মান উড়িষ্যা-শাসনে
তাঁহারি বিয়োগে সবে করে হাহাকার।

(১) হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচার পতি মাননীয় স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র মিত্র।

(২) উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্রদত্ত।

(১১)

য়ুরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকা প্রদেশে,
আমেরিকা মহাদেশ, অষ্ট্রেলিয়া ভূমে,
বিস্তারি বিপুল-রাজ্য উৎসাহের বশে
গেছেন বিশ্রাম তরে শান্তিময়ধামে।

(১২)

যাও তবে, যাও মাতঃ যাও স্বর্গ পুরে,
প্রজার কল্যাণ-হেতু, আসি মর্ত্ত ভূমে,
কখন লভনি শান্তি মুহূর্ত্তের তরে,
লভমা! অনন্ত শান্তি শান্তিময় ধামে।

(১৩)

উপযুক্ত পুত্র তব নবীন রাজন,
তোমার আসনে বসি, নবীন উদ্যমে
সাধিয়া রাজ্যের হিত, প্রজার পালন,
উজ্জ্বল করুক এবে তোমার সুনামে।

(১৪)

এস হে ভারত বাসি! সবে এক প্রাণে,
প্লবিয়া ভারত ভূমি শোক-অশ্রু-ধারে,
মাতৃশোকে সন্তাপিত নবীন রাজনে
জানাই সহানুভূতি ব্যথিত অন্তরে।

শ্রীকাজি গোলাম মাওলা,

আদম সুমারি ও মোসলমান।

বর্ত্তমান আদম সুমারির কাগজে আটের নম্বরে জাতির পরিচয় দিতে হইবে। প্রথমে আমরা এই কাগজ দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে

পারি নাই যে, ঐ আটের ঘরে মোসলমানেরা কি লিখিবে। কেননা মোসলমানদের কোন জাত নাই। আমরা কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া সুপারভাইজার ও ইউনিমারেটার অর্থাৎ লোক গণনাকারী দের নিকট জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম যে, ঐ ঘরে গবর্ণমেণ্টের হুকুমে মোসলমানদিগকে সেখ, সৈয়দ, মোগল অথবা পাঠান এই চারি উপাধির যে কোন একটা লিখিতে হইবে। তখন আমরা বিস্মিত হইলাম। কেননা ঐ চারিটী উপাধি জাতি প্রকাশক নহে; উহা বংশের নাম মাত্র।

ঐ রূপ বংশের নাম মোসলমানদের চারিটা কেন আরও অনেক আছে। এমত অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট কেন যে কেবল ঐ চারি বংশের নাম লিখিতে বলিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিলাম না। যাহা হউক এইখানে যদি এই ব্যাপারের যবনিকা পতন হইত তাহা হইলে আমাদিগের তত চিন্তার কারণ থাকিত না। ইতি মধ্যে আমরা মফঃস্বল হইতে বহু-লোকের পত্র পাইলাম যে, মানুষ গণনাকারীরা (ঐ আটের ঘরে) কোন স্থানে জোলা লিখিতেছে কোন স্থানে বা আতরাফ অথবা আশরাফ লিখিতেছে। তখন আমরা আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। কেননা এই "প্রচারক" বঙ্গীয় মোসলমানদের একমাত্র ধর্ম্মের এবং সমাজের প্রচারক। এ অবস্থায় "প্রচারক" প্রচারকার্য্যে শৈথিল্য করিলে খোদাতালার নিকট শেষ বিচারের দিন কি বলিয়া জবাব দিবে?

জোলা, আতরাফ কি আশরাফ এই তিনটি শব্দ যে জাতী প্রকাশক নহে, ইহা জ্ঞানী মোসলমানদের স্বীকার্য্য হইলেও আমরা বিশেষ রূপে জানিবার জন্য মহাকোরাণের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াও ঐ তিনটী শব্দের নাম পাইলাম না। এমনকি জাতি বলিয়া একটি শব্দেরও উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। তারপর আমরা শ্রুতবাক্য বা হাদিসের শরণাপন্ন হইলাম। তাহাতেও ঐ তিনটি শব্দ কি জাতীর কোন সন্ধান পাইলাম না। অবশেষে আমরা ক্লান্ত হইয়া ফেকা অর্থাৎ মীমংসিত গ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ করিলাম। তাহাতেও ঐ তিনটি শব্দ কি জাতীর কোন উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। তখন আমরা বুঝিলাম ঐ তিনটি শব্দের কোন মূল নাই। উহাগ্রাম্য প্রচলিত শব্দ। ঐ গ্রাম্য

তিনটি শব্দের অর্থ এই—জোলা অর্থ গালি বিশেষ, আতরাফ অর্থ অশিক্ষিত বা বর্ব্বর, আশরাফ অর্থ শিক্ষিত। এখন পাঠকগণ বুঝিলেন ত? ঐ তিনটি শব্দ জাতী প্রকাশক নহে।

এখন আসুন ঐ তিনটি শব্দের আরও একটু আলোচনা করি। জোলা ত একটী গালি বিশেষ শব্দ; উহা কোনমতেই কোন লোককে বলা যাইতে পারে না।

আশরাফ ও আতরাফ এই দুইটী শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শব্দের চিহ্নিত কোন জাতী মোসলমানদের মধ্যে দেখাযায় না।

যদিও ধরাযায় যে আশরাফ অর্থাৎ শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিয়া একদল লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেও জাতীর ঘরে তাহাদিগের আশরাফ লেখা যাইতে পারে না। কারণ ঐ আদম সুমারির কাগজে শিক্ষিত অশিক্ষিতের জন্য স্বতন্ত্র ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে। এমত অবস্থায় ঐ কাগজের আটের ঘরে আশরাফ লেখা কোন মতেই চলে না।

মোসলমান দের মধ্যে আতরাফ অর্থাৎ অশিক্ষিত নামে কোন লোককে অভিহিত করা যায় না। করিলে শাস্ত্রমতে পাপী হইতে হয়।

অশিক্ষিত ও একটী গর্হলিবিশেষ শব্দ উহা স্বইচ্ছায় লোকে গ্রহণ করিবে কেন? তবে যদি গবর্ণমেণ্ট জোর জবরদস্তি করিয়া লেখাইয়া লন ত উপায় নাই। যেমন সাতক্ষিরার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট জোর করিয়া আদম সুমারির আটের ঘরে দরিদ্র মোসলমানদিগকে আতরাফ লেখাইয়া লইতেছেন। কিন্তু ইহাতে ডেপুটি বাবু প্রজারমনে অন্যায়রূপে আঘাত করিতেছেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কতদূর মত আছে তাহা আমরা জানি না। যদি গবর্ণমেণ্ট জোর জবরদস্তি করিয়া আতরাফ লেখাইয়া লন ত আর উপায়ান্তর নাই। কিন্তু এরূপ অবস্থায় প্রকারান্তরে মোসলমানদের ধর্ম্মে আঘাত করা হইতেছে। কেননা মোসলমান সমাজ মোসলমান ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িভূত। মোসলমানদের যে সমাজের ধর্ম্মের সঙ্গে সমন্ধ নাই সে সমাজ প্রকৃত মোসলমানদের সমাজ নহে। সে সমাজ শয়তানের সমাজ।

শাস্ত্রে লেখা আছে মোসলমানদের মধ্যে পরস্পর সকলি সমান, কি রাজা কি প্রজা কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলি সমান; কোন উচু নীচু কি ইতর বিশেষ নাই।

উপসংহারে আমরা বলিতে চাই গবর্ণমেণ্ট আদম সুমারির আটের ঘরে শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান কি আশরাফ আতরাফ না লখিয়া বঙ্গদেশীয় মোসলমানকে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবের মোসলমানকে পাঞ্জাবী ইত্যাদি লিখিলেই সবকুল বজায় থাকিবে।

নব-কুমুদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

নবকুমার—"পুরাণাদি এবং রামায়ণমহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমার দেবদেবীর উপর অনাস্থা জন্মিয়াছে। যে দিন জানিয়াছি হিন্দু দেবকুল লম্পট এবং দেবীকুল দ্বিচারিণী সেই দিন হইতে হিন্দু-দেব-দেবীর উপর আমার জাতক্রোধ জন্মিয়াছে। যে সমুদয় দেব-দেবীর আত্মচরিত শ্রবণ করিলে অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাহাদিগকে কোন্ বিশুদ্ধ-বুদ্ধি বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তি অন্তরের সহিত ভক্তি করিতে পারে?

যে কলুষনাশিনী গঙ্গা স্বয়ং কলুষিতা, যে গুরুপত্নী স্বয়ং পুত্রপ্রতিম শিষ্যকে—

"কি বলিয়া সম্বোধিবে হে সুধাংশুনিধি!
তোমারে, অভাগী তারা? গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন; কিন্তু ভাগ্য দোষে
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি।"

বলিতে কুণ্ঠিত হয় না, এরূপ ভ্রষ্টা কুলটাকেও যদি দেবী বলা যায় তবে আর পিশাচী কে? যে মেঘবাহন অমোঘ প্রহারী মঘবান

স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতালের অধীশ্বর, নন্দনকানন যাহার ক্রীড়াভূমি, ভূভৃৎ যাহার ভয়ে রত্নাকর গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, "পুলোমজা যাহার অঙ্ক-শায়িনী, সেই ব্যক্তিই আবার সামান্য মানব কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত, ভৎর্সিত ও হতমান,—প্রবঞ্চক, কুটীল, মিথ্যাবাদী, এবং মাতৃস্থানীয়া রমনীর সতীত্ব-রত্ন অপহরণকারী! ধন্য দেব-মাহাত্ম্য? এমন দেবকে শ্রদ্ধা না করিলে আর কাহাকে শ্রদ্ধা করিব?" এইরূপ নানাপ্রকার গল্প ও তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে তাঁহারা অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় নারায়ণগঞ্জ উপনীত হইলেন। নানাপ্রকার গল্পে নিবিষ্ট থাকা প্রযুক্ত সময়ের প্রতি তাঁহাদের আদৌ লক্ষ্য করিবার অবসর হয় নাই। যাহাহউক, তাঁহারা ষ্টীমার হইতে স-সন্তান অবতরণ করিয়া পুনর্ব্বার গাড়ীতে উঠিলেন। যথাসময়ে গাড়ী নারায়ণগঞ্জ ছাড়িয়া ঢাকা অভিমুখে চলিল। নবকুমার তৃতীয় ষ্টেসনে অবরোহণ করিলেন। তথা হইতে তাঁহার নব-নির্ম্মিত প্রাসাদ-প্রতিম অট্টালিকা পনর মিনিটের পথ মাত্র। সুতরাং ষ্টেসন হইতে তাঁহার বাড়ী পঁহুছিতে অধিকক্ষণ লাগিল না; বিশেষতঃ পূর্ব্বেই তাঁহাদের জন্য ষ্টেসনে নৌকা সহ লোক উপস্থিত থাকায় তাঁহার আরও সুবিধা হইয়াছিল। নবকুমার বাড়ীতে পঁহুছিলেন। তিনি গৃহে প্রবেশ মাত্রেই তাঁহার মাতার বৃদ্ধা পরিচারিকা রামীর মা' তাঁহার পদতলে পতীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। বৃদ্ধা নবকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিল "বাছা কত কষ্ট স্বীকার করিয়া নয়নতারা তোমাকে মানুষ করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বকৃত পাপের নিমিত্ত আজ সে তোমাকে জীবনের শেষ একটীবার দেখিয়াও মহানিদ্রার শান্তি ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিল না। ছি! ছি! এমন বিদ্যাও আবার লোকে আদর করে, যাহা শিক্ষা করিলে তাহারা বৃদ্ধ পিতামাতাকে পর্য্যন্ত অশ্রদ্ধা করিতে কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হয় না!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া রামীর মা' আমার উচ্চচীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। নবকুমার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। রামীর মা' কিজন্য এরূপ অধীর ভাবে ক্রন্দন করিতেছে তাহা বুঝিতে আর নবকুমারের বাকী রহিল না। তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত, সর্ব্বশরীর

বিকম্পিত, ব্রহ্মতালু প্রজ্জ্বলিত এবং অধরৌষ্ঠ পরিশুষ্ক হইল; মূহুর্ত্তের নিমিত্ত তিনি চতুর্দ্দিক শূন্যময় ও অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। অর্দ্ধ-ঘণ্টা পূর্ব্বে যিনি স্ত্রীপুত্রের মুখ সন্দর্শন করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতে-ছিলেন, বৎসরাধিক কালের মধ্যে যাঁহার অন্তঃকরণে চিন্তারূপ কীট প্রবেশ করিতে পারে নাই, মূহুর্ত্তের নিমিত্ত রামীর মার রমণী-সুলভ ক্রন্দনে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; অজ্ঞাত সারে নবকুমার বসিয়া পড়িলেন। রামীর মা' তৎক্ষণ পাড়ায় সংবাদ দিল নবকুমার সস্ত্রীক বাড়ী পঁহুছিয়াছেন; কাদম্বিনীর গর্ভজাত পুত্রটী যেন সোণার কার্ত্তিক।"

[৫]

সময়ের গতি স্বাভাবিক। সময় কাহারও সুখ দুঃখ মানাপমানের দিকে লক্ষ্য করেনা;—কাহারও জন্য কখনও অপেক্ষা করেনা। একই মূহুর্ত্তে এক ব্যক্তি হাসিতেছে, একজন কাঁদিতেছে, একজন হাঁ করিয়া রহিয়াছে, আর একজন কপোলবিন্যস্ত কর হইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে। মানব ইহার কারণ বুঝিতে পারিবেনা। ইহা লীলাময়ের অনন্ত লীলা সমুদ্রের একটী লহরী মাত্র।

আজ দশমী। বৃদ্ধ ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া গদগদ চিত্তে তন্ময় হই-তেছে, যুবক হাসির উৎস ছড়াইতেছে আর বালক নির্দ্দোষ ক্রীড়ামোদে মত্ত হইয়া পৃথিবী আনন্দময় নিরীক্ষণ করিতেছে। পক্ষান্তরে আজ যে বালকের নূতন বস্ত্র লাভ ঘটে নাই, তাহার মুখ মলিন, শরীর স্ফূর্ত্তিহীন এবং তাহার জনক জননীর হৃদয় দারুণ বিষাদ-বিষে জর্জ্জরিত করিয়াছে। রোগ-শোক-পরিতাপ-বন্ধন-ব্যসন এসমুদয় নাকি আত্মাপরাধ বৃক্ষের ফল। কিন্তু এই সকল দ্বারাই পৃথিবী চলিতেছে। শোক, দুঃখ, অনুতাপ, পরিতাপ, হর্ষ, ক্লেশ, বিরহ, মিলন পৃথিবীতে না থাকিলে পৃথিবী আমাদের নিকট চিরবিষময় হইয়া উঠিত।

সারাদিন ভগবান মরিচীমালী প্রচণ্ড কিরণে পৃথিবীস্থ জীবগণকে বিদগ্ধ করিয়া সন্ধ্যাসমাগমে স্বকীয় ময়ুখমালা একত্রিত করনান্তর বিশ্রাম লাভার্থ পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িতেছেন। ক্রমে রাত্রি হইল।

চন্দ্রদেব হাসিমুখে অনন্ত নীলাবতানে ঝুলিতে লাগিলেন। সিতকিরণে সিতকিরণ চতুর্দ্দিকে অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। যাহারা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে বিজয়া দশমীর আনন্দ উৎসব দর্শন করিতে গিয়াছিল, তাহারা ক্রমে স্ব স্ব আলয়াভিমুখে ফিরিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ঐ যে নির্জ্জন তটিনীতটে দশমী তিথির কৌমুদী-স্নাত রজনীতেও অন্তরের অন্তস্তলে অমাবস্যার সূচিভেদ্য অন্ধকার লইয়া এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন, তিনি কেন এখনও ফিরিতেছেন না? উঁহার সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত চিতানলে তাঁহার প্রাণময়ী ভস্মে পরিণত হইয়াছে, তাঁহার অন্তঃকরণে রাবণের চিতা দ্বিগুণতেজে হুহু করিয়া চলিতেছে, তিনি ছিন্নকণ্ঠ পরাবতের ন্যায় দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন; আর তাঁহারই অনতি দূরে পঞ্চ বিংশতিবর্ষ বয়স্ক নির্ম্মলকান্তি সুঠামদেহ একটী যুবক পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইতেছেন, এবং কতিপয় সঙ্গী বহুকষ্টে তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন করিতেছে।

পাঠক! ইঁহারা কে বুঝিতে পারিয়াছেন? উঁহাদের একজন আমাদের স্বধর্ম্মপরায়ণ, পরহিতব্রত অশেষ গুণালঙ্কৃত যদুনাথ, অপর ঊনবিংশ শতাব্দীর বায়ুতে পরিবর্দ্ধিত, পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমানী উদ্ধত স্বভাব নবকুমার। নিমিলিত নয়নে ঈষৎ স্ফূরিতাধরে অগণিত সঙ্গীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সোৎসাহে "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্" উচ্চারণকারী নবকুমার আজ, জননী যে বাস্তবিকই "স্বর্গাদপি গরীয়সী" তাহা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন; এই অমূল্য বাক্য কবি-কপোল-কল্পিত বলিয়া তাঁহার যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহার আজ খণ্ডন হইল। কিন্তু হইয়াও কোন ফল হইল না।

নবকুমার বাটী পহুঁছিবামাত্রই রামীর মার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন যে তাঁহার স্নেহময়ী জননী ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তদীয় শব সৎকারার্থে নদীসৈকতে নীত হইয়াছে। নবকুমার এই কথা শ্রবণ মাত্র উন্মত্তের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া শ্মশান ক্ষেত্রে পহুঁছিয়া দেখিলেন তখনও চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হয় নাই। তিনি যাইয়া চিতা পার্শ্বে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যদুনাথ এতদ্দর্শনে

অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত নয়নে নবকুমারের প্রতি একবার মাত্র কটাক্ষ করিয়া বিকৃতকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন "এই বিধর্ম্মী পশু যেন স্বর্গগতা দেবীর পবিত্র শব স্পর্শ করিতে পারে না। নরাধম কি সাহসে আমার সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছে? পৌত্তলিকের নিকট মাগুলিকের প্রয়োজন কি? দুর্ম্মতিকে এখান হইতে দূর করিয়া দাও; আমি এমন পাষণ্ডের মুখ দর্শন করিতে চাই না।" উপস্থিত ব্যক্তি বৃন্দ এতচ্ছ্রবণে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু মুখে ফুটিয়া কেহ কিছুই বলিতে সাহস পাইল না। দুই তিন জন সবলকায় ব্যক্তি নবকুমারকে চাপিয়া ধরিয়া একটু দূরে সরাইয়া লইয়া গেলে তিনি সেই স্থানে মস্তক খুঁড়িতে লাগিলেন। মাতৃ বিয়োগজনিত শোকে তিনি না যতদূর অধীর হইয়া ছিলেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যদুনাথের পরুষ বাক্য শ্রবণে তিনি ততোধিক মর্ম্মপীড়িত ও হতাশ হইয়া আহত মাতঙ্গবৎ উচ্চচীৎকারে গগন ফাটাইতে লাগিলেন। বিবেকদংশন শত সহস্র অঙ্কুশাঘাতাপেক্ষাও তীব্রতর। তাই বলিতেছি "হে উপন্যাস-বিকৃত-মস্তিক থিয়েটারবিহ্বল, নাটকপ্রলুব্ধ ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গমাতার সুসন্তান এবং আমাদের ভবিষ্যত বংশধর গণ! তোমরা যেন নবকুমারের ন্যায় জনক জননীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, অবশেষে পরিতাপানলে চিরদিন বিদগ্ধ হইও না।

ক্রমশঃ

সমাজ-বিলাপ।

—০:০—

(ইদের দিনে)

১

আয় আজি আত্মগ্লানি দেখ চেয়ে ধর্ম্মমণি
বিষাদিনী ইস্‌লামের শেষ পরিণাম,

শোকাবেগে আয় ব্যথা লুপ্ত নিরাশার কথা
জাগ্ দেখি স্মৃতি ভেদি করিতে নিষ্কাম ?
প্রভাতের শুভসাথে উদ্ভ্রান্ত হৃদয় ম'থে"
কাঁদিল ইস্‌লাম যেন স্মরি—"ভাগ্যহীন"
আজিকে আনন্দঘটে ঘটেছে মোসেম ঘটে,
কত পূণ্যগাথা,—আহা ডুবেছে সে দিন
আঁখি মেলে দেখি চেয়ে যে দীন-সে দীন ! !

২

রাজহর্ম্ম্য ছিল যেথা গৃধিনী বায়স সেথা
সানন্দে বেঁধেছে নীড়,—হায়রে পতন !
যেখানে গৌরব ভরে ইস্‌লামের পূর্ণ রড়ে
উড়িত বিমানে হর্ষে ধরম কেতন—
আজিকে পেচক দল তুলিয়া বিকট রোল
সেখানে কহিছে—"মূর্খ ! ঘুমে কোথা ছিলে"
ইস্‌লাম যে গেছে তোর চির-অস্তাচলে" !

৩

আনন্দ চলিয়া গেছে নিরানন্দ সুধু আছে
ছেয়ে আছে হতাশ্বাস আর হাহাকার,
বেঁচে আছি এ জগতে প্রাণ লয়ে কোন ম'তে
গৌরবের হত-চিহ্ন মোরা কুলাঙ্গার !
যা'দের শাসন বল যা'দের কৌশল বল
যাহাদের রীতি নীতি সভ্যতা আধার ;
আ'জ তারা স্বীয় মুখে বিষাদ মাখিয়া দুঃখে
হইয়াছে নীতি-হীন—শূন্য-ধর্ম্মাচার
স্মরিলে এ দুঃখে হিয়া ফাটে নাকো কা'র ?

৪

সিরিয়া, দেমেস্ক, গ্রীস্ সে কার্থেজ সে ভেনিস
কোথায় সে আসিরিয়া কোথা বাবিলন ?

হায়রে স্বপন হেন সকলি ডুবেছে যেন
অদৃষ্ট আকাশখানি জলদে মগন !
বুভুক্ষায় শীর্ণদেহ ফিরিয়া দেখেনা কেহ
দারিদ্র্যের করালতা,—পূর্ণ সমাবেশ
উচ্চ সৌধ ধূলীসঙ্গে মিশিয়াছে কাল রঙ্গে
নিদারুণ নিরাশা যে পশ্চাতে ভবেশ !
ইস্‌লাম ত্যজিবে কবে নিদ্রার আবেশ ?

৫

হা দীনেশ !—হা অদৃষ্ট, বিধাতার ঘৃণা-সৃষ্ট
আমরা, ইস্‌লাম নাম ডুবাইনু শেষে,
হুতাশন আয় দেখি জ্বল্ হৃদে ধিকি ধিকি
চেয়ে দেখি জীবনের আবর্ত্তন হেসে !
যুগান্তর ভেদ করি বিষাদের এ লহরী
বারে বারে ছুটে তাই ভাগ্য ফিরাইতে
আবার সে শুভ-হর্ষে অমৃত উচ্ছ্বাস বর্ষে
ইস্‌লামে চেতনা স্পর্শে প্রেমে মজাইতে
আবার সুখের বায়ু আনিতে মহীতে !

৬

বিসর্জ্জিয়া মনুষ্যত্ব ভুলিয়া পবিত্র তত্ত্ব
নিরীহ মোস্লেম দাস পর-পদতলে
ভুলিয়াছে শাস্ত্র শস্ত্র গাত্রে আছে ছিন্ন বস্ত্র
জীর্ণ তনু ক্ষীণ প্রাণ—দুঃখী ভূমণ্ডলে !
যাহাদের পদ সেবি আজিকে গৌরব-রবি
হইয়াছে ইউরোপ ।—তাদের সম্বল
দ্বারে দ্বারে ঘরে ঘরে চারিটী অন্নের তরে
একমাত্র ভিক্ষা, আর নয়নের জল
ত্যাজিয়া আলস্য-মোহ বাঁধ হৃদে বল !

ধর্ম্ম-হীন কর্ম্ম-হীন জাতীয়-জীবনে দীন
অকূলে কাণ্ডারি-হীন আকুল তরণী,
উপজিলে কথা হায় হৃদয় ফাটিয়া যায়
নীরব সমাধি পায় কবির লেখনী।
গ্রাণাডার মহাকীর্ত্তি স্থাপত্যের দৃঢ় ভিত্তি
মিশরের পিরামিড্ নামে মাত্র সার,
বিনামেঘে বজাঘাত হ'ল শিরে অকস্মাৎ
ইস্‌লাম দেখিল চেয়ে চৌদিকে আঁধার,
ওরে ভ্রান্ত, কোন দিন জাগিবেরে আর ?

৮

যে পবিত্র দিনে সুখে এই হিন্দুস্থান-বুকে
করিয়াছি কত খেলা আনন্দে মাতিয়া
সে দেশে সে ঘরে ব'সে আজ মোরা হতাশ্বাসে
কাঁদিতেছি দুই দানা * অন্নের লাগিয়া।
সিংহনাদে ধর্ম্মভেরী বাজেনা পাগল করি,
জীয়ন্তে মরিনু মোরা ধর্ম্মহীন হ'য়ে ;
দিনগেল ; কাল গেল কেহ ফিরে না দেখিল ;
অবসাদ-অচেতনে এখনও শু'য়ে
দেখরে ইস্‌লাম ডুবে দেখ না চা'হিয়ে !

৯

রুদ্রমন্ত্রে জীর্ণ-ধর্ম্ম এস গো লইয়া কর্ম্ম
দে, তোর সন্তানগণে সাধিবারে তাহা,
দেখ তা'রা কি উপায়ে এ দশায় তোরে লয়ে
করে সু-পুত্রের কাজ—(কর্ত্তব্যই যাহা) !
কঠিন পাষাণ ব'লে মায়ের স্নেহের তলে
দু' ফোটা কি অশ্রুঢালি দিবেনা দুঃখের ?

* (পারস্য ধাতুমূলক শব্দ) = শস্যাদির বীজ।

তারা কি হৃদয়-রক্তে শিখাবে না ভক্তি ভক্তে
ধরিবে না শীর্ষস্থানে আদর্শ ধর্ম্মের,
সে নিস্বার্থ ত্যাগ আজি কোথা তাহাদের ?

১০

তায়েফের মরু হ'তে যেই ধর্ম্ম বিস্তারিতে
প্রেরিতের পূত-পদ রক্তে ভিজেছিল
সে ভীষণ "গার হোরে" যে ধর্ম্ম-শিক্ষার তরে
হজরত আপনা প্রাণ তুচ্ছ ক'রে ছিল।
যে ধর্ম্ম ন্যায়ের ছায়ে পৃথিবী ফেলেছে ছেয়ে
যা'দের বীরত্ব বলে—সাম্রাজ্য বিশাল,
তাহাদের কি হইল ? সকলি ডুবিয়া গেল
তা'রা কেন হীনবল ? অবসাদ ফল !
শান্তি-কুঞ্জ হইয়াছে পর-পদ-তল।

১১

কার কাছে কব ব্যথা কে শুনিবে মোর কথা
উথলে আশার নদী নিরাশ জীবনে,
মনে হ'লে দুঃখ জ্বালা হৃদয়ে অনল খেলা
হয়ে যায় ; পোড়ে হিয়া কর্ত্তব্য স্মরণে,
কি করিব ? নিরুপায় ! কাঁদিয়া জুড়াই হায়
অশান্তি জীবনে ভাই নিত্য সহচর,
পতিত ধর্ম্মের তরে এ দুয়ারে সে দুয়ারে
ভিক্ষা মাগি ; হ'বি না কি সদয় অন্তর
এ দুর্দ্দিনে ফাটিবে কি হৃদয় প্রস্তর ?

১২

ধর্ম্ম কর্ম্ম পরি হরি ইস্‌লামে কলঙ্ক করি ;
ওরে অন্ধ ! চাকচিক্যে নহে পরিণতি !
কেবলি পেটের তরে জীবন-সংগ্রাম ক'রে
প্রাণটী জীবিত রাখা নহে ধর্ম্ম-নীতি !

১১

ত্যজ অবসাদজাল ত্যাজ হিংসা মহাকাল
ত্যজ স্বার্থ ;—লও ঝুলি চল ধর্ম্ম-রথে
এ মোহ মায়ার দিকে ফিরা'য়ে দেখনা মুখে
তেয়াগ বিলাস-সুখে—নিষ্কামের পথে,
আবার উদিবে সূর্য্য,—শৌর্য্য উদ্ভাসিতে!
(বিশ্বে হ'বে পূর্ণালোক সে সুধা হাসিতে!)

১৩

কেন মোরা হত আশা, কেন আজি এ দুর্দ্দশা
রাজ্য ধনে, ধর্ম্ম ধনে, কেন হ'নু হারা ?
গৌরবের সিংহাসন ভীম তূর্য্যনাদ ঘন
ভেসে গেল মহাস্রোতে ক্ষুদ্র তৃণ পারা।
জানি মোরা অতি দীন তা'বলে কি চিরদিন
চির-ভাগ্য-হীন নাম করিব গ্রহণ ?
তা' ব'লে কি আলোজ্বেলে প্রগাঢ় জাতীয়বক্ষে
যাবনা উজলা ক'রে ধর্ম্মের অঙ্গন।
আর কি কৌস্তভ মণি তারকা-চন্দ্রেরে জিনি
ঝলসি সাজাবেনারে মোস্লেম রাণীরে
আবার মলয়ানিল ব'বে নাকি নিরাবিল
নেহারিব ঘরে ঘরে সুখ-বসন্তেরে।
বিভাময়ী হেরিব কি শীর্ণ-বিম্বাধরে ?

১৪

দূর ভবিষ্যতে আশা কিন্তু তবু ভালবাসা
তার দিকে টানে প্রাণ সুধাময় স্বনে
তবুগো স্নেহের স্বরে অদূরে আলোক হেরে
পথ প্রান্তে ধাই আমি উল্লাসিত মনে,
হা অদৃষ্ট! হা বিধাতঃ! হব কি সফল চিত
তোমার প্রাণের প্রিয় "ইস্‌লামে" রক্ষিতে

দাও প্রাণে প্রেম দীক্ষা ঘুচাইতে মোহ-শিক্ষা
পুনঃ সুজীবনী ঢালি মোস্লেম বক্ষেতে
এখন ত বুঝিয়াছি,—পারিব উঠিতে।

১৫

উন্নতি ও অবনতি দুঃখ-হাসি অধোগতি
একে একে সকলেরে দেখিনু জীবনে,
আর কত ? কতদিন র'ব মোরা দীনহীন
প্রকৃত সময় এই ইস্‌লাম রক্ষণে।
উদ্বেলিত হিয়াভেদী উঠয়ে সঙ্গীত নদী
প্রতি পূত হর্ষ দিনে কাঁদায়ে সম্পদে
গেয়ে তাই দুঃখ গান তুলিয়া বিষাদতান
কবির লেখনী কাঁদে অনন্তের পদে।।

খাদেম-উল্‌-ইস্‌লাম্
সেখ ফজলল করিম।
কাকিনা।

মুসলমান সুধি-মণ্ডলী।

—০:০—

মুসলমান সুধি-মণ্ডলী প্রধাণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; ওলামা ণ্ডিতবর্গ) ও আউলিয়া সাধু-মণ্ডলী। প্রত্যেক ভাগে আবার নানা ণী আছে। এস্থলে আমরা আউলিয়া দিগের আলোচনা করিব না। তিপর ওলামার আলোচনাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং তাহাই বৃত করিতেছি।

ওলামাদিগের নানা শ্রেণীর মধ্যে সাধারণতঃ যাঁহারা সর্ব্ব বিষয়ে ও

সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী তাঁহাদিগকে মোহাক্কেফ (বহুদর্শী) কহে *। যাঁহারা যে কোন বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ আসন লাভ করেন তাঁহাদিগকে সেই বিষয়ের এমাম (বহুবচনে আয়েম্মা) কহে। যাঁহারা পবিত্র কোরাণশরিফের ও ভাব প্রকাশ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে মোফাচ্ছে (টীকাকার) কহে, যাঁহারা হাদিস শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন তাঁহাদিগকে মোহাদ্দে কহে। যাঁহারা দর্শন-বিজ্ঞানে পারদর্শী তাঁহাদিগকে হাকিম, বা ফাদ্দ (বহুবচনে হোকামা ও কামাসেকা) কহে। ইঁহাদের ও আবার না শাখা প্রশাখা আছে। যাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম-বিধি শাস্ত্রে (ফেকা ব্যুৎপন্ন তাঁহাদিগকে ফকিহ (বহুবচনে ফোকাহা) কহে।

যাঁহারা কোরাণ ও হাদিসের মর্ম্মানুযায়ী অনুমান দ্বারা যে স বিষয় কোরাণ হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখিত নাই তদ্বিষয়ের বিধি নির্ণয় কর পারেন তাঁহাদিগকে মোজ্‌তাহেদ কহে। মোজতাহেদ গণের আ কাল ও ক্ষমতা ভেদে ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে ছয়টী তবক (স্তবক) নির্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত পণ্ডিত আবার কালভেদে শ্রেণীতে বিভক্ত; মোতাকাদ্দেমীন বা সলফ (প্রাচীন) ও মোতায়া রীণ বা খলক (আধুনিক)। যাঁহারা ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ প্র তাঁহাদিগকে ণহবী বলে। যাঁহারা ওসুল (ব্যবস্থা শাস্ত্রের মূলনি

* অনেক আরবী শব্দ আছে যাহার প্রকৃত অর্থ প্রকাশক বাঙ্গা শব্দ নাই আবার কতকগুলির সম্পূর্ণ অর্থ এক শব্দে প্রকাশ করা যায় কতকগুলির অনুবাদে প্রকৃত সৌন্দর্য্য রক্ষা করা যায় না। ঐ জ ঐ সকল আরবী শব্দই ব্যবহার করা আবশ্যক। সেই গুলি মোটা ভাবে বুঝাইবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করিলাম। ইহা মস্তেক শা হদ্দ, বা তারিফ (সংজ্ঞা) নহে। সুতরাং স্থানে স্থানে সাধারণ ধা মূলক ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইল।

† ১ম তবকা মোজতাহেদ ফিল্ মজহাব, যথা—এমাম আ ইউসফ, মহম্মদ প্রভৃতি এমাম আবুহানিফা সাহেবের আসহাব গণ যাঁহা এমাম সাহেব যে নিয়ম স্থির করিয়াছেন তদনুসারে আহকাম সকল

বিদ্যায় পারদর্শী তাহাদিগকে ওসুলী, তর্কশাস্ত্রে পারদর্শীকে জদলী বা খেলাফী, বা মোনাজ্জর ধর্ম্মকার্য্যে তৎপর ব্যক্তিকে মোস্তাকী, বালাগাতে (বাগ্মিতা) ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিকে বালগ (বহুবচনে বোলাগা) কহে। সাধারণ ওলামা অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ হইলে তাঁহাকে ফাজেল (বহুবচনে ফোজালা) কহে। বিদ্যাসাগর কে বহুরুলওলুম কহে। বহু বিদ্যায় অত্যধিক ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিকে আল্লামা বা মৌলানা বা মোল্লা কহে। যাঁহারা কোরাণশরিফ উত্তম রূপে পাঠ করিতে সকল শব্দ উত্তম রূপে উচ্চারণ করিতে পারেন তাঁহাদিগকে কারী (বহুবচনে কোররা) কহে।

যাঁহারা যে কোন বিষয় কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন তাহাদিগকে তদ্বিষয়ের হাফেজ (বহুবচনে হোফ্‌ফাজ) কহে। (সাধারণতঃ কোরণশরিফ মুখস্ত করিতে পারিলেই হাফেজ নামে অভিহিত হন)। কবিকে

বাহির করিতে পারেন। ২য় মোজতাহেদ ফিল্ মাসায়েল যথা—এমাম খাসসাফ, তাহাবী, ফারুখী, সরখসী, হল্‌ওয়াই বজদবী প্রভৃতি। ইঁহারা এমাম সাহেবের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতে পারেন না। কিন্তু যে সকল বিষয়ে এমাম সাহেব হইতে কোন রওয়ায়েত নাই, ওসুল মত সেই সকল বিষয়ের আহকাম এস্তেম্বাত করিবার ক্ষমতা রাখেন। ৩য় তবকা আস্‌হাবে তখবিজ। ইঁহারা এজতেহাদ করিতে পারেন না। কিন্তু যে সকল বিষয় দুর্ব্বোধ্য বা বহু অর্থ বোধক বা সন্দেহ পূর্ণ তাহার ঠিক অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া অথবা একটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন। ৪র্থ আসহাবে তরজি; তরজি যথা কদুরী ও হেদায়া প্রণেতা প্রভৃতি যাঁহারা এক রওয়ায়েতকে অন্য রওয়ায়েতের উপর বলবৎ করিয়া দিতে পারেন। ৫ম তবকা মোকাল্লেদীন যাঁহারা কবি, জয়াক, (বলবৎ ও দুর্ব্বল) ইত্যাদি চিনিয়া বাহির করিতে পারেন। ৬ষ্ঠ তবকা উঁহাদের সকলের নীচে, ইঁহারা ভাল মন্দ উত্তর দক্ষিণ ও পৃথক করিতে পারেন না অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত এমাম ও মোজতাহেদ গণ যাহা ঠিক করিয়া গিয়াছেন তাহাই মান্য করা ও তদনুসারে কার্য্যকরা ভিন্ন আর কোন ক্ষমতা রাখেন না।

শায়ের (বহুবচনে শোয়ারা), বিচারক কে কাজি (বহুবচনে কোজাত,) ব্যবস্থা দাতাকে মুফ্‌তি, কালাম অর্থাৎ ধর্ম্ম-শাস্ত্র দর্শনে যাহারা পারদর্শী তাহাদিগকে মোতাকাল্লেম কহে।

ক্রমশঃ

খাদেমল মুমেনীন—
অহলাউদ্দিন আহম্মদ।

বিবিধ সংবাদ।

সুপ্রসিদ্ধ বোখারার আমীর, হেজাজ রেল নির্ম্মাণের জন্য ২৫০০০ সাড়ে পঁচিস হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

ভারতের একদল উৎসাহী মোসলমান যুবক পারস্যে গিয়া নানা প্রকার ব্যবসায় করিতেছেন।

দিল্লীর অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টার এবং উর্দ্দু ভাষার সুপণ্ডিত ও সুবক্তা মৌলবী নজির আহমদ ব্রার্ডবিরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল, এল, ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। মৌলবী সাহেবের এই সম্মান লাভে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

সিরাজগঞ্জ ছাত্র সমিতি।

সিরাজগঞ্জের বি, এল, স্কুলের ছাত্রগণ ৯ই, ১০ই ও ১১ই চৈত্র এই তিন দিন খুব ধূমধামের সহিত সভা করিয়াছিলেন। ৯ই ও ১০ই তারিখে এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন পাবনা জেলার স্কুল সমূহের সুযোগ্য মোসলমান ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর। শেষ দিন হইয়াছিলেন বর্ত্তমান সিরাজগঞ্জ মোসলমান সমাজনেতা, জলন্ত উৎসাহী, স্বজাতিবৎসল নির্ম্মলচরিত্র, ধর্ম্মপরায়ণ, সৎকার্য্যমুক্তহস্ত রায়পুরের জমিদার শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ আবদুল গফ্‌ফার সাহেব। তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই সভায় বক্তা ছিলেন যশোহরের মুনশী মোহম্মদ মেহের উল্লা এবং সেখ জমির উদ্দীন মহোদয়গণ এই দুইজন বক্তার মধ্যে মুনশী মেহের উল্লা সাহেবের বক্তৃতাই উল্লেখ যোগ্য।

ইঁহার বক্তৃতায় তেজস্বীতা এবং ভাবের গভীরতা আছে। ভাষার পাণ্ডিত্য নাথাকিলেও মিষ্টতা আছে, মোটের উপর ইনি একজন প্রতিভাশালীলোক। ইঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য হাজার হাজার লোক সমবেত হইয়া থাকে। এই মহাত্মার প্রতিভার নিকট বঙ্গের মোসলমান বক্তাগণ হীনপ্রভ হইয়াছেন। আমরা শুনিলাম এহেন মহাত্মা এক সময় স্বহস্তে হল চালনা করিতেন!

নিম্নলিখিত ছাত্রগণকে সভার লোকদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়া ছিলাম।

১। মহম্মদ সেরাজ আলি ২। ওসমান গণী ৩। আছাদজ্জমা ৪। মোহসেন আলি আহম্মদ ৫। ললিত মোহন পাল। ৬। গোবিন্দ লাল পাল ইতাদি।

১২ই তারিখে ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্রগণের উদ্যোগে স্কুল প্রাঙ্গণে একটী বৃহতী সভা হইয়াছিল। উক্ত বক্তাদ্বয় সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই সভায় স্বজাতি-প্রেমিক উন্নতমনাঃ সমাজ-হিতৈষী, অমায়িক, মিষ্টভাষী উদ্যমশীল, বঙ্গবিখ্যাত, দেলদুয়ার জমিদার বংশের অন্যতম রত্ন A. H. Ghuznabi Esqr (এ, এইচ, গজনবী) মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ছাত্রদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয়ের ইংরেজি বক্তৃতা বড়ই হৃদয় গ্রাহী হইয়াছিল।

৩০ শে মার্চ্চ শাহ সৈয়দ নসর উদ্দিন আহমদ সাহেবের যত্নে সিরাজগঞ্জের নিকট হোসেন পুরে একটী ধর্ম্মসভা হইয়াছিল। সভায় প্রায় হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল আমরা এবং আরও ২।১টী প্রচারক এই সভায় সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলাম।

শিবতারা—

ব্রাহ্মণ কন্যা শিবতারা ইসলামের জলন্ত সত্যে মুগ্ধ হইয়া ইসলামে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। আহা! কেমন সুন্দর ধর্ম্ম পিপাসা!! লালমিঞা নামক জনৈক ভদ্রলোক এই ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোকটীকে বৈষ্ণবীদের মত পথে পথে ভিক্ষা করিতে নাদিয়া পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এহেন পবিত্র দৃশ্য পৌত্তলিক হিন্দুদিগের চক্ষে সহ্য হইবে কেন?

শিবতারার স্বামী এবং হিন্দুরা শিবতারাকে মোসলমান হইবার পূর্ব্বে সতী বলিয়া জানিতেন; যখন তিনি মোসলমান হইয়াছেন অমনি তিনি (শিবতারা) অসতী হইয়া গেলেন! হিন্দুরা ষড়যন্ত্র করিয়া লালমিয়াকে জেলে দিলেন। ধর্ম্মের জয় অনিবার্য্য; হাইকোর্টের বিচারে লালমিয়া নির্দ্দোষী বলিয়া খালাস হইয়াছেন; ধর্ম্মের জয় হইল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সম্পাদকদের মুখে চূণকালি পড়িল (কেবল বেঙ্গলি সম্পাদক ব্যতীত)।

মৌলবী চাই—

হাদিস এবং তফসিরে বিশেষ বুৎপন্ন, চরিত্রবাণ, ধার্ম্মিক, সুবক্তা অহঙ্কার বিবর্জ্জিত, পরিশ্রমী, উদ্যমশীল এবং বঙ্গবাসী ইস্‌লাম মিসনের জন্য একজন মৌলবী চাই। মাসিক বেতন ৪০ টাকা আপাততঃ ১৫৲; কার্য্যের দক্ষতা অনুসারে বেতন বৃদ্ধি হইবে। "প্রচারক" আফিসের ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।

মাসিক সাহায্য আদায়—(ফাল্গুণ ও চৈত্র)

মওলানা মহম্মদ মণিরজ্জমান	২৲
মৌলবী সৈয়দ আমানত আলি	২৲
মুনশী আদ্দচ্ছমদ খাঁ	২৲
মুনশী সৈয়দ মুকসুদ আলি	২৲
মৌলবী রেয়াজ অলদ্দিন আহমদ অলকোরেসী	২৲

এককালীন সাহায্য আদায়—

A. Ghuznavi Esqr.	১০৲
মৌলবী আবদুল হামিদ খান ইউছফজী	৫৲
মৌলবী মাজ্জম আলি খান শাজাদপুর টাঙ্গাইল	৫৲
A. H. Ghuznabi.	৪৲
মুনশী এলাহি বক্স, তালুকদার, ধুপীল	৫৲
মৌলবী সৈয়দ আবদুল গফ্‌ফার, রায়পুর	১৩৲
সৈয়দ সায়াদ উদ্দীন আবল ফাতাহ আহমদ রায়পুর	১৲

চতুর্থ বর্ষ। ১৩০৮ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা।

প্রচারক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা প্রচার কর,"
মহা কোরান সুরে মায়দা ১০ম রুকু ৬০ আয়েত (পদ)।

মধু মিয়া দ্বারা সম্পাদিত।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

১।	ইস্‌লাম ও বিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত মওলানা মোহাম্মদ মনিরজ্জমান		৮৯
২।	শিক্ষা	শ্রীমা।	৯৯
৩।	লায়লী মজনু ...	শ্রীযুক্ত সেখ ফজলল করিম ...	১০২
৪।	হজরত মোহম্মদ ও তাঁহার শিক্ষা—আবদুল্লা ...		১০৮
৫।	নিয়তি ...	আমর। ...	১১৫
৬।	মুসলমান সুধি-মণ্ডলী—শ্রীযুক্ত মৌলবী আলাউদ্দিন আহম্মদ		১২২
৭।	পরিত্রাণ কাব্য—কবিবর শ্রীযুক্ত সেখ ফজলল করিম,	...	১২৫
৮।	ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ...	... ...	১৩৬
৯।	মোস্লেম-বধ ...	আমর। ...	১৩৯
১০।	সমালোচনা ...	... ...	১৫০
১১।	বিবিধ বিষয় ...	... ...	১৫১
১২।	তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ।	... ...	

PRACHARAK

Dealing with social, political and religious questions.

THE ONLY WIDELY CIRCULATED MAHOMEDAN MONTHLY MAGAZINE, IN BENGALI.

—o—

SUBSCRIPTION— ~~Rs~~ 2. per annum.

For contract rates of advertisement,
Please write to—

M. A. RASHID,
MANAGER,
39, Baldiapara Road, CALCUTTA.

এই সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা।

নিয়মাবলীঃ

১। প্রচারকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲

২। ষাণ্মাসিক মূল্য লওয়া হয় না।

৩। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম, প্রতি পৃষ্ঠা প্রত্যেক বার ৪৲ টাকা অর্দ্ধপেজ ২৷৷০, প্রতি লাইন চারি আনা।

৪। ডাক্তার মুয়েজ উদ্দীন আহম্মদ সাহেবের নামে আফিসের ঠিকনায় টাকা কড়ি, বিনিময় পত্র, প্রবন্ধ এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার

এম, আব্দর রসিদ

৩৯ নং বলদিয়াপাড়া রোড, (মানিকতলা) কলিকাতা।

হামিদী-প্রেস

আমাদের প্রেসে অতি সুলভ মূল্যে এবং অল্প সময়ের মধ্যে আরবী ফারসী, বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল ভাষার পুস্তক ও মাসিক পত্রিকা, এবং চেক দাখিলাদি ছাপা হইয়া থাকে। একবার মাত্র পরীক্ষা করিলেই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কলিকাতা—পোষ্ট হেরিসন রোড্।

৫৮১ হরসী ষ্ট্রীট, হামিদী-প্রেসে মুনশী সইদর রহমান দ্বারা মুদ্রিত।

প্রচারক।

বিবিধ বিষয়িনী মাসিক পত্রিকা।

ইস্‌লাম ও বিজ্ঞান।

[২]

"নমাজ"

ইস্‌লাম ধর্ম্মের ভিত্তি ও মূল বিধানাদির মধ্যে, নমাজ একটী প্রধান [illegible]। যাহারা এই উপাসনার বিশেষ নিয়মাবলী ইচ্ছাপূর্ব্বক, প্রতিপালন [illegible]না, তাহারা ইস্‌লাম ধর্ম্মে মহাপাপীরূপে পরিগণিত। এবং যাহারা ইহার আবশ্যকতা অস্বীকার করে, তাহারা একেশ্বরবাদ বা ইস্‌লাম ধর্ম্ম-বিধানানুযায়ী 'কাফের' অর্থাৎ ধর্ম্মচ্যুত বলিয়া নির্ণীত। ভিন্ন সম্প্রদায়িগণ, মুসলমানগণের এই উপাসনাবিশেষের প্রণালী পরিদর্শন পূর্ব্বক, উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত হন না, যেহেতু বাহ্যিক দৃষ্টিতে, জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত ঈদৃশ উপাসনা প্রণালীর কিছু সংশ্লিষ্ট আছে বলিয়া দেখা যায় না। আবার আমাদের নব্যালোক প্রাপ্ত, বা উচ্চ রাজ-ভাষা শিক্ষিত মহাত্মা গণও ক্রমশঃ নমাজের মাহাত্ম্য ও আবশ্যকতা, অন্তর [illegible] হইতে বিদূরীত করিয়া, ভিন্নজাতিগণের অনুকূলে দণ্ডায়মান [illegible]ছেন। তাঁহারা যেই সকল বিষয়কে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সঙ্গে [illegible]নে স্থান প্রদান করিতে পারেন না, তৎপ্রতি সহসা তাঁহাদের

ভক্তি ও অনুরাগ জন্মিতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়; বরং সমূলে হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে যাহাহউক আমরা আমাদের নবালোক প্রাপ্ত যুবক-যুবতী ও ভিন্ন সম্প্রদায়ী বিজ্ঞানপ্রিয় লোকদিগের ভ্রম বিদূরীত করিবার মানসে বিজ্ঞান সাহায্যে নমাজের মাহাত্ম্য ও আবশ্যকতা প্রমাণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা পাইব, যথা—

নমাজ অর্থে, "কতিপয় নির্দ্দিষ্ট উপাসনা মূলক বাক্যাবলী ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্য্য ক্রিয়া" বুঝিতে হইবেক। ঐ সকল দ্বারা পরম কারুণিক বিশ্বপতির প্রাধান্য প্রদর্শন ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাই উদ্দেশ্য। নমাজ "আল্লাহ আকবর" (পরমেশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও ক্ষমতাবান) এই বাক্য হইতে আরম্ভ হইয়া, 'ছালামান্তে' পরিশেষ হয়। ইহার সবিস্তার বিবরণ অগ্রে বিবৃত করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ যখন নমাজের সময় উপস্থিত হয়, তখন জনৈক "মওয়াজ্জেন" বা সতর্ককারী উচ্চৈঃস্বরে উপাসনাকারীদিগকে কতিপয় গভীর ভাবপূর্ণ উপাসনা-মূলক নির্দ্দিষ্ট শব্দাবলীর দ্বারা আহ্বান করিয়া থাকেন। আহ্বানকারী সর্ব্বাগ্রে, "আল্লাহো আকবর" অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও ক্ষমতাবান' এই বলিয়া ৪ বার উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিবে; সে যেন পার্থিব কার্য্যকলাপে পরিলিপ্ত লোক দিগকে, উপাসনার প্রতি ধাবিত হওয়ার জন্য বলিতেছে যে, হে "পার্থিব সুখ শান্তিতে উন্মত্ত ভ্রাতৃগণ! তোমরা কি বিদিত নহ যে, পরম দয়াময় সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও অক্ষুণ্ণ ক্ষমতাশালী? তিনি যাবতীয় প্রিয় ও সম্মানীয় পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠতম ও সম্মানের পাত্র। অতএব সর্ব্বকাজ পরিহার পূর্ব্বক, সেই একমাত্র সর্ব্বজনশ্রেষ্ঠ পরিত্রাণদাতার উপাসনার প্রতি ধাবিত হও"। ঐ শব্দটী ৪ বার উচ্চারণ করার কারণ এই যে, সচরাচর চারিটী দিকই প্রধান। চারিদিকের লোকদিগের জন্য যেন চার বার উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আহ্বানকারী দ্বিতীয় বার আরবী ভাষায় বলিয়া থাকে, "আমিসাক্ষ্য দিতেছি যে, একমাত্র পরমেশ্বরই উপাস্য, তিনি ব্যতীত কেহ উপাসনার যোগ্য নহে" এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, "হে একেশ্বরবাদিগণ! সেই একমাত্র উপাস্য জগৎ

পাতাই তোমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক মঙ্গল বিধানের সহায়; তিনিই তোমাদের সর্ব্ববিধ অভাব অভিযোগ পূর্ণ ও শ্রবণ করার অধিকারী। যাহার মধ্যে একত্ব ও সর্ব্ববিধ অক্ষুণ্ণ ও স্থায়ী ক্ষমতা নিহিত আছে, সেই সর্ব্বে সর্ব্বা; তাহারই নাম 'আল্লাহ'। সমুদয় জীব জন্তু ও সৃষ্টিজাত তাহারই মুখাপেক্ষী। অতএব সমুদয় কার্য্য পরিহার পূর্ব্বক তাহারই উপসনার্থে অগ্রসর হও"। এই কথাটী দুইবার বলার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহতালা যে পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় প্রকারের মঙ্গল বিধানের কর্ত্তা, লোক দিগকে এই দুই বিষয়ের প্রতি ঈঙ্গিত করনোদ্দেশ্যে এই বাক্যটী দুই বার ব্যবহার করা গিয়া থাকে। তৃতীয় বার আহ্বানকারী পুনরায় বলিয়া থাকেন "মহাপুরুষ মহম্মদ (দঃ) যে, শেষ প্রেরিত তত্ত্ব-বাহক, তদ্বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিতেছি" এই কথাটী বলার উদ্দেশ্য এই যে, আহ্বানকারী যেন লোকদিগকে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "হে মোসলমান গণ! পূর্ব্ব বর্ণিত সর্ব্ব শক্তিমান পরমেশ্বরের আদেশ উপদেশ সমূহ যাহার মধ্যস্থতায় তোমরা প্রাপ্ত হইয়াছ, যে মহাজন তোমাদিগকে দয়াময়ের সান্নিধ্য ও স্বর্গ লাভ করার উপায় উপকরণ শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহারই প্রদর্শিত পন্থানুসরণ পূর্ব্বক সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের উপাসনাব্রতে অগ্রসর হও।" আহ্বানকারী এই শব্দটী ক্রমান্বয়ে দুইবার উচ্চারণ করিয়া থাকে, এই বাক্য এবং অন্যান্য পরবর্ত্তী শব্দাবলী দুই বার করিয়া উচ্চারণ করার তাৎপর্য্য এই যে, একবারের চীৎকারে হয়ত কেহ শুনিতে পায়না; কিন্তু দ্বিতীয় বারের উচ্চধ্বনিতে শুনিবার বিশেষ সম্ভাবনা। তাই অন্যান্য শব্দাবলী দুইবার করিয়া বলিয়া থাকে। অতঃপর, "নমাজের জন্য সমবেত হও" এই বলিয়া মওয়াজ্জেন চতুর্থ বার উচ্চৈঃস্বরে লোকদিগকে আহ্বান করে। পূর্ব্ববাক্যাবলীতে যেই সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তার পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, তাহারই উপাসনার প্রতি ধাবিত হইয়া, স্ব স্ব অভাব অভিযোগ তাহার সমীপে উপস্থিত করার জন্য আহ্বানকারী লোকদিগকে সাবধান করিতেছে। অনন্তর ৫ম বার "পরিত্রাণের প্রতি ধাবিত হও" বলিয়া মওয়াজ্জেন লোকদিগকে আহ্বান করে, অর্থাৎ "সৃষ্টিকর্ত্তার উপাসনা করিলে ইহ-

লোকে ও পরলোকে পরিত্রাণ ও মঙ্গল সাধিত হইবেক, সুতরাং তৎপ্রতি তোমাদের আকৃষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। নমাজ দ্বারা অনেক বিধ শারীরিক উপকার সাধিত হয়। কুকার্য্য হইতে লোকের মতি গতি বর্জ্জিত হইয়া, পুণ্যানুষ্ঠানের দিকে ধাবিত হয়। চরিত্র গঠন সম্বন্ধে নমাজ বিশেষ কার্য্যকারী; অতএব এই পরিত্রাণদায়ক উপাসনা কার্য্যে যোগদান করা সর্ব্বথা বিধেয়। অতঃপর ষষ্ঠ বার জগদীশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও ক্ষমতা বান" বলিয়া চীৎকার করে অর্থাৎ লোকের অন্তরে পুনরায় আল্লাহতালার মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য ভাব জাগরিত করনোদ্দেশ্যে এরূপ বাক্য উচ্চারণ করে এবং সর্ব্ব শেষে অর্থাৎ সপ্তমবার লোকদিগকে সাবধান করিয়া দেয় যে, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নহে।

তোমাদিগকে যে, উপাসনার জন্য আহ্বান করা হইতেছে সাবধান! তোমরা প্রতিমাপূজক বা পৌত্তলিকদিগের ন্যায় দেব-দেবী, চন্দ্র-সূর্য্য, বৃক্ষ, প্রান্তর ও অন্যান্য কাহারও উপাসনা করিয়া স্বীয় অজ্ঞানান্ধতার পরিচয় দিওনা। যেহেতু ঐ সকল অন্যের সৃজিত, অন্যদ্বারা প্রতি পালিত এবং অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী পদার্থ। সুতরাং সে সকলের উপাসনা করা কেতাবের বহির্ভূত। অতএব সেই সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরই একমাত্র উপাস্য। কেবল তাঁহারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া আহ্বানকারী স্বীয় বক্তব্যের পরিশেষ করিয়া থাকেন।

'আজানে' বা উপাসনার্থে আহ্বান কালে, 'মওয়াজ্জেন' সর্ব্ব প্রথমে ৪ বার এবং তার পর দুই বার করিয়া ও সর্ব্বশেষে একবার উচ্চৈঃস্বরে নির্দ্দিষ্ট শব্দাবলী উচ্চারণ করার তাৎপর্য্য কি? এতদুত্তরে পূর্ব্বেও এক প্রকার বর্ণিত হইয়াছে যে, জনসাধারণ নানারূপ পার্থিব কার্য্য কলাপে পরিলিপ্ত থাকে, অনেকেরই নমাজের সময়ের বিষয় স্মরণ না থাকিবার সম্ভাবনা, তাই সর্ব্ব সাধারণকে উপাসনার্থে সাবধান করিয়া দেওয়ার জন্য প্রথমতঃ ৪ বার বলা হয়, প্রথম বারের চীৎকারে যখন লোক সাবধান হইয়া উঠে তৎপর অন্যান্য দুইবার বলিলেই চলে। কেবল মাত্র একেশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য এই বিষয়ের প্রতি ঈঙ্গিত করণার্থে সর্ব্বশেষ বারে একবার মাত্র চীৎকার করিয়া ক্ষান্ত হয়।

'নমাজ' ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য ইস্‌লাম ধর্ম্মে কতিপয় সর্ত্ত বিধিবদ্ধ আছে। নমাজ পাঠারম্ভের পূর্ব্বে, ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তাবলী প্রতিপালন করিতে হয়। তদ্ব্যতীত উপাস্য জনের নিকট উপাসনা ক্রিয়া, গৃহীত ও অনুমোদিত হওয়ার আশা নাই। ঐ সকল সর্ত্তাবলী যথা— উপাসনা কারীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পবিত্র রাখা এবং মলমূত্র প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু হইতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া। দ্বিতীয়তঃ যেখানে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিবেক, সেই স্থানটী অপবিত্র বস্তু হইতে পরিষ্কৃত থাকা। তৃতীয়তঃ উপাসনাকারীর বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় তাহার অভ্যন্তর দেশ বা আত্মাবিভাগস্থ অপবিত্র মূলক দুর্ভাবনা, অবৈধ কল্পনা ও পাপ প্রযুক্ত ভাব হইতে বর্জ্জিত ও পরিষ্কৃত হওয়া; ইত্যাদি ইত্যাদি সর্ত্তাবলী নমাজের পূর্ব্বে প্রতি পালন করিতে হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন অংশ হইতে রক্ত মল-মূত্র, পুজ প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু নির্গত হইলেই সেই সকল হইতে নিজকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লইতে হয়। ঐ সকল উপক্রিয়া কলাপ প্রতিপালন করার উদ্দেশ্য এই যে, নমাজ পাঠকারী যে সময় নমাজ পাঠে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে যেন সর্ব্বনিয়ন্তা অন্তর্য্যামী প্রভুর রাজ দরবারে উপস্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক, স্বীয় অভিপ্রায় জানাইতেছে। সুতরাং রাজাধিরাজের দরবারে উপস্থিত কালে, যথা সাধ্য নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও বস্ত্রাদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতঃ পবিত্র হইয়া, গমন করা একান্ত কর্ত্তব্য। সচরাচর বড় লোক ও পৃথিবীস্থ রাজ-রাজেশ্বর দিগের দরবারে উপস্থিত কালে, যখন লোকগণ নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও পরিধেয় পরিচ্ছদাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতঃ গমন করিয়া থাকে। তখন সর্ব্বাপেক্ষা যিনি রাজাধিরাজ, তাঁহার দরবারে উপস্থিত কালে, বা তাহার উপাসনার সময় যে, এরূপ প্রণালীতে পরিষ্কৃত ও পবিত্র হইয়া যাইতে হইবেক, তাহার আবশ্যকতা কে বুঝিতে না পারে?

তাই প্রথমতঃ বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করিয়া পরিষ্কার হয়, অন্তর দেশের প্রতি মনোযোগী হইয়া, অন্তঃকরণকে সমুদয় পাশবিক ষড়রিপুগত কুকল্পনাদি হইতে, পরিচ্ছন্ন করা হয়। পবিত্র জল দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ধৌত করিলে, লোকের শারীরিক আলস্য ও ক্লান্তি আদি

বিদূরীত হইয়া, চিত্ত প্রফুল্ল হয় ও হৃদয়ে স্ফূর্ত্তীর সঞ্চার হয়। তাই জল যোগে ধৌতকরার বিধান হইয়াছে,। বাহ্যিক শরীরাংশের সহিত যে, অন্তঃকরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কোন ক্রিয়া প্রযোগ হইলে, তাহার ভাল মন্দ প্রতিফল অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

এখন আমরা অবগাহন ও অজু অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বিশেষ প্রণালীতে ধৌত ও স্পর্শ করার তাৎপর্য্য স্বতন্ত্ররূপে বর্ণনা করিয়া দেখাইব। ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিধান মতে, এক অবস্থায় আপাদ মস্তক সম্পূর্ণ ধৌত করিয়া, নিজকে পবিত্র করিতে হয়, ইহাকে 'গোসল' বলা-গিয়া থাকে। গোসল আবশ্যক হওয়ার কয়েকটী কারণ আছে; যেমন কি, ঋতুমতী স্ত্রীর কিম্বা প্রসূতির গর্ভস্থলী হইতে রক্তস্রাব হওয়া, অথবা বীর্য্য নির্গত হওয়া, ইত্যাদি, কারণে সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিতে হয়। যেহেতু এই সকল অপবিত্র পদার্থের কোন না কোন অংশ শরীরের সমুদয় বিভাগ হইতে আগত বা নির্গত হয়। তাই এস্‌লাম ধর্ম্মে ঐ সকল অবস্থায় লোকের সর্ব্বাঙ্গ অপবিত্র বলিয়া নির্দ্ধারণ করতঃ আপাদ মস্তক ধৌত করণের বিধান আছে। সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া, পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল পাপ বা দুষ্ক্রিয়া শরীরের সর্ব্বাংশের যড় যন্ত্রে সম্পাদিত হইয়াছে, সেই সকল পাপ হইতে "তওবা" বা ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ নিজকে পাপ বর্জ্জিত করা উচিত, এই বিষয়ের স্মরণার্থে গোস-লের বিধান হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্ব বর্ণিত অবস্থার লোকগণ সর্ব্বাঙ্গ ধৌত কালে, মনে মনে একথা যেন চিন্তাকরে যে, আমি এই সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা যে সকল দুষ্ক্রিয়া ও পাপ ক্রিয়া করিয়াছি, সেই সকলের জন্য আমি করুণাময়ের নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করিতেছি। জল দ্বারায় যেমন আমার শরীরের সর্ব্বাংশের মলিনতা বিদূরীত হইয়া, পরিস্কৃত হইতেছে আমার সমুদয় অভ্যন্তর প্রদেশও যাবতীয় চরিত্র দোষ, দুস্কল্পনা ও অবৈধ মন্ত্রনা প্রভৃতির মলিনতাকে ক্ষমা প্রার্থনা ও লজ্জা জলে ধৌত করিয়া পরিচ্ছন্ন হইবে। এই ভাব যাহাতে গোসলকারীর অন্তরে জাগরিত হয়, সে উদ্দে-শ্যেই গোসলের বিধান করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঐ বিধানে আর ও

যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে। পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে রক্ত ও বীর্য্য এবং এই শ্রেণীর কোন বস্তু মূত্র-যন্ত্র দ্বারায় বহির্গত হইলে গোসল বা সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিতে হয়। যেহেতু ঐ সকল বস্তু দ্বারা সন্তান উৎপাদিত হইয়া থাকে, বীর্য্য দ্বারা গর্ভ ধারণ ও সন্তানের আকৃতি গঠিত হয়; আবার গর্ভস্থলীর রক্তরাশি সন্তানের আহারীয় বস্তুরূপে পরিগণিত। আবার তদ্বারায় সন্তানের বর্দ্ধনশক্তি ও জন্মিয়া থাকে। ফলতঃ রক্ত ও বীর্য্য এই উভয় পদার্থই সন্তান উৎপাদনের মূল ভিত্তি। এই সকল পদার্থ দ্বারা যে সন্তান উৎপন্ন হইয়া জন্ম ধারন করে কখনও পুণ্যাত্মা হইয়া থাকে আবার অনেক সময় বা অধিকাংশ পাপাত্মা হইয়া ইহ জগতে নানারূপ পাপ উপার্জ্জন করতঃ নিজ ও তদীয় জন্মদাতার মুখমণ্ডল কলঙ্ক কালিমায় সমাচ্ছন্ন করে। সুতরাং ঐ সকল সন্তান উৎপাদক পদার্থ বহির্গত হইলে এবিষয়ের চিন্তা অন্তরে জাগরিত হওয়া একান্ত আবশ্যক যে, এই সকল বস্তু দ্বারা যদি আমাদের কোন সন্তান সন্ততি উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের পরিণাম বা আচার ব্যবহার যদি পাপময় ও ঘৃণিত হয় তাহা হইলে তজ্জন্য উক্ত সন্তান ও আমাকে ইহকাল ও পরকালে অবমানিত, লজ্জিত ও দণ্ডিত হইতে হইবে। অতএব সেই পরিণাম চিন্তা করিয়া, আমাকে এখনই সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট সেই ভাবী পাপ স্বীকার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ সাবধান হওয়া উচিত। যাহাতে সন্তানের চরিত্র নির্ম্মল হয় তজন্য পূর্ব্ব হইতে করুণাময়ের নিকট প্রার্থনা করা শ্রেয়ঃ। বাস্তবিক গোসল বা সর্ব্বাঙ্গ ধৌতকালে এরূপ গভীর ভাবী চিন্তা যাহাতে মানবের হৃদয়ে জাগরিত হয় সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই ইস্‌লাম ধর্ম্মে 'গোসলের' বিধান করিয়াছে।

এখন আমরা ওজুর বা নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করার যুক্তি দেখাইতে চেষ্টা পাইব। যেই সকল অপবিত্র পদার্থ মানব দেহের সর্ব্বাংশ হইতে বহির্গত না হয়, বরং শরীরের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ হইতে নির্গত হয়, সেই সকল বিদূরীত করাকে 'উজু' বলা যায়। মলমূত্রের দ্বারদ্বয় হইতে বীর্য্য ঋতু ও সন্তান প্রসবের পর রক্ত ব্যতীত আর যাহা কিছু

নির্গত হয় সেই সকল হইতেও 'উজু' দ্বারা পবিত্র হওয়া যায়। শরীরের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ হইতে ঐরূপ অপবিত্র পদার্থ নির্গত হইলে তজ্জন্য উজুবিধান করার তাৎপর্য্য এই যে, 'উজুর' সময়ে যেই সকল নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করার বিধি আছে সেই সকল অন্যায়াচরণ ও পাপ করার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং সর্ব্বাগ্রেধাবিত হয়; সুতরাং সেই সকল অঙ্গকে ধৌত করণার্থে নির্দ্দিষ্ট করা সঙ্গত হইয়াছে। ঐ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌতকালে সেই সকল দ্বারা যেসব পাপ ও দুষ্ক্রিয়া সংঘটিত হইয়াছে, সেই সকল বিষয় তাহার স্মরণ পথে জাগরূক হইবেক। সুতরাং পাপকর্ত্তা স্বীয় ভূতপূর্ব্ব পাপাদির বিষয় স্মরণ করিয়া, জগৎপিতার সন্নিধানে ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রতি ধাবিত হইবেক। আহা! ইস্‌লাম ধর্ম্মের কি নির্ম্মল নীতি। উপাসনার পূর্ব্বে, উপাসনাকারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য যখন উজু করিতে বসে, তখন তাহাকে প্রথমতঃ বদন মণ্ডল ধৌত করিতে হয়, এই অঙ্গ ধৌত কালে নানা চিন্তা তাহার অন্তঃকরণে জাগরিত হয়। এই অংশেই চক্ষু, নাসিকা, মুখ, মুখাভ্যন্তরে জিহ্বা; এই সকল প্রধান প্রধান অঙ্গ বিরাজমান। রসনা প্রভাবে বাত 'কুফরি' (বিধর্ম্মীতামূলক) কথা ব্যক্ত করিয়াছে; কত জনার যে অন্যায়রূপে দুর্ণাম ঘোষণা করিয়াছে, কতলোককে অপবাদ দিয়াছে, কতলোককে অবৈধরূপে গালী দিয়াছে; আরও যে কত প্রকারের কত পাপ জনক বাক্যালাপ করিয়াছে, সে সমুদয় বিষয়, মুখ ধৌত কালে যে, মানবের স্মরণ পথে পতিত হইবেক তাহাতে আর সন্দেহ কি? নিজ হইতে স্মরণ না হইলেও উজুকালে জ্ঞান কর্ত্তৃক স্মরণ করিতে হইবেক, এইরূপে নাসিকার জলপ্রবেশ কালে যদি অন্যায়রূপে কাহারও সুগন্ধি জাত কোন বস্তুর ঘ্রাণ লইয়া থাকে ঐ কথা তাহার স্মরণ হইবেক। চক্ষু ধৌতকালে তদ্বারায় যে সকল অবৈধ দর্শন সুখ উপভোগ করা গিয়াছে, সেই সকল পাপ ক্রিয়ার কথা মনে স্মরণ হইবেক বা স্মরণ করিতে হইবেক, এবং সেই সকল স্মরণ করিয়া, সর্ব্বনিয়ন্তা প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ আত্মাকে দোষ বর্জ্জিত করার প্রতি চেষ্টা পাইবে।

ফলতঃ মুখ মণ্ডল ধৌতকালে ঐ অংশের প্রত্যেক অঙ্গের কৃত পাপ, তোবার জল-স্রোতে ভাসিয়া যাইবেক। এই অঙ্গ ধৌত করার পর হস্তদ্বয় ধৌত করিতে হয়। এই উভয় অঙ্গ ধৌতকালে এতদ্বারা যেই সকল অত্যাচার ও অবৈধ কার্য্য হইয়াছে, সেই সকল পাপ চিত্র স্মৃতি পটে অঙ্কিত হয় এবং তদুপলক্ষে, ক্ষমা প্রার্থনা করা যায়। হস্ত দ্বয়কে দ্বিতীয় নম্বরে স্থান দেওয়ার অভিপ্রায় এই যে, মুখ দ্বারা কোন বাক্য নিঃসৃত হইলে এবং চক্ষু দ্বারা কোন বস্তু দর্শন করিলে তৎপরেই হস্ত দ্বয় ঐ সকল কার্য্য সমাধা করার প্রতি সবেগে ধাবিত হয়, সুতরাং বদন মণ্ডলকে প্রথম নম্বরে এবং হস্তদ্বয়কে দ্বিতীয় নম্বরে রাখা সঙ্গত হইয়াছে। অতঃপর মস্তক স্পর্শ করার বিধান। অন্যান্য অঙ্গকে জল দ্বারায় ধৌত করিতে হয়; কিন্তু মস্তক ধৌত করার আবশ্যক হয় না, কেবল জলার্দ্র হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেই চলে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল মস্তক দ্বারা কোন পাপকার্য্য সম্পাদিত হয় না, তবে তাহার সহযোগী রসনা ও চক্ষু এই ইন্দ্রিয় দ্বয় সম্পূর্ণ পাপের ভাগী, নিরীহ মস্তক কেবল তাহাদের সঙ্গে সংযোজিত আছে এই মাত্রই তাহার অপরাধ। সুতরাং তাহার প্রতি লঘু দণ্ড অর্থাৎ ধৌত করার পরিবর্ত্তে স্পর্শ করারই বিধান সঙ্গত হইয়াছে। এতৎ সঙ্গে কর্ণ ইন্দ্রিয়কেও স্পর্শ করিলে কার্য্য হয়। যেহেতু অনেক সময় অনিচ্ছা সত্বেও কর্ণাভ্যন্তরে অনেক অবৈধ কার্য্যাবলী প্রবেশ করে, সুতরাং সে সম্পূর্ণরূপে দোষী নহে তাই কেবল 'মছেহ' (স্পর্শ) করিলেই যথেষ্ট হয়। ধৌতকালে যেরূপ কৃত-পাপের কথা স্মরণ হইয়া দয়াময়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা যায়, স্পর্শকালেও ঐ সকল বিষয় স্মরণ হয়। ঘাড় স্পর্শকালেও ঐরূপ যুক্তি প্রয়োগ হইতে পারে। অনন্তর সর্ব্ব পশ্চাতে পদদ্বয় প্রক্ষালনের নিয়ম, ইহাকে সর্ব্ব পশ্চাতে স্থান দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, চক্ষু যখন দর্শন করে, জিহ্বা দ্বারা যখন কোন বাক্য স্ফুট হয়, এবং হস্ত স্বকার্য্যের প্রতি ধাবিত হয়, কর্ণেন্দ্রিয় শ্রবণ করিয়া লয়, তৎপরেই পদদ্বয়ের পালা আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তখনই মানব ধীরে ধীরে পাদবিক্ষেপ করতঃ গন্তব্য স্থানে গমন করে। ফলতঃ পদাঙ্গ সর্ব্ব পশ্চাতেই পাপ কার্য্যের দিকে অগ্রসর

হয়, তাই তাহাকে সর্ব্ব পশ্চাতে ধৌত করার বিধান করা গিয়াছে। পদদ্বারা যে সকল অন্যায়াচরণ হইয়াছে, তাহাকে ধৌতকালে সেই সকল বিষয় স্মরণ হইবেক। এখন প্রত্যেক অঙ্গকে তিন তিন বার করিয়া ধৌত করার কারণ প্রদর্শন করার আবশ্যক। 'তৌবা' বা ক্ষমা প্রার্থনায় তিনটী শাখা আছে। এক একবার ধৌতকালে সেই এক একটী শাখার বিষয় যাহাতে স্মৃতি পথে পতিত হয়, তজ্জন্যই তিন বারের বিধান। 'তৌবার শাখার বর্ণনা যথা—(১) ভূতপূর্ব্বকৃত পাপের বিষয় স্মরণ করিয়া লজ্জিত হওয়া (২) ঐ পাপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করা (৩) ভবিষ্যতে আর ঐ পাপে প্রবৃত্ত হইবে না বলিয়া স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়া। উপাসনাকারী যখন উজু ও 'তওবা' দ্বারা স্বীয় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক মলীনতা বিদূরীত করিয়া, পবিত্রতালাভ করে তখন সে আল্লাহতালাকে লক্ষ্য করিয়া, আরবী ভাষায় এরূপ "হে দয়াময়! আমাকে ক্ষমাপ্রর্থনাকারী ও পাপ বর্জ্জিত পবিত্রাত্মা লোক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত কর" অর্থাৎ আমি যে, 'উজু' করা কালে স্বীয় কৃতপাপের জন্য মার্জ্জনা কামনা করিয়াছিলাম, আমার সেই প্রার্থনা অনুমোদন পূর্ব্বক, আমাকে পুণ্যাত্মা লোক শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত করুন ইহাই বিনীত অনুরোধ"।

যে সময় 'উজু' করার জন্য পবিত্র জল প্রাপ্ত হওয়া যায় না কিম্বা কোন রোগ বশতঃ জল ব্যবহারে অসমর্থ হয়, তাহাইলে ইস্‌লাম ধর্ম্মে তদ্রূপ অবস্থায় অবগাহন ও উজুর পরিবর্ত্তে 'তৈয়ম্মম' করাকে প্রতিনিধি স্বরূপ নির্দ্ধারিত করা গিয়াছে। অর্থাৎ মৃত্তিকা শ্রেণীর কোন পবিত্র পদার্থে হস্তক্ষেপন পূর্ব্বক, ধূলাক্ত হস্তদ্বারায় বদন ও হস্ত দ্বয় স্পর্শ করিলে 'উজুর কার্য্য হয়। এই উভয় অঙ্গ পাপক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া অসমর্থ পক্ষে বা জলাভাবে এ উভয় প্রধান অঙ্গকে স্পর্শ করতঃ কৃত পাপের বিষয় স্মরণ করিলেই পবিত্রতা লাভ করিবে। যে কোন প্রণালীতে দয়াময়ের নিকট কাকুতী মিনতী প্রকাশ পূর্ব্বক, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেই তিনি যে তাহা গ্রাহ্য করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি?

চর্ম্মকৃত মুজা পদে পরিধান করা থাকিলে, ঐ সকল খুলিয়া পদাংশ ধৌত করা কিয়দংশে কষ্টকর ও অসুবিধাজনক বলিয়া তদুপর 'মসেহ

বা স্পর্শ করিলেই চলে; কিন্তু অধিক হইতে অধিক একাদি ক্রমে তিন দিবসাপেক্ষা মসেহ করা সিদ্ধ হয় না।

যেহেতু পদদ্বয় যখন পাপ কার্য্যের একজন প্রধান সহকারীর মধ্যে পরিগণিত নহে তখন যদি তাহাকে অসুবিধা পক্ষে তিন দিবসাপেক্ষা অধিক বিদায় (ধৌতকরা হইতে) প্রদান করা যায় তাহা হইলে গুরুপাপে লঘুদণ্ড হয়, তদ্ব্যতীত দুই তিন দিন পরেও যদি পদক্ষালন না করে তাহা হইলে পদকৃত পাপ হইতে ক্ষমা প্রর্থনা করার বিষয় ক্রমে ভুলিয়া যাইবে।

ক্রমশঃ

মহম্মদ মুনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী।

শিক্ষা।

(ঐতিহাসিকতত্ত্ব)

[৪]

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষ বিবেচনার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতের শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। বিজ্ঞলোক সকলের আদরণীয়। ভারতবাসী একসময়ে বিজ্ঞতম ছিলেন; তখন জগতের সকলেই বিবিধ রত্নলাভার্থে এদেশে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। এখনও দুই একস্থানে মহাজ্ঞান বিশিষ্ট দুই একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির আবির্ভাব দেখা যায়; কিন্তু পূর্ব্বগত ব্যক্তিগণের সংখ্যার সহিত সমানুপাতে আর তাদৃশ ব্যক্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায় না! এখন একজন নেতা নাই। বহুনেতা হইলে যেমন বিশৃঙ্খলা দেখা যায় তাহাই হইতেছে। বৃথা তর্ক দ্বারা কার্য্য পণ্ড হইতেছে একথা এখনকার শিক্ষিতগণ স্বীকার করুন বা নাই করুন, আমরা কার্য্যতঃ

কার্য্যোদ্ধার দেখিতে পাইনা। এতৎ সম্বন্ধে ভারতবাসী গণের উপর একজন শিক্ষিত আইরিশ ১৮৮৯ সালে যাহা বলিয়া ছিলেন তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম। তিনি বিশ্রাম লাভার্থ আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আমি তখন বায়ু পরিবর্ত্তন করিবার জন্য বিহার প্রদেশে ভ্রমণ করিতে ছিলাম। সাহেব দেখিয়া আমি একটু যত্ন করিতে লাগিলাম। কারণ আমি ইতঃ পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, এমন অনেক সাহেব আছেন, ক্ষুধায় কিম্বা পিপাসায় অধিক কাতর হইলে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়েন। এ সাহেবটী সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি পিপাসায় কাতর হইয়াছিলেন সত্য, সাহস করিয়া আমাকে কিছু বলিতে পারেন নাই; কিন্তু ভাবে বুঝাইলেন যে, তিনি একটু জলের প্রত্যাশী। তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবার পর, অনেক কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। পরিশেষে এদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থিত হইল। আমি বিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়, আপনার কোন স্থানে শিক্ষা শেষ হইয়াছে?" তিনি বলিলেন আমার পিতার নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছি। তৎপূর্ব্বে কেম্ব্রিজ বিশবিদ্যালয়ে শেষ পরীক্ষা দিয়াছি। আমি তাহার কথার সম্যকভাব গ্রহণ করিতে না পারায় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার পিতা মাতা কি কার্য্য করেন?

আইরিশ। আমার পিতা একটী সূতার কলে কার্য্য করেন। আমার মাতা একটী দোকনের কার্য্য তত্বাবধারণ করে।

আমি। বাল্য শিক্ষা পিতা মাতার নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সত্য; শেষ শিক্ষা তাঁহাদের নিকট কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন?

আই। এখন পর্য্যন্ত তাঁহারা আমাকে শিক্ষা প্রদান করেন। আমি বিদেশে থাকিয়াও তাঁহাদের প্রেরিত নিত্য শিক্ষা সংগ্রহ করিতেছি। যতদিন তাঁহারা এজগতে থাকিবেন ততদিন শিক্ষা লাভ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী হইব।

আমি। আপনার ভাবপূর্ণ বাক্যজাল সাধারণ বুদ্ধির দূরধিগম্য।

আই। (সহাস্য বদনে) যে দেশের লোক সন্তান সন্ততি পালন করিতে শিখিয়াছেন, সে দেশ নদী প্রবাহ সদৃশ অতিশীঘ্র উন্নতির অভিমুখে

ধাবিত হয়। যে সন্তান পিতামাতার শিক্ষা অবজ্ঞা করে তাহার উন্নতি বোবার কথা কহিবার প্রয়াস তুল্য। জগতে যে যতই বন্ধু হউননা, যতই উপকার করুন না, যত প্রকার আত্মীয় থাকুন না, পিতা মতা যে নিষ্কাম্ত দ্বারা পুত্র কন্যাদিগকে প্রস্তুত করিতে থাকেন, তাহার সহিত এক স্বর্গীয় করুণাময় পরমেশ্বরের নিত্য কৃপাপ্রাপ্তির তুলনা সম্ভব অন্য কাহারও সহিত তুলনা হয় না। অন্যের উপদেশ পবিত্র হইতে পারে কিন্তু স্নেহ শিক্ত পবিত্রতাময় হইতে পারে না। অন্যের স্নেহ প্রকাশ হওয়া-সম্ভব, কিন্তু শান্তিময় সুখ স্বরূপ হওয়া সম্ভব নয়, অন্যের কার্য্য সুখকর হইতে দেখা যায়, কিন্তু পিতামাতার শোণিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট জীবনোৎসর্গ এবং আত্ম-ত্যাগ কাহারও কাছে পাওয়া যায় না। এত শিক্ষা যাহাদের নিকট পাওয়া যায় তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর শুভকর শিক্ষক আমি দেখিতে পাইনা। তজ্জন্যই আমি বুঝিয়াছি পিতাই আমার বিজ্ঞান শিক্ষক মাতাই আমার শিল্প শিক্ষয়িত্রী। পিতামাতাই আমার ধর্ম্ম শিক্ষক এবং পিতামাতাই আমার স্বর্গ।

আমি। ইংলণ্ড যে সকল বীর পুত্র প্রসব করিয়াছেন, তাহারা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা বলিয়া থাকেন। কারণ যুদ্ধের সময় কাহারও স্নেহ মমতা দেখাইবার উপায় নাই। সৈন্যগণ প্রকৃতিগত ধর্ম্ম অনুসারে নিষ্ঠুর হইয়া থাকে। কেননা আপনার মত কোমল হৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তি নরশোণিত দর্শন করিয়া ভয়ে কুণ্ঠিত হইবেন। সকলেই যদি আপনার মত লোক হয় স্বদেশ রক্ষা করিবার ভার কাহার উপর দেওয়া যায়?

আই। একথা আপনারা বলিতে পারেন। আপনারা পূর্ব্ব পুরুষগণকে কি স্মরণ করেন না? পূর্ব্ব পুরুষগণের কার্য্য কলাপ আমরা নিত্য গল্প করিয়া থাকি। আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি এবং কি হইতে পারি তাহা প্রত্যহ চিন্তা করিয়া থাকি। কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া চিত্তকে নিরস্ত করিনা। কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেখি যাহা শিখিয়াছি, তাহার মত কার্য্য করিতেছি কি না। জ্ঞান লাভ করিয়া যদি সুখ চিনিয়া লইতে না

পারি, তবে আর কি হইল? যে পরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সেই আপনার জ্ঞান মুখের কথায় প্রকাশ করিয়া দেয়। দশজন একত্র হইলেই আমরা কোন একটা বিশেষ কাজের কথা অগ্রে আলোচনা করি। যেমন আলোচনা অমনি লক্ষ্য স্থির, তার পর কার্য্য আরম্ভ সঙ্গে সঙ্গে। আপনাদের দেশে যদি সকলেই এইরূপ করেন আমাদের দেশ অপেক্ষা আপনারা আরও শীঘ্র উন্নতি লাভ করিতে পারেন। ক্রমশঃ

শ্রীমা

লায়লী মজনু।

—•:•—

তৃতীয় হিল্লোল।

সময়ের পরিবর্ত্তনে মানবকে কত চক্র জীবনের পরিণতি দেখাইতে ও কষ্ট সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিতে হয়, তাহা বর্ণনাতীত; বলিয়া রাখা ভাল—মজনুর ইহা সহ্য করিতে হইয়াছিল, ক্রমে সম্রাট তাঁহার "ছোন্নত" দেওয়াইবার আবশ্যক বিবেচনা করিলেন; শুভ-লগ্নে রাজ-ভোগ-সম্ভারে রাজ্যের অধিবাসীগণকে পরিতুষ্ট করিলেন, সম্রাট এই আনন্দ ব্যাপারে অপরিসীম কার্য্যতৎপরতা প্রকাশ করিলেন, অবশেষে কুমারকেউৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে বিভূষিত করিতে আদেশ করিলেন,—ইহার পর সকলে নগর-পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন, চারিদিকের জয় ধ্বনিতে উল্লাসময়ী নগরী হাস্য-মুখরিত হইয়া উঠিল; অতঃপর শাহজাদা একটী লতা-পুষ্প-সজ্জিত কারুকার্য্যময়ী সভা-মন্টপে আনিত হইল; নর্ত্তকী ও ভাঁড়ের অঙ্গ-ভঙ্গী সমন্বিত গীতি প্রবাহিনীর সুস্বরে সভাস্থল এক অপূর্ব্ব

দৃশ্যে পরিণত হইল, তখন রাত্রি অবসান প্রায়—প্রভাতের কল-কাকলীর সহিত বন-বিহঙ্গিনীর অমৃতময়ী স্বর-লহরী মলয়ানিলের স্তরে স্তরে নাচিয়া নাচিয়া আসিতেছিল,—অদূরে সৌরকরগত জীবনের সমুদয় অবসাদ উপেক্ষা করিয়া হেম-করে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, মন্দ-মন্দ শীতল-সমীরণে কত পুষ্প-পরিমল প্রবাহিত হইতেছিল,—অতৃপ্ত প্রণয়ী ভ্রমর সমদুঃখী পাপিয়ার নিরাশ-সঙ্গীতে বিহ্বল-চিত্ত হইয়া বিপিন-পথে চলিয়াছিল; উদ্যানে নব-প্রস্ফুটিত কত কলিকা ওষ্ঠাধরে প্রেমের হাসি মাখিয়া প্রেমিকের হৃদয় স্পর্শ করিতেছিল, হায়!—কে বলিতে পারে সে সময়ে নবীন প্রণয়ী মজনু কি ভাবিতেছিলেন?

এই শুভ-সময়ে "খাত্না" শেষ হইল। অল্প কালের মধ্যে মজনু নীরোগ হইল; সম্রাট তদীয় পাঠাভ্যাসের জন্য তাহাকেবিদ্যা-মন্দিরে প্রেরণের মনন করিলেন। রাজ্যের একজন সুবিজ্ঞ ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া সম্রাট পুত্রকে তদীয় হস্তে সম্প্রদান করতঃ কহিলেন পুণ্যবান্! গুণবান্ পুত্রই পিতা মাতার মুখোজ্জ্বলকারী ও কুলের প্রদীপ, অদ্য হইতে আমি ইহাকে আপনার হস্তে সমর্পন করিতেছি, পুত্র-নির্ব্বিশেষে শিক্ষা-দান করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে যাহাতে ইহার দ্বারা রাজ্য সিংহাসন অধিকৃত থাকে, আপনি তন্নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষার বিধান করিবেন"।

এই দিনে প্রথম মজনু বিদ্যালয়ে গমন করিলেন। ভাগ্য পশ্চাতে থাকিয়া আমাদিগের অচিন্তিতপূর্ব্ব যে পথে এক একটা নূতন দুঃখের রহস্য দ্বার উদ্ঘাটন করে, তাহা হয়ত একদিন না একদিন স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া জীবনের ক্রন্দন-ময় কঠোরতার বিগত ভীতি জাগাইয়া দেয়! কত জীবন কত প্রকারে এই নিষ্পেষণ সহ্য করিয়াছে, তাহা জগদীশ্বর ব্যতীত অন্যের ধারণাতীত! মজনুর জীবন ইহার প্রমাণ। কোথায় মজনু বিদ্যাভ্যাসে আসিলেন আর অমনি লায়লীর পিতাও তদীয় কন্যাকে এই বিদ্যা মন্টপে পড়িতে দিলেন,—যেই দেখা, আর কি? মধুর আড় চাহনিতে প্রেমের অস্ফুট ভাষার আদান প্রদান চলিতে লাগিল, আবার প্রেম-পিপাসা রৌদ্র-তাপ-পীড়িত পথ ভ্রান্ত পথিকের মত প্রবল হইয়া উঠিল, দুই জনেই বুঝিলেন আবার আগুন জ্বলিল!

উদ্বেলিত হিয়া ভেদি উঠিল হুঙ্কার—
ওরে আশা! আর কিরে হ'বি ফলবতী?
নিরাশার ভগ্ন-গীতি প্রত্যেক কম্পনে
ভাসিল পবন স্তরে; কহিল্লা আবার
অতৃপ্ত কোকিল যথা কলিকা-দর্শনে
গাহে পিয়াসার গান মরম উচ্ছ্বাসে
প্রিয়তমে!—কত দিন জ্বলিব আশায়
কাটিবে দুঃখের নিশা বিরহ শয়ানে?
কহ শুনি সঞ্জীবনী—কোন্ সঞ্জীবনী
বাঁচাইবে মোর তরে?—শুনেছি মিলনে
হয় নাকি হেন ব্যাধি চির নিরমূল!
দুরদৃষ্ট! নিয়তি যে দুর্গম পাথারে
চেষ্টার কৌশল জাল করিয়া ছেদন
স্বভাবের সঞ্চালনে কর্ত্তব্যে নিরত!

লায়লীর কোমল হৃদয়ে আর একবার শরবিঁধিল! কিন্তু নিরুপায়, লায়লীর তখন লজ্জা আসিয়া মুখ ঢাকিয়া দিল,—প্রথম দর্শনের এইরূপ ক্ষণস্থায়ী হাস্য জীবনের নূতন কল্পনা বিকসিত করে, লায়লী, হৃদয়ে যাহার কমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, যাহার শ্রীপাদপদ্মে আপনার জীবন যৌবন সম্প্রদান করিয়া সুখ-দুঃখের অংশ ভোগিনী হইয়াছে, "উঠিতে বসিতে, হাসিতে কাঁদিতে" যাহার নির্ম্মল প্রেম-সম্ভাষণ জীবনের মহাবল হইয়াছে, যে মৃত সঞ্জীবনী লায়লীর দাব-দগ্ধ হৃদয় খানিকে অমৃতময় করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সহিত লজ্জা স্বাভাবিক, আর কথা সরে না, আর আসে আসে, আসে না আবার আরম্ভ হয় আবার অনিচ্ছায় ভাঙ্গিয়া যায়, এ কি? বুঝেছি—

প্রেমের বড়ই বাঁধাবাঁধি
আসিতে আসিতে লাজে ভাঙ্গে সাধ
কথা থাকে আধা আধি!

উপরে বিদ্যাভ্যাসের যথেষ্ট ঘণ্টা! ভিতরে প্রেম! দুশ্ছেদ্য বন্ধন!! এইরূপে কত সুখের দিন কাটিয়া গেল, কত ফুল ফুটিল, কত ফুল ঝরিল, ক্রমে লায়লীর সহিত মজনুর বাক্য-স্ফূর্ত্তি ঘটিতে লাগিল, প্রাতঃহিক সংঘর্ষণে লজ্জাবরণ ভেদ করিয়া হৃদ্যতার সম-সূত্র হৃদয়ে হৃদয়ে আবদ্ধ হইল, দুইজনে দুইজনের পাঠাভ্যাসে সাহায্য করিত, একজন পড়িতে না পারিলে অন্যে সাহায্য করিত, কোন কোন সময়ে একজন পড়িত, আর একজন শুনিত, এইরূপ আত্মবিস্মৃত কণ্ঠ-সুধার আশায় কত ব্যাকুল সন্ধান লায়লীর মুখের উপর সর্ব্বদা পতিত হইয়া থাকিত, অবশ্য মজনুই অনেক সময় লায়লীর শিক্ষক হইতেন, পাঠান্তে "প্রিয়ে মনে রেখ" তাঁহার পারিশ্রমিক ছিল, কখন মদনের ঘরে তৃষ্ণায় আকুল হইয়া মিলন প্রার্থনা করিতেন, উভয়ে অবসর সময়ে নিকুঞ্জে একান্তে উপবিষ্ট হইয়া কত সুখময়-কল্পনার সহিত চয়িত কুসম নিকরের নয়নাভিরাম মাল্য রচনা করিতেন, কখন অর্দ্ধস্ফুট গোলাপ কলিকা দলে ভ্রমরকে বসিতে দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া পড়িতেন, কখন হৃদয়ের অদম্য উদ্বেগ দমন করিতে না পারিয়া শত শত চুম্বন করিতেন।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু এমন করিয়া আর কতদিন চলিতে পারে? বিদ্যালয়ের ছুটীর পর দুইজনে রাজ-পথে একত্রিত হইতেন, কত মনের কথা, কত আশার কথা, কত দুঃখের কথা সে কাব্যের প্রতি অক্ষরে অমৃত সিঞ্চন করিত; শেষে মজনু কহিলেন প্রিয়ে, আমি তোমার অদর্শনে প্রতি বিভাবরী আর কত মনোবেদনা সহ্য করিব? তুমি কি সদয় হইবে না?"

"দেখ, অতি সাবধানে কার্য্য করিয়া চলা আমাদের কর্ত্তব্য, আরবের যে গৃহে একথা ঘোষিত হইলে, আমার লাঞ্ছনার অবধি থাকিবে না।"

"সরলে! একথা আমি জানি, কিন্তু প্রেয়সি! আমি যে আর পারি না, হৃদয় যে আর সহিতে পারে না, মানুষের হৃদয় আর কত পুড়িতে পারে প্রিয়ে! হৃদয় যে আমার জ্বলিয়া জ্বলিয়া ভস্মে পরিণত হইল!"

"নাথ! আমার অপমানই কি তোমার অনুমোদনীয়?"

"না প্রিয়ে! প্রাণান্তেও তা'ইচ্ছা করি না, এই তুমি আমার পুস্তক লইয়া যাও, আমি তোমার গুলি লইয়া যাই, রাত্রিতে মিথ্যা পুস্তক আন নোদ্দেশ্যে তোমার দর্শন পাইতে পারিব, অধিকন্তু ইহাতে সন্দেহের কোন কারণ হইবে না।"

অবশেষে তাহাই হইল, গভীর রাত্রিতে মজনু লায়লীর বাড়ীতে উপস্থিত! অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডার অন্তস্থলে আপনাদের কার্য্য সংসাধিত হইতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন কাটিল; কিন্তু অধিক দিন আর চোর পলাইতে পারিল না, বিদ্যালয়ের সমুদয় ছাত্রেরই ইহাঁদের উপর সন্দেহ ঘণিভূত হইল, অবশেষে আরবের গৃহ গৃহে এসংবাদ বিদ্যুৎবেগে ঘোষিত হইল, আরবেশ্বর সমুদয় শুনিতে পাইলেন, পথে ঘাটে লায়লী-মজনুর কাহিনী আলোচিত হইতে লাগিল, নানাজনে নানা কথা কহিতে আরম্ভ করিল, অবশেষে লায়লীর মা আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, আহতা ফণীনীর ন্যায় তিনি লায়লীকে তথায় আনয়নের জন্য দাসীকে আজ্ঞা করিলেন, লায়লী ভীতি-বিহ্বলা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, কেন অসময়ে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন? "কলঙ্কিনী এই বয়সে প্রেম করিয়াছিস্, আর এ কাল মুখ কেমন করিয়া আরবে দেখাইবি? এই জন্য ডাকিয়াছি হতভাগিণি! লজ্জার মাথা খাইয়া কেমন করিয়া এ বিড়ম্বনা করিলি? আজ তোর কলঙ্কে চির সঞ্চিত সুনাম রাশি অতল পঙ্কিল তলে নিমজ্জিত হইল?' জন্মের সঙ্গে তোর মৃত্যু শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিতাম, কিন্তু, যদি মরিলিনা তবে সকলের মুখে কালি মাখিলি কেন? বিদ্যা গৃহে পাঠাভ্যাসে যাইয়া এ পাঠ্য তোর কে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল? মজনু তোর উপরে জীবন নোৎসর্গ করিয়াছে, তুই তাহার হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিস্, এ কি তোর ধর্ম্মজ্ঞান অকালে কোথায় বিসর্জ্জন করিয়া আসিলি? (হায় কঠোর জীবনরে! আর কত সহ্য করিবি)? তোর দুঃখত আর সহ্য হয় না, প্রেমের অদৃশ্য আকর্ষণে মুখশ্রীযে মলিন ভাব ধারণ করিয়াছে জ্বলন্ত চিন্তার তাপে বদন সৌন্দর্য্য নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে, চক্ষুর কোটরে কালিমা সঞ্চিত হইয়াছে, অকুলে কুল খাইয়া এখন আকুল আহ্বানে স্বপ্ন

রে জর্জ্জরিত হইতেছিস্ যে শুনিবে সেই তোর নিন্দা করিবে। আর কি তোর পিতৃদেব মুখদেখাইতে পারিবেন? এখনও বলি আপনার মন বাঁধিয়া চল্, দেখ আরবে তোর নামে সহস্র অভিসম্পাত হইতেছে! অমূল্য মণি-খণ্ডের মত তোর অপ্রতিহত সম্মান, আজ তুই স্বকীয় বুদ্ধি বিপর্য্যয়ে ধ্বংশ করিলি! এইরূপ অনেক ভৎর্সনা করিলেন; এদিকে দাসী দিগকে সাবধান করিয়া কহিয়াদিলেন "দেখ, লায়লী এখন যৌব-রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছে. বাসনার প্রবলতায় তাহার আকাঙ্ক্ষিত হৃদয় সর্ব্বদা প্রলোভিত, যাহাতে বহির্দ্দেশে যাইতে না পারে তজ্জন্য বিশেষ যত্ন রাখিবে।" হায়, লায়লি! এ সময়ে কি তোমার জ্ঞান ছিল, এ সময়ে যে তোমার হৃদয় অন্যগত ছিল, তুমি হয়ত আত্ম বিস্মৃতের মত কথা গুলি শুনিয়াছ মাত্র কিন্তু তোমার কি দুঃখ প্রকাশের অবসর ছিল? কারণ--

প্রেমে যে মজেছে তারে কেন জ্বালাতন,
আত্মহারা থাকে যে রে তার দেহ মন!

তুমি যে আপনাকে ভুলিয়া ফেলিয়াছিলে, তুমি যে মজনুর হৃদয়ে অহর্নিশ আপনাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলে, তুমি ভাবিবার অবসর পাইলে কোথায়? বুঝিবার সুযোগ পাইলে কই? তুমি যে তখন অন্যের প্রাণ মনরূপে বাহ্যিক লায়লী নামে পরিচিত ছিলে মাত্র, তুমি যে তখন চক্ষে কেবল মজনু দেখিতে ছিলে? কর্ণে কেবল তাহারই কণ্ঠ নিঃসৃত পিযূষ ধারা পান করিতেছিলে, হৃদয়ে বাহিরে আকাশে পাতালে জলে স্থলে, তখন যে কেবল মজনুই বিরাজ করিতেছিল, প্রকৃতি যে তখন প্রত্যেক অঙ্গে মজনুরই মতন হাসিতেছিলেন, তাই তুমি সমুদয় জগত ভুলিয়া কেবল মজনু নাম সম্বল রাখিয়াছিলে! লায়লি! নশ্বর ধরিত্রীতে তুমিই ধন্যা!! কারণ—

মজিয়া মরিলে মজিয়া পুড়িলে
সে পরাণ সুখময়!

প্রেমের ইতিহাসে জগতে তোমার নাম হেম-করোদ্ভাসিত, চির প্রোথিত; তুমি যুগ যুগান্তরে আদর্শস্থানীয়া!!

হজরত মহম্মদ (দং) ও তাঁহার শিক্ষা।

[৩]

আমি তাহা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব। তখন ঈশ্বর তাহার (হাজীরার) চক্ষু প্রসন্ন করিলে সে এক সজল কূপ দেখিতে পাইয়া তথায় গিয়া বালকটিকে পান করাইল। পরে ঈশ্বর তাহার (ইস্‌মায়েলের) সাহায্য করিতে সে বড় হইল এবং পারণ নামক * প্রান্তরে তাহার বসতী হইল" ইত্যাদি। মোসী লিখিত আদি পুস্তক ২১ অধ্যায় ১৭ হইতে ২১ পদ পর্য্যন্ত। প্রচলিত বাইবেলে আমরা হজরত মহম্মদ মস্তফার, আদি পুরুষ হজরত ইস্‌মায়েলের এই প্রকার অসম্পূর্ণ ইতিহাস প্রাপ্ত হইলেও ইহার মধ্যে আমরা অনেক সত্য অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারি। এই স্থানে, উপরে উদ্ধৃত বাইবেলের পদ কয়েকটির সমালোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রথমত: হাজীরা বিবিকে কতকগুলি বিদ্বেষ ও হিংসাপরায়ণ য়িহুদী ও খৃষ্টীয়ান লেখক হজরত ইব্রাহিমের জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা বিবি সারার দাসী বলিয়া তৎপ্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা ব্যঞ্জক কটাক্ষ করিয়া গিয়াছেন; তাহাতেই ভ্রান্ত হইয়া আধুনিক খৃষ্টীয়ান পাদ্রী প্রচারক দিগের মধ্যে এমত কতকলোক আছেন যে হজরত ইব্রাহিমের দুই স্ত্রী (সারা ও হাজীরাকে উপলক্ষ করিয়া দীর্ঘ ২ বক্তৃতা করিয়া থাকেন, ও "দাসী দাসী" রব উঠাইয়া বিবি হাজীরাকে, কেমন করিয়া জগতে হীন ভাবাপন্ন প্রতিপন্ন করিবেন সতত এই চিন্তাতে বিব্রত থাকেন। কিন্তু সদাপ্রভু পরমেশ্বর যাহাকে উন্নত করেন, সদা প্রভু পরমেশ্বর যাঁহার সহিত আলাপ করেন, সদা প্রভু পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ-রূপে যাহার তত্বাবধান করেন সদা প্রভু পরমেশ্বর যাহার সহবর্ত্তী ও সাহায্য কারী জগতী তলে তাহার ন্যায় ভাগ্যবান কি ভাগ্যবতী আর কে হইতে পারে? আমরা স্বীকার করি যে বিবি হাজিরা বাস্তবিক সারার পিতৃগৃহ হইতে সারাকে যৌতুক রূপে প্রদত্তা হইয়া ছিলেন আমরা

* প্রান্তের মরুভূমী।

স্বীকার করি তিনি বিবি সারার অধীনা সহচরী ছিলেন, আমরা স্বীকার করি বিবি হাজীরা বিবি সারার অনুগ্রহ প্রত্যাশী ছিলেন। এই দৃশ্য-মান জগতে আমরা হজরত ইব্রাহীমের গৃহে, যাহার ঐ প্রকার অবস্থা দেখিতে পাই, পক্ষান্তরে চিন্তা করিলে, একটু চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, এই মর্ত্ত্য লোকে যিনি (ইব্রাহিমের গৃহে যাহাই থাকুন) দাসী পরিচিত তিনি স্বর্গ লোকে মহারাণী, অতি সম্ভ্রান্তা, ভাগ্যবতী বলিয়া পরিচিত। তাহা না হইলে এই দারুণ নির্ব্বাসনকালে, পারণের ভীষণ প্রান্তর মধ্যে, পথ ভ্রান্তা হাজীরাকে সর্ব্ব জগতের সৃষ্টীকর্ত্তা সদা প্রভু পরমেশ্বর অনুসন্ধান করিবেন কেন? আশ্বস্ত করিবেন কেন? আশীর্ব্বাদ সমন্বিত অঙ্গীকার করিবেন কেন? কই যে সারা এব্রাহিমের জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা বলিয়া গর্ব্বিত খৃষ্টীয়ান ও য়িহুদী লেখকগণ কতই স্পর্দ্ধা করিয়া গিয়াছেন, "আমরা দাসী পুত্র নহি" বলিয়া এখন পর্য্যন্ত কতই আস্ফালন করিতেছেন তাহাদের মাতা সারার সহিত কখনও সদাপ্রভু কি তাহার কোন দূত আলাপ করিয়াছেন এমত কোন প্রমাণ কি কেহ দিতে পারেন? বিবি সারার নিকট কি কখন কোন স্বর্গীয় বাণি উপস্থিত হইয়াছে? বরং আমরা বাইবেল শাস্ত্রে যাহা দেখিতে পাই তাহাতে আমরা বিবি সারা একটি বিদ্বেষ পরায়ণা, কলহপ্রিয়া, অহং-কারিণী, এবং সদাপ্রভুর বাক্যে অনাস্থাকারিণী রমণীর চিত্র দেখিতে পাই।

জগতে মানব দৃষ্টীতে ছোট বড়, মহান, ক্ষুদ্র, ভাগ্যবান, অভাগ্যবান এক প্রকার মীমাংসিত হইয়া থাকে; কিন্তু জগন্নিয়ন্তা সদাপ্রভু পর-মেশ্বরের দৃষ্টিতে অন্য প্রকার মীমাংসিত হইয়া থাকে। জগত যাহাকে বড় জানে, হইতে পারে সদাপ্রভু পরমেশ্বর তাহাকে গ্রাহ্য করেন না, বাইবেলে ইহার সহস্র দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। পাঠক গণের জন্য আমরা তাহার দুই একটী উল্লেখ করা বিহিত বোধ করিতেছি।

আমরা বাইবেল পাঠে আদৌ দেখিতে পাই যে হজরত আদমের প্রথম দুটী সন্তান মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি অভিশাপের ভাগী হইলেন, যিনি কনিষ্ঠ সদাপ্রভু তাহাকে গ্রহণ করিলেন।

জগত যাহাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া প্রাধান্য প্রদান করে, যদি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে তাহাই গ্রাহ্য হইত তাহা হইলে, হজরত ইয়াকুবের (যাকুব) বংশাবলী "বনেএস্রায়ীল" নাম প্রাপ্ত হইত না।

জগত যাহাকে অগ্রাহ্য করে, সদাপ্রভু যদি তাহাকে অগ্রাহ্য করিতেন তাহা হইলে, হজরত ইয়োছুপ (যুষফ) দাসরূপে বিক্রীত কঠোর কারাকূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াও মিসরের, সর্ব্বময় কর্ত্তা হইতে পারিতেন না।

জগত যাহাকে জ্যেষ্ঠ বলে যদি সদাপ্রভু তাহা স্বীকার করিতেন তাহা হইলে হজরত দায়ুদ ইস্রায়েলের রাজা হইতেন না।

জগত যাহাকে দীনা হীনা দাসী বলে সদা প্রভু যদি তাহাই স্বীকার করিতেন তাহা হইলে বিবি মরিয়মের পেটে হজরত ইসা জন্মগ্রহণ করিতেন না, "এবং ওগো মহানুগৃহিতে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত" গাব্রিয়েল দূতের এই সুমধুর হইতেও সুমধুরতর বাক্য মরিয়ম কখন শুনিতে পাইতেন না। তদ্রূপ জগত যাহাকে দাসী বলিয়া পরিচিত করিয়া তাহার বংশধর, অধিক কি হজরত রসুল আলায় হেচ্ছালামকে পর্য্যন্ত জগতে ছোট দেখাইতে খৃষ্টীয়ান ও য়ীহুদীগণ ক্রমাগত প্রয়াস পাইতেছেন; বাস্তবিক তিনি স্বর্গ রাজ্যে মহান খোদা তালার নিকট, অতি সম্ভ্রান্তা রাণী, মহারাণী অপেক্ষাও সম্ভ্রান্তা।

উপরে বাইবেল হইতে উদ্ধৃত পদগুলি মধ্যে লিখিত আছে, "আমি তাহা হইতে এক মহা জাতি উৎপন্ন করিব"। মোসী লিখিত প্রথম পুস্তকের ১৬ অধ্যায় ১০।১১।১২ পদ পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই হজরত ইস্মায়েল সম্বন্ধে সদা প্রভু পরমেশ্বর যে সকল চমৎকার অঙ্গীকার করেন তাহার মধ্যে সদা প্রভু পরমেশ্বর উল্লেখ করেন, "যে বন গর্দ্দভ স্বরূপ ব্যক্তি, হইবে," তাহার হস্ত সকলের প্রতিকূল এবং সকলের হস্ত তাহার প্রতিকূল হইবে তাহারা বাহুল্য প্রযুক্ত অগণ্য হইবে। "আমি তাহা হইতে এক মহা জাতি উৎপন্ন করিব" মহান সদাপ্রভু পরমেশ্বর স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ব্বাপর বর্ণে বর্ণে সফল করিয়াছেন, এবং হাজীরা বিবির গর্ভজাত হজরত ইব্রাহিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত ইস্মায়েলের বংশে শেষ পয়গম্বর হজরত রসুল ছোল্লেল্লাহে ওয়ালায়হে ওয়াচ্ছালামকে উৎপন্ন করিয়া,

বহুশতাব্দী পূর্ব্বে হাজীরার নিকট কৃত স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন। হজরত ইস্মায়েলের বংশাবলী আদিকালাবধি সুসভ্য এবং উন্নতিশীল। যে সময়ে হজরত ইস্হাকের বংশাবলী নিতান্ত মুষ্টিমেয়, পশু পালন মাত্র যৎকালে তাহাদের জীবিকা, তৎকালে হজরত ইস্মায়েলের বংশাবলী তৎকালে পরিচিত জগতের সর্ব্বত্র "বানিজ্য ব্যাবসায়ী" আদি অর্থাৎ হজরত মোসী লিখিত ১ম পুস্তকের ৩৭ অধ্যায় ২৫ পদ হইতে এই প্রকার লেখা আছে যথা, "পরে তাহারা (ইয়াকুবের সন্তানেরা) আহার করিতে বসিয়া চাহিয়া দেখিল, গিলিয়দ হইতে এক দল ইস্মায়েলীয় ব্যবসায়ী লোক আসিতেছে, তাহারা উষ্ট্র বাহনে সুগন্ধি দ্রব্য, রোগঘ্ন তরুনির্য্যাস, ও গন্ধরস লইয়া মিসর দেশে যাইতেছে। তখন যিহুদা আপন ভ্রাতৃগণকে কহিল ভ্রাতাকে বধ করিয়া তাহার রক্ত গোপন করাতে আমাদের কি লাভ। আইস আমরা ঐ ইস্মায়েলীদের হস্তে তাহাকে বিক্রয় করি। বিংশতি রৌপ্য মুদ্রা লইয়া সেই ইস্মায়েলীয়দের হস্তে তাহারা যুষফকে (ইয়োছুপ) বিক্রয় করিল। উদ্ধৃত বাক্যগুলি স্পষ্ট ইঙ্গিত দ্বারা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে সদাপ্রভু পরমেশ্বরের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া প্রথমাবধি হজরত ইস্মায়েলের বংশাবলী জগতে উন্নত এবং শিক্ষিত। তাহারা সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন, তাহারা রোগ নাশক নানা প্রকার তরুনির্য্যাস সংগ্রহ করিতেন, তাহারা বানিজ্যব্যাপারে জগতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন। সুতরাং সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ইস্মায়েলীয়েরা আদি কালাবধি নানা প্রকার রাসায়নিক বিদ্যা, ভৈষজ্যতত্ত্ব, ইতিহাস, এবং বানিজ্য বিদ্যাতে সুনিপুণ ছিলেন, কেবল তাহা নয় কিন্তু জগতের উন্নতি কল্পে যে কোন বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে সর্ব্ব বিষয়ে ইস্মায়েলীয়েরা জগতের গুরু বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না।

ভীষণ মরুপ্রান্তরে পথ ভ্রান্তা হাজীরা বিবির সহিত আলাপ করিয়া, তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া ঈশ্বরের দূত, তাহার চক্ষু প্রসন্ন করিয়া দিলেন; তাহাতে তিনি এক সজল কূপ দেখিতে পাইলেন।

বাইবেলে যে প্রকার বর্ণনা আছে তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে ঐ সজল কূপ, সেই দিন, সেই সময়ে সৃষ্ট হয় নাই কিন্তু যেমন সন্তান জন্মিবার

বহু পূর্ব্বে সৃষ্টিকর্ত্তা জননী বক্ষে পীযূষ প্রস্রবণ সৃষ্টি করিয়া রাখেন, তদ্রূপ কে জানে কত কাল পূর্ব্বে ঐ সজল কূপ" সৃষ্ট হইয়া লোক লোচনের অন্তরালে থাকিয়া উহার প্রকৃত অধিকারীর নিমিত্ত রক্ষিত হইতেছিল; আজ, নিরূপিত কাল উপস্থিত, আজ কূপ স্বামী হজরত ইস্‌মায়েল, সত্বে উপস্থিত, আজ আর কূপকে লোক লোচনের বহির্ভূত থাকিবার প্রয়োজন নাই; সজল কূপ প্রকাশিত হইল; সেই স্থানে মাতা পুত্র আপনাদের বাসস্থান মনোনিত করিয়া লইলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে, জগতে কত নূতন সৃষ্টি হইয়াছে কত পুরাতন লুপ্ত হইয়াছে, কত নদ নদী শুষ্ক বালুকা রেণুতে পরিণত হইয়াছে কত মরু জলাসয়ে পরিণত হইয়াছে কিন্তু সেই দিন, যে সজল কূপ বিবি হাজীরা দেখিয়াছিলেন, অদ্যাপি সেই সজল কূপ সেই প্রকার সজলই রহিয়াছে এবং জগতের অন্তিম কাল পর্য্যন্ত এই প্রকার সজল থাকিবে। সেই দিন হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই জগতে কত বংশের অভ্যুত্থান হইয়াছে, কত বংশ লুপ্ত হইয়াছে, কত রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে, কত রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছে কিন্তু সেই দিন হইতে সেই সজল কূপ সমন্বিত পারণ প্রান্তর ইস্‌মায়েল ও ইস্‌মায়েলীয় দিগের, নিত্য বাসস্থান; কেবল নহে কিন্তু স্বাধীনতার নিত্য নিকেতন। যেমন মরু প্রান্তরে হজরত ইস্‌মায়েলের কূপ, অবিনাশ্য, অলোপ্য, সর্ব্বদা সজল, তদ্রূপ সেই ইস্‌মায়েল বংশাবতংশ হজরত মহম্মদ মস্তফা প্রদর্শিত ইস্‌লাম ধর্ম্ম মেরুময় জগতে অবিনাশ্য অলোপ্য, নিত্যস্থায়ী। ঐ সজল কূপ যেমন রোজ কেয়ামত পর্য্যন্ত মানবের মঙ্গল জনক, তদ্রূপ হজরত রসুল প্রদর্শিত ধর্ম্ম নিতী রোজ কেয়ামত পর্য্যন্ত মানব পরিত্রাণার্থে নিয়োজিত। হজরত ইস্‌মায়েলের ঐ চিরস্থায়ী সজল কূপ এবং হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইস্‌মায়েল কৃত পবিত্র মন্দির, হজরত রসুল প্রচারিত ইস্‌লাম ধর্ম্মের অতি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত, তদ্বিষয় আমরা প্রবন্ধান্তরে সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

সদা প্রভু তাহার (ইস্‌মায়েলের) সাহায্য করাতে সে বড় হইল এবং পারণ প্রন্তরে তাহার বসতি ছিল।

"সদা প্রভু তাহার সাহায্য করাতে সে বড় হইল"।

প্রচলিত বাইবেলে এই প্রকারই অনুবাদ হইয়াছে। অনুবাদ যে ভুল ইয়াছে, তাহা বলিতেছিনা, কিন্তু পাঠক মাত্রেরই প্রণিধান করা আবশ্যক , বাঙ্গালা ভাষাতে এই "বড়" শব্দটি নানা অর্থে ব্যাবস্থাও হইয়া থাকে। তরাং অনুবাদ ভুল এমত বলিতে পারিনা, কিন্তু এই স্থানে বড় শব্দের রিবর্ত্তে "বর্দ্ধিষ্ণু" শব্দটি প্রয়োগ করিলে যে প্রকার সুস্পষ্টার্থ প্রকাশ ইত, "বড়" শব্দটি দ্বারা তদ্রূপ হয় নাই। অর্থাৎ খোদা তালা তাহাকে াহায্য করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিষ্ণু করিলেন; এবং তাহারা যে (ইস্‌মায়েলীয়েরা) বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া ছিলেন তাহার প্রমাণ যে হজরত ইস্‌মায়েলেরা রবর্ত্তী ৪।৫ পুরুষের মধ্যে তাহারা ভূপৃষ্ঠে সর্ব্বত্র গমনাগমনকারী ণিক, নানা প্রকার রাসায়নিক বিদ্যাতে সুপটু, অধিক কি মনুষ্যত্বের র্ব্ব প্রকার অলঙ্কারে তাহারা অলঙ্কৃত।

"পারণ নামক প্রান্তরে (পর্ব্বত ময় মরুদেশ) তাহার বসতি ছিল"। মাসী লিখিত প্রথম পুস্তকে, পারণ প্রান্তরে হজরত ইস্‌মায়েলের বসতি ান নির্দ্দেশ হইয়াছে। আবার আমরা ভাববাদিদিগের গ্রন্থাবলী াঠ করিতে করিতে হবকুক ভাববাদীর গ্রন্থের ৩য় অধ্যায় ৩য় পদে পাঠ রি; "ঈশ্বর তৈমন হইতে হা পবিত্রতম পারণ হইতে আগমন করিতেছেন, গগনমণ্ডল তাহার প্রভাতে ব্যাপ্ত, ও পৃথিবী তাহার প্রশংসাতে পরিপূর্ণ। ঐ স্থান তাহার পরাক্রমের অন্তরাল, ও তাহার করদ্বয় অংশুময়" ইত্যাদি। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন হবকুক ভাববাদীর গ্রন্থের উল্লেখিত বাক্য কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে? ন্য সদাপ্রভু পরমেশ্বর, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে স্বীয় দাস হজরত হবকুক দ্বারা যে মহা বাক্য জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, পারণ হইতে হজরত মোহাম্মদ মস্তফাকে উৎপন্ন করিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিছেন।

আদি পুস্তক ১৭ অধ্যায় ২০ পদ হইতে এই প্রকার লেখা আছে যথা, সদাপ্রভু কহিতেছেন। "এবং ইস্‌মায়েল বিষয়ক তোমার প্রার্থনাও শুনিলাম, দেখ আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিব এবং তাহাকে বহু প্রজ করিয়া তাহার অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করিব, তাহা হইতে রাজগণকে উৎপন্ন করিব, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব" ইত্যাদি। হজরত মহম্মদ

মস্তফা, উল্লেখিত আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হজরত ইস্‌মায়েলের বংশে, অন্তিম কালীয় কিম্বা শেষ নবি ও পয়গম্বর রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং বহু বৎসর পূর্ব্বে সদাপ্রভু পরমেশ্বর হজরত ইব্রাহিমের নিকট যে সকল অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তৎসমুদয়, তাহাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে দেখুন, বনিইস্রায়েল কুলের মহৎ ভাববাদী হজরত মুসা হজরত রসুল সম্বন্ধে কেমন চমৎকার সাক্ষ্য দিতেছেন যথা। "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে অর্থাৎ তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিবেন, তাহারই বাক্যে তোমরা অবধান করিবে।"

দ্বিতীয় বিবরণ, অর্থাত মোসী লিখিত ৫ম পুস্তকের ১৮ অধ্যায় ১৮ পদ। ঐ পুস্তক ঐ অধ্যায় ১৮ পদে লিখিত আছে "তাহাতে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিব, তাহার মুখে আমার বাক্য দিব, তাহাতে আমি তাহাকে যে যে আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিকে কহিবেন। আমার নামে তিনি আমার যে যে বাক্য কহিবেন তাহাতে যে জন অবধান না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব ইত্যাদি। নিতান্ত দু:খের বিষয় যে উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাক্য সম্বন্ধে আধুনিক খৃষ্টীয়ানেরা নিতান্ত অন্ধের ন্যায় মীমাংসা করিয়া থাকেন। তাহাদের জীবনের প্রথম শিক্ষা এই যে, তাহারা অভ্রান্ত, এবং বাইবেল নামক গ্রন্থাবলীর আদি ভাগে আগামী ভাববাদী সম্বন্ধে যে কোন ভবিষ্যদ্বাক্য লিখিত আছে সে সমস্তই কেবল (তাহাদের একচেটীয়া নবি) হজরত ইসা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। খৃষ্টিয়ান ভ্রাতৃগণ কিছুমাত্র সুবিচার না করত: হজরত মুসার উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাক্যগুলি যিশুখ্রীষ্টেতে আরোপ করিয়া থাকেন। ভাল মোসী কি বলেন? তিনি প্রথমত: দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের ১৮ অধ্যায় ১৫ পদে ঈশ্বরাদেশ প্রকাশ করতঃ বলেন "তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে এক ভাববাদী উৎপন্ন করি। সদাপ্রভু পরমেশ্বর ইস্‌হাকের বংশাবলীর সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া একবচন প্রয়োগ করিয়া, এক মহৎ ভাববাদীকে উৎপন্ন করণার্থে তাহার

ভ্রাতৃগণকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। ঐ মহৎ ভবিষ্যদ্বাক্যটীর প্রকৃত মর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, আদৌ দেখা আবশ্যক যে, "তোমার ভ্রাতৃগণ" বলিয়া যাহাদিগকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে প্রকৃত পক্ষে তাহারা কে? কোন বিবেচক পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে কি যে ঐ ভ্রাতৃগণ" হজরত ইসহাকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হজরত ইস্‌মায়েলের বংশাবলী ব্যতীত আর কেহ নহে এবং আর কেহ হইতেও পারে না।

শাহ আবদুল্লা।

নিয়তি।

[১]

"অদৃষ্ট অদৃষ্ট-নেমি!—প্রাক্তন-লিখন
অলঙ্ঘ্য,—মধ্যমলোকবাসী মর নর
তুচ্ছ কথা; দিব-বাসী অমর-মণ্ডলী—
অপাংশুল বলি যাঁরা সম্পূজিত সদা
তিন লোকে;—তাঁহারাও **নিয়তি**-অধীন!"

পারিলী।

মার্চ্চ মাস। ইংরেজ শাসনান্তর্ভূত (লণ্ডন ব্যতীত) পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহানগরী কলিকাতা গ্রহ-বৈগুণ্যে এখন প্লেগ-কবল-গত। করাল-বদনী রাক্ষসীর ভীষণ দংশনে প্রত্যহ শত শত লোক চিত্রগুপ্তের তালিকা মুক্ত হইতেছে। প্রতিদিন অসংখ্য লোক কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী ও জন্মভুমির শান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভার্থ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। শান্তি-শূন্য হৃদয়ে যাহারা এখন পর্য্যন্ত রাজধানী পরিত্যাগে কৃত সঙ্কল্প হয় নাই, তাহারাও চারিদিক হইতে আত্মীয়বান্ধব দিগের টেলিগ্রাম এবং পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে।

প্লেগ-ক্লিষ্ট-কলিকাতাপ্রবাসী স্নেহ-পুত্তুলি পুত্রকে সন্তানবৎসল জনক টেলিগ্রাম করিতেছেন।

"Come sharp away from the plague-stricken Calcutta,"

এক আত্মা দুই দেহ সহধর্ম্মিণী প্রাণাধিক প্রিয় পরম আরাধ্য স্বামী নিকট পত্র লিখিতেছেন "রাজধানীর মহামারীর সংবাদ অন্তরে তীক্ষ্ণে বিদ্ধ করিল। এমন সময় আপনি একবার সম্মুখে না আসিলে আ বাঁচিব না। অধিক কি নিবেদন করিব আমি দারুণ চিন্তায় আহা নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি। যদি কোন উপায়ে পক্ষীর গুণ লাভ করি সমর্থ হইতাম তাহা হইলে এতক্ষণ আপনার শ্রীচরণযুগলে উপ হইয়া হৃদয় চিরিয়া দেখাইতাম তথায় কিরূপ প্রবল ঝটিকা সমুদ্ হইয়াছে।"

প্রতিদিন এইরূপ পত্র, এইরূপ টেলিগ্রাম সংখ্যাতীত ব্যক্তির হস্ত হইতেছে দেখিয়া, প্রবাসী মাত্রেই উৎকলিকাকুল চিত্ত হইয়াছে; যা মনে যেটুকু ধৈর্য্য ছিল তাহাও বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে প্রবাসীকুলের এই অবস্থা দর্শন করিয়া আমি সর্ব্বদাই চিন্তা থাকিতাম।

এক দিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমি বসিয়া একখানি খব কাগজ পড়িতেছি, এমন সময় আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু, অকৃত্রিম সু ডাক্তার সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই জনে নানাপ্রকার বার্ত্তার পরে তিনি আমাকে বলিলেন "একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার অদ্য আপনার নিকট আসিয়াছি।" আমি সোৎসাহে বলিলাম "বলু তিনি বলিলেন "আর একাকী কলিকাতায় অবস্থান করা ভাল লাগে তাই ইচ্ছা করিয়াছি সুখদুঃখের সমভাগিনী সহধর্ম্মিণীকে শীঘ্রই এখা লইয়া আসিব। পিতৃদেবের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছি তাঁহার অনুমতির অপেক্ষায়ই আমি বাটী গমনে ক্ষান্ত আছি।" ডাক্তা সাহেবের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে আমি একটু চিন্তিত হইলাম; ম মনে একবার ভাবিলাম, যে সময়ে শত শত সম্ভ্রান্ত প্রবাসী পুত্রকলত্র নিজ নিজ দেশে পাঠাইয়া দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত, সেই সময়ে ইঁ

এরূপ অভিপ্রায় হইবার কারণ কি?" প্রকাশ্যে বলিলাম "ভাই ডাক্তার সাহেব! এখন কলিকাতার স্বাস্থ্য ভাল নহে, অতএব দুই এক মাস অপেক্ষা করিয়া যাহা হয় করিবেন।"

ডাক্তার সাহেব—"আপনিও ঐ কথা বলিলেন? ভাবিয়া ছিলাম আপনি চিন্তাশীল, গম্ভীর, বুদ্ধিমান এবং সূক্ষ্মদর্শী। কিন্তু আপনার কথায় আমার সে বিশ্বাস-ভিত্তি পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। যাহা হউক, এখন আর আপনাকে অধিক বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করিনা। রাত্রি ৯ টার পর অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের ঘরে পদার্পণ করিবেন, অন্যথা বাধ্য হইয়া আমাকে পুনঃ অদ্য রাত্রিতেই আপনার নিকট আসিতে হইবে।"

আমি—"আচ্ছা, আমি রাত্রি ৯ টার পর নিশ্চয়ই আপনার তথায় উপস্থিত হইব; আপনি আর কষ্ট করিয়া আসিবেন না।"

[২]

ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলেন, আমি অন্য কাজে মনোনিবেশ করিলাম। ক্রমে দিবা অবসান হইল। সন্ধ্যার পর আহারাদি সমাপণ করিয়া আমি আমার রাত্রি কালের কর্ত্তব্য-কার্য্য—গৃহশিক্ষকতা—পালন করিতে গমন করিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ডাক্তার সাহেবের ঘরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে পরিচিত এবং অপরিচিত ৮।১০ জন ভদ্রলোক বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছেন দেখিলাম। আমি উপস্থিত হইবা মাত্র ডাক্তার সাহেব আমাকে আদরের সহিত তাঁহার পার্শ্বে বসাইলেন। দশ জন একত্র মিলিত হইলে যেরূপ নানাবিধ সমূলক এবং অমূলক গল্পের উৎস প্রবাহিত হয় এখানেও তাহাই হইতেছিল। অনেক ক্ষণ ধরিয়া এই প্রকার গল্পের প্রবাহ ছুটিয়াছিল;—তখনও কিজন্য ডাক্তার সাহেব আমাকে ডাকিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি নাই। তৎপর তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া এই কয়েকটী কথা বলিলেন "মহোদয়গণ! আপনারা সকলেই আমার হিতৈষী বন্ধু, সকলেই আমাকে সৎপরামর্শ প্রদান করিবেন বলিয়া

বিশ্বাস। আমি সপ্তাহ মধ্যে আমার সুখ দুঃখের সমভাগিণী সহধর্ম্মিণীকে রাজধানীতে আনয়ন করিব ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব আপনারা এতৎ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে অনুগৃহীত করুন।" ডাক্তার সাহেবের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই সমবেত ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশ একবাক্যে তাঁহাকে সম্প্রতি এই কার্য্যে কিছুদিনের জন্য নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার সাহেব তাঁহাদের কথায় প্রতিবাদ না করিয়া কেবল বলিলেন "নিয়তি কেন বাধ্যতে?" এই অবসরে (আমার অপরিচিত) জনৈক ভদ্রলোক সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন "মহোদয়গণ! অনুগ্রহ পূর্ব্বক অভাজনের গুটিকতক কথা শ্রবণ করিবেন। যাহারা সৈনিকের কাজ করে, তাহারা যুদ্ধে প্রয়াণ কালে মৃত্যুভয়ে কাতর হয় কি না অবগত হইবার উদ্দেশ্যে আমি একদা একজন পঞ্জাবী পদাদিককে দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তদুত্তরে সেই পদাতিক আমাকে যাহা বলিয়া ছিল তাহা এই :—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু যত দিন আমার পরমায়ু আছে ততদিন আমার একটী কেশও নষ্ট হইবে না এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা যুদ্ধে অগ্রসর হই। এতচ্ছ্রবণে অমি বলিলাম আপনার এই উদাহরণ খোদাতালার উপর আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দিবার পক্ষে যথেষ্ট; কিন্তু যতদিন আমার পরমায়ু আছে ততদিন আমার একটী কেশও নষ্ট হইবে না এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা সর্প-বীবরে হস্ত প্রসারণ অথবা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্পপ্রদান করিতে পারি কিনা?

"পারি"; আমার অপরিচিত ভদ্রলোকটী গম্ভীর ভাবে বলিলেন "পারি";—প্রকৃত আত্মনির্ভরতা অবলম্বন করিলে আমরা সকলই করিতে পারি। কিন্তু শিক্ষার দোষে, সমাজের দোষে আমরা প্রকৃত আত্ম-নির্ভরতা হইতে চিরকালের তরে বঞ্চিত আছি! আমার জনৈক পরি-চিত বন্ধু একদা দ্বিতল অট্টালিকার উপর হইতে লম্ফ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার একটী পদাঙ্গুলী বেদনা যুক্ত হয় নাই। পরম কারুণিক বিশ্ব-

পাতার অনুগ্রহ না হইলে, এবং অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না থাকিলে দশ হাত উচ্চ হইতে ভূমিতে পড়িয়াও লোক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে!"

এ সম্বন্ধে আর অধিক বাদানুবাদ না করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া আমি ক্ষান্ত হইলাম। আমি একজন ঘোর অদৃষ্টবাদী জানিয়াই ডাক্তার সাহেব প্রথমতঃ আমাকে তাহার মনোভাব অবগত করান। কিন্তু সকলের এক প্রকার আত্মনির্ভরতা নাই বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক আমি তাঁহার মতে মত দিতে পারি নাই। যাহা হউক, তাহার পরদিনই ডাক্তার সাহেব বাড়ী যাইবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। আমরা সকলেই যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাগমন করিলাম।

[৩]

পর দিন অতি প্রত্যুষে চাঁদপুর মেইলে ডাক্তার সাহেব বাড়ী রওয়ানা হইয়া গেলেন। তিনি সস্ত্রীক ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই আমাকে কার্য্য ব্যপদেশে স্থানান্তরে যাইতে হইল। সপ্তাহ পরে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়া শুনিতে পাইলাম ডাক্তার সাহেবও আসিয়াছেন। নানাবিধ কার্য্যের তাড়নায় আমি আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবসর পাই নাই। এইরূপে কয়েক দিন গত হইলে, আমি একদা গোয়ালন্দ মেইলে একজন ভদ্রলোককে উঠাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতেছি! হঠাৎ রুক্ষকেশ মলিনবেশ, পরিশুষ্কমুখ ডাক্তার সাহেবকে সম্মুখে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। তিনি আমার দিকে নির্নিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন; অশ্রুমালা নীরবে বক্ষস্থল প্লাবিত করিয়া ভূতল চুম্বন করিতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীয় জনৈক ভদ্রলোক আমাকে সংক্ষেপে জানাইলেন যে ডাক্তার সাহেবের সহধর্ম্মিণী আজ তিন দিন হইল স্বর্গবাসিনী হইয়াছেন। কথাটী শ্রবণ করিয়া আমার বাক্য স্ফূরিত হইল না, বুদ্ধি লোপ পাইল, একটী প্রবোধ বাক্যও আস্যবিনির্গত হইল না। একবার কেবল মনে মনে ভাবিলাম "নিয়তি কেন বাধ্যতে?"

গাড়ী ছাড়িবার বিলম্ব নাই; সুতরাং বাড়ীগমনে কৃতসংকল্প ডাক্তার সাহেব আমাকে ইঙ্গিতে অভিবাদন করিয়া ষ্টেসনাভিমুখে অগ্রসর

হইলেন। আমি ঘরে ফিরিলাম। শয্যার উপরে বসিয়া নানাপ্রকার চিন্তাস্রোতে মনতরণী ভাসমান করিলাম।

যখন মনে হইল যে বন্ধুর শোকে শোক প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া পাপ করিয়াছি, তখন অনুশোচনায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, শত বিষধর যেন একত্র দংশন করিতে লাগিল। বন্ধু স্বকীয় ঔদার্য্য গুণে যদি আমাকে এই পাপ হইতে মুক্তি প্রদান করেন তবেই মঙ্গল;—এরূপ বিকৃত-বিবেক, স্বার্থপর, শূন্য-হৃদয় নরক-কীটকে আর কি তিনি বন্ধু-ভাবে গ্রহণ করিবেন?

চিতা অপেক্ষাও গরীয়সী চিন্তার দুর্ব্বিসহ যন্ত্রনায় অধীর হইয়া আমি শয্যোপরি ছটফট করিতে লাগিলাম। দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা যেন আমার শরীরে অসংখ্য কণ্টক বিদ্ধ করিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া অনেক চেষ্টা ও যত্নের পর সর্ব্বসন্তাপহারিণী শান্তিময়ী নিদ্রাদেবী আমাকে তাঁহার পদ প্রান্তে একটুকু স্থান প্রদান করিলেন;—আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়া এইরূপ একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন সন্দর্শন করিলাম।

একটী রমনীয় উদ্যান মধ্যস্থিত সুবৃহৎ গভীর জলাশয়ের উপরি স্থাপিত লতা-বিতান-মণ্ডিত, কোকিল কাকলি-কূজিত, ভ্রমর-গুঞ্জন-মুখরিত নয়নাভিরাম নিকুঞ্জ মধ্যে এক অপ্সরী বিনিন্দিত রূপলাবণ্যসম্পন্না ষোড়ষী যুবতী বনদেবীরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমার চক্ষু স্থির হইল; আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় নীরব নিস্পন্দ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। রূপসী আমাকে তদবস্থ লক্ষ্য করিয়া শতভ্রমর গঞ্জিত, পিক বিনিন্দ্য মৃদুবু ঝঙ্কারে বলিতে লাগিলেন।

"বৎস্য আমার নাম নিয়তি। আমিই সর্ব্বজীবের সুখ দুঃখের মূল। কাহারও নিয়তি লঙ্ঘন করিবার সাধ্য নাই। দুই একটী উদাহরণ লক্ষ্য করিলেই আমার অপ্রতিহত ক্ষমতা ও প্রাধান্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। ত্রিলোকরমণ পুণ্যাবতার রঘুকুল-ধূরন্ধর রাবণ-বিজেতা, রণ-লব্ধ-কীর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্র ত্রিকালজ্ঞ হইয়াও সুবর্ণ-মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন;

স্থাবর জঙ্গমের মান্য সৃষ্টিস্থিতিপ্রত্যবহার-হেতু স্বয়ং মহেশ্বরকেও

স্বীয় পুত্রের মস্তকে হস্তি-মুণ্ড স্থাপন করিতে হইয়াছিল, অদীনপ্রতাপ অমিতপরাক্রম অদ্বিতীয় বীর রাক্ষসীস্ বিজেতা রোস্তমকে এক কাপুরুষের হস্তে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। নিজে একটুকু মনোনিবেশ পূর্ব্বক অন্বেষণ করিলে এই শ্রেণীর আরও কত শত শত উদাহরণ প্রাপ্ত হইবে। তুমিই না এক দিন বলিয়াছিলে।

"বুঝিলাম জগদীশ সকল (ই) তোমার
শিবময়; নাহি কিছু অশিব তাহাতে।
অজ্ঞানতা হেতু নর, তোমার বিচার
অবিচার ভাবে;—তারা পারেনা বুঝিতে
তোমার অনন্ত গুণ—অনন্ত মহিমা।"

তবে অদ্য বন্ধু-পত্নী বিয়োগে এত অধীর হইয়া পড়িলে কেন? সেই দুর্ব্বলের বল অনাথের নাথ পতিতপাবন সর্ব্ব সন্তাপহরণকারী, বিপদের কাণ্ডারীকে ডাক তিনিই অনুগ্রহ করিবেন। অযথা মনে কষ্ট করিওনা; তোমার বন্ধুকে বলিবে তিনিও যেন বৃথা চিন্তায় শরীর মন নষ্ট না করেন। ঐ দেখ তাঁহার সহধর্ম্মিণী, ধার্ম্মিকার অগ্রগামিনী পূত চরিত্রা রমণী শত বিদ্যাধরী-কিঙ্করীপরিবেষ্টিত হইয়া স্বর্গে বিরাজ করিতেছেন।" আমি উপরে দৃষ্টি করিলাম।

কিন্তু স্বার্থ পরতায় অন্ধত্ব প্রাপ্ত চক্ষুতে এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। নিয়তি-দেবী আবার বলিলেন "বৎস এখন আসি; সর্ব্বদা মনে রাখিও নিয়তি অমরেও লঙ্ঘন করিতে পারে না। এই জন্যই বুধ-গণ বলিয়াছেন "নিয়তি কেন বাধ্যতে।" আমি দেবীর চরণে অবনত হইলাম। মস্তক উত্তোলন করিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলামনা;—দেখিলাম আমি শয্যায় শায়িত; প্রাভাতিক বায়ু কুসুম রাশির সৌরভ অপহরণ করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। অতএব সর্ব্বগুণাকরের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া শয্যা পরিত্যাগ করিলাম; তখনও সেই দেবী মুখ নিঃসৃত পবিত্র বাক্য **"নিয়তি কেন বাধ্যতে"** আমার শ্রবণ-পটহে স্পষ্ট আঘাত করিতেছিল। জগন্নিয়ন্তা পরমেশ্বরের কার্য্যে আমাদের সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকা

কর্ত্তব্য। তিনি কি জন্য কি করেন তাহা আমরা বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যখন দেখিব এক অশীতিপর বৃদ্ধ জানুভানুকৃশানুআশ্রয় মাত্র করিয়া প্রতি নিয়ত মৃত্যুকে অহ্বান করা সত্বেও জগৎপাতা তৎপরিবর্ত্তে এক বলিষ্ঠ, সুঠাম দেহ সুন্দর কান্তি যুবকের প্রাণ সংহার করিতেছেন তখনই মনে করিব "নিয়তি কেন বাধ্যতে।" "নিয়তি কেন বাধ্যতে" এই মহাজন বাক্যের মর্ম্ম যিনি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তিনিই এই মরজগতে ধন্য।

আমর।

মুসলমান সুধি-মণ্ডলী।

এই সকল পণ্ডিত বর্গের মধ্যে এমন অনেক মহাত্মা আছেন যাহারা পাণ্ডিত্য ও সাধুত্ব উভয় গুণেই গুণযুক্ত অর্থাৎ ওলামা ও আউলিয়া উভয় শ্রেণীভুক্ত তাঁহাদিগকে শায়খ বহুবচনে মাশায়েখ বলে। * আর যাহাঁরা শেষ প্রেরিত মহা পুরুষ হজরত রসুল করিম (স) এর সঙ্গ দর্শন লাভ করিয়াছে তাহাদিগকে সাহাবী কহে। সাহাবী দিগকে যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে তাবেই (বহুবচনে তাবেয়ান) কহে, যাঁহারা তাবেইনগণকে দর্শন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে তাবে তাবেইন কহে। সাহাবীগণের আসন সর্ব্বোচ্চ, তন্নিম্নে তাবেইন, তন্নিম্নে তাবে তাবেইন। হজরত রসুলে মকবুল (স) এই তিন শ্রেণীর প্রশংসা করিয়াছেন।

এই সকল পণ্ডিত সাধু মহাত্মার সংখ্যা এত অধিক যে তাহাদের সকলের নামের তালিকা দেওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ব নহে। ইঁহাদের অনেকের সঙ্ক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত (Biography) অবলম্বনে অনেক

* হাদিস অধ্যাপক দিগকেও শায়খ বলা হয়; কিন্তু তাহার বহুবচনে সাধারণতঃ শয়ুনই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবার প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য অথবা যে কোন বিষয় সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিকেও শায়খ বলা যায়। আবার ধর্ম্মগুরুকেও শায়খ বলা হইয়া থাকে।

অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। সে সকল গ্রন্থের সংখ্যা করাও অতি দুরূহ ব্যাপার। তন্মধ্যে এস্থলে কয়েক খানির নাম করিতেছি যথাঃ—

	কেতাবের নাম	গ্রন্থ কারের নাম
(১)	দোররে কামেনা	হাফেজ এবে হাজর আস্কোলানী
(২)	হোসনুল মোহাসরা	হাফেজ জালালুদ্দিন সয়ুতী
(৩)	এসাবা কিমারে কাতেস সেহাবা	হাফেজ এবেহজর আস্কোলানী
(৪)	জওয়োল্লামে কি আছওাসে করনে ওাসে	আল্লামা সমসুদ্দিন সাখাবী
(৫)	মিজানুল এতেদাল কি আস্‌মায়ের রেজ্জাল	শায়খুবে এসলাম হাফেজ আবু আবদুল্লা মহম্মদ জহবী
(৬)	মেরাতুল জনান	এমাম আদুল্লা ইয়াকেয়ী
(৭)	কেশকোজ্জনুল	আল্লামা কাতেব চলাবী
(৮)	বগইয়াতুল ওয়াত	এমাম সয়ুতী
(৯)	তহজিবুল আসমা অল্লোগাত	আল্লামা ইয়াহইয়া মহিউদ্দিননওবী
(১০)	ওফিয়াতুল আয়ান	কাজীউল কোজাত শমসুদ্দিন আবুল আব্বাস আহম্মদ এবে খল্লেকান।
(১১)	তকরিবু ওাহজিব	হাফেজ এবে হজর আস্কোলানী
(১২)	তবকাতুল হোফফাজ	ঐ
(১৩)	আল্ মজমায়োল মোওন্‌সাস	ঐ
(১৪)	লেছানুল মিজান	ঐ
(১৫)	আলআস্মাব জিন্নিয়া কি তবকাতেল্ হানফিয়া	মোল্লা আলী কারী
(১৬)	আল কামেল	আল্লাম এবোল আসির জরজী

(১৭)	আসাহুল গাবা কি মারে কাতেস সেহাবা	ঐ
(১৮)	সাবহাতুল মারজান ফি আসারে হেন্দুস্থান	সৈয়দ গোলাম আলী বেলগেরামী
(১৯)	সায়কুন্নোবালা	হাফেজ জহবী
(২০)	তজকেবাতুল হোফফাজ	ঐ
(২১)	আন্‌সাব	আল্লামা আবুসাদ আবদুল করিম সাম্‌য়ালী
(২২	জওয়াহেরে মজিয়া ফি তবকাতে হানিফিয়া	আল্লামা আবদুল কাদের করশী
(২৩)	তহজিবুল কামাল	আল্লামা আবুল হজ্জাজ ইউসফ আল্‌মেজ্জী
(২৪)	কাতায়েবে আলামুল আখার	আল্লাম কফবী
(২৫)	আন্নুরোস সাকের ফি অথবারেল করনেল আশের	আল্লামা আবদুল কাদের এমনি হেন্দী

এই সমস্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে আমরা কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির সঙ্ক্ষিপ্ত জীবনী বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। অধুনা যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন লোকের জীবন চরিত লিখিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে পূর্ব্বে মুসলমান দিগের মধ্যে ঠিক সেইরূপ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন জীবনী গ্রন্থের বহুল প্রচলন দৃষ্ট না হইলেও জীবনী আলোচনা ও লোকের অবস্থা জানিবার জন্য যেরূপ সুন্দর শৃঙ্খলা পূর্ণ গ্রন্থাদি প্রণীত হইয়াছে তাহা অন্য কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে নাই। এই জীবন বৃত্তান্তের বিষয় গুলি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য ভেদে তরজমা, ও কয়িয়াত তজকেরা, আছমায়োর্ রেজাল, সেনীল ও সেয়ার ইত্যাদি নামে উল্লেখিত হইয়া থাকে।

এই সকল মণিষীগণের মধ্যে হানফী সাফেয়ী, হাম্বোলী ও মালেকী এই চারিটী মজহব (ধর্ম্মমত) আছে। যাঁহারা যে মতাবলম্বী তাহারা সেই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন *। আমরা এস্থলে সাধারণতঃ হানফী মতাবলম্বী কতিপয় প্রধান মহাত্মারই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তবে আবশ্যক মতে স্থানে স্থানে অন্য মতাবলম্বী কোন কোন মহাত্মার ও উল্লেখ করিব।

* মুসলমান দিগের মধ্যে কতকলোক এমন ও আছেন যাঁহারা চারি মজহাবের কোন মজহাবই মানেন না। অবস্থা ভেদে ইঁহারা আহলে হাদিস, গায়রমোকল্লেদ, লামজহাবী ও অহাবী নামে অভিহিত।

পরিত্রাণ।

(কাব্য)।

—০:০—

প্রথম সর্গ।

আরব।—সাধারণ সভা-গৃহ।

মধ্যাহ্ন তপন-তীক্ষ্ণ তর কর-জালে
সন্তাপিত মরুবাসী তৃষ্ণায় কাতর,
ঝাঁ ঝাঁ করে দিগঙ্গনা লতা-পুষ্পহীনা
যেন সে বিধবা বেশ ;—দীনা ভিখারিণী ;
বিরল বলাকা কুল ; অসহ্য উত্তাপে
লভেছে শরণ-সুখ, অজানিত দেশে
ধূ ধূ ধূ ধূ চারিদিগে বালুকা প্রান্তর

কত অভিশাপে যেন জলিয়া পুড়িয়া
অনল বহিছে বুকে অনিল ঝলকে
খর্জ্জুর বাবেল (১) তরু শীর্ণ কলেবর
শুকায়েছে রসাভাবে বিশ্ব-চরাচর !
অদূরে পর্ব্বতবর (২) উন্নত মস্তকে
হতাশ প্রণয়ী হেন পথ পানে চেয়ে
ডাকিছে কাতরে যেন শান্তির-মন্দিরে
জুড়াতে বিদগ্ধ হিয়া, ঢালিদিতে প্রেম
সংসারের দূরদেশে নিভৃত-কান্তারে
মনুষ্য-সঙ্গম-হীন বিরল বিতানে,
ভুলিয়া সে হিংসা-দ্বেষ নীচ-অভিমান
অহমিকা, ভ্রুকুটীর, তুচ্ছ অভিরোষ ;
মনো সুখে পিপাসিত বিহঙ্গমগণ
গাহেনা পঞ্চমে হেথা মাতায়ে ভুবন !
উদাস চৌদিশি যেন, নাহি মনোরম
কারুকার্য্যময়ী পট। কোকিল কূজন
বিঁধে না হিয়ায় শেল। নাইসে পাপিয়া
অতৃপ্তি-সঙ্গীত লয়ে নীরস-বিভূমে !
ঝঙ্কারে না মধুকর অর্দ্ধস্ফুট ফুলে
শ্যামাঙ্গিনী দুর্ব্বাতনু নব-কিশলয়
কোথায় এখানে ? সুপ্ত কঙ্কর প্রান্তর !
নেত্র-তৃপ্ত নাহি করে নবীন নীরদ।
পশু নাই—পক্ষী নাই—হাহাকারময়,
ভগ্ন যেন প্রকৃতির নিরাশা হৃদয় !
তবে কিবা আছে হেথা ? মুগ্ধ প্রজাপতি

(১) তৎপ্রদেশস্থ একপ্রকার কণ্টক সমাকীর্ণ বৃক্ষ বিশেষ।
(২) জব্বল্ কুব্বল্ পর্ব্বত।

এ ফুলে সে ফুলে যদি করেনা চুম্বন,
ক্ষীণাঙ্গিনী কামিনীর কোকিল-গঞ্জিনী
না উঠে সঙ্গীতস্রোত। বিলাস-চাতুরী
কটাক্ষে খেলেনা যদি ভেদিয়া হৃদয় ?
উষ্ট্র-দুম্বা পশুগুলি কাতর পরাণে
জুড়াতে ভ্রমিছে সুধু ! কই হেন স্থান
পণ্য-ভার ক্লিষ্ট-বপু জুড়াবে যেথায়,
জল কোথা ? কি পিয়িবে হেন শুষ্ক-ভূমে
দারুণ এ দ্বিপ্রহরে নাশিতে পিপাসা ?
ফুল নাই, ফল নাই, বৃক্ষহীন স্থান,
প্রকৃতি হয়েছে যথা ভীষণ শ্মশান !

ওকি ?—

উচ্চ-সৌধ মুখরিত জন-কোলাহলে
উলঙ্গ কৃপাণ করে দৌবারিক দল
সসস্ত্র ভ্রমিছে যেন রথ অনুচর !
কিসের এ মহাসভা ? কহলো কল্পনে
সুধামুখি ! চল দেখি হেন দ্বিপ্রহরে
সববেত নরগণ, কেন এ ভবনে ?
পিশাচের দেশে (১) আজি কোন্ অভিলাষে
মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি হতেছে কীর্ত্তন,
শত-বজ্র একসঙ্গে করিছে গর্জ্জন !
রক্ত-জবা বিনিন্দিত রোষ-কষায়িত,
আরক্ত লোচনদ্বয়—মুষ্টি-বদ্ধকর !
থেকে থেকে শিহরিছে ? একি হেরি আজি
রসের উৎসব ছেড়ে !—ছেড়ে নৃত্যপরা
সুরগবসিনী যত নবনী সম্ভবা—

(১) এই সময়ে এখনে সতীত্ব হরণ প্রভৃতি কুকার্য্য যথেচ্ছ হইত।

যুবতী রসিকা বক্ষ—ভ্রমরের মত।
মন্মথের শরাসনে, বঙ্কিম চাহনে
নিয়ত অধীর হিয়া, তারা কেন আজি
ছাড়িয়া সকল,—ঢল ঢল নেত্রে রক্ত ?
(কামের মদিরা ?) সকলি আশ্চর্য্য হেরি !
বালি-বাঁধে মহাস্রোত রোধে কি কখন
কামুকের বীর সাজ আজি কি কারণ ?
"অসহ্য অসহ্য ইহা—ভীষণ আঘাত
লাগেরে হৃদয়ে, আহা হেন অত্যাচার
আমাদের চির-পূজ্য সাধনার ধনে
বিচূর্ণ করিব আজি এত দিন পরে ?
কোথা সেই যাদুকর—ঈশ্বর প্রেরিত !!
দুর্দ্দান্তেরে আজিকই নিশার আঁধারে
হইবে বধিতে ;—নতুবা নতুবা জান
মিথ্যাসব অহঙ্কার ; মিথ্যা ধর্ম্মবল
বৃথা এত দেব-পূজা হৃদয় শোণিতে
ত্যজ অবসাদ,—দেখ অন্তিম ভীষণ
ধর অস্ত্র—ধর অসি বধ সে পামরে
শত্রুরে দলিয়া রক্ষ আপন ধর্ম্মেরে !"
"বিন্দু মাত্র রক্ত যদি থাকে ধমনীতে
লজ্জা যদি মনে হয় মরণ সমান
আর কেন ? কোন্ মোহে তুলিতেছ সবে
কোরেশ বংশের (১) নাম ডুবাইবে শেষে
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ছাড়ি কোন হতভাগা
নিরাকারে করে পূজা ; "এক" নাকি সেহ !!
কিসের প্রেরিত ? দুষ্ট ছল—মায়াবাদে

(১) কোরেশ বংশ—ইহা মক্কার প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশ। মহাপুরুষ মহাম্মদ (দঃ) এই বংশে জন্মগ্রহন করেন। বক্তা এই বংশোদ্ভব।

ভুলাইছে আরবের অন্ধনরগণে ;
পিতৃ-পূজ্য দেবগণে করিয়া সংহার
মিথ্যা একেশ্বরবাদে কোন দুরাশয়
আপনার ধর্ম্ম-কর্ম্ম দিবে বিসর্জ্জন ?
এক বিভু ? হেন মিথ্যা শুন' না কখন। (১)"
"পাগল—পাগল সেহ—দেহ তাড়াইয়া,
কি কাজ বধিয়া আহা অভাগার তরে,
মতিচ্ছন্ন যদি কিছু করে'থাকে ভ্রমে
উচিত মার্জ্জনা করা, তাহারে বধিলে
কি যশ পাইবে বল ? কলঙ্ক মাখিয়া
জগতের চির-ঘৃণ্য হইব স্বেচ্ছায় ?
নির্ব্বাসন কর কিম্বা দেহ কারাগারে
ভুঞ্জুক অপার-ক্লেশ যাবত জীবন।
ডুবুক নরকে যারা করেছে গ্রহণ
তার সে ইস্‌লাম ধর্ম্ম। জানিয়া শুনিয়া
হেন মায়া-ফাঁদে নাহি দিব মোরা ধরা ;
প্রলয়ে ত্রৈলোক্য যদি ভেঙ্গে হয় সারা
তথাপি ইস্‌লাম ধর্ম্ম না সেবিব মোরা (২) !
"তা' হ'বে না, তা' হ'বে না, হইবে বধিতে,
কে হেন দুর্ম্মতি কবে অগ্নি-কণাহেরে
না নিভায় জলদানে ভবিষ্য ভাবিয়া ?
কে কোথায় নিজ-বাসে প্রদানে অনল ?
না পার তাহাই বল। কাপুরুষ হেন
চলে যাও পত্নী-ক্রোড়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শিয়া,

(১) মক্কার তাৎকালিক কর্ত্তা আবু সুফিয়ানের বক্তৃতা।
(২) দ্বিতীয় বক্তার মত,—ক্রমান্বয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে।

একাই সারাকা (১) দেখ পারে কি না আজি
অতি তুচ্ছ এই কার্য্যে, হেন ভীত সবে ?
কাপুরুষ-ঘৃণ্য-সৃষ্টি অধম আমরা !
ধিক্ ধিক্ নর-জন্মে—ধিক্ এ জীবনে
আরব নিস্পন্দ আজি ধরিতে কৃপাণে ?"

* *

সহস্র বিদ্যুত জিনি অস্ত্র কড় কড়
ধ্বনিল সভার মাঝে ; হইল গর্জ্জন
"নহে ভীত আরবের বীর-পুত্রগণ
সামান্য এ রণরঙ্গে ; মাতঙ্গ কি কভু
ডরে পিপিলিকা হেরে ? তুচ্ছ মোহাম্মদ
তৃণ হেন ফুৎকারেতে যাইবে উড়িয়া
নিভাইব ইস্‌লামের নব-ধর্ম্ম-তেজ,
বীর্য্য দিব রসাতলে। নতুবা কালেতে
এ অঙ্কুরে বিষ-বৃক্ষ হইলে উদ্ভূত
ধ্বংশ হবে দারা-পুত্র প্রিয় পরিজন
বিহিত এ বিষ-মূল করা উৎপাটন !"
"দেবেন্দ্র পুরির সম পূত-মক্কাধাম
অনন্ত শোভার সৃষ্টি,—আলোকের দেশ
প্রাণান্তে অন্যের পদে দিব না হেলায়।
দূরব্যাপি সুখরাজ্য আমাদের হতে,
হবে পর পদানত ? কি ছার জীবন
কিসের আনন্দ বল, কোন্ প্রাণ লয়ে
অন্নতুলে মুখে দেই এ আরব ভূমে ?
চরাচরে খ্যাতবীর্য্য যেই শূর-ভূমি
আজি সেথা বীরশূন্য ? কে বলিতে পারে ?
দৈব কিম্বা ভ্রমবশে ইস্‌লাম পতাকা

(১) জেন পৌত্তলিক।

দিব না উড়িতে হেথা, হাসিবে জগত
ত্রিভুবনে হব মোরা নরকের কীট
চল—ফিরে—অটল এ প্রতিজ্ঞা মোদের
স্বর্গ-মর্ত্ত্য যাক্ ডু'বে হোক্ একাকার
তথাপি না টলিবে এ প্রতিজ্ঞা মোদের !
দিব কি লইব সব ধনৈশ্চর্য্য তার
সুখের স্বর্গীয় গৃহে অস্ত্র-অগ্নিজ্বালি
ঘুচাব রাজত্ব সাধ ; আশা-কল্পতরু
এই খানে চিরতরে করিব নির্ম্মূল।
যায় যাবে যশ, যাক্ ধন-জন-মান,
তথাপি দেখিব তারে কত বলীয়ান্ ?"
"দুর্ব্বৃত্ত নগণ্য হয়ে পশেছে কোথায় ?
পতঙ্গের অগ্নিসনে প্রেমের বাসনা !
ভুল, ভুল, ভুল মুগ্ধ কি ভেবেছে মনে ?
নাহি জানে করে রাজ্য—শুনে নাই কভু
অগণ্য রথীন্দ্র হেথা, হৃদয় শোণিতে
তোষে মাতৃ-ভূমি-পদ ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়া,
সুরক্ষিত ইন্দ্রপুরী যথা সুরগণে !
আরব—আরব নাম দিব না অতলে
ফেরুপাল হেন, আজি, ত্রিযামা বিঘোরে
দূর কর মক্কাহ'তে। সম্মুখ সমরে
বাসনা পুরাও তার জনমের তরে !"
"কিগুণে সে মদ-মত্ত, কেন এত রোষ
আমাদের প্রভু প্রতি ; (১) লহ প্রতিশোধ।
একান্ত বিবেক শূন্য হ'ল নরাধম,

(১) এই সময়ে আরব বাসিয়া লাৎমনাৎ প্রভৃতি অনেক গুলি দেবতা আরবদের উপাস্য ছিল।

ঘুচাও প্রতিষ্ঠাবল ইস্‌লাম ধর্ম্মের,
দেখিব শূরত্ব তার বীরদম্ভ কত।
উন্মুক্ত কৃপাণতলে নির্ভিক পরাণ
বিদায় লউক দেখি আরবীর করে!
ধূলায় মিশায়ে যাক্ শৌর্য্য-বীর্য্য-রোষ।
এ উত্তপ্ত মরুমাঝে মোহাম্মদ নাম
জন্মান্তরে আর যেন নাহি করে কেহ।
শোচনীয় পতনের স্মৃতি-ছবি স্বধু
কেবল মানস-পটে বিরাজয়ে যেন;
লুপ্ত হোক্ ইস্‌লামের উন্মুখ-গরিমা
বাক্ যুদ্ধ—বিতণ্ডায় নাহিপ্রয়োজন
যাও গৃহে কর সবে রণ আয়োজন!"
"শত্রুরে অক্ষত রাখি গৃহে ফিরে যেই
বৃথা তার ভূজবল, বৃথা বীরপণা
হত-গর্ব্ব-বক্ষ লয়ে কি কাজ বাঁচিয়া
নিতান্ত পশুর মত। দেহ আত্মবলী
ধর্ম্ম-যুদ্ধে মাতোয়ারা হও বীরগণ
ধর ধর ধর সবে শাণিত কৃপাণ,
ভ্রূণে হত্যা কর আজি "ইস্‌লামের প্রাণ!"
কাঁপিল আরব ভূমি—কাঁপিল মেদিনী
গম্ভীর আকাশতল প্রতিধ্বনিবুকে
আরবের গৃহে গৃহে করিলা ঘোষণা
বীরের হুঙ্কার রব, অস্ত্রের ঝন্ ঝনা।
"আজিকে কাঙ্গাল যেই কালি সে সম্রাট
দুর্নিবার অদৃষ্টের স্রোত বিঘূর্ণনে
হইতেছে পলে পলে, বৃথা বিলম্বেতে
ঘটিবে মোদের ক্লেশ দেখ বিচারিয়া।
দুর্ম্মদেরে নিশাযোগে করহ নিধন,

দুধ দিয়া কার সাপ হবেনা পোষণ!"
"গম্ভীর-গর্জ্জনে হ'ল কম্পিত আরব,
কোথা হ'তে দুরাচার জন্মিল এখানে?
নিত্য-মোক্ষ-দাতাগণে নাহি চিনে আজি
অচল প্রতিমা ব'লে হাসে বিদ্রূপেতে,
"অসার" "শকতি হীন" "প্রস্তর" বলিয়া
যত অপমান করে সহে কি পরাণে?
খদ্যোতের চাঁদ হ'তে এতই বাসনা?
নিভাও আজিকে সবে তার সে সাধনা!"
"নিশার সুষুপ্তি যবে ঘেরিবে বসুধা
ঘুমাইবে বিশ্বপ্রাণী শ্রান্তি নাশতরে
সুকোমলা স্নেহময়ী প্রসূতির কোলে,
সকলি একত্র হ'য়ে বেষ্টিয়া ভবন
নাশহ অরাতিচয়ে, ভাল যুক্তি এই।
নিতান্ত কৃতান্ত তার এসেছে শিয়রে,
নতুবা এ-হেন কথা ফুটিত না কভু
ক্ষুদ্র সেই কালামুখে? দেখিব আজিকে
কেমন ঈশ্বর তার রক্ষে ইসলাম,
বাঁচায় বন্ধুর প্রাণ,—ভাল পরিচয়
হইবে যামিনী-যোগে; কর বীরগণ!
"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন!"
"সমধিক বাক্যব্যয়ে নাহি প্রয়োজন,
কার্য্যস্থলে বীরত্বের হবে পরিচয়,
বৃথা গর্ব্ব কোন কালে নহে কার্য্যকরী।
যাও সবে গৃহে তবে, পুনঃ হবে দেখা
বীরবেশে, শত্রুনাশে ধরম অর্জ্জন,
উলঙ্গ কৃপাণ করে। মায়া-পরিহরি
তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী এই নশ্বর প্রাণের;

ধর্ম্মবল মনুষ্যত্ব যদি লোপ পায়
কি সুখ জীবনে বল ? অধিনতা বিষে
জর্জ্জরিত হবে সবে ; বিহঙ্গম হেন
কঠিন নিগড় পরি আপনার পায়
চির জনমের সুখ সঁপিয়া হেলায় !"
"দুর্ব্বিনীত দেব-দ্বেষী মোহাম্মদ করে
কখন দিব না হ'তে দেব অপমান।
শতবার সহনীয় মৃত্যুর যন্ত্রণা
জ্বলন্ত অনল এর নহে সমতুল—
বিষ—বিষ—বড় বিষ, বড় জ্বালা এতে,
এ জগতে চির দুঃখী হব তবে মোরা
অসহায় ভিক্ষাজীবি। পর মুখ চেয়ে
রহিব সম্বল হীন ? কি ঘৃণা, কি ঘৃণা !!
যাবে প্রাণ—যাবে পুত্র কিবা ক্ষতি তাহে
হেন কর্ম্মকর ধর্ম্মরক্ষা হয় যাহে !

* * *

বাজিল বিজয় ডঙ্কা বিহ্বল সভ্যেরা
ততক্ষণে চলিলেক গৃহ অভিমুখে
উলঙ্গ কৃপাণ করে। শ্বেত শ্মশ্রুরাশি
চুম্বিতেছে বক্ষস্থল ; চঞ্চল চরণ—
কোথায় পড়িছে তাহে নাহিক ভ্রুক্ষেপ
সুরাসক্ত মদ্যপায়ী বিশৃঙ্খল পদে
চলে যথা ঢলি ঢলি নগরের পথে !
প্রমত্ত কুহক-স্বপ্নে ভ্রষ্টাচার দল,
ইস্‌লাম ডুবাতে শেষে বাঁধিলেক বল।

* *

নীরব নিস্পন্দ গৃহ, বহে না নিশ্বাস
অবাত-বিক্ষুব্ধ যথা জলধি-জীবন,

কল্পনার তীক্ষ্ণ কর্ণে পশিল গম্ভীরে
সুদূর আকাশ পথে হেন বজ্রধ্বনি
(শত দৈত্য-বীর-দাপে কাঁপিল যেমতি
নন্দনের দেব দল—অসুর মর্দ্দনে !)
"কি করিলি কি করিলি রে মোহান্ধ নর
কে পারে মারিতে তারে বিধি সখা যাঁর
ঘোর অর্ব্বাচীন তোরা, মজিয়া পাপেতে
কোথায় কাহারে আজি বধিতে মন্ত্রণা ?
সত্য না ডুবিবে কভু—ইস্‌লাম আলোক
পথভ্রান্তে দেখাইবে সনাতন পথ,
তুচ্ছ তোরা নীতি-ভ্রষ্ট কি করিবি তার ?
শত নরপসাক্ষাৎ বিপুলা ধরণী—
যাঁর পদে মিশিবার সানন্দ অন্তরে
সুরেন্দ্র সেবিত পদ না ধরিয়া হৃদে
পাপাত্মার-পাপ-বাণে হেরিয়া আঁধার
উদ্যত নাশিতে সেই ঋষি-পূজ্য-জনে।
উদিত শাসিতে ধরা ইস্‌লাম তপন,
দেখরে মোহান্ধ দল মানস নয়নে !
পঙ্গুরে সাজেনা কভু গিরি-উল্লঙ্ঘন,
না বুঝিয়া কর্ম্মকাণ্ড, পবিত্র আদেশ
হ'য়েছ অধীর, ভ্রান্তির নির্দ্দেশ বাণে
অন্ধছলনায়,—ধরা হের সরা সম,
মণ্ডুকের বীর সাজ বিষধর সনে ?
কেন যাস্ কেন যাস্—সম্বর এখন
নির্ম্মল বিবেক—বুদ্ধি দিয়ে বিসর্জ্জন
জগতে কলঙ্ক ঘোর করিবে রক্ষণ ?"
"ডুবিলি—ডুবিলি ওরে অজ্ঞান মানব
ফিরে দেখ পিছে অই ভীষণ নরক

লোল জিহ্বা বিস্তারিয়া ডাকিছে তোদের ;
বৃথা যাবে অহঙ্কার, ভগ্ন-মনোরথে
জ্বলিবে আগুনে পুড়ি যুগ-যুগান্তর।
অনিবার্য্য তবে কিরে দুর্গতি তোদের ?
ভেবে দেখ্ কেন হলি সুমতি-বিহীন
পাপের ত প্রায়শ্চিত্ত আছে এক দিন ?"

সেখ ফজলল করিম,
কাকিনা।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

তবে যে
পর মু
(কাকিনা)

[৩]

কাকিনা বাস্তবিকই তুমি পুণ্য নগর। কেননা তুমি রাজা মহিমা রঞ্জনের ন্যায় সন্তান প্রসব করিয়াছ। তোমার সেই সন্তানের প্রভাবে এই স্থানের হিন্দু মোসলমানেরা পরস্পর দ্বেষাদেষি ভুলিয়া পরস্পর ভ্রাতার ন্যায় প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া কালযাপন করিতেছে। তোমার পুত্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভাবে মোসলমানেরা নির্ব্বিবাদে ধর্ম্মকার্য্য (কোরবানী ইত্যাদি) সমাপ্ত করিতেছে ; তোমার পুত্রের ন্যায়নিষ্ঠারগুণে কাকিনা ষ্টেটে ধীরে ধীরে মোসলমান আমলার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। মোসলমান সমাজ তোমার পুত্রের সাম্য-সুধা পান করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

কাকিনা সুপ্রসিদ্ধ ত্রিস্রোতা (তিস্তা) নদীর উপর স্থাপিত। কাকিনার রাজবাটী বহু সৌধমালায় ভূষিত নন্দনকাননে চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত, পক্ষিগণের সুধা সঙ্গিতধ্বনিতে সর্ব্বদা নিনাদিত। দুঃখের বিষয় গত

ভূ-কম্পনে অসংখ্য সৌধমালা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রাসাদটী একেবারে বাসের অযোগ্য হইয়াছে। রাজাবাহাদুর এবং কুমার বাহাদুর এখন প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া বাহিরে কুটির নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

প্রাসাদের অতি নিকটে রাজাবাহাদুর একটি ঐশ্বরিক ধর্ম্মের মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ঐ মসজিদ হইতে প্রত্যেক দিন পাঁচবার মোল্লাগণ কোকিলকণ্ঠে ঈশ্বরের একত্বসঙ্গিত সুধা বর্ষণ করিতেছেন। পক্ষিগণ একত্ব সঙ্গিত সুরে, সুর মিলাইয়া প্রাণ ভরিয়া কেহ গাহিতেছে, কেহ নাচিতেছে, কেহ তান ধরিতেছে।

পাঠক! কোন হিন্দু রাজার বাটীতে এহেন পবিত্র দৃশ্য আর কখন দেখিয়াছেন কি ? আমরা এই সুন্দর দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিলাম।

পরে আমরা কাকিনার মোসলমান নেতা জমিদার মুনশী আমির উল্লা সরদার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

জমিদার সাহেবের ন্যায় অমায়িক এবং ধার্ম্মিক লোক কাকিনায় আর আছে বলিয়া বোধ হইলনা। কাকিনার হিন্দু এবং মোসলমান সম্প্রদায় তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিয়া থাকেন।

তারপর মুনশী ফজলল করিম, মুনশী ওয়াহেদ হোসেন সওদাগর, মুনশী দিদার মহম্মদ ও মুনশী ফজলে রহমান সাহেব প্রভৃতি একদল যুবকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল।

স্বজাতি প্রেমে জড়িত, জলন্ত উৎসাহ উদ্দীপ্ত, চরিত্র গুণে বিভূষিত এই যুবক দল দর্শনে আমরা বড়ই আশান্বিত হইলাম। বিশেষতঃ মুনশী ফজলল করিমের লেখনি প্রতিভা দর্শনে আমরা আনন্দ সাগরে ভাসিলাম? ক্রমে দিন কাটিয়া গেল। রাত আসিল। অবসানও হইল। সূর্য্য উঠিল। পাঠক! বঙ্গীয় মোসলমান সৌভাগ্য-সূর্য্য কবে উঠিবে! আজ ৪র্থ রোজা। শুক্রবার। রাজা মহিমা রঞ্জন রায় বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সকালে গেলাম। প্রায় ৯ টার সময় রাজা বাহাদুর আমাদিগকে খুব সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইহার ন্যায় জ্ঞানী, অমায়িক, কুসংস্কার বিবর্জ্জিত ন্যায় পরায়ণ বৈষম্যনাশক, প্রজারঞ্জক রাজা বাস্ত-

বিকই নরপতি কুলের ভূষণ। ইঁহার সহিত সামাজিক গল্পে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সেই গল্পের কতক পাঠক দিগকে উপহার দিব। রাজাবাহাদুর আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত মোসলমান জাতির পতন হইল কেন? উত্তরে আমরা যাহা বলিয়াছিলাম তাহা এই—

(১) মোসলমান জাতি সাময়িক পরিবর্ত্তন করিতে চায় না।

যুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য ইউরোপ যখন নানাপ্রকার নূতন নূতন আগ্নেয় অস্ত্রে সুসজ্জিত হইত লাগিল। মোসলমান জাতি সেই সাময়িক পরিবর্ত্তন না করিয়া দাদা আদমের সময় হইতে যে করবাল চলিয়া আসিতেছে, সেই করবাল মাজাঘসা করিতে লাগিলেন। সে পাপে আমাদের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলিতে হৃদয় শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়! সেই পাপে আমরা ইউরোপের নিকট পদে পদে পরাস্ত হইয়াছি এবং হইতেছি।

(ক) বর্ত্তমান সময় অন্যান্য জাতি নূতন নূতন শিল্প শিক্ষার জন্য উঠে পড়ে লাগিয়াছে; কিন্তু মোসলমান জাতি সেই পুরাতন শিল্পে কেমন আনন্দ অনুভব করিতেছে!

(খ) শিক্ষা—মাতৃ ভাষার সঙ্গে সঙ্গে রাজভাষা শিক্ষা করা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা চিন্তাশীল লোকের নিকট বলাই বাহুল্য; দুঃখের বিষয় ২০০ বৎসরেও ভারতের মোসলমান জাতির অধিকাংশ আজিও সেই পুরাতন শিক্ষার পরিবর্ত্তে এই নূতন শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সেই পাপে মোসলমান জাতি, বিজীত হিন্দু জাতিরও বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

(২) মোসলমানেরা, বিশেষতঃ বঙ্গের মোসলমানেরা স্বজাতি ও স্বদেশ প্রেমে বিবর্জ্জিত তার কারণ বঙ্গদেশের অধিকাংশ মোসলমানের ষ্টেটে মোসলমান আমলা একটি ঔষধ করিতেও পাওয়া যায় না, অথচ আপনার ষ্টেটে ৪।৫ জন মোসলমান আমলা দেখিলাম। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের হিন্দুগণ স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। মোসলমানগণ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদাসীন। আজ যদি

ইংরাজেরা এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে তাহাদের (মোসলমানদের) এইরূপ ঔদাস্যরূপ পাপের ফলস্বরূপ স্পেনে খৃষ্টান জাতি কর্ত্তৃক মোসলমান জাতিকে যেরূপ লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল, এ দেশে হিন্দুদিগের দ্বারা সেইরূপ সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হইবে। ইত্যাদি অনেক গল্প হইয়াছিল। রাজাবাহাদুর আমাদিগকে যে সকল সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা লিখিলে প্রকাণ্ড পুস্তক হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সে সকল উল্লেখে বিরত রহিলাম।

রাজাবাহাদুরের নিকট বিদায় হইয়া "জোমার নামাজ পড়িতে" মসজিদে গেলাম। রাজাবাহাদুরের মাদরাসার মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেবের সহিত এই মস্‌জিদে আলাপ হইল।

মৌলবী সাহেবকে তেজস্বী, অমায়িক, ধার্ম্মিকপ্রবর বলিয়া বোধ হইল। ধর্ম্ম শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তিনি হিন্দুস্থানি লোক। দুঃখের বিষয় বাঙ্গলা জানেন না। যদি বাঙ্গলা জানিতেন তাহা হইলে কাকিনা অঞ্চলের মোসলমানেরা নবজীবন প্রাপ্ত হইত। নমাজ অন্তে এই মসজিদে আমরা সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলাম। পরদিন সকালে কাকিনা ত্যাগ করিয়া মহিপুর আসিলাম।

ক্রমশঃ

মোস্লেম বধ। *

—০:০—

রবি গেল অস্তাচল, ভঙ্গ দিল পরবল,
একেশ্বর ওকেল-নন্দন।
শরাঘাতে ক্ষীণ তনু, হাতেতে বিচিত্র ধনু,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সচঞ্চল।

---

* ইতিহাসজ্ঞ পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রবন্ধ লেখককে সরল পথ দেখাইয়া দিবেন।

বুঝিয়া দৈবের গতি, অশ্বক্ষেপে মহামতি,
কুফা হতে বাহির হইত ;
সায়াদ দেখিয়া তাতে, পুছিলেক জোড় হাতে
কহ কোথা চলিছ ত্বরিতে ?
মোস্লেম কহিলা ভাই, কুফা হাতে চলি যাই
মক্কাদেশ করিব গমন।
সায়াদ বলিলা দ্বারে, ওবেদুল্লা-সৈন্য ফিরে
রুদ্ধ দ্বার শুন মহাজন।
চল তুমি আমি যাই, মামুদ (১) কছির ঠাঁই,
দুজনে করিব প্রাণ পণ।
এত শুনি ততক্ষণ, চলিলেন মহাত্মন,
যথা আছে কছির সুজন।
হেরিয়া মোস্লেম-মুখ, অধিক জন্মিল সুখ,
ধাই আসি ধরিল চরণ ;
লই নিজ অন্তঃপুরে, দাস তুল্য সেবাকরে,
চন্দ্র যেন ধরিল বামন।
ওবেদুল্লা ইহা শুনি, মনে অতি কোপ গণি
পুত্র সঙ্গে সৈন্য নিয়োজিল।
পিতৃআজ্ঞা শিরে ধরি, মহাসৈন্য সঙ্গে করি,
শীঘ্র গতি কছিরে বেড়িল।
সুত সঙ্গে তাকে ধরি, লই গেল বন্দী করি,
ওবেদ-সকাশে পাপিগণ ;
তার কটু বাক্য-বাণে, ঘৃণা লজ্জা অভিমানে,
উত্তরিল কছির সুজন।
পাপিষ্ঠ জয়েদ-সুত, দুর্ম্মতি কলঙ্ক-যুত,
বৃথা তোর যত আস্ফালন,

(১) মোহাম্মদ কছির।

হিংসি পাপ নবিবংশ, অচিরে পাইবি ধ্বংশ
নরকের পাবক-পারণ!
এইরূপে কতক্ষণ, বাক্য-ব্যয় দুইজন,
হেন কালে উঠে মহারোল ;
বিবিধ বাদ্যের ধ্বনি, মার মার শব্দ শুনি,
যেন মহা সমুদ্র-কল্লোল।
মোহাম্মদ-গোত্রগণ, আইল বিস্তর জন,
সঙ্গেতে অযুত অশ্ববার ;
স্বপুত্র কছির-তরে, ওবেদুল্লা বল ক'রে
কেমনে রাখিছে, দেখিবার।
যাইতে বিষম রণে, রঙ্গ চাহিবারে মনে,
উপনীত বীরেন্দ্রমণ্ডল ;
রণবেশে তাহা সবে, দেখিল ওবেদ যবে,
স্থির চিত্ত হইল চঞ্চল।
ওবেদ কছির তরে, আজ্ঞা দিল যাইবারে
নিবারিতে নিজ সৈন্যগণ ;
কিন্তু তাঁর পুত্রবরে, রাখিলেক বন্দী ক'রে,
মুক্ত না করিয়া দুরাত্মন।
নিজ সৈন্য নিবারিয়া, কছির গৃহেতে গিয়া
মোস্লেমের চরণ বন্দিল ;
এত শুনি ততক্ষণ, মুখ্য মুখ্য বীরগণ,
তাঁর গৃহে আসি পহুঁছিল।
সোলেমান নামে বীর, মহারথী রণে স্থির,
বলে শুন কছির সুজন ;
কালি মহাযুদ্ধ করি, জয়েদের পুত্রে মারি,
উদ্ধারিব তোমার নন্দন।
বহু সৈন্য সঙ্গে লই, মোস্লেম সংহতি হই,
ভেটি গিয়া আলীর নন্দন ;

রছুলের প্রীতি পাব, সহরিষে স্বর্গে যাব,
যশোকৃতি ঘোষিবে ভুবন।
হেন কালে দৈব গতি, অলিদ পাপিষ্ঠ মতি,
দ্বিপঞ্চ সহস্র অশ্ববার—
অযুত পদাতি সঙ্গে, কুফায় আইল রঙ্গে,
জয়েদের পুত্র ভেটিবার।
ওবেদুল্লা ততক্ষণ, সজ্জ করি সৈন্যগণ,
ডাকিলেক কছির সুজন ;
পুত্র স্নেহে শক্র ভয়, না গণিয়া মহাশয়,
অবিলম্বে করিলা গমন।
বিংশতি সহস্র সৈন্য, সবে রণে অগ্রগণ্য,
মোহাম্মদ কছির সংহতি ;
মহিম-মহিমা স্মরি, রাখিল সুসজ্জ করি
যুদ্ধ আশা করিয়া সম্প্রতি।
ওবেদুল্লা আগে চলি, যদি গেলা মহাবলী
ওবেদুল্লা কহে কোপমন ;
যদি চাহ পরিত্রাণ, মোসেমে সত্বরে আন;
নহে তোমা করিব নিধন।
শুনি তার বাক্যাবলী, কোপে জ্বলে মহাবলী,
বলে শুন জয়েদ-নন্দন ;
কার শক্তি কাটিবারে, এই আমি কাটি তোরে,
পাপাত্মা দুর্ম্মতি অভাজন।
এত বলি খড়্গ করে, উঠিলেক বীরবরে,
ক্রোধোদ্দীপ্ত মৃগেন্দ্র সমান,
অপাঙ্গে অনল ঝরে, ঈষত কম্পিতাধরে,
মহামতি হ'ল আগুয়ান।
ভয়ে ছাড়ি সিংহাসন, ওবেদুল্লা ততক্ষণ,
নিজ গৃহে করিয়া প্রবেশ ;

মামুদ কছির তরে, সবে বেড়ি মারিবারে,
নিজ সৈন্যে করিলা আদেশ।
সর্ব্ব বলে এড়ে শর, মোহাম্মদ একেশ্বর
বাছি বাছি কাটিল বিস্তর ;
শ্রান্ত হই পড়ে বীর, বিপক্ষে কাটিল শির,
দেখি কোপে তাঁর পুত্রবর,
সিংহতুল্য করিরণ, বধিয়া বহুল জন,
ওবেদুল্লা-গৃহে প্রবেশয়,
পিছে একজন আসি, অলক্ষিতে হানি অসি,
মধ্যদেশ কাটিয়া পাড়য়।
বাহিরে আছিল সৈন্য, যত বীর অগ্রগণ্য
গড়ে প্রবেশিবার লাগিল ;
পাপিষ্ঠের আজ্ঞা পাই, বাহিনী আইল ধাই,
দুই সৈন্যে তুমুল বাধিল।
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হল, কাকে কেহ না শঙ্কিল,
দুই সৈন্যে উঠে হাহাকার ;
রক্তমাংসে হলপঙ্ক, ক্রিয়া করে গৃধ্র কঙ্ক,
দিবসে হইল অন্ধকার।
কুফার সৈন্যের রণে, শাম দেশ সৈন্যগণে,
ত্রাস পাই চেষ্টিল প্রয়াণে ;
ওবেদুল্লা মনে গণি, খণ্ডিত মস্তক আনি,
ক্ষেপিলেক সমর প্রাঙ্গণে।
কছিরের পুত্রশির, দেখি সব কুফি-বীর,
ভয়বাসি ভঙ্গ দিল রণে ;
বাজায় বিজয়-ধ্বনি, ওবেদুল্লা-অনকিনী,
হরষিত প্রফুল্ল বদনে।

[২]

এথাতে মোসেম শুনি এত বিবরণ,
শোকাকুল হই বীর ভাবে নিরঞ্জন।
মক্কায় যাইতে বীর ওকেল-নন্দন,
নিশাযোগে অশ্বে চড়ি করিলা গমন।
দেখিলা পশ্চিম দ্বারে গিয়া মহাজন,
রক্ষিছে নগর দ্বার সৈন্য অগণন।
যাইয়া উত্তর দ্বারে দেখে মহামতি,
অশ্বসাদী রক্ষে দ্বার রণে বায়ুগতি।
পূর্ব্ব দ্বারে খালেদ সে ওবেদুল্লা-সুত,
বিপুল বাহিনী সঙ্গে পরাক্রম-যুত।
দক্ষিণের দ্বারে গিয়া ওকেল-কুমার
বিষাদিত ভেল দেখি সৈন্য-পারাবার।
নিরাশ-হৃদয়ে বীর ভ্রমিতে লাগিল,
লীলাময়-লীলা, যামা প্রভাত হইল।
তাহা দেখি মহাজন শঙ্কিত হৃদয়;
হেনকালে দেখে তাঁরে এক পাপাশয়।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে বেগবন্ত অশ্বে চড়ি,
কবচ-কিরীটধারী বিক্রমে কেশরী;
অভিপ্রায়ে মোসেম বুঝিয়া পাপমতি,
সেনানী-সকাশে গিয়া বলে শীঘ্র গতি।
হোথা দূরে থাকি তাঁরে দেখি সৈন্যগণ,
ক্ষেপিয়া তুরঙ্গ চলে সদৃশ পবন।
তাহা দেখি ভীত মনে ওকেল-তনয়,
অবতরি ভগ্ন মসজিদে প্রবেশয়। (১)

(১) হজরত মেসেম শত্রুগণের অলক্ষিতে অশ্ব হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক মস্‌জেদে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন।

নাহি দেখি পাপিগণ বিস্ময় মানিল,
বলে এর (ই) মধ্যে শত্রু কোথা লুকাইল।
অশ্ববার-হীন অশ্ব দেখি পাপমতি,
বিস্তর অণ্বেষি ফিরি গেল শীঘ্র গতি।
ওবেদুল্লা স্থানে গিয়া সকল (ই) কহিলা,
দ্বার সব বাঁধিতে পাপিষ্ঠে আজ্ঞা দিলা।
ঘোষিল মোসেমবীরে ধরিবে যেজন,
আ-প্রপৌত্র ভুঞ্জিবেক দিব হেন ধন।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হেথা মোসেম পীড়িত,
দিন শেষে নিঃসরি চাহেন চারিভিত।
কাঁদি কাঁদি বলে বীর ভাবি নিরঞ্জন,
শত্রু মাঝে বন্দী—হায় প্রাক্তন-লিখন।
হেন জন নাহি মোর দুঃখ-নিবেদন,
কহে গিয়া যথা ভাই আলীর নন্দন।
এত বলি গেলা বীর এক গৃহ-দ্বারে,
দেখিলেন বৃদ্ধা এক উপসনাগারে।
উপাসনা শেষে যবে মালাজপে বসি,
মোসেম বলিল "মাতঃ আমি উপবাসী"।
পানীয় প্রদানে পুণ্য লভহ জননি!
শুনি বৃদ্ধা পিয়িবারে জল দিলা আনি।
বৃদ্ধা বলে যাহ বৎস আছিলা যথায়,
রাজ্যের জঞ্জাল হেতু না রহ হেথায়।
মোসেম কহিলা মাতঃ নাহি গৃহবাস
অধীন দুঃখিত আমি সর্ব্বার্থে নিরাশ।
বৃদ্ধা বলে জাতিকুল দেহ পরিচয়,
বলিতে লাগিল তবে ওকেল-তনয়।
জানহ জননি! আমি ওকেল-নন্দন,
হোসেন-নিমিত্ত প্রাণ করিয়াছি পণ।

পরিচয় পাই বৃদ্ধা অতি হরষিত;
পায়ে পড়ি নানা ভক্ষ্য দিলেক ত্বরিত।
ভিন্ন এক গৃহ দিল করিতে শয়ন,
হেন কালে উপনীত বৃদ্ধার নন্দন।
বহু যত্ন করি পুত্রে জননী কহিলা,
"কাকে না কহিবে পুত্র"—বলি নিষেধিলা।
হেন কালে হয়ে গেল প্রভাত সময়,
ওবেদ-সকাশে গেল প্রাচীনা-তনয়;
শুনিলেক ওবেদুল্লা কহিছে তখন,
"মোস্লেমে যে রাখিয়াছে করিব নিধন।
যে তাহাকে ধরি দিবে, দিব বহুধন,"
প্রাণ ভয়ে প্রকাশিল বৃদ্ধার নন্দন।
শুনিয়া ওবেদ সেনাপতি পাঠাইলা,
তিন শত অশ্ববার তার সঙ্গে দিলা।
ওবেদুল্লা আজ্ঞা পাই সত্বরে চলিল,
মুহূর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া পৌছিল।
হেথা উপসনা অন্তে (১) ওকেল-নন্দন,
সৈন্য সিংহনাদ শুনি সচকিত মন।
কবচ কিরীট খড়্গ লই নিঃসরিলা,,
প্রচণ্ড কেশরী যেন সংগ্রামে রুষিলা।
সৈন্যে প্রবেশিয়া বীর সংহারে অতুল,
গোঠ মধ্যে যেন রঙ্গে খেলায় শার্দ্দূল।
মোস্লেম কাটেন সৈন্য ধাই' চারি ধারে,
অবশিষ্ট সৈন্য যাই রহিলেক দ্বারে।
ওবেদ শুনিয়া তার সেনানীর তরে
বহুল গঞ্জিয়া বলি পাঠাল সত্বরে।

(১) প্রভাতিক উপাসনা।

তিন শত সৈন্য সহ একাকে না পার,
কোন মুখে বীর-দর্প সভামাঝে কর?
ইহার উত্তরে তারে কহিল সেনানী
তিনশত বৃষে সিংহ জিনে, নাহি শুনি।
আলীর ভ্রাতার পুত্র বিক্রমে কেশরী,
ত্রিসহস্র হইলেও কি করিতে পারি?
এত শুনি ওবেদুল্লা সৈন্য পাঠাইল;
কিন্তু সন্ধি-তরে চেষ্টা করিতে কহিল।
এত শুনি তাহার দুর্ম্মুখ সেনাপতি,
মোস্লেমে সম্বোধি বলে মধুর ভারতী।
অভয় প্রদান কৈল জয়েদ-নন্দন,
যুদ্ধ ছাড়ি মিল বীর নাহও বিমন।
মোস্লেম বলিলা মোর মিলি নাহি কাজ,
অসভ্য কুফার লোক মুখে নাহি লাজ।
এত বলি পুনঃ সৈন্যে প্রবেশ করিল,
বাছি বাছি বীর সব কাটিতে লাগিল।
ভয়ে কতজন গিয়া পর্ব্বতে উঠিল,
মোস্লেম ললাটে শিলা ক্ষেপিতে লাগিল।
মোস্লেম বলেন আজি মুক্ত যমদ্বার,
"সহিদ"—সম্পদ আজি দিল করতার।
এ বলিতে আর এক পাপী দুরাচার
তাঁহার ললাটে শিলা করিল প্রহার।
ঝলকে রুধির গলি ঝাপিল বদন,
সন্ধ্যা সমাগমে যথা লোহিত তপন।
আর এক জনে শিলা মুখে প্রহারিল,
দশন মুকুতা-পাঁতি ভাঙ্গিয়া পড়িল।
চাহিয়া মক্কার দিকে ওকেল-নন্দন,
হোসেন স্মরিয়া কাঁদে বিরষ বদন।

শুন ভাই হোসেন "নবির" প্রাণধন,
ক্ষুদ্র জনে মারে তোর পিতৃব্য-নন্দন।
কি শোকে আসিয়া মোরে না কর উদ্ধার,
শ্রীচরণে হেন কিবা দোষ অভাগার ?
এ বলি প্রাচীরে ঠেশ দিতে মতিমান,
অলক্ষিতে শিরে খড়্গ হানিল এম্রান।
শির না কাটিয়া খড়্গ কাটিল অধর,
নেউটি মোসেলম তাকে হানিল সত্বর।
দশ পদ অন্তরে খসিয়া পড়ে শির,
বধিলেন মোসেলম এম্রান মহাবীর।
প্রাচীরে দিলেন ঠেশ পুনঃ মহাত্মন,
হেন কালে পৃষ্ঠে ছেল হানে এক জন।
সেই ঘায়ে মোসেলম পড়িল ভূমিতল,
ধাইয়া বেড়িল আসি যত পরবল।
ওবেদুল্লা আগে ধরি লইল তখন
প্রণাম না কৈল তারে ওকেল-নন্দন।
পাপী সবে বলে কেন না কর প্রণাম,
মোসেলম কহিলা আর প্রণামে কি কাম।
যদ্যপি শৃগাল হস্তে সিংহ বন্দী হয়।
তথাপি সে শৃগালের পদে না ধরয়।
ওবেদুল্লা বলে শুন ওকেল-নন্দন
এজিদে না ভজ তুমি কিসের কারণ ?
মোসেলম কহিলা ছাড়ি আলীর-নন্দন,
দাসী-পুত্র এজিদে ভজয়ে মূঢ় জন !
সহজে বুঝিনু আজি করিবা সংহার,
একজন কোরেসীকে বল আসিবার।
তিন কথা তার ঠাঁই কহিব নিশ্চয়,
এ বিলয়া ফিরি দেখে ছায়াদ-তনয়।

তাঁহাকে নিকটে ডাকি বলে মহাশয়,
ইষ্ট জন হও মোর নাহিক সংশয়।
তিন নিবেদন মোর সর্ব্বথা পালিবা,
প্রথমে আমার অশ্ব কবচ বেচিবা
সপ্তশত তঙ্কা ঋণ আছয় আমার,
মোর দ্রব্য বিক্রয়ে শোধিবা সেইধার।
শব মোর "দফন" করিবা সাবধানে,
(শির মোর লইবে এজিদ বিদ্যমানে।)
তৃতীয়—লিখিবা পত্র হোসেন গোচর,
কভু না আইসে যেন এ কুফা নগর।
তবে ওবেদুল্লা বলে শুন সভাজন,
ঝাটে উঠ কে বধিবা ওকেল-নন্দন।
এম্রানের পুত্র বলে আজ্ঞা কর মোরে,
পিতৃ-বৈরী উদ্ধারিব প্রফুল্ল অন্তরে।
আজ্ঞা কৈলা কাট ঝাটে টাঙ্গীর প্রহারে,
তাহার সুহৃদগণে দেখুক তাহারে।
ওবেদ-আদেশে পাপ এম্রান-নন্দন
টাঙ্গী-ধারী, উপরে উঠিল ততক্ষণ।
শরাঘাতে জর্জ্জর বন্ধন হস্তে পায়,
তাই ধরি মৃগেন্দ্র শৃগালে ল'য়ে যায়।
মোসেলম ভাবিছে মনে প্রভু নির্ব্বিকার,
যাকে যে করয়ে বল করিবা বিচার।
ডাকি আনি আমাকে বধয়ে পাপিগণ ;
হিংসি বারে চাহে তোর "নবির" নন্দন।
এত বলি মক্কামুখ করি মহামতি,
উদ্দেশে হোসেন তরে করিল প্রণতি।
বড় সাধ ছিল মনে দেখিতে আবার,
ফিরে না দেখিনু মুখ-চন্দ্রিমা তোমার।

চুমিবারে না পারিনু চরণ কমল,
না পারিনু করিবারে নয়ন সফল।
এ বলিয়া পবনে বলেন সম্বোধিয়া,
শীঘ্র মোর প্রণাম হোসেনে কহ গিয়া।
কহিও কুফার লোক সত্য ভঙ্গ করি,
সংহারিল আমাকে "রছুল" ভয় ছাড়ি।
কদাপি কুফার বাক্যে না আসিও হেথা,
মোর লাগি মন দুঃখ না কর সর্ব্বথা।
আমি হেন শত দাস পদের নিছন,
কুশলে থাকহ ভাই আলীর নন্দন।
এ বলিয়া "দরুদ" পড়িল বহুতর,
"কলেমা" পড়িয়া ধ্যানে রহে বীরবর।
ওবেদের আজ্ঞা পাই ঘাতুক তখনি,
কাটিয়া পাড়িল শির, চোখ খড়্গাহানি।
পুনঃ পুনঃ "কলেমা" পড়িয়া মহাজন,
"সহিদ" সম্পদ পাই ত্যাজিল জীবন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য "ফেরেস্তা" করিল হাহাকার,
"হুর" সব বেড়ি নিলা ওকেল-কুমার।

আমর।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সেখ জমির উদ্দীন সাহেব সঙ্কলিত, ইস্‌লামের সত্যতা মুল্য /৷৷ আনা সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দু, খ্রীষ্টীয়ান ও ব্রাহ্মগণ যাহা যাহা লিখিয়াছেন, সেখ সাহেব সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তক পাঠে তরলমতি যুবকদের উপকারের আশা

আছে। বিধর্ম্মির প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে এক এক স্থানে "যবন" ইত্যাদি ঘৃণ্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় সেখ সাহেব সেই স্থানগুলি বিনা প্রতিবাদে পুস্তকস্থ করিয়াছেন; আশাকরি ২য় সংস্করণে গ্রন্থকার উহা সংশোধন করিয়া ছাপিবেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানা খুলনা ধামালিয়ার বিখ্যাত দাতা স্বজাতিবৎসল ধার্ম্মিকপ্রবর জমিদার শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল আহাদ সাহেবের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে বলিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। জমিদার সাহেবের ন্যায় দাতা পূর্ব্ব বঙ্গে কমই দেখা যায়।

আমরা মোহাম্মদ ইস্‌মাইল হোসেন সাহেব বিরচিত "অনল-প্রবাহ" পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। তাঁহার লেখায় তেজ ও রস আছে। হস্ত পরিপক্ক হইলে তিনি এক জন বিখ্যাত লেখক হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

কবি সেখ কজলল করিম প্রণীত "তৃষ্ণা" পাঠে আমরা প্রীত হইয়াছি। ইহার ভাষা মার্জ্জিত ও প্রাঞ্জল। পুস্তকের প্রতি পংক্তিতেই লেখকের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত "পরিত্রাণ" কাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে যে পতিত বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের এক ভগ্নস্তম্ভের সংস্কার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ।

ট্রিবিউনে প্রকাশ, ব্যারিষ্টার মিঃ হরভজন সিং প্রকাশ্যভাবে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি একটী ইউরোপিয়ান মহীলাকে পত্নীরূপে মনোনীত করিয়াছেন। মুসলমান ধর্ম্ম-শাস্ত্র অনুসারে বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

এককালীন সাহায্য আদায়।

মুনশী ওয়াজুদ্দীন আহম্মদ, যাত্রাপুর, মানিকগঞ্জ ৫৲

„ প্রচারকের এজেণ্ট আবদুল মজিদ আহম্মদ তালুকদার কোঙরনই ৩৲
„ ফয়েজর রহমান মিয়া তালুকদার কোঙরনই ২৲
„ শফি মহম্মদ বসনিয়া, শৌলমারি ২৲
„ আকবর হোসেন সাহেব, নোহালী ২৲
„ ফাজিল হোসেন, শৌলমারি ১৲
„ বদর উদ্দীন আহম্মদ শৌলমারি ১৲
মৌলবী আমির উদ্দীন মহাম্মদ, আলমবিদিত ৩৲
„ কামাল উদ্দীন সরকার সাজোয়াল মণ্ডরা ১৲
কাজি মসররফ হোসেন সাহেব, কোঙরনই ১৲
„ আরব উদ্দীন সরকার, গীদারী ১৲
„ আসমত উল্লা উকিল সাহেব, কোঙরনই ২৲
„ আমানত উদ্দীন খান, লক্ষ্মীপুর ১৲
„ কোমর উদ্দীন আহম্মদ, কোঙরনই ॥০
„ আবদুল জব্বার মোক্তার, কোঙরনই ॥০
কাজি আবদুল ওয়াহাদ, গাইবান্ধা ॥০
„ সকায়েতুল্লা আহম্মদ সরকার, কোঙরনই ॥০
„ দৌলত উদ্দীন ডাকুয়া, ধর্ম্মপুর ১৲
„ তফর উদ্দীন আহম্মদ ডাকুয়া, ধর্ম্মপুর ॥০
„ খোদাবক্স মিয়া ॥০

প্রচারক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা প্রচার কর,"
মহা কোরান সুরে মায়দা ১০ম রুকু ৬০ আয়েত (পদ)।

মধু মিয়া দ্বারা সম্পাদিত।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

মুসলমান সুধি-মণ্ডলী—শ্রীযুক্ত মৌলবী আলাউদ্দিন আহম্মদ ১৫৩
লায়লী মজনু ... ... কবিবর শ্রীযুক্ত সেখ ফজলল করিম ... ১৬৩
হজরত মোহাম্মদ ও তাঁহার শিক্ষা—আবদুল্লা ১৭৫
পরিত্রাণ কাব্য—কবিবর শ্রীযুক্ত সেখ ফজলল করিম, ... ১৮৩
সমালোচনা ১৯৩
নবকুমুদ ... শ্রীযুক্ত মৌলবী মতীয়র রহমান ... ২০৭
বিবিধ বিষয় ২১১
ক্রুসেড বা জেহাদ ২১৭

VOL. III. PRACHARAK No. 6-7

Dealing with social, political and religious questions.

THE ONLY WIDELY CIRCULATED MAHOMEDAN MONTHLY MAGAZINE, IN BENGALI.

—o—

SUBSCRIPTION— ~~Rs~~ 2. per annum.

For contract rates of advertisement,

Please write to—

M. A. RASHID,
MANAGER,
39, Baldiapara Road, CALCUTTA.

এই সংখ্যার মূল্য ।৶০ আনা।

"প্রচারক" সম্বন্ধে খবরের কাগজের মতামত।

"প্রচারক।" মধু মিয়া এই মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। ইহার লেখকগণ সকলেই শিক্ষিত মুসলমান। প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয়, এরূপ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা রচনার পাঠক মুসলমান সমাজে অধিক নাই। মুসলমান ভ্রাতারা এত ভাল বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, ইহা আমরা জানিতাম না। "মধু মিয়া" নামটীও বেশ মিষ্ট। নববিধান আষাঢ়, জুন, ১৯০১।

প্রচারক—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। মধুমিয়াদ্বারা সম্পাদিত, মুসলমানের মাসিক পত্র। সম্পাদক মুসলমান, লেখক মুসলমান, ম্যানেজার মুসলমান, হামিদ প্রেসে মুন্সী সইদররহমান দ্বারা মুদ্রিত। কেমন সতেজ সজোর ভাষা, মুসলমানের লেখা বলিয়া মনেই হয় না। "ইসলাম ও বিজ্ঞান" প্রবন্ধটি পাঠ যোগ্য। 'লায়লী মজ্নুর' ভাষা মধুর, লিখন ভঙ্গী পরিপাটী। এমন পত্রের আদর হইলে আমারা সুখী হইব।
রঙ্গালয় ৩রা শ্রাবণ ১৩০৮।

প্রচারক—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, মধু মিয়া দ্বারা সম্পাদিত ও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণ যে ক্রমে মাতৃ ভাষার সেবায় অধিকতর মনোযোগী হইতেছেন ইহা নিতান্তই আশা ও আনন্দের কথা। প্রচারকের সমালোচ্য সংখ্যায় দ্বাদশটি প্রবন্ধের সমস্তই মুসলমানগণ কর্ত্তৃক লিখিলত এবং বিশেষ আনন্দের কথা এই যে এই সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে অনেক গুলিই সুলিখিত। "ইস্‌লাম ও বিজ্ঞান", "শিক্ষা" প্রভৃতি প্রবন্ধের লেখকগণ বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছেন। 'লায়লি মজনু' 'নিয়তি' প্রভৃতি উপন্যাস হিন্দু মুসলমান সকলেরই চিত্ত বিনোদনে সমর্থ হইবে। বিকাশ ৭ই শ্রাবণ, ১৩০৮।

নিয়মাবলী

১। প্রচারকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲

২। ডাক্তার ময়েজ উদ্দীন আহম্মদ সাহেবের নামে আফিসের ঠিকানায় টাকা কড়ি, বিনিময় পত্র, প্রবন্ধ এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার
এম, আব্দর রসিদ
৩৯ নং বলদিয়াপাড়া রোড, (মানিকতলা) কলিকাতা

৩য় বর্ষ। ১৩০৮ আষাঢ় ও শ্রাবণ। ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

প্রচারক।

মুসলমান সুধি-মণ্ডলী।

[৩]

(১) এমাম জোফার (রহঃ)।

ইনি মহাত্মা এমাম আজম আবু হানিফা (রহ) এর একজন প্রধান সহচর ও সহকারী। ফেকাহ শাস্ত্রে ইঁহার আসন সুপ্রসিদ্ধ এমাম মহম্মদেরও * উপরে মান্য করা যায়। কিন্তু ইঁহার লিখিত কোন গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এবং ইঁহার জীবনের সমস্ত বিবরণও জানা যায় না। ইঁহার পিতা হোজেল ইস্পাহানের অধিবাসী ছিলেন। অন্যান্য পূর্ব্ব পুরুষগণ আরবীয় বংশ ভুক্ত। ফেকাহ শাস্ত্র প্রণয়নে ইনি এমাম আজম সাহেবের প্রধান দশ জন আসহাবের একজন ছিলেন। প্রথমে ইনি হাদিস অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মহাপণ্ডিত আল্লাম নওবী † তহজিবুল আসমাওল্লোগাত নামক মহাগ্রন্থে ইঁহাকে সাহেবুল হাদিস, বলিয়া লিখিয়াছেন। হাদিস অধ্যয়ন করিবার পর ফেকাহ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ফেকাহ শাস্ত্রেরই সেবা করেন। কেয়াস বা অনুমান দ্বারা শাস্ত্রীয় বিধি সঙ্কলনে এমাম জোফারের যোগ্যতা অসাধারণ ছিল। এমাম আবু হানিফা সাহেব বলিয়াছেন "আমার আস্‌হাবগণ মধ্যে জোফারই সমধিক কেয়াস-পটু।"

---

* ইঁহার জীবন বৃত্তান্ত যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

† ইহার সম্পূর্ণ নাম মহিউদ্দিন ইয়াহইয়া নওবী। মহাসম্মান জনক 'শায়খুল এসলাম' উপাধি ভূষণে ভূষিত ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম শরফ, তাঁহার পিতা হাসন, তাঁহার পিতা হোসেন। আল্লামা নওবী ৬০১ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ৬৪৯ সনে ইঁহার পিতা ইঁহাকে

দামেস্কে লইয়া যান। সেখানে ইনি তত্রত্য মাদ্রাসায় ভর্ত্তী হইয়া বিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং বহুদিবস মহাত্মা কামালুদ্দিনের সহবাসে থাকেন। ৬৫১ হিজরীতে আপন পিতার সহিত হজ করিবার জন্য মক্কাধামে গমন করেন। নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করতঃ ইনি অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসামান্য অভিজ্ঞতা, বহুদর্শিতা ও কার্য্যদক্ষতা লাভ করেন। হাদিসের হাফেজ ও সর্ব্ব প্রকার হাদিসে অভিজ্ঞ হইয়া ছিলেন। বিদ্যানুশীলন, জ্ঞান চর্চ্চা ও উপাসনা আরাধনা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে সময় কর্ত্তন করিতেন না। এশার নামাজান্তে যৎসামান্য খাদ্য ভিন্ন দিবা রাত্রির মধ্যে আর কিছু ভক্ষণ করিতেন না। জীবনে ইনি বিবাহ করেন নাই। বয়তুল মোকাদ্দস জিয়ারত করার পর ৮৭৭ হিজরীতে মহাত্মা নওবী মানবলীলা সংবরণ করেন।

মহাত্মা আল্লামা নওবীর অসাধারণ প্রতিভা ও অগাধ পণ্ডিত্যের পরিচায়ক তাঁহার কতিপয় গ্রন্থের নাম করিতেছি যথা—

(১) আররওজা, (২) আল্ মেন্হাজ, (৩) শরহোল্ মোহাজ্জব, (৪) শরহ সহিহ্ মোসলেম, [৫] কেতাবুল আজকার, [৬] রেয়াজুস সালেহীন, [৭] অল্ মানাসেক, [৮] অল্ আরবাউন, [৯] আত্তিরইয়ান ফি আদাবে জুমলাতেল কোরাণ, [১০] কেতাবুল মোরহমাত, [১১] আত্তহরির ফি আল্ফাজে ওাম্বীহ, [১১] নোকাতুওাম্বীহ, [১৩] অল্ খোলাসা, [১৪] আল্ এরশাদ, [১৫] তোহফাতুত্তালেম, [১৬] আওাল্বিহ শরহোওাম্বীহ, [১৭] নোকাত আলাল্, আসিত, [১৮] শরহোল অসিত, [১৯] সহিহ বোখারীর এক অংশের শরাহ, [২০] তবকাতুশ শাকেইয়া, [২১] দরস্তুল মাসায়েল, [২২] রেসালা ফিল্ এস্তেস্কা, [২৩] রেসালাফি এপ্তেহবাবেল কেয়াম লে আহলেল ফজল্, [২৪] রেসালা ফি কেস্মতেল্ গানায়েম, [২৫] আল্ ওসুল, [২৬] আজ্জওয়াবেত, [২৭] আল্ এশারাত আলার রওজা, [২৮] আত্তাকরিব, [২৯] আত্তায়সির মোখ্তাসেরুল এরশাদ, (৩০) তহজিবুল আস্মায়ে অল্লোগাত।

এসমস্ত গ্রন্থই অতি প্রসিদ্ধ, উপাদেয় ও আদরনীয়। শেষোক্ত গ্রন্থ জীবন চরিত বিষয়ক, অতি প্রকাণ্ড ও মূল্যবান।

মহাত্মা হাসন এবে জেয়াদ * বলেন "এমাম আবু হাসিফার সভায় তাহার আসহাবগণ জোফারের আসন সর্ব্বোচ্য ছিল। মহাত্মা দাউদ তায়ী হইতে রওয়ায়েত আছে যে এমাম আবু ইউসফ ও জোফারের মধ্যে অনেক সময়ে শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্ক হইত। জোফার বিশেষ বাক্ পটু ছিলেন বলিয়া অনেক সময়ে এমাম আবু ইউসফ বতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। তখন জোফার বলিতেন আপনি পলায়ন করেন কোথায়! আপনার সম্মুখে অনেক দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে যেটী ইচ্ছা সেইটী অবলম্বন করুন।"

মহাত্মা শাদ্দাদ † বিন হাকিম বলেন, "আমি একবার আসাদ এবে ওমরের নিকট জিজ্ঞাসা করি যে আবু ইউসফ ‡ ও জোফারের মধ্যে কে অধিক ফকিহ?" কহিলেন, জোফারই সমধিক ধর্ম্ম পরায়ণ।" পুনঃ কহিলাম, ফেকাহ শাস্ত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ধর্ম্ম পরায়ণতা সম্বন্ধে নহে। কহিলেন "ধর্ম্ম পরায়ণতা গুণেই মানুষ মহৎ হইয়া থাকে। হাসন এবে

* ইহাঁর অবস্থা পরে বিবৃত হইবে।

† ইনি এমাম জোফারের একজন প্রধান ছাত্র ও সহচর ও বিখ্যাত ফকিহ মোহাদ্দেস ছিলেন। এমাম তাহাবীর উপাধ্যায় আহম্মদ বিন-এমরানের শিক্ষাগুরু ছিলেন। মহাত্মা আবু আসেম নবীল এমাম আজম সাহেবের পরলোক গমনের পর ইহার নিকট ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। প্রথমে ইহাকে যখন কাজীর পদ লইতে অনুরোধ করা হয় তখন ইনি অস্বীকার করেন। পরে আবার স্বইচ্ছা মত ঐ পদ লইতে চাহেন। ইহাতে লোকে তাহাকে তিরস্কার করিতে থাকে। তিনি উত্তর দেন "আমি যখন এই পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম তখন আমা ব্যতীত এপদের উপযুক্ত লোক আরও অনেক ছিলেন। এখন আর কেহই নাই। এমত অবস্থায় আমি যদি এপদ গ্রহণ না করি তাহা হইলে খোদাতায়ালার নিকট আমাকে জবাব দেহি করিতে হইবে। এই ভয়েই ইহা গ্রহণ করিতে চাহিতেছি।" সুধি-প্রবর শাদ্দাদ ২২০ হিজরীতে ভব লীলা সাঙ্গ করিয়াছেন।

‡ ইহার বৃত্তান্ত পরে যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

জেয়াদ বলেন "জোফার ও দাউদ তায়ীর মধ্যে পরস্পরে অত্যন্ত সখ্যতা ও প্রাতৃভাব ছিল। উভয়েই একবারে শাস্ত্রালোচনা করিতেন। কিন্তু কালক্রমে মহাত্মা দাউদ কেবল আধ্যাত্ম ভাবে মনোযোগ দিয়া উপাসনা আরাধনা ও তপ জপেই নিবিষ্ট হইয়া যান। শাস্ত্রালোচনা পরিত্যাগ করেন। এমাম জোফার উভয় কার্য্য সাধনেই তৎপর থাকেন।"

কথিত আছে যে এমাম জোফার, কে কাজীর পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি অস্বীকার করেন। এজন্য রাজাদেশে তাহার বাসগৃহ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। এসময় তিনি স্থানান্তরে ছিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ভগ্ন গৃহের সংস্কার করেন। আবার তাঁহাকে কাজীর পদ গ্রহণ করিতে পীড়াপীড়ি করা হয়। এবারও তিনি স্বীয়মতে অবিচলিত থাকিয়া অস্বীকার করেন। আবার তাঁহার গৃহ ধ্বংশ করা হয়। কিন্তু ইহাতেও তিনি মত পরিবর্ত্তন করেন না এবং কোন মতেই কাজীর পদ গ্রহণ করেন না।

এমাম জোফার সম্বন্ধে আরও বহু আশ্চর্য্য কথা আছে। বাহুল্য ভয়ে তদ্বিবরণে নিবৃত্ত রহিলাম। তিনি ১১০ হিজীরাতে জন্মগ্রহণ এবং ১৫৮ সনে স্বর্গারোহণ করেন।

(২) মহাত্মা দাউদ তায়ী (রহঃ)।

পরম করুণাময় খোদাতায়ালা মহাত্মা দাউদ তায়ীকে অতি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য ও সাধুত্ব গুণে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইনি একজন প্রধান তাপস ও মোরশেদে কামেল বলিয়া বিখ্যাত ও মান্য। সাধুজন শ্রেষ্ঠ মহাত্মা শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তার (কো) * তদীয় "তজকেরাতুল আউলিয়া নামক গ্রন্থে ইহার অনেক অলৌকিকত্ব ও গুণ গ্রামের বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন।

প্রথমে ইনি প্রাথমিক আবশ্যকীয় বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরে এমাম আমশ, ও এবে আবিলায়লা প্রভৃতি প্রধান ও প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেস গণের নিকট হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হাদিস শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া পরে এমাম আবু হানিফা সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ফেকা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এলমে কালামেও (শাস্ত্র-

* ইহার অবস্থা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

দর্শন) বিশেষ নিপুণতা লাভ করিয়া ছিলেন। সুতরাং দাউদ তায়ী মোহাদ্দেস, ফকিহ, তাপস, মোতাকাল্লে প্রভৃতি বিশেষণের সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন।

ফেকাহ শাস্ত্রে দাউদের এরূপ অধিকার হইয়াছিল যে 'সাহেবায়ন' অর্থাৎ এমাম আবু ইউসফ ও এমাম মহম্মদের মধ্যে কোন কথায় মতভেদ বা বাদানুবাদ হইলে তিনি মধ্যস্থ রূপে বরিত হইতেন এবং তাঁহার নিষ্পত্তি উভয়ে নিরাপত্যে মানিয়া লইতেন। মহারেব এবে দেসার (প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেস) বলিতেন" দাউদ যদি পূর্ব্বগত উম্মত গণের মধ্যে হইতেন তাহা হইলে খোদাতায়ালা কোরাণ শরিফে তাঁহার কথা উল্লেখ করিতেন।" ইহাতেই দাউদের মাহাত্ম্য ও মহত্ত্বের বিষয় অনুমান ও পরিমাণ করা যায়।

মহাত্মা দাউদ সময়ে সময়ে শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থা লইয়া প্রধান প্রধান বিজ্ঞমণ্ডলীর সহিত বাদানুবাদ ও ন্যায় তর্ক করিতেন। এবিষয়ে তাঁহার ক্ষমতাও সামান্য ছিলনা। একদা তিনি কোন এক পণ্ডিতের সহিত তর্ক করিতে যাইয়া কোন কথায় উত্তেজিত হইয়া একটী প্রস্তরখণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বীর শরীরে নিক্ষেপ করেন। তাহাতে সে ব্যক্তি বলিয়া উঠে "দাউদ, আমি দেখিতেছি মুখের সঙ্গে সঙ্গে তোমার হস্ত ও বুদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।" একথা শুনিয়া দাউদ কিছু অপ্রতিভ হইলেন; তাহার মনের গতিরও পরিবর্ত্তন হইল। আর কখনও কাহার সহিত বাদানুবাদ করিবেন না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু বিদ্যালোচনা ক্ষান্ত করিলেন না। এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেলে পর নিজস্ব গ্রন্থাদি জলে ফেলিয়া দিয়া সাংসারিক সমুদয় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ও সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঘোর বিরাগী হইলেন। এবং সাধুশ্রেষ্ঠ, মহর্ষি হবিব আজমীর সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকিয়া কেবল তপ জপ ও ধ্যান ধারণা ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করিলেন। ঈশ্বরারাধনা কার্য্যে তিনি এরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য আরম্ভ করেন যে আহার করিবার সময় পর্য্যন্ত পাইতেন না। এমন কি সময়াভাবে আহারীয় রুটী জলে ভিজইয়া রাখিতেন যখন তাহা ভিজিয়া গলিয়া যাইত তখন শরবতের ন্যায় চমুক দিয়া পান করিতেন। কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "রীতিমত

ভোজন করিবার সময় কোথায়! রুটী নিয়মিত রূপে খাইতে যত সময় লাগে, ততক্ষণ পঞ্চাশ 'আয়ত' কোরাণ পাঠ করা যায়।"

কথিত আছে যে পিতৃ সম্পত্তির যে অংশ তিনি ওয়ারেসী সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাই অল্প অল্প করিয়া ব্যয় করতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এবং প্রার্থনা করিতেন "হে খোদা, এই সম্পত্তি যখন নিঃশেষ হইয়া যাইবে তখন যেন আমার জীবন ও শেষ হয়।" বস্তুতঃ তাঁহার এই প্রার্থনা গৃহীতই হইয়াছিল। ঐ সম্পত্তির দশ দাঙ্গ * মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে একদা এমাম আবু ইউসফ সাহেব তাঁহার মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে দাউদ প্রতি দিন কত করিয়া ব্যয় করিয়া থাকেন তিনি উত্তর করিলেন "এক দাঙ্গ করিয়া" অনন্তর এমাম সাহেব ফিরিয়া আসিলেন এবং দশ দিবস পরে দাউদের অবস্থা জানিবার জন্য একজন শিষ্য পাঠাইয়া দিলেন॥ শিষ্য আসিয়া সংবাদ দিল "দাউদ অদ্য প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।"

মহাত্মা দাউদ তায়ী, হিজরী ১৬০ সনে অন্য মতে ১৬৫ সনে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

(৩) মহাত্মা মন্দল বিন-আলি কুফী (রহঃ)।

আবু আবদুল্লা ইঁহার কুনিয়ত। সুপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেস হাবান ইঁহার সহোদর। ইনি এমাম আমশ, হেশাম বিন্ ওরওয়া, আবদুল মালেক এব্নে আমির, আসেম আহওল এবং এমাম আবু হানিফা হইতে হাদিস রওয়ায়েত করিয়াছেন।

ইনি অতিশয় ধর্ম্ম পরায়ণ মহাত্মা ব্যক্তি এবং তাবে তাবেইন মহাত্মাগণের মধ্যে (তবকায়ে কেবার) উচ্চ শ্রেণী ভুক্ত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ হাদিসবিৎ এমাম আবু দাউদ ও এমাম এব্নে মাজর † ইঁহার বর্ণিত অনেক

* দেরামের এক চতুর্থাংশ ছয় রতি পরিমাণ ওজন বিশিষ্ট এক প্রকার ক্ষুদ্র মুদ্রা।

† সুপ্রসিদ্ধ সেহাসেত্তাকার ছয়জন হাদিস বিৎ গণের মধ্যে আবু দাউদ তৃতীয় ও এব্নে মাজা ষষ্ঠ স্থানীয়।

হাদিস তখরিজ বাহির করিয়াছেন। ১৬০ হিজরীতে ইঁহার স্বর্গলাভ হয়। ইঁহার মৃত্যুতে ইঁহার ভ্রাতা হাবান অতি শোকোদ্দীপক ও মর্ম্মস্পর্শী কবিতা লিখিয়াছিলেন। হাবানও এমাম আবু হানিফা সাহেবের একজন প্রধান ধর্ম্মবন্ধু ও সহকারী ছিলেন। অনেক হাদিস রওয়ায়েত করার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ এব্নে মাজা কেতাবে ইঁহার রওয়ায়াতের কতিপয় হাদিস বর্ত্তমান আছে। এমাম আবু হানিফা সাহেব ইঁহার স্মরণ শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ১৭২ হিজরীতে ইনি ভবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

(৪) মহাত্মা কাসেম এব্নে মায়ান (রহঃ)।

আবু আবদুল্লা ইঁহার কুনিয়ত, কুফা ইঁহার জন্মস্থান। ইনি একজন অতি প্রসিদ্ধ ও প্রধান পণ্ডিত। সুবিখ্যাত সেহাসেত্তা হাদিসকারগণ * ইঁহার বর্ণিত অনেক হাদিস রওয়ায়েত করিয়াছেন। ফেকাহ ও হাদিস শাস্ত্রে ইঁহার যেরূপ অধিকার সাহিত্যেও সেইরূপ ছিল। বরং শেষোক্ত বিষয়ে তৎকালে তাহার সমতুল্য আর কেহ ছিলেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমাম মহম্মদ ও ইঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে গিয়াছিলেন।

রাজ্যাধিপতি খলিফার আদেশে বাধ্য হইয়া ইঁহাকে কুফা নগরের কাজীর পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ঐ পদে থাকিয়া বেতন স্বরূপ কখনই কিছু গ্রহণ করেন নাই।

এমাম আবু হাফিা সাহেব এব্নে মায়ানকে অতিশয় ভাল বাসিতেন এবং যাহাদিগকে তিনি বলিতেন যে "তোমরা আমার মনের চিন্তা নিবারক ও হৃদয়ের শান্তি" এব্নে মায়ান তাহাদিগেরই একজন। এমাম সাহেব তাঁহাকে যেরূপ ভাল বাসিতেন তিনিও এমাম সাহেবকে সেইরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল

* (১) বোখারী, (২) এমাম মোস্লেম, (৩) এমাম আবু দাউদ, (৪) এমাম তেরামজী, (৫) এমাম নেসাই, (৬) এমাম এব্নে মাজা, অন্যমতে এমাম মালেক এই ছয় জন। এই ছয় নামে ছয় খানি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থকে 'সেহাসেত্তা' বলে।

মহাত্মন্ আপনি ত ফেকাহ ও সাহিত্য উভয়েরই এমাম, আচ্ছা বলুন ত এদুইটী বিষয়ের মধ্যে কোনটী সমধিক বিস্তৃত ও প্রশস্ত? এব্নে মায়ান কহিলেন "খোদাতায়ালার শপথ, এমাম আবু হানিফা সাহেবের এক একটী লেখা (ফেক্কা বিষয়ক) সমস্ত আরবী সাহিত্য অপেক্ষা গুরুভার।"

এব্নে মায়ান, নওয়াদের ও গরিবুল মোসান্নেফ নামক দুই খানি অভিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন কতিপয় আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

হিজরী ১৭৫ সনে ঁইহার ভবলীলা সাঙ্গ হয়।

(৫) এমাম আফিয়াত (রহঃ)।

ইনি ও কুফার অধিবাসী, এমাম আবুহানিফা সাহেবের একজন প্রধান ছাত্র ও ফেকা প্রণয়নের সহকারী। এমাম সাহেব ঁইহার নিকট না জিজ্ঞাসা করিয়া কোন শাস্ত্রীয় বিষয়ের স্থির মীমাংসা করিতেন না। শাস্ত্রীয় বিধি সকল বিধিবদ্ধ করিবার সময় এমাম সাহেব আর সকলকে বলিতেন "আফিয়াত না আসা পর্য্যন্ত ইহা লিপিবদ্ধ করিওনা।" তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার মত লইয়া তবে যে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইত।

ইনিও বহুদিন পর্য্যন্ত কুফা নগরের কাজীর পদে অধিরূঢ় ছিলেন হিজরী ১৮০ সনে ইহলীলা সংবরণ করেন।

(৬) এমাম আবু ইউসফ (রহঃ)।

মহা মনীষী এমাম আবু ইউসফ সাহেবের বংশ তালিকা সুপ্রসিদ্ধ আন্সার কুলের সহিত মিলিত হয়। ইনি শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত রসুল (স) এর সহচর সায়াদ এব্নে সেবতার বংশধর। ঁইহার পিতা এব্রাহিম একজন দরিদ্র লোক ছিলেন, কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেন।

এমাম আবু ইউসফ হিজরী ১২৩ অথবা ১১৭ সনে কুফা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবকাল হইতেই বিদ্যা শিক্ষার প্রতি ঁইহার অত্যন্ত

আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার পিতার সে অভিপ্রায় ছিলনা; পিতার ইচ্ছা ছিল যে কোন ব্যবসায় বা কারবার শিখিয়া জীবিকা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়। তথাপি আবু ইউসফ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অবসর মত পণ্ডিত ও বিদ্বান লোকের নিকট যাইয়া বসিতেন ও তাহাদের বিদ্যালোচনা শ্রবণ করিতেন ও যখন যাহা পারিতেন শিক্ষা করিতেন।

একদা তিনি এমাম আবু হানিফা সাহেবের অধ্যাপনার সভায় উপস্থিত থাকিয়া কোন বিষয় শ্রবণ বা শিক্ষা করিতেছিলেন এমন সময়ে তাহার পিতা আসিয়া তাঁহাকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে বল পূর্ব্বক তথা হইতে উঠাইয়া লইয়া গেলেন। গৃহে যাইয়া বুঝাইলেন, "বৎস, আবু হানিফাকে খোদাতায়ালা বিপুল ধন সম্পত্তির অধিকারী করিয়াছেন। তাঁহার সাংসারিক কোন অভাব বা চিন্তা নাই। তুমি তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যা কর কেন? এবং তাঁহার সহিত মিশিতে যাও কিজন্য?" আবু ইউসফ অগত্যা তাঁহার কথায় বাধ্য হইয়া লেখা পড়া ত্যাগ করিলেন এবং পিতৃ-আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। ওদিকে এমাম আবু হানিফা দুই তিন দিবস তাঁহাকে না দেখিয়া আর সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "ইয়াকুব এখন আইসে না কেন?" আবু ইউসফের প্রকৃত নাম ইয়াকুব ছিল, আবু ইউসফ কনিয়ত। এমাম আবু হানিকা সাহেব তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন জানিয়া আবু ইউসফ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল অবস্থা বিবৃত করিলেন। এমাম সাহেব গোপনে তাঁহাকে একশত দেরাম পূর্ণ একটী থলিয়া প্রদান পূর্ব্বক কহিয়া দিলেন "ইহা যখন শেষ হইয়া যায় তখন আমাকে জানাইও।" আবু ইউসফ ঐ মুদ্রা লইয়া আসিয়া সংসার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন এবং সাধ্যমত বিদ্যা অভ্যাসেও প্রবৃত্ত হইলেন। এমাম আবু হানিফা সাহেব নিজের কথানুযায়ী বরাবর তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া আবুইউসফ দ্বিগুণ উদ্যম ও অধ্যবসায় সহ বিদ্যানুশীলন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধীশক্তি ও প্রতিভা অসাধারণ ছিল। অল্পদিন মধ্যে সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া বিদ্বজ্জন সমাজের অতি উচ্চ আসনের অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

আবু ইউসফ এমাম আবু হানিফা ছাড়া আরও বহু পণ্ডিতের এমামের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেস আমর হেশাম বিন-ওর্ওয়া, সোলেমান তায়মী, আবু এসহাক শায়বানী, ইয়াহ্ইয়া এবে সাইস, আন্সারী প্রভৃতি প্রধান প্রধান হাদিসবিৎগণের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছেন। বিজ্ঞপ্রবর মহম্মদ বিন্ ইসহাকের নিকট মাগাজী ও সিয়ার পাঠ করিয়াছেন, মোহাদ্দেস এবে আবিলায়লার নিকটও ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। খোদাতালা আবু ইউসফকে অসাধারণ ধীশক্তি ও অতুল স্মরণশক্তি দান করিয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি সকল বিষয় শিক্ষা করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। হাফেজ এবে আবদুলরব (প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেস) লিখিয়াছেন আবু ইউসফ যখন হাদিস শ্রবণ জন্য মোহাদ্দেস গণের সভায় উপস্থিত হইতেন তখন এক আসনেই তিনি পঞ্চাশ ষাটটী করিয়া হাদিস কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন।

এমাম আবু হানিফা সাহেব যতদিন জীবিত ছিলেন, তত দিন তাঁহার সভায় প্রত্যহই এমাম আবু ইউসফ সাহেব উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার লোকান্তর হওয়ার পর রাজদরবারে গতি বিধি করেন। আব্বাস খলিফা মেহদী তাঁহাকে ১৬৬ সনে কাজীর পদে নিযুক্ত করেন। মেহদীর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী খালিফা হাদিও তাঁহাকে ঐ পদে বাহাল রাখেন। তৎপর তাঁহার উত্তরাধিকারী মহাপ্রতাপশালী গুণগ্রাহী খলিফা হারুণর রসিদ তাঁহার অলোকসামান্য যোগ্যতা, বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সমগ্র ইস্লাম জগতের কাজিউল কোজাত (সর্ব্ব প্রধান বিচারক) এর পদে উন্নীত করিয়া স্বীয় গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করেন। ইহা এমনই একটী উচ্চ পদ যে এমাম আবু ইউসফ সাহেবের পূর্ব্বে ইস্লাম জগতে আর কেহই এপদের অধিকারী হইয়াছিলেন না বরং তাঁহার পরেও এক কাজী আহম্মদ বিন আবি দাউদ ভিন্ন আর কেহ এপদ প্রাপ্ত হন নাই। * মহাত্মা এমাম আবু হউসফ সাহেব কাজীর পদে থাকিয়া

* শ্রদ্ধাস্পদ মৌলানা শিবলী নোমানী সাহেবের এই বর্ণনা। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই ইস্লাম জগতে কাজিউল্ কোজাত আরও হইয়াছেন। যথা কাজীউল কোজাত মহম্মদ আবু আবদুল্লাহ দামগানী,

ধর্ম্ম বিধি ব্যবস্থার যেরূপ উন্নতি ও কাজাই পদের যেরূপ গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন তাহা বিবৃত করিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া পড়িবে। বিশেষতঃ তাহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং তদ্বিবরণে ক্ষান্ত রাহিলাম।

মহাত্মা এমাম আবু ইউসফ সাহেব হিজরী ১৮২ সনে ৫ই রবিউল আউল বৃহস্পতিবার জোহরের নামাজের সময় ভবলীলা সংবরণ করতঃ অমর অনন্ত ধামে চলিয়া যান।

কাজীউল কোজাত মহম্মদ দায়রী, কাজিউল কোজাত শামসুদ্দিন মহম্মদ দায়রী, কাজীউল কোজাত শামসুদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ এবে খল্লেকান, কাজীউল কোজাত আবুল মজ্দ্ আবদুররহমান প্রভৃতি। তবে প্রতিভা, মহত্ব ও সম্মানে এমাম আবু ইউসফ সাহেবই অগ্রগণ্য ও শ্রেষ্ঠ।

ক্রমশঃ

লায়লী-মজনু।

চতুর্থ হিল্লোল।

নাজানি প্রণয় কি সে ?—কেমন রতন,
কেবল নামটী জাগে বিশ্ব চরাচরে
মিলনের টানে টানে।—কোথা জন্ম তার,
কেমনে দহায় প্রাণ ?—দাবানল হেন !
অথবা নিবারে তৃষ্ণা।—চির আকাঙ্ক্ষিত
মন্মথ সাধনা শেষে—আকুল সন্ধানে !
দাও পরি প্রেমানন্দে সে মোহন মালা
পূরাই কামনা মাগো—ক্লীষ্ট জীবনের।
উঠুক মঙ্গল ময় মরণ-সঙ্গীত !

মাতার মুখে তিরস্কার শ্রবণ করিয়া লায়লী যেন আকাশ হইতে

পড়িলেন, ছলনার ভাণ করিয়া কহিতে লাগিলেন "মা! মিথ্যা আমার উপর এসমুদয় দোষারোপ কেন? আমি অবলা সরলা কুলবালা, প্রণয় কি বস্তু, তাহা বহুমূল্য মণি-মুক্তা অথবা পার্থিব কোন আকার বিশিষ্ট অমৃত ময় পদার্থ, আজ পর্য্যন্ত তাহা আমি জানিবার অবসর পাই নাই, মা! যদি বনের ফল-ফুল হয়,—যদি নিকুঞ্জবিহারী ভ্রমর হয়, যদি সরসী-সৌন্দর্য্য সরোজ হয়,—তবে কি তা' আমাকে দিবেনা মা? তার জন্ম কোথায়,—ত্রিদিবের কোন অমর নিকেতনে সে অমৃত তরুর জন্ম, যাহার প্রসাদ ভক্ষণে জগতের সৃষ্টি-জীবন এক এক খানি নাটকের জন্ম-দানে অগ্রসর হন,—তাহা হইলে কি প্রত্যেক জীবনে এক একটা রহস্য-ময় নিগূঢ় কাহিনী লুক্কায়িত আছে?—যদি সদ্যবিকসিত যৌবন-হসিত সুরভি কুসুম-সম্ভার দ্বারা সযত্ন গ্রথিত ফুলহারের নামই প্রেম হয়,—তবে কি মা গলায় পরিতে পাইব না?—তবে কি মা এ অধিনীর অদৃষ্টে বিধাতা সে সুখ ধারা বর্ষণ করেন নাই? মাগো! শ্যাম উপবন কুঞ্জে পুষ্পময়ী লতার ন্যায় আগ্রহে দোলিত হইয়া প্রণয় জ্বালায় যদি রমণীগণ এতই ব্যাকুল হয়,—আর মধুপের ন্যায় পুরুষবৃন্দই যদি সে সুখ পিয়ূষ পান করিবার অধিকার পাইয়া থাকে, তবে প্রেম দূষণীয় কেন মা! তবে ত তাহা প্রত্যেক জীবনের লক্ষ্যণীয় অবলম্বন, তাতে ক্ষতি কি! যাতে দোষ নাই এমন পবিত্র বস্তুকে আমার জীবনের চিরসঙ্গী হইতে দাও না কেন? যদি প্রেম করিয়াই থাকি, তবে চক্ষুশূল জ্ঞান করিতেছ কেন? আজ' পর্য্যন্ত প্রেমের আস্বাদ পাইলাম না, অনর্থক আমাকে কেন লাঞ্ছনা করিতেছ? কন্যার কাতরোক্তিতে জননী অনুতপ্তা হইলেন, মনে মনে কলঙ্ক রটনাকারীদিগকে গালিদিতে লাগিলেন, মনে করিলেন, এখন আমার লায়লী ষোড়শী যুবতী হয় নাই অস্ফুটন্ত কলিকার উপর ভ্রমরের গমনাগমন কেন হইবে? এখন পূর্ণ সুধাই তাহাতে জন্মিয়াছে কই? দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। আবার দয়াময়ের রাজ্যে কত সুখের খেলা, দুঃখের অভিনয় হইয়া গেল কত জীবন কত প্রকারে উৎপীড়িত হইল, কাহারও উচ্ছ্বাসময়ী গতি পল্লবীতে স্রোতস্বিনী সৈকতে সপ্তস্বরা বীণা-ঝঙ্কার মোহ জাল প্রসারণের সঙ্গে ভগ্ন হৃদয়ের

নিরাশ সঙ্গীত বর্ণন করিব, 'আমাদের তা' দেখিবার অবসর কোথায়? আমরা লায়লীর দুঃখে দুঃখিত, তাহার কালরাত্রির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কালরাত্রি আবির্ভূত হইয়াছে, আর আমরা তাহার কত মনের চিত্র আঁকিব? অই দেখ বিষাদিনী নির্জ্জনে মজনুর বিরহে অশ্রুপাত করিতেছে, অই দেখ জ্বলন্ত চিন্তার আগুনে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া শশাঙ্ক সন্নিভ উজ্জ্বল দেহে কালিমার ছায়া পড়িয়াছে; ওদিকে লায়লীর মাতা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তা,—এদিকে লায়লী প্রিয়-বিরহ-বিধুরা। ভয়ানক দুঃসময়! বিদ্যালয়েও যাইতে নিষেধ বাহিরে যাওয়ার অন্য পথ নাই, সুতরাং লায়লী দিনে দিনে মজনু বিচ্ছেদে অধীরা হইয়া উঠিলেন; মনে মনে সর্ব্বদা নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন, বহির্দেহে এই হৃদয়া নলের শেষে চক্ষের কোটরে কালিমা সঞ্চিত হইতে লাগিল, আহ্লাদ, আমোদ, হাসি খুসি, ফুলতোলা, মালাগাঁথা অবসর গ্রহণ করিল, দিন নাই রাত্রি নাই নিদ্রা নাই আহার নাই বিহার নাই মোট কথা পার্থিব সুখ পরিতৃপ্তির কোন ভাবনা নাই আছে কেবল "মজনু"! সেই মজনু সেই লেখার সামগ্রী সেই তৃপ্তির স্থান হারগাঁথিবার ফুল জগতের সমুদয়ই সেই, লায়লীর হৃদয়ের সমমুদয় আকাঙ্ক্ষাই তাহার চরণ যুগলে! মজনু নামেই সমুদয় কার্য্যের সাধ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। উদাসিনী লায়লীর তখনকার মনোভাব পাঠক বেশ বুঝিতে পারিতেছেন; মজনু অভাবে লায়লী জীবিত থাকিবেন কি করিয়া এই হইল প্রধান চিন্তা। এক দিন দুই দিন আরত সহ্য হইবে না, ধৈর্য্যেরওত সীমা আছে! অনন্ত সাগরবক্ষে অসংখ্য উর্ম্মিমালার ন্যায় লায়লী তখন হৃদয়াবেগে পরিচালিতা, সেই সাগর তাহাকে কুলে লাগাইয়া দিলেই রক্ষা নতুবা সেই শেষ! চক্ষু দুইটী অবিরল অশ্রু বর্ষণ করিয়া ক্ষীণপ্রভ হইয়া গিয়াছে, মুখখানি মলিন, রুক্ষ অলক-গুচ্ছ দোদুল্যমান অবেণীসম্বদ্ধ সম্পূর্ণ পাগলিনীর বেশ! সেই বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে এক এক বার এক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস কতকালের সঞ্চিত দুঃখের গান গুলি বহিয়া আনিতেছে, লায়লী আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছে, কখনও বিধাতার উদ্দেশে সহস্র গালি বর্ষণ করিতেছে, কখনও আবার ঊর্দ্ধকরে প্রার্থনা

মগ্ন অবস্থায় বলিতেছে "হে নিত্য নিরঞ্জন অনাদি অনন্ত পরমব্রহ্ম! আমি মজনুকে হারাইয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া থাকিব? দয়াময়! এই বার তোমার দয়াময় নামের সার্থকতা সম্পাদন কর, তুমি করুণাকর একবার এ দাসীর প্রতি তোমার করুণা নির্ঝর বর্ষিত হউক, নারীজন্ম মানব জন্মের সার্থকতা লাভ করি, প্রেমে অমর হই! কিন্তু, হৃদয় যার পুড়ে সেই না "দুঃখ কি" তা বুঝে, "চিরসুখী জন" "ব্যথিতের বেদনা" কি বুঝিবেন! বিধাতা প্রেমের একবিন্দু সুধাস্বাদ লইয়া অবনী-মণ্ডলে ফেলিয়াদিয়াছেন, তিনিত সেখানে নীরব! আর জগত এদিকে ছারখার!

পৃথিবীময় লায়লীর এ কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িল, মজনু একবার চোখ তুলিয়া দেখিলেও যেন তাহার আশা পূর্ণ হইত, "বিধাতঃ! এই কমল-কোমল, প্রথম-যৌবনে, আমাকে এত কষ্ট কেন নাথ।" বলিয়া বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন।

বৃক্ষাদির পত্রাদি মর মর শব্দে শব্দিত হইলে লায়লী মজনুর আগমন আশায় ব্যাকুলতা বিস্ফারিতনেত্রে সেই দিকে দৃষ্টি সংযোগ করিয়া থাকিতেন, কি জানি, যথার্থই মজনু আইসে! কিন্তু আশা কুহকিনী, মানুষের শেষ মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহাকে ভুলা কঠিন, ডাকিনী আশাই সর্ব্বনাশের মূলাধার সে ছাড়িবার পাত্রী নহে তাই মানব পুনঃ পুনঃ সুখ-দুঃখ স্মরণে হর্ষ বিষাদ উপলব্ধি করিলেও লক্ষ্য সেই উচ্চদিকে, প্রত্যেকের আশা পূর্ণ করিতে এইরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ও বোধ হয় মনের মত গ্রাস হইবে না, ত্রিদিবের সুখ-শান্তির পরেও বোধ হয় আশার খেলা নিরস্ত নহে! এমন যে আশা, লায়লী তাহাকে কোন প্রাণে বিসর্জ্জন করিবে? তাই পথ চাহিয়া থাকিত! কন্যার শোচনীয় অবস্থা এবং উদ্ভ্রান্ত ভাব সন্দর্শনে সন্তান সোহাগিনী জননীর কোমল হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিলে লায়লী বলিতেন "রাত্রে জ্বর হয়, হাত পা জ্বালাকরে, মাথা ঘোরে, উঠিলে পড়িয়া যাইতে চাই, পেটে বেদনা তাই শরীর ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু হায়, প্রেমই যে পীড়ার আদি, প্রেম প্রতিদান না পাইলে তাহা সাম্যভাব অবলম্বন করিবে কি প্রকারে? একটা বিষের উপর

আর একটা বিষ ঢালিয়া না দিলে অমৃত কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে, বায়ু অভাবে সৃষ্টি যেমন প্রাণশূন্য হয় জলাভাবে ধরিত্রী যেমন শুষ্ক অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, উর্ব্বরস্থান ব্যতীরেকে যেমন ফুলপ্রস্ফুটন দুঃসাধ্য; বৃক্ষ লইয়াই টানাটানি পড়ে, এক্ষেত্রেও তাহাই, প্রেম না হইলে মানুষের জীবন মরুময় হইত, "প্রাণে প্রাণে টানে, একে অন্যে ভাল বাসে" এইটুকু না থাকিলেত জগত শ্মশান হইয়া যাইত, একটা মৃত স্রোতের উপর আর একটা নূতন স্রোত না মিশিলে সে কখন কুল কুল গীতি-ঝঙ্কার প্রবাহে সাগরালিঙ্গনে হৃদয় প্রসারিত করিয়া সানন্দে ছুটিতনা, জগতে তবে সুখ বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব পাওয়া যাইত না! চারিদিকে কেবল অনন্ত ধূ ধূ ব্রহ্মাণ্ডটা মৃত প্রায় দাঁড়াইয়া থাকিত, ফুলও ফুটিতনা, ভ্রমরও গুঞ্জন করিত না, পাপিয়াও গান গাহিত না, তারাদলও চোখা চোখি "মধুর স্বপন" দেখিত না; তাহা হইলে ভালবাসার পরিচয়টা এজগতে দুর্ল্লভ হইয়া উঠিত, কে তাহাকে চিনিত? একমনের সহিত অন্যমনের বাঁধন দিবার জন্যইত ভালবাসা, তাই যদি না হইল তবে সব অসার সব শূন্য, থাকিয়াও না থাকার মত। তবে যৌবনের মুকুল সৌরভের মোহেই অনেক ভ্রমর আকৃষ্ট হয় ইহার কারণ এই জল যেমন সর্ব্বাবস্থায় জগতের প্রীতি বর্দ্ধনকারী হইয়াও তৃষ্ণার সময়ে অধিক সুখময় লালসার পদার্থ হয়, প্রেমও সমুদয় জীবনে মানবের নিকট উপেক্ষিত হয় না হইবেও না, কেবল যৌবনের প্রবল মদন পূজার সময়েই অধিক সুখময় বোধ হয়, নিবিষ্ট মনে ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে প্রেম সকল অবস্থায় মানুষের মৃত-সঞ্জীবনী; আগ্রহটা মোহের ছলনায় হয়, "পাইব কি না, সে ভালবাসিবে কি না" এজন্য অনেক দুরাশার শরণাগত হই, মূলে কিন্তু সে সমুদয়ের সহিত আমাদের বহু-কাল-সঞ্চিত অনুসন্ধিৎসাবিহীন প্রাচীন সংস্কারের মোহভ্রম নৃত্য করিতেছে, তাই বিধাতার সংসারটা প্রেমের নামে প্রাণময়ী হইয়া উঠে, যেন নূতন স্বর কাকলী কোমলতার আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া যুবতীকিন্নরীকণ্ঠের মধুরতায় হেলিয়া দুলিয়া, উঠিয়া নামিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে, বিশ্বের বেদনা কণ্টকিত গৃহে একখানা সুকুমার চিত্র-কলা

মানুষকে চেতন করিবার চেষ্টা করিতেছে জগত সেই টানেই "আপ্ত হারা"!

পঞ্চম হিল্লোল।

তুমি আকুল চঞ্চলা, স্নিগ্ধা মন্দাকিনী
পিয়াসে তোমায় মাগি—
এসে বাহু প্রেম ধারা, এ পোড়া হিয়ায়
হইলো প্রেমের যোগী!

দুঃখ আছে বলিয়াই জগতে সুখের আদর, অন্ধকার আছে বলিয়াই আলোকের জন্য আমরা এত লালায়ীত, বিচ্ছেদ থাকাতেই প্রেমও একটা লোভনীয় সোহাগ হইয়াছে, নতুবা একঘেয়ে একটানা ভালবাসাটা একান্ত অসহ্য হইত।

যথা সময়ে মজনু পাঠ-গৃহে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু লায়লী নাই! সেকি? আজ' কি অসম্ভবও সম্ভব হইল, তবে কি লায়লীর কোন অসুখ করেছে; মজনু চিন্তার তরঙ্গে ভাসমান, সহপাঠী দিগকে জিজ্ঞাসায় যাহা জানিতে পারিলেন তাহাতে মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, "লায়লীর বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইয়াছে আর সে এখানে আসিবে না," শুনিয়া মজনু হতচেতন হইয়া পড়িলেন। অনেক্ষণ পরে পুনরায় চেতনা সম্পাদিত হইলে ধীরে ধীরে পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন; কিন্তু হৃদয়ে যে প্রবল ব্যত্যা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারই উপদ্রবে অভাগা অস্থির, সেই উদাস-স্বপ্নেই জীবন নিমজ্জিত। কে বলিতে পারে সে সময়ে মজনু জগতকে কোন চক্ষে কেমন রঙ্গমঞ্চ দেখিয়াছে!

"আলেফ" দেখিবা মাত্র মজনু "দেহটী এমনি ছিল" "বে" দেখিয়া তাহার নিবিড় কুন্তল জালের কথা, "তে" দেখিয়া কপোল দেশ, এইরূপে "টে" দেখিয়া রক্ত-জবা-নিন্দিত তাম্বুল রাগ-রঞ্জিত কোমল ওষ্ঠ যুগল, "ছে" দেখিয়া আপনার উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন "রে নির্ব্বাধ মন! ধৈর্য্য ধারণ কর, অবশ্যই তাহাকে পাইবি"। "জিম" দেখিয়া সৌন্দর্য্য,

চ" দেখিয়া পীন-পয়োধর'যুগলের শোভা; "খে" দেখিয়া সেই সাধের লার কথা মনে পড়িল, "দাল" দেখিয়া সেই সুঠাম লতিকার ন্যায় লটী, "জাল" দেখিয়া তাহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য, "শিন" দেখিয়া সেই হাব-ব ক্রমে "লামের" নিকটে আসিলে "লায়লী" বলিয়া চীৎকার করিয়া লেন, শেষ "ইয়া" অক্ষর দেখিয়া মজনু উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া হায় করিতে লাগিলেন,—"কোথায় লায়লী" "কোথায় লায়লী" "কেন ন নির্দ্দয় হইলে" প্রভৃতি হতাশবাক্যে হৃদয়ের অধীরতা প্রকাশ রিতে লাগিলেন।

প্রতি মূহুর্ত্তে সেই দেবী-দুর্ল্লভ অনিন্দ্য-সুন্দর সদ্য-বিকশিত মুখ-পদ্ম, ই কোমল সুগোল সুঠাম বাহু যুগল, সেই মরাল-গ্রীবা, সেই ভাঙ্গা ঙ্গা চিকণ কোমর খানি, সেই উন্নত যৌবন-কমল, সেই মন্মথ-শরাসন নিয়া আকর্ণ বঙ্কিম কামধনু দুখানি, সেই পটলচেরা মৃগ-উপহসিত দু দুইটী থাকিয়া থাকিয়া কামানলবাণে হৃদয় বিঁধিতে লাগিল, বোধ পাঠ-গৃহও মজনুর নিকট প্রেম-মন্দির বোধ হইয়াছিল, সহপাঠিবর্গ জনু পাগল হইল না কি?" ইত্যাদি বলাবলি করিতে লাগিল। সম-র দারুণ স্রোত বিশ্বের বক্ষ প্লাবিত করিয়া যাইতে লাগিল, মজনু তাশ আশায় দাঁড়াইয়া আপনার বিলাপ সঙ্গীত স্রোত তাহার সহিত লাইতে ছিলেন আর ভাবিতেছিলেন "হায় লায়লী"—"হায় প্রেম"! ই দিন হইতে আর মজনুকে কেহ বিদ্যালয়ের পথে যাইতে দেখে নাই। য়লীর অদর্শনে মজনু তুষানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন; বিধাতা তাঁহার পর বাম হইয়াছেন, সুতরাং দুর্দ্দশা দুঃখ অনিবার্য্য! আর মজনু হিতে পারিলেন না, যাহার প্রেম-প্রতিমা গোপনে হৃদয় মন্দিরে াপন করিয়া এতদিন ভালবাসার পূজা দিয়া জীবন সমর্পন করিয়া াসিয়াছেন, আজ তাহার মধুর ঈঙ্গিত আজ তাহার মুচকি হাসি, আজ াহার উজ্জ্বল কমল-নয়ন দুইটী উপেক্ষা করিতে পারিলেন না! আবার ই দিকের বাঁধনে টান পড়িল, চঞ্চল প্রকৃতি মজনু তখন পরনের াপড় গুলি আত্মহারা অবস্থায় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, শরীরে বেশ রিয়া বিভূতিলেপন করিয়া গৈরিক বসন পরিধান করিলেন, হাতে

একখানি জপমালা (তছবী) তাহাতে অনুক্ষণ "লায়লী" "লায়লী" জপিত হইতেছে, প্রেমের পাগল, নবীন সন্ন্যাসী মজনু একেবারে আপনার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া রাজপথে আসিয়া পড়িলেন, নিরাশ-কোলাহলে তাহার কর্ণ বধির হইতে লাগিল, "যে দিকে নয়ন ধায়" সেই দিকেই তাহার লক্ষ্য হইল! আমি অন্ধ, বাবা আমাকে ভিক্ষা দাও, পরকালের পথ পরিষ্কার কর, আমি আশীর্ব্বাদ করিব, বলিয়া পথে পথে দ্বারে দ্বারে কুমার চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে লায়লীর গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া "বাবা, দেউড়ীতে কে আছ গো, অন্ধ ফকিরকে ভিক্ষা দান কর, এ সংসারে আমার সমান দুঃখী কেহ নাই" এইরূপে নানা প্রকার করুণ চীৎকার করিতে লাগিলেন, তোরণদ্বার সম্মুখে কতগুলি কাদাছিল পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেন, কিন্তু অভাগার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই; সে আপনার ভাবে বিভোর! আপনার প্রকোষ্ঠে বসিয়া লায়লী ভিখারীর আর্ত্তস্বর চিনিতে পারিলেন জানালাদিয়া একবার চুপি চুপি দেখিলেন; দৌড়াইয়া যাইয়া মাকে বলিলেন, জননি! অন্ধ অতিথি দ্বারে চীৎকার করিতেছে, একবার স্ব হস্তে ভিক্ষা দিয়া আসিতে পারি? জগদীশ্বরের ইহাতে সন্তুষ্টি বিধান করা হইবে। কন্যার মুখে এহেন পরোপকার পরায়ণতার আভাষ পাইয়া মাতা বিগলিত হইলেন স্নেহ জড়িত কণ্ঠে বলেলেন "লায়লি! যাও স্বহস্তে ভিক্ষা দান করিয়া এস আর ফকিরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিও মা"!

তখন লায়লীকে আর পায় কে? ভিক্ষাহস্তে একেবারে গিয়া মজনুর সম্মুখে খাড়া; জগত যা ইচ্ছা ভাবুক লায়লীর দোষ কি! জগতের সকলেই ইহাতে অস্থির!

লায়লী মজনুর অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন আমার আর পৃথিবীতে বাঁচিয়া কি সুখ; যাঁহার জন্য আমি ভাবিতে ভাবিতে মরণাপন্ন হইয়াছি, তাঁহাকে আমি জীবনে---এতুচ্ছ প্রাণ থাকিতে ভুলিতে পারিব না; আর আমার জন্য যিনি রাজ্য ধনমান গৌরব পদদলিত করিয়া কাঙ্গালের বেশে পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন সাংসারিক রাজ-ভোগে যিনি আমার জন্যই অবহেলা করিয়াছেন, কেমন করিয়া তাঁহাকে

ভুলিব? মজনু আর আপনাকে স্থির রাখিতে পারিলেন না; তখন আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "ঈপ্সিত, চিরদয়িত, এসগো নয়নের মণি" জীবনের বল এসগো, একবার এতৃষিত পরাণে এসগো"!

অধরে অধরে হৃদয়ে হৃদয়ে
এসগো আমরা বাঁধিহে।
মিটাই পিয়াস ক্ষোভের কালিমা,
একবার তুমি এসহে!
পতঙ্গ হইব হওগো প্রদীপ,
তোমাতেই প্রাণ দিবহে।
মু'খানি হেরিতে হাসিতে-কাঁদিতে
তব সঙ্গ-সুধা দিও হে!
যেতে দাও প্রাণ তবু ছাড় লাজ
দাও দাও ঐ মিলন হে,—
পাষাণ হৃদয়া হ'য়োনা গো ধনি
আঁখি তুলে মুধু চেয়ে হে!
পাগল আমিগো পূরাও কামনা
হৃদে দিও পদ দুটীহে
স্বপন সুখেতে তপত নাশিতে
যায় যেন প্রাণ চলে হে!

ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডে আগুন লাগিলে পবন-সংযোগে যেমন তাহা বন-বিস্তৃত হইয়া লক্ষগুণ-তেজে জ্বলিতে থাকে, মজনুর হৃদয় কাননেরও আগুন, বহুদিনের বিরহ-জ্বলনের পর সেইরূপ প্রবল ভাবে জ্বলিয়া উঠিল; বোধ হয় সংসারের অনেক হতভাগ্যই এ আগুনে দগ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ে লেখকের লেখনী কণ্ডূয়ন অনর্থক! যেই দেখা, অমনই গলায় গলায় বুকে বুকে মুখে মুখে মধুর মিলন! তখন মজনুর জীবন রজনীর বিষাদময়ী তিমিরাচ্ছন্ন ঘটনাগুলি এক একটা করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল, নয়ন-যুগল বহিয়ে বহিয়ে স্নেহাশ্রু বিচ্ছেদের তাপে উষ্ণ নিশ্বাসের তালে তালে মুক্তাফল সদৃশ অবিরল ঝরিতে লাগিল।

প্রেমের তরঙ্গে বিরহের তরঙ্গ মিশিয়া বর্ত্তমানের মিলন তরঙ্গ প্রবল হইয়া নাচিল, মজনু কহিতে লাগিলেন "প্রিয়ে! তোমার সহিত সাক্ষাৎ বন্ধ হওয়া অবধি আমার জীবন অসার, লক্ষ্যশূন্য হইয়াছে, আহার নিদ্রা বিহারাদি মানবীয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া কোন অধৈর্য্যের দেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিতে পরিলাম না, আমার আমিত্ব নাই এই ত্রিজগতে সমুদয় লজ্জার মাথা আমি খাইয়া ফেলিয়াছি; জগতে লোকে আমার তোমার মুখ পুড়িয়াছে বলিয়া কত কথারই আরোপ করিতেছে, কিন্তু প্রিয়ে ভিতরে যে বুক ছাই হইয়াও হয় না, এ কঠিন প্রাণ তবুও যে কেন শৃঙ্খল ছিন্ন করিতেছে না অহো! বিধাতঃ, আমার প্রতি কি ভ্রমেও তোমার শুভ-দৃষ্টি পতিত হয় না?" মজনুর আক্ষেপ বচনে লায়লী বিচলিতা হইলেন, লায়লীও আপনার দুঃখের কাহিনী আমূল বিবৃত করিলেন, মজনু হায় হায় করিয়া প্রিয়ার দুঃখে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কতক্ষণ দুইজনে নীবর নিস্পন্দ ভাবে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন, অবশেষে মজনু পুনরায় কহিতে আরম্ভ করিলেন জীবন প্রতিমে! যে দিন হইতে আমি তোমাকে দেখি নাই, সেই দিন হইতেই যেন আমি অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, জ্ঞান বিবেক, সমুদয় বিসর্জ্জন করিয়াছি, এই কৌপিন ও অঙ্গরক্ষাই আমার উদাস জীবনের একমাত্র সম্বল, আর এই ক্ষুদ্র ঘটীই সঙ্গী, প্রিয়ে, মিলনাভাবে যে তৃষ্ণা উত্তরোত্তর প্রাবল্য লাভ করিয়া হৃদয় শুকাইয়া ফেলিয়াছে সেই মরুভূমিতে আর সামান্য জল সেচন বৃথা, আমি এই ভাবেই যথেষ্ট সুখী, আমি তোমাকে পাইলেই সুখী, জগতের কিছু বিলাস সামগ্রী অথবা সাম্রাজ্যের প্রার্থী নাহি, তুমি না হইলে আমার ভারগ্রস্ত জীবন জীয়ন্তে মরণ-পথের যাত্রী হইবে।" মজনু আর বলিতে পারিলেন না, লায়লীও নির্ব্বাক, অনেকক্ষণ পরে সেই সান্ধ্য গগনের কোলাহলের মধ্যে লায়লী কহিলেন প্রিয়তম! অদ্য রাত্রি হইয়া আসিল, এখন উভয়ের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য কারণ আমার উপর সন্দেহ হইলে আমাদের এই প্রাত্যহিক মিলনাশা বৃথা হইবে। মজনু অশ্রু বিমোচন করিতে করিতে সেই বিস্তৃত আকাশের তলে মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেহই এ অনুপম দৃশ্য দেখিতে পাইল না।

কেবল আকাশে সুরকন্যাগণ তারকাচক্ষু উন্মিলন করিয়া মুখ ঢাকিয়া ঢাকিয়া এক একবার তাকাইতে ছিলেন, আর নয়নে নয়নে প্রেমের এই বিদ্যুল্লহরীর আদান প্রদান করিতে ছিলেন, ওদিকে আকাশের এক দিকে বসিয়া পূর্ণেন্দু আপনার কর-জাল বিস্তার করিয়া প্রেমের পরিনাম দর্শনে হাসিতেছিলেন। যেন থাকিয়া থাকিয়া বিমল হাস্যচ্ছটা উদ্ভাসনে প্রকৃতির প্রতি অঙ্গ হেলাইয়া বলিতেছিলেন "এই দেখ প্রেম"!

আমরা গ্রন্থকার, নায়ক-নায়িকার মুখে না কহিবার কথাটাও একবার বাহির করিয়া লই, তা' না হলে আসর জমে না, অনেক পাঠক "ছাই লিখেছে" বলে ফেলে রাখেন, কিন্তু আমাদের একটা সার্ব্বভৌম আশা আছে, তাই লাচারিতে পড়িয়া বলিতে হইতেছে, লায়লী, মজনুকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের উপদেশ দিলেও আপনাকে বেশী সাম্‌লাইতে পারে নাই, কারণ কথায় বলে—

"যাদু, মন যার মনে গাঁথা—
শুকাইলে তরু কভু, ছাড়ে কি জড়িতা লতা?"

কাঙ্গাল যদি একটুকরা রত্ন পায় তবে বল দেখি তাহার হৃদয়ের অবস্থা কি হইবে, মজনু স্বর্গের চাঁদকে আজ হাতে পাইয়াছেন, সুতরাং আনন্দের তুফানে কল্পনার অত্যাচারে আকাশ পাতাল করায়ত্ত করিতেছেন। রাত্রি পোহাইলেই আবার সুখ-মিলন হইবে ইহাতেই তাহার মর্ম্ম-পীড়িত হৃদয় সঞ্জীবিত হইল, কিন্তু এ দীর্ঘ যামিনীর আর শেষ নাই; মজনুর নিকট ইহা অনন্ত যুগব্যাপী একটা দারুণ দীর্ঘ কাল বোধ হইতে লাগিল, প্রকৃতি হাসিল, পৃথ্বি-বক্ষে কর্ম্ম স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, আমাদের মজনুর হৃদয়ে সেই পরিচিত প্রেমের স্রোতটী বহিতে লাগিল। পর-দিনও পূর্ব্বদিনের ন্যায় দ্বারে উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, লায়লীও এমন ভিখারীকে স্বহস্তে ভিক্ষা দিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই ব্যস্ত ছিল, কাজেই বিলম্ব অধিকক্ষণ হইল না। গলায় গলায় সুখ-মিলন, তপ্ত হস্ত স্পর্শনটাও অবশিষ্ট রহিল না, কিন্তু আর এ কথা গোপন থাকিল না, সহরের ঘরে ঘরে লায়লী-মজনুর এ গোপনীয় মিলন, মজনুর উদাসীন বেশের কথা আলোচিত হইতে লাগিল, অবিলম্বে লায়লীর গর্ভ-ধারিণী

সমুদয় শুনিতে পাইলেন যাহার জন্য আরবের গৃহে গৃহে দেশে দেশে তাঁহাদের মুখ পুড়িয়াছে, আবার সেই মজনু!

লায়লীর মা হতভাগিনী কন্যার দুরদৃষ্টের জন্য একান্ত মর্ম্মাহতা হইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, নিষেধ করিয়া দিলেন "আজ হইতে পরদার বাহিরে যাইতে পারিবে না, ফকিরকে ভিক্ষা দিয়াও কাজ নাই।" লায়লী অগত্যা চুপ রহিলেন, হৃদয়ে দারুণ প্রেমাগুন ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল। লায়লীর জনক তৎক্ষণাৎ সমুদয় অবগত হইয়া দ্বারে একজন প্রহরী নিযুক্ত রাখিয়া তাহাকে সাবধানতার জন্য বলিয়া দিলেন দেখ, রাজপুত্র মজনু উন্মত্ত হইয়াছে, এ তোরণ দ্বারেও তুমি তাঁহাকে উপস্থিত হইতে দিবেনা, কার্য্যের অন্যথায় দণ্ড পাইবে"! দ্বারবান বসিয়া রহিল!

মজনু লোক পরম্পরা সমুদয় শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, আর প্রিয়তমার শুভ-দর্শন পাইবেন না, আর গলায় গলায় মিলন হইবে না, এই জন্য নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, আপনিই তখন আপনার অশান্তির কারণ বোধ হইতে লাগিল। শত্রুদিগের উদ্দেশ্যে অজস্র গালি বর্ষিত হইল, আর জীবিত থাকিয়াই বা কি সুখ! বাস্তবিক প্রেমে যাহারা ঘটনাচক্রে নিরাশ হয় তাহাদের জীবন এইরূপই আমার প্রতীয়মান হয়, দুঃখের, অভিমানে, ক্ষোভে হতাশ প্রণয়ী মজনু দগ্ধহৃদয়কে শীতল করিবার জন্য লায়লীর প্রতি কহিতে লাগিলেন।

সৌন্দর্য্য আলয় তুমি পূর্ণ মধুরিমা,
জ্যোতির্ম্ময়ী অই দেবি—হাস এ হিয়ার
মদনের কাম গন্ধে, স্বপ্ন বিশৃঙ্খলে
বিরল মধুর সুখে; মিটাইব সাধ
অপরূপ প্রতিমার প্রেম সম্মিলনে!
পিপাসিত আমি দাও জল শুষ্ক মুখে
পোড়ে মন;—নাহি দেখ নহে বনস্থলী।
জীবনে কামনা জাল আকাঙ্ক্ষা তাড়না
তোমাতেই অন্ত মোর দাওগো অমৃত,

নিভাই বাসনা-দগ্ধ প্রাণের অনল!
ফিরুক হতাশ আশা অমর প্রণয়ে!

হজরত মহম্মদ (দং) ও তাঁহার শিক্ষা।

[৪]

হজরত মুসা লিখিত আদি পুস্তকের ২৫ অধ্যায়ের প্রথম কয়েকটি পদ পাঠ করিলে দেখিতে পাই যে হজরত ইব্রাহিমের বিবি সারা ও বিবি হাজীরা নাম্নী পত্নীদ্বয় ব্যতীত কটুরা প্রভৃতি স্ত্রীগণেতে আরও সন্তান সন্ততি জন্মিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে সদাপ্রভু পরমেশ্বরের কোন প্রতিজ্ঞাদি, কিম্বা তাহারা কোন সময় জগতে কোন বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল বর্ত্তমান বাইবেলে এমত কোন বিশেষ বিবরণ নাই। কিন্তু হজরত ইব্রাহিমের হাজীরা পত্নী গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত ইস্মায়েল ও জ্যেষ্ঠ ভার্য্যা বিবি সারার গর্ভজাত পুত্র ইসহাক ইঁহারা উভয়ে সদা প্রভু পরমেশ্বরের প্রতিজ্ঞা জাত সন্তান; ইঁহাদেরই সম্বন্ধে বিবিধ অঙ্গীকার উক্ত হইয়াছে এবং সদা প্রভু পরমেশ্বর আপনি তাঁহাদের নামকরণ করিয়াছেন। ইঁহারা উভয় ভ্রাতাই মানব পরিত্রাণার্থক নবি রসুল (ভাববাদি) ও জগতের শিক্ষা গুরু এবং জগত শাসনকর্ত্তা রাজচক্রবর্ত্তিগণের আদি পুরুষ। ইঁহারাই পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতা, এবং ইঁহাদের বংশাবলী পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতৃগণ। হজরত ইসহাকের বংশাবলী বিশাল বাহিনী বণেইস্রায়েলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠতম ভাববাদি হজরত মুছা হজরত ইস্মায়েলের বংশাবলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ একজন ভাববাদিকে উৎপন্ন করিবে"। আমরা সদাপ্রভু পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করি যে নানা প্রকার অবস্থা পরম্পরার মধ্যে, ও পণ্ডিত দিগের তর্ক বিতর্ক রূপ ভয়াবহ তরঙ্গ মধ্যে অবিরত অবস্থিত হইয়াও শাস্ত্র মধ্য হইতে, হজরত মুসার উক্ত "আমার সদৃশ" এই অমূল্য বাক্যাংশটি অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই। খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণ "যেন তেণ প্রকারেণ" নীতি অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় বিবরণ

পুস্তকের ১৮ অধ্যায় লিখিত, হজরত মুসার উজ্জ্বলতম ভবিষ্যদ্বাক্যটী, হজরত ইশার প্রতি অর্পণ করণার্থে বিপুল বাগ বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু "আমার সদৃশ" হজরত মুসার এই বাক্যটী আলোচনা করিলে ভ্রাতৃগণের তর্ক যুক্তি নিতান্ত নিরর্থক হইয়া পড়ে। কেননা হজরত মুসাতে ও হজরত ইসাতে আমরা কিছুমাত্র সাদৃশ্য দেখিতে পাই না।

হজরত ইসার সহিত জগতে কাহারও যে সাদৃশ্য নিরূপিত হইতে পারে আমাদের এমত বোধ হয় না; এবং সাদৃশ্য দূরে থাকুক বরং আমরা হজরত মুসাতে ও হজরত ইসাতে, আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখিতে পাই।

হজরত ইসা মাতা পিতার সংযোগ ব্যতীত, প্রকৃতির সীমা বহির্ভূত ঐশ্বরিক এক মহা শক্তিতে কেবল মাতৃজাত, আর হজরত মুসা স্বভাবের নিয়মাধীন সর্ব্ব সাধারণের ন্যায়, পিতৃ মাতৃ সংযোগ সম্ভূত। হজরত ইশা আজীবন সংসার সংশ্রব পরিশূন্য, স্ত্রীপুত্র পরিবার বিবর্জ্জিত, ইতস্ততঃ বিচরণকারী মহা যোগী, সন্যাসী। আর হজরত মুসা আশৈশব রাজবাটীতে, রাজ পুত্রের ন্যায় প্রতি পালিত, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সংসারী। ইসার জন্ম, ইসার জীবন ইসার শিক্ষা, ইসার অভিজ্ঞান, সকল বিভিন্ন প্রকারের। হজরত মুসা আপন পাপক্রটী স্বীকার করিয়াছেন, আর শাস্ত্র হজরত ইসাকে বেগুনা নবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে।

হজরত মুসা বলিতেছেন, "দন্তের পরিশোধে দন্ত" চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু" প্রাণের পরিশোধে প্রাণ" ইত্যাদি (মুসা লিখিত লেবিয় পুস্তক)। হজরত ইসা বলিতেছেন "কেহ তোমার উত্তরিয় লইতে চাহিলে তাহাকে তোমার পরিধেয়ও লইতে দেও, কেহ তোমার এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে তাহার প্রতি অপর গণ্ডও ফিরাইয়া দেও, কেহ তোমাকে এক ক্রোশ গমনার্থে বেগার ধরিলে তাহার সহিত দুই ক্রোশ গমন কর" ইত্যাদি।

হজরত মুসার শিক্ষা, ধর্ম্মনীতি রাজনীতি, সমাজনীতি ও যুদ্ধনীতি সমন্বিত তাহাতে এক মাত্র সর্ব্বাধিপতি সদাপ্রভু পরমেশ্বরকেই রাজা,

একমাত্র উপাস্য নিরূপিত করা হইয়াছে, এবং বিশাল বাহিনী ইস্রায়েলিয়েরা তাহার মনোনিত প্রজা ও সৈন্যদল। প্রেরিত পুরুষ, কিম্বা মনোনিত ভাববাদী ঐ মহা বাহিনীর সেনাপতি, পথ প্রদর্শক, পরিচালক, বাহিনীর প্রতি সদাপ্রভু প্রদত্ত শিক্ষা ও আদেশ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন। হজরত ইসার শিক্ষা (প্রচলিত বাইবেলে যাহা পাওয়া যায়) কেবল মাত্র ধর্ম্মনিতী সমন্বিত; তদ্বারা সমাজ এবং রাজ্য শাসনাদি কার্য্য কোন মতেই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। ইশা বলেন, সাতগুণ সত্তরবার ক্ষমা, কর," যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্র দিগকে দান করিয়া আমার পশ্চাৎ গামী হও" ইত্যাকার শিক্ষা অতি উচ্চ, স্বর্গীয় শিক্ষা হইলে হইতে পারে কিন্তু মানব সমাজ তাহা পালন করিতে অসমর্থ, সামাজিক ব্যবস্থা ও রাজকীয় আইন কোন মতে তাহা সমর্থন করে না।

হজরত মুসা যুদ্ধ সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং প্রয়োজনানুযায়ী সমরাদির ব্যাবস্থাও প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু হজরত ইশা কোন মতে সমর সংগ্রাম অনুমোদন করেন না, বরং খড়্গ ভাঙ্গিয়া "লাঙ্গলের ফাল ও কাস্ত্যা" গড়িতে অনুমতি করেন। কোন মতে, কোন অবস্থাতে হজরত ইশা খড়্গ ব্যবহার করিতে, অনুমতি না দিলেও, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, তাঁহার শিষ্য ও অনুগামীদিগের, খড়্গের প্রতাপে সমগ্র পৃথিবী নিরন্তর অস্থির, অবিরত অশান্তিময়, পৃথিবী ব্যাপীয়া কোন না কোন স্থানে তাহাদের দ্বারা মানবরুধিরস্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হইতেই আছে! ভুল বলিয়াছি কি? কেননা খড়্গ নহে, তাহাদের তোপ। হজরত ইসা কখন তোপ ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলের ফাল গড়িতে অনুমতি করেন নাই, সুতরাং দূষণীয় নহে।

হজরত ইসা ও হজরত মুসার মাজেজা অর্থাৎ আশ্চর্য্য ক্রিয়া মধ্যেও কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই, উভয়ে অনেক অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয়ের কৃত আশ্চর্য্য কার্য্য মধ্যে বিপুল প্রভেদ রহিয়াছে। হজরত মুসার কৃত আশ্চর্য্য কার্য্যের অধিকাংশই বৈর নির্য্যাতনমূলক ক্রোধব্যাঞ্জক, ভয়ঙ্কর, বিভীষিকাময়ী ভাব বিশিষ্ট, আর হজরত ইশার আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রায় সমস্তই প্রেমমূলক, পরোপকারার্থক

মধুর ভাব বিশিষ্ট, অতএব কেমন করিয়া স্বীকার করিব যে হজরত মুসা ও হজরত ইশা কৃত আশ্চর্য্য কার্য্য মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে!

হজরত মুসা নিরূপিত কালে মরিলেন যথা, "অনন্তর সদাপ্রভুর দাস মোসী সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে মরিল, এবং তিনি (সদাপ্রভু) মোয়াব দেশে বৈতপীয়রের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে তাহার কবর দিলেন, অতএব তাহার কবর স্থান অদ্যাপী কেহ জানে না" ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তক ৩৪ অধ্যায় ৫ পদ। আর বর্ত্তমান বাইবেলানুসারে এবং আধুনিক খ্রীষ্টীয়ানেরা যেমন বলেন, তাহাতে হজরত ইশা দুষ্ট য়িহুদীদিগের দ্বারা ক্রুশেনিহত হইলেন, ও আরিমাথিয়া যোষেফ, তাহার কবর দিলেন। লুক লিখিত সুসমাচার ২৩ অধ্যায়।

এই প্রকার জন্মগত, শিক্ষাগত, আশৈশব জীবন যাপন, ও কার্য্যগত সর্ব্ব বিষয়ে হজরত মুসাতে ও হজরত ইসাতে এমত জাজ্বল্যমান প্রভেদ বর্ত্তমান থাকা সত্বেও দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ে লিখিত উজ্জ্বলতম ভবিষ্যদ্বাক্যটী আধুনিক খ্রীষ্টীয়ানেরা কেমন অন্যায়রূপে, শাস্ত্র ব্যাখ্যার অপলাপ করনান্তর, হজরত ইশার প্রতি আরোপ করণার্থে ব্যগ্রতা সহকারে প্রয়াসী!

হজরত মুসা ও হজরত ইসা উভয়ের শিক্ষা উভয়ের প্রচারিত ধর্ম্ম নীতি অতীতের ইতিহাস ও ভবিষ্যতের সাক্ষ্য স্বরূপে জগতের গোচরে অমর ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, আমরা এই উভয়ের মধ্যে কোনই সাদৃশ্য দেখিতে পাই না, বিশেষতঃ শাস্ত্র আমাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণ দেয় যে বনেএস্রায়েলের প্রথম নবি হজরত মুসার সদৃশ কোন ভাববাদী বনেএস্রায়েলের মধ্য হইতে আর উৎপন্ন হয় নাই।

দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের ৩৪ অধ্যায় ১০ পদ হইতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যথা—"কিন্তু মোসীর তুল্য আর কোন ভাববাদী ইস্রায়েলের মধ্যে উৎপন্ন হইল না, কেননা মিশর দেশে ফরৌনের ও তাহার সমস্ত দাসদের ও তাহার সমস্ত দেশের প্রতি যাহা করিতে সদাপ্রভু মোসীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই সকল অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণের উদ্দেশ্যে এবং সমস্ত ইস্রায়েলের সম্মুখে প্রদর্শিত সমস্ত বাহুবলের ও মহা ভয়ঙ্করতার

উদ্দেশ্যে সদাপ্রভু সম্মুখা সম্মুখী হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতেন" ইত্যাদি এ তাবৎ কারণ বশতঃ পুনঃ পুনঃ বলিতেছি দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের ১৮ অধ্যায় লিখিত হজরত মুসার ভবিদ্যদ্বাক্যটী কোন প্রকারে হজরত ইসার প্রতি বর্ত্তিতে পারে না। আধুনিক খৃষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণ, কেবল অনর্থক বাগ বিতণ্ডা দ্বারা, এই ভবিষ্যদ্বাক্যটী সম্বন্ধে জগতকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছেন মাত্র! পক্ষান্তরে শিক্ষা, জীবন, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েতে হজরত মুসার সহিত, বনেইস্রায়েলের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে উৎপন্ন ইস্মায়েল বংশাবতংস অন্তিম কালীয় পয়গম্বর হজরত মহম্মদ মস্তাফার যে সকল সুস্পষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে তৎসমুদয় আমরা ক্রমে সমালোচনা পূর্ব্বক পাঠক বর্গকে দেখাইতে চেষ্টা করিব। হজরত মুসার ব্যবস্থা যেমন ধর্ম্মনীতি সমাজনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতী, গৃহীর জীবন যাপনের দৈনিক বিধি সমন্বিত ব্যবস্থা, তদ্রূপ হজরত মহম্মদ মস্তাফা প্রদর্শিত ধর্ম্ম ব্যবস্থাও সর্ব্বনীতি সমন্বিত ব্যবস্থা। অতি উচ্চ, অতি পবিত্র ভাবে সংন্যস্ত মহাপবিত্র বিধি। এ তাবৎ সমালোচনা দ্বারা আমরা দেখিতে ও দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি যে দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ অধ্যায় লিখিত ভবিষদ্বাক্যটি কোন মতে হজরত ইসার উদ্দেশ্যে উক্ত হয় নাই। সদাপ্রভুর পবিত্র নাম ধন্য, যে জগতের মঙ্গলকর ঐ মহৎ ভবিষ্যদ্বাক্যটি হজরত ইব্রাহিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত ইস্মায়েলের বংশে অর্থাৎ ইস্রায়েলের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে উৎপন্ন হজরত মহম্মদ রসুল আলায়হেচ্ছালামেতে পূর্ণ হইয়া জগতের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছে!

হজরত দায়ুদ, হজরত য়িশায়াহ হজরত হবকুক হজরত দানিয়েল ভাববাদিগণ, অন্তিম নবি, হজরত মহম্মদ রসুল ছাল্লেলাহ আলায়হেচ্ছালাম সম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে যে সকল সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, সে সকল সুবিস্তারিত রূপে সমালোচনা করা বহু সময় সাপেক্ষ, সুতরাং সংক্ষেপে আর দুই একটি প্রমাণ উল্লেখ করতঃ বনেএস্রায়েলের শেষ ও মহান ভাববাদী পুণ্যাত্মা হজরত ইসা হজরত মহম্মদ মস্তাফা সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাক্য উল্লেখ করিয়াছেন কিনা, আমরা একটু বিস্তারিতরূপে তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব।

আমরা ইতি পুর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে যেমন এক একজন তত্ত্ব-বাহক নবি জগত হইতে প্রয়াণ করিয়াছেন, তেমনই আর একজন ভাব-বাদীর জগতে আগমন সংবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন কিন্তু বনেইস্রা-য়েলের অন্তিম নবি হজরত ইশাও জগতের পক্ষে অন্তিম নবি হজরত মহম্মদ সম্বন্ধে বনেইস্রায়েলীয় প্রায় সমস্ত ভাববাদীই সম সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন! হজরত ইসা বনেইস্রায়েলের অন্তিম নবি, আর মহম্মদ মস্তাফা জগতের অন্তিম নবি, আমার এই বাক্য প্রযুক্ত সমগ্র খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত সহকারে গালি দিতে উদ্যত হইবেন। কিন্তু সত্য অগ্নিবত, বস্ত্রাচ্ছাদনে যেমত অগ্নি চিরাচ্ছন্ন থাকে না, তেমতি সত্য কখন বাক্‌কৌশলে লিপি চাতুর্য্য, তর্ক বিতর্কের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত থাকে না। শুন হজরত ইসা আপনি কি বলিতে-ছেন। মথি লিখিত সুসমাচারের ১৫ অধ্যায় ২১ পদ হইতে লিখিত আছে যথা "তাহাতে দেখ ঐ সীমা হইতে এক কনানীয়া স্ত্রী আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে (যীশু) কহিল, প্রভো দায়ুদের সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার কন্যাটী ভূতগ্রস্তা হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না, এবং তাহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল, ইহাকে বিদায় করুন কেননা এ আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চেঁচাইতেছে। তখন তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল কুলের হারান মেষ ব্যতীত আর কাহার নিকট আমি প্রেরিত নহি। পরে সে স্ত্রী কহিল আমার উপকার করুন, কিন্তু তিনি (যিশু) উত্তর কহিয়া কহিলেন, সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের সম্মুখে ফেলিয়া দেওয়া উচিত নহে। ইত্যাদি, মথি লিখিত সুসামাচার ১০ অধ্যায় ৫ পদ হইতে পাঠ করিলে দেখিতে পাই যে হজরত ইসা কেবল ইস্রায়েলীয় দিগের নিকট সুসমাচার প্রচারার্থে স্বীয় শিষ্য দিগকে প্রেরণ করিতেন যথা "তোমরা পর জাতীয় দিগের কোন পথে যাইও না ও শমরিয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; বরঞ্চ ইস্রায়েল কুলের হারান মেষ গণের কাছে যাও" ইত্যাদি। এই প্রকার বাইবেলোক্ত বহুল প্রমাণ দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে অনুমিত হয় যে হজরত ইসা ইস্রায়েলীয় দিগের অন্তিম ভাববাদী

কিম্বা (অভিষিক্ত ভ্রাতা। আর হজরত মহম্মদ মস্তাফা সমস্ত জগত সংসারের পক্ষে, সর্ব্ব জাতী ও সর্ব্ব ভাষা বাদীর পক্ষে মহাদিনে অর্থাৎ রোজ কেয়ামত দিবসে অনুরোধ করণার্থে অন্তিম কালীয় অভিষিক্ত নবি। তাঁহার সম্বন্ধে হজরত দায়ুদ হজরত মুসার বাক্য সংগ্রহ পূর্ব্বক সঙ্গিতা-কারে ছন্দে বন্দে সংন্যস্ত করিয়া, সুমধুর স্বর সংযোগে, তান মান ও লয় সহকারে গান করিতেন। প্রচলিত দায়ুদের গীতের ৯১ গীতে ১৪শ পদ হইতে লিখিত আছে যথা। "এই ব্যক্তি আমাতে আসক্ত তজ্জন্য আমি তাহাকে বাঁচাইব, আমি তাহাকে উচ্চ পদান্বিত করিব, কারণ সে আমার নাম জ্ঞাত আছে। সে আমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে উত্তর দিব, সঙ্কটে আমিই তাহার সঙ্গে থাকিব, আমি তাহাকে উদ্ধার করিয়া গৌরবান্বিত করিব, আমি দীর্ঘ পরমায়ু দ্বারা তাহাকে তৃপ্ত করিব, ও আমার অঙ্গীকৃত পরিত্রাণ তাহাকে দেখাইব" ইত্যাদি উপরে উদ্ধৃত ঈশ্বরোক্ত বাক্যটিও খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণ হজরত ইসার প্রতি অর্পণ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়; উক্ত বাক্যটি যে হজরত মহম্মদ মস্তাফাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে তাহা আমরা আমাদের প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাবে বিশদ রূপে সমালোচনা পূর্ব্বক পাঠক বর্গকে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

য়িশায়াহ ভাববাদীর পুস্তকের ৫৩ অধ্যায় ১১ পদে উক্ত হইয়াছে যথা। "তিনি আপন প্রাণের পরিশ্রমোপার্জ্জিত ফল দেখিয়া তৃপ্ত হইবেন। আমার ধার্ম্মিক দাস আপনার জ্ঞান দিয়া, অনেককে ধার্ম্মিক করিবেন, এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল তুলিয়া লইবেন। অতএব সেই অনেকের মধ্যে তাহাকে অংশ দিব, তিনি পরাক্রমিদের সহিত লুট বিভাগ করিয়া লইবেন……হাঁ তিনি অনেকের পাপ ভার লইয়া গিয়াছেন, ও অধর্ম্মীদের জন্য অনুরোধ করিতেছেন" ইত্যাদি। আধুনিক খ্রীষ্টীয়ানেরা হজরত ইসাকে যে পদ প্রদান করেন অর্থাৎ তাহারা তাহাকে যে প্রকার, সর্ব্বতো ভাবে, পূর্ণরূপে অচিন্তণীয়, অবর্ণনীয় জ্ঞান ও বুদ্ধির অগম্য, মহান সদাপ্রভুর সমতুল্য জ্ঞানে তাহারই ভজনা করিয়া থাকেন, তাহাতে উপরি উদ্ধৃত য়িশায়াহ ভাববাদীর উক্ত সুবর্ণময় উজ্জলতম ভবিষ্য-

দ্বাক্যটি কোন মতে হজরত ইশার প্রতি আরোপ করা যাইতে পারে না। আর প্রকৃতপক্ষে উক্ত বাক্যটি হজরত ইশার উদ্দেশ্যে উক্ত হয় নাই কিন্তু আমরা দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিব যে উক্ত ভবিষ্যদ্বাক্যটি, সম্পূর্ণ-রূপে অন্তিম নবি হজরত মহম্মদ মস্তাফাকে লক্ষ্য করিতেছে। খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, যথা "পিতা এক ব্যক্তি পুত্র অন্য এক ব্যক্তি পবিত্র আত্মা অন্য আর এক ব্যক্তি কিন্তু পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব একই, মহিমা তুল্য, প্রভাব সম নিত্য। পিতা যাদৃশ পুত্র তাদৃশ পবিত্র আত্মাও তাদৃশ। পিতা অসৃষ্ট পুত্র অসৃষ্ট, পবিত্র আত্মাও অসৃষ্ট, পিতা নিত্য, পুত্র নিত্য, পবিত্র আত্মাও নিত্য। পিতা সর্ব্ব শক্তিমান পুত্র সর্ব্ব শক্তিমান, পবিত্র আত্মাও সর্ব্ব শক্তিমান। তদ্রূপ পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর, পবিত্র আত্মাও ঈশ্বর। তথাপি তাহারা তিন ঈশ্বর নহেন কিন্তু একই ঈশ্বর" ইত্যাদি (খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী নিত্য ব্যবহার্য্য সাধারণ প্রার্থনা পুস্তক) উপরে উদ্ধৃত প্রার্থনা পুস্তকের বাক্যগুলি বিশ্বাস, অন্ততঃ পক্ষে স্বীকার করা ব্যতীত কেহ খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে প্রবেশ করিতে পারেন, কিম্বা মণ্ডলী তাহাকে খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া স্বীকার করেন না। যাহা হউক যাহারা প্রার্থনা পুস্তকের উপরোক্ত বাক্যগুলি, বিশ্বাস করেন, স্বীকার করেন, উপাসনার অঙ্গ বলিয়া নিত্য পাঠ করেন যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করেন; আমরা বুঝিতে পারিনা, তাহারা কেমন করিয়া য়িশায়াহ ভাববাদী গ্রন্থের ৫৩ অধ্যায় লিখিত সুবর্ণময় উজ্জল ভবিষ্য-দ্বাক্যটী তাহাদের উপাস্য যীশুখ্রীষ্টেতে আরোপ করিতে পারেন? য়িশায়হে ভাববাদী যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যদ্বাক্যটী প্রচার করিয়াছেন, আদৌ তাহাকে "দাস" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন দ্বিতীয়তঃ তাহার এক লক্ষ্য নিরূপণ করিতেছেন "তিনি অনেকের পরিত্রাণার্থে অনুরোধ করিতেছেন, কিম্বা করিবেন" তারপর ভাববাদী ঐ "ধার্ম্মিক দাসের" পরিচয় আরও বিশদরূপে প্রদানার্থ বলিতেছেন "তিনি স্বীয় প্রাণের পরিশ্রমোপার্জ্জিত ফল দেখিয়া তৃপ্ত হইবেন" ইত্যাদি; উক্ত ভবিষ্য-দ্বাক্যের প্রত্যেক অংশ জগতের নিমিত্ত আবির্ভূত অন্তিম ভাববাদী হজরত মহম্মদ রসুল ছাল্লেলাহ আলায়হেচ্ছালামকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে,

তাহা আমরা আমাদের প্রবন্ধে দ্বিতীয় প্রস্তাবে সুবিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়া পাঠক দিগকে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ

পরিত্রাণ।

দ্বিতীয় সর্গ।

প্রান্তরে।

অলস বিশ্রান্ত রবি—রক্তিম বরণ
প্রশমিত খর কর,—তবু দাউ দাউ
জ্বলিতেছে মরুস্থলে অনল প্রবাহ;
এখন অনলময় রয়েছে পবন,
দাব দগ্ধ চারিদিক্, হাহাকার ময়—
ফেলিতেছে হতাশ্বাস। নিরাশ সঙ্গীত—
প্রত্যেক পবন স্তরে আসিছে ভাসিয়া।
জ্বলন্ত আগুন বুকে যেন রে মরুভূ—
নরকের কালমূর্ত্তি করি অভিনয়
পথভ্রান্তে বুঝাইতে একত্ব শকতি
ত্যজিতে প্রস্তর-পূজা, মজিতে ইস্‌লামে।
সেই পরিচিত রবি, সেই তীক্ষ্ণ কর
অঙ্গার করিয়া যেন রেখেছে প্রান্তর!
রঞ্জিত গোধূলী-রঙ্গে সুনীল আকাশ;
দূরে দূরে—অতিদূরে মহীধর-শীরে
নামিছে আঁধার সতী। কি আশ্চর্য্য তবু
শান্ত নহে মানবের চঞ্চল পরাণ।
হেন সুখময় কালে গাঁহে না হেথায়—

নধর লতিকা ঘেরি গুঞ্জিয়া ভ্রমর—
কাঁদে না পাপিয়া স্মরি বিরহের গান
নিকুঞ্জ আড়াল হ'তে ; নিশা অবসানে
ধায় না বলাকাদল কলরব করি
আপনার নীড় পানে ; এখানে কেমনে
জুড়াবে আতপ-তপ্ত কঠোর পরাণ !
"দে জল" "দে জল" বলি বিহঙ্গ প্রেমিক
যেখানে আকুল স্বরে যাচে না প্রণয়,—
সেখানে কেমনে বল হবে প্রফুল্লিত
হেন দুঃখ-ময় প্রাণ। তাহাতে আবার
"**এক তিনি** ভজতারে—এই আমি দাস"—
গভীর হুঙ্কারময় বিশাল গর্জ্জনে
ভ্রান্ত-চিত্ত আরবের প্রতি গৃহে আজি
কেহ হাসে—কেহ কাঁদে (নগরের দশা)
কোষবদ্ধ তরবারি কটিতে সবার,
নাজুড়ায় সন্তাপিত হেন কারো মন
চিন্তানলে দগ্ধ যেই হয় অনুক্ষণ।
মলয় পবন কোথা পাইব হেথায়,
হে সুষমে ! হেথা কোথা পাব নিরখিতে
তোমার কুসুম-রূপ—জুড়াতে হৃদয়,
আঁধার করিয়া দিশি হুহুঙ্কার রবে
নাচিছে ঘূর্ণিত বায়ু উড়ায়ে বালুকা !
এখানে প্রসূন দলে মানস রঞ্জিতে
কোথায় বসিবে দেবি ? অইসে খর্জ্জুর
শীর্ণ দেহজীর্ণ-গর্ভ, অর্দ্ধদগ্ধ প্রায় !
অইসে ভৈরব রব অইসে গর্জ্জন
আসিছে ভাসিয়া পূনঃ "ভজ একেশ্বর"
সত্য কিম্বা ভ্রম কিছু না পারি বুঝিতে।

আকাশে চাহিয়া দেখি শোণিতের ধারা,
বধি ভীম রণ-রঙ্গে পৌত্তলিক গণে
লেপিয়া দিয়াছে যেন কোন মহারথী।
ফলিত হইয়া তাহা স্বর্ণ কর জালে
ভাতিছে ভয়ের ছায়া ভবিষ্য-কপালে !
বেলা যূথী নাহি হেথা, সুরভি মাধবী
হাসে না প্রকৃতি-অঙ্গে অশোক বকুল।
এখানে সরোজ দল ফুটে না সরসে
ক্ষণিক মানস-লোভা বাসন্তী-যামিনী বনে ;
বহেনা মলয়-বায়ু মৃদুল হিল্লোলে তার
খর করবাল করে মরণ এখানে তাণ্ডব
নাচিতেছে ঘরে ঘরে ; কাঁপিছে মেদিনী
সে দাপটে থর থর—কি প্রলয় ছবি !
করাল বিভূতি মূর্ত্তি হেরি ত্রস্ত রবি
ঢলিয়া পড়িছে ভয়ে অচলের পারে।
আজি যেন ধরণীতে কি হয় কি হয় !
ভাবিয়া বিহ্বলা সতী মহা-প্রহেলিকা !
পাপ ভারে মরুভূমি বুঝি পায় লয়
সেই সঙ্গে লয়ে যত পাতকিনিচয় !
ডুবিল, রক্তিম-রবি অনন্ত গ্রাসেতে
মগ্নহল চরাচর ঘোর অন্ধকারে
ভাসিলা ঘুমের ঘোরে সন্ধ্যা কন্যাগণ
পর্ব্বতের শিরোদেশে,—শান্ত সুগম্ভীরে !
মিশাইল পুণ্য পাপ কল-কোলাহল
ভীষণ সে রজনী-গরভে ! হা বিধাতঃ—
কোন্ খেলা খেলিবার এত আয়োজন
করিছ হে আজি এই শ্মশান ভূমিতে,
প্রকৃতির ক্ষীণকণ্ঠে বহে না পবন

সন্ত্রাসে নবিতৃ তাহে হ' য়েছে বি-জন !
ধূম্রল আকাশ পটে স্বপ্নাহত তারা
করিতেছে চো'খা চো'খি হাসিয়া হাসিয়া
যেন রে নাগর-পাশে সোহাগিনী ধনী
আঁখির ভাষায় করে প্রেম আলাপন ;
কিন্তু না অমিয়া বর্ষে সুধাংশু-কিরণ।
কেবল উঠিছে যেন বিশ্ব-বিদারিয়া
নীরবের প্রভঞ্জন ! একি ভাবোন্মাদে
আকাশ পাতাল সিন্ধু আজিরে কম্পিত,
মুমূর্ষু পরাণে রোগী কাঁপে যথা শেষ
নিরাশ হৃদয়ে,—আজি তেমতি এ ধরা
অর্দ্ধমৃত আত্মহৃত উঠিছে কাঁপিয়া।
কোথায় আনন্দ আশা কোথা ভালবাসা
প্রকৃতি সেজেছে ভীমা সমর-রঙ্গিণী,
মরুভূমি আরো যেন হ'য়েছে ভীষণ,
পতিবক্ষে রসবতী, মাতৃ ক্রোড়ে শিশু
তা' দেখে লভিছে যেন ভয়েতে শরণ,
বিষাদিনী ধরাদেবী করিলা রোদন।
আকাশে তারকাগুলি ভাবিল মরণ,
বহিছে প্রচণ্ড বায়ু প্রবল স্বননে
ঝর ঝর উড়িতেছে খেজুরের শাখা,
মনে হয় তরুসারি হয়ে সন্ত্রাসিত
দূরান্তরে পালাইতে ভাবিছে উপায়,
পত্নী হেন বুকে ধরি শিকড়সুন্দরী
উন্মাদ স্বামীর তরে প্রবোধিছে মনে ;
আবার, আবার তরু ভীমরব করি
হেলি, দুলি' করিতেছে তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ।
কাঁপিছে ত্রিলোক-ভূমি হেরি বিভিষীকা !

বিকট অশ্রান্ত নাদে—এ হেন সময়ে—
অদূরে মন্দির মাঝে, কাঁপায়ে ভুবন
শঙ্খমন্ত্রঘণ্টাধ্বনি হল উচ্চাচরণ !
নাহি আজি সুবিমল সুধাকর ধারা,
ফুটে না সুখের নৃত্য লহরে লহরে
প্রকৃতির অঙ্গ-জুড়ি। আজি বিলাসিনী
কৃষ্ণাভ বসন পরি মেখেছে বিভূতি !
বিরহ-মলিনা শুষ্ক যুবতীর মত
এলায়ে চাঁচর কেশ হয়েছে যোগিনী ;
অন্ধকার-নদে ধরা কাটিছে সাঁতার
একটু কূলের তরে। কি দৃশ্য তাণ্ডব !
ভূত প্রেত পিশাচের অট্ট-হাস্য রোলে
ভীম কুম্ভিপাক যেন নেমেছে ভূতলে !
সুদূরে আকাশ পথে আঁধারের গলে
শত মুক্তা জিনি শোভে নক্ষত্রের মালা
মনে হয় সুরবালা পূজা অবসানে
পারিজাত ভাসাইছে মন্দাকিনী-নীরে ;
হেন কালে প্রান্তরের দূরদেশ হতে
মধুর "তোয়দ" গান হল নিঃস্বরণ
(আহা কি মুরলী জিনি কোকিলকাকলী
মূর্ত্তিমতি শান্তি যেন নামিলা হৃদয়ে !
হেন প্রলয়ের কালে—এ দৈব দুর্য্যোগে
পশুপক্ষিহীন ভূমি সুষুপ্ত যখন
করাল কালের কোলে বসিয়া তখন
কে লো এ মধুর গাথা করিছে কীর্ত্তন—
"আমি দাস—সেই এক নিত্য নিরঞ্জন
ভজরে তাঁহারি তরে, বাঁধ মত্ত মন"।
কে এ নর ?—এত বীর্য্যে, হেন পরাক্রমে

গাহিছে অচিন্ত্য গান নির্ব্বিকার চিতে ?
বুঝেছি বুঝেছি হায় ওহে কর্ণধার
অকূল সাগর বক্ষে রক্ষিতে তরণী
প্রবল এ ঝটিকায়—কর্ত্তব্যে মহান
রাখিয়াছ স্থির লক্ষ্য তুচ্ছ ভাবি প্রাণ
ত্রিলোক পূজিত তুমি বিধাতার সখা ! (১)
লক্ষ অয়স্কান্ত জিনি রূপের গৌরবে
প্রদ্যোতিত মরুস্থলী ; বিরলে তাপস
নিগূঢ় স্বর্গীয় তত্ত্ব করিছে ঘোষণা।
চারিদিকে দেব-দূত সশস্ত্র বেড়িয়া
ইস্‌লামের ভক্তি সুধা করিতেছে পান,
বেষ্টিতে শিষ্যের দলে (২) কহিলা প্রেরিত—
"অবিনাশী, স্থিতিশীল—তিনি একেশ্বর,
তাঁহারি চরণে নম, দাও, আত্মবলী
ধৈর্য্য ধর—পরকীয় করোনা গমন,
সেই একে ভক্তি ভরে হও নিমগন।
দুস্তর জলধি তলে শুক্তি অভ্যন্তরে
লভে যথা মানবেরা অমূল্য মুকুতা
তেমতি হৃদয় সিন্ধু করি আলোড়ন
বিভুরূপ এক মুক্তা করহ চয়ন !
এই কাল নিশীথের, বিঘোর কালিমা
যেমতি এ মরুভূমে, তেমতি মোদের
হৃদয় ছাইয়া আছে পাপের আঁধার,

(১) হজরত মহম্মদ।

(২) এই সময়ে বীরেন্দ্র কেশরী হজরত আলী সঙ্গে ছিলেন, ইতঃপূর্ব্বে শতাধিক শিষ্য যাথ্রেব (মদিনা মনুওরা) নগরে চলিয়া গিয়াছিল, হজরত আবুবকর সিদ্দিক মক্কাতেই ছিলেন।

ধর এ ইস্‌লাম আলো ধর এ কোরাণ
আলোকিত হ'য়ে যাক্ আঁধার হৃদয় !
পিয় রে ভকতি সুধা সরল অন্তরে
না ডর গঞ্জনা, নাহি ভীত হও প্রাণে,
চর্ম্ম-বর্ম্মে আচ্ছাদিত ক্ষণস্থায়ী দেহ
পলকে হইবে লয় ;—কি ভয় কি ভয়
রক্ষিতে ধরমে তবে প্রাণ করি পণ ?
ধর্ম্মই প্রধান সুখ মানব জীবনে
ধর্ম্মই অনন্ত শান্তি —লভিতে নির্ব্বাণ
তবে কেবা পদে ঠেলে এদুষ্প্রাপ্য নিধি ?
তাতে এ জগত-নম্য ইস্‌লাম তরণী
সুখে দুঃখে পাইয়াছি জীবনে সম্বল
কেমনে উপেক্ষা করি ত্যজিব তাহায় ?
সম্মুখে আলোক ছাড়ি যেই ভ্রান্ত নর
স্বেচ্ছায় আঁধার পথে করয়ে গমন
কে হেন তাহার মত হতভাগ্য ভবে ?
ওই যে হেরিছ যত স্বরগের দূত
লাবণ্য মণ্ডিত দেহ উন্নত ললাট—
জ্যোতির্ম্ময় হেম-কান্তি পুরুষ বিরাট
ওরাও একত্বে মগ্ন, মোরা তুচ্ছ নর—
কি পাপে সে লভিবনা হেন আশীর্ব্বাদ।
থাকে বটে, সিন্ধু-বক্ষে অগণ্য রতন
কিন্তু তা' নগণ্য যথা মুকুতার কাছে
ইস্‌লাম-চন্দ্রিকা পদে তেমতি সকলি
হীন-গর্ব্ব খদ্যোতের সম হয়ে আছে ;
ডুবি ডুবি এ অতল বিশ্বের সাগরে
যে ধরম মণি মোরা পেয়েছি হেলায়
সেই জ্যোতিঃ জগতের দাও ঘরে ঘরে

বিলাইয়া প্রাণে প্রাণে ; হাঁক্ সত্যময়
বুঝুক জগত ঠিক্ এসেছে আলোক
পথ ভ্রান্ত পথিকেরে দেখা'ত সু-পথ
নর-জন্মে দেবতার লভহ আসন
সানন্দ অন্তরে সেবি ইস্‌লাম চরণ !"
নিরবিলা সাধু-শ্রেষ্ঠ ; অনেক্ষণ পরে
কি যেন ভাবিয়া পুনঃ লাগিলা কহিতে—
"হে অনাদি আদ্যশক্তি করুনা-নিলয়—
আজি এই মরুভূমে আঁধার শর্ব্বরী
সকলি লভেছে গৃহে সুখের শয়ান,
একমাত্র দাস প্রভো ! পরিচর্য্যা হেতু—
এই দাঁড়াইয়া আছে,—বারেক চাহগো
অধম জনার এই বিষাদিত মুখ।
অতুল মাহাত্ম্য তব ওহে প্রাণময় !
রক্ষ আজি দীন জনে রুদ্র তেজ দানে ;
মায়াবাদী বলে লোকে করয়ে লাঞ্ছনা।
বিক্ষত শরীর বটে, কিন্তু তবু মন
তব আজ্ঞা পালিবারে আছে নিয়োজিত !
যেই বলে র'ক্ষেছিলে তায়েফ প্রান্তরে
ভ্রান্ত পৌত্তলিক করে ; যেই দয়া ঢালি
হাসেম বংশের প্রাণে রক্ষেছ আমারে,
আজি পুনঃ দাও প্রাণে সেই আত্মত্যাগ
শিখাইতে তব নাম প্রতি ঘরে ঘরে !
"অত্যাচারে অবিচারে জর্জ্জরিত প্রাণ—
শত ধন্যবাদ তবু তব মহিমায় ;
যেই শক্তি উদেছিল মারিতে আমায়
তাতেই তাহারা আজি পেয়েছে বিলয় ! (১)

(১) পাপিষ্ঠ কোরেশগণের কু-অভিসন্ধি অত্যল্প কালের মধ্যে

জ্যেষ্ঠতাত ভাসাইয়ে গিয়েছেন শোকে—
সে উদ্বেগ একবারে না হতে শমিত
আবার হৃদয় ভেদি বজ্রাঘাত কেন,
তবে কিহে পরীক্ষিছ বিশ্বাসের বল ?
ভেঙ্গেছে হিয়ার সুখ নিরাশ পাথারে
তাহাতে তোমার নাম না পারি প্রচারি !
মিশাইলে কীটোদরে সে চর্ম্ম প্রতিজ্ঞা (২)
পুনঃ জ্বালাইলে অগ্নি কদাচারিদলে,
মনোবাদে গৃহশত্রু ক'রে পরস্পর
করিলে ভস্মেতে শেষ !—দিলে রসাতলে
তা' হলেও ক্ষুদ্র এই কাল নাগ ছানা,
একদিনে বিনশিতে পারে শতজনা !"
"আমি একা—তুমি কিম্বা সুখে দুঃখে সাথী।
যেই শক্তি অন্ধকার পর্ব্বত গহ্বরে

গৃহবিবাদে ধ্বংশ হইয়া গিয়াছিল। যে হাসেম বংশের সাহায্য আশায় উৎফুল্লিত হইয়া তাহারা এ কার্য্য করিয়া ছিল, হজরতের উপর অতিরিক্ত অত্যাচারে তাঁহারা তাহাদিগকে (কোরেশদলকে) পরিত্যাগ করিলে, তাহারা ভগ্ন মনোরথ হয়। পরন্ত পূর্ব্ব শৌর্য্যবীর্য্যের অবসান হয়।

(২) এই চর্ম্ম প্রতিজ্ঞা দ্বারা কোরেশগণ শপথ করিয়াছেন যে যত-দিন হাসেম বংশীয়েরা হজরতকে ত্যাগ না করিবে ততদিন তাহাদের সহিত বিবাহ, বাণিজ্য, আহার, বিহার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। (৬১৮ খৃঃ) আশ্চর্য্যের বিষয় হাসেম বংশীয়েরা তখনও ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, কেবল কুটুম্বত্বের অনুরোধে তাহারা এতটা অত্যাচর সহ্য করিতে ছিলেন। কোরেশগণ তাহাদিগকে যথেষ্ট অর্থের প্রলোভনে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিলেও এ হেন পূণ্যাত্মা জগদালোককে তাহারা কাপুরুষ দিগের হস্তেদিতে স্বীকৃত হন নাই। এই প্রতিজ্ঞাপত্র কাবা-মন্দিরে ছিল। অধিক দিন একস্থানে থাকায় কীট দষ্ট হইয়া নষ্ট হয়।

কোলে আবরিয়া ধরি রেখেছিল মোরে
শান্তির বিশাল রাজ্যে ; আজি তাহা কোথা !
আরো মনে হয় প্রভো ! সেই কাল নিশা
পরিশ্রান্ত হ'য়ে যবে গিরিপাদমূলে
যোড় করে করেছিনু বল ভিক্ষা নাথ,
রক্ষছিলে সেই কালে কোরেশীর করে
ফল-জল দিয়া দান।—
চির শত্রু যেই—
না মরিয়া তারি হাতে পাইনু জীবন,
তুমি ভিন্ন এই লীলা কে বুঝিবে বল ?
শূন্য—আঁধারেও হেরি তোমার যতন
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নাম করিনু স্মরণ !"
"উপেক্ষিত, অনাদৃত, অতি ঘৃণ্য আমি
স্বদেশের ঘরে ঘরে,—নাহি হেন স্থান
কেবল ভূ-ধর ছাড়া ; জুড়াতে হৃদয়।
বন্ধুহীন—প্রীতিশূন্য শোচনীয় মনে
কেবল তোমারি নাম সুখের শান্ত্বনা ;
সুদূরে খ্রীষ্টান রাজ ইস্‌লাম তনয়ে
ধর্ম্মে উৎপীড়িত হেরি, হইয়া সদয়
আশ্রয় দিয়াছে মরি ! অর্থ প্রলোভনে
পিশাচ কোরেশ দল পারেনি ভূলাতে ;
সেই মহা শুভক্ষণ পুনঃ মনে হয়
যে দিন যাথ্রেববাসী ষষ্ঠ মহাজন
ইস্‌লামের গূঢ়-মর্ম্ম করিয়া গ্রহণ
নবাশার সুক্ষ্মালোক দিয়েছিল জেলে
আমার নিরাশ হৃদে। আরো জান প্রভো,
অই সে মেলার দিনে দ্বাদশ যাথ্রেবী
করেছিল যবে হায় সত্য ধর্ম্মাশ্রয়, ক্রমশঃ

সমালোচনা।

উদাসী ১ম খণ্ড। আহম্মদী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল হামিদ ইউসফজয়ী কর্ত্তৃক বিরচিত। আকার ডিমাই আটপেজি ৬৬ ফর্ম্মা ২৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ২৲। "প্রচারক" আফিসে পাওয়া যায়। এইরূপ প্রকাণ্ড পদ্যগ্রন্থ একাল পর্য্যন্ত কোন মোসলমান কবি লিখিতে পারেন নাই। গ্রন্থখানির প্রত্যেক ছত্র হইতে কবিত্বচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছে। মোসলমান জাতি কবিত্বের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। মধুকান, ছোদেড়ে ও পাগলা কানাই প্রভৃতির অন্তর্ধানের পর হইতে বঙ্গের মোসলমানসাহিত্যকাননে কবির আসন শূন্য ছিল। এতদিন পরে এই "হামিদ উদাসীর" সেই শূন্য আসনগ্রহণ করিলেন। গ্রন্থখানিতে বর্ণাশুদ্ধি যথেষ্ট আছে, আশা করি গ্রন্থকার ২য় সংস্করণে তাহা সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করিবেন। পাঠকদিগের কৌতুহল চরিতার্থের জন্য **উদাসী** হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সংসার-বিরাগী জিতেন্দ্রিয় ঋষি। *

—০:০—

বাড়ী নাই, ঘর নাই, নাই প্রতি বেশী,
ত্যজেছি সংসার-মায়া আমিরে উদাসী !
দুর্জ্জয় বাসনা কুল, রিপু আদি ছয়,
নির্জ্জন সাধনা-বলে, করিয়াছি জয় !
বনে থাকি, বনে খাই, তরুতলে বাস,
নাই লোভ, নাই ক্ষোভ, নাই কোন আশ !
নাই সাধ, নাই বাদ, নাই চিন্তা লেশ,
লৌকিক প্রেমের জ্বালা, ত্যজেছি বিশেষ !

* বগ্‌দাদ নিবাসী, মহাপণ্ডিত ও মহাগুরু, আচার্য্যশ্রেষ্ঠ হজরত

"জনিদ" ঈশ্বর প্রেমে আত্মোৎসর্গ করিয়া বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালীয় বগ্‌দাদের অধিপতি ও অন্যান্য বহুদেশ-বাসী ভূপতিগণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ জনিদ ঐ সময় অধিপতির সংশ্রব হইতে দূরে থাকিবার জন্য বিশেষ এক নির্জ্জন স্থান মনোনিত করিয়া তথায় ঈশ্বর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন; বগ্‌দাদের উক্ত রাজচক্রবর্ত্তী সেই সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কামনার সাদর প্রার্থনা জ্ঞাপন করায়, হজরত জনিদ তাহার উত্তরে এমনই একখানি সারগর্ভ পাণ্ডিত্য ও বৈরাগ্য পূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন যে, তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া অতি ঘোরতর পাতকী ও অতিশয় সংসারাশক্ত প্রায় চল্লিশ হাজার লোক অতি অল্প দিনের মধ্যে পরম পবিত্র জীবন লাভকরিয়া কৃতার্থ হন। তৎপর আরও শতসহস্র লোক তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া সংসারে উদাসীন ও জগতে অতুল দেবত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। ফলতঃ কলুষিত ও পতিত দুর্ব্বল জীবনের পক্ষে অসাধারণ ধর্ম্মবল ও অসাধারণ বীরত্ব লাভ করতঃ মহা উন্নত হওয়ার জন্য তাপস-শ্রেষ্ঠ জনিদের উক্ত উপদেশ সূচক বাক্যাবলি জগতের এক অত্যাশ্চর্য্য উপাদেয় জিনিষ বটে। সেই সকল মহাবাক্যের ছায়া অবলম্বন করিয়া কোরাণ পুরাণ বেদ বাইবেল প্রভৃতি মহাগ্রন্থ সকলের মহাবচন-সম্মত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী অধুনা প্রকটিত হইল।

ঈশ্বর প্রেম, ঈশ্বরানুগত্য এবং ঈশ্বরে আত্মোৎসর্গ করা ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য ভাল পথ নাই। আর বিজ্ঞান, বল, দর্শন বল, এবং কাব্য গণিত যা কিছু বলনা কেন? কিন্তু সে সব ছাড়া যোগ সাধনার মত অতি মহান্ বিদ্যাও এজগতে দ্বিতীয় নাই। ঘোরতর পতিত বাঙ্গালীর নিকট অধুনা সেই যোগ সাধনার কথা স্বপ্নের ন্যায় প্রতিয়মান হইতেছে। ফলতঃ এই পতিত জাতির পক্ষে এবং বিশেষরূপে পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট, বিকারগ্রস্ত, চঞ্চল ও বাতুল মতি আধুনিক ভাবুক ও কবি সমাজের পক্ষে যোগ সাধনা আশ্রয় করতঃ জীবনে অতুল ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মবল এবং অসাধারণ বৈরাগ্যময় মহাবীরত্ব উপার্জ্জন করা ও একান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে! অন্য লোকের বিষয় যাহাই হউক; কিন্তু কবিগণ ও ভাবুকগণ স্বর্গীয় দেবত্ব

লাভ করিয়া এবং ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হইয়াও অনেকে কীয় নানাবিধ পাপাচারে অত্যন্ত কলুষিত ও জঘন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, হাই অত্যধিক পরিতাপ এবং দুঃখের বিষয় বটে। আমি একান্ত ভরসা রি যে, অতঃপর বঙ্গীয় ভাবুক ও কবিগণ জীবনে অসাধারণ ধর্ম্মবল সঞ্চয় রিয়া জগতে প্রকৃত দেবত্ব প্রদর্শন করিবেন। কেননা তাহারাই দেশের াচার্য্য ও গুরুস্থানীয়; সুতরাং তাঁহাদের দেবত্ব লাভ কায়মনে কান্ত বাঞ্ছনীয়।

বাল্মীকি, বেদ-ব্যাস, বুদ্ধ, ভাস্কর, শুক, শারণ, ধন্বন্তরি, সুশ্রুত, নাদ ও সেখ সাদী, হাফেজ, জামী, জাফর, লোক্‌মান, আবুহানিফা, াফী, মালেক, গজালী, হাম্বলী এবং নানক, গৌরাঙ্গ, রামপ্রসাদ, বিদ্যাতি প্রভৃতি মহাভাবুক মহাজ্ঞানী, ও মহা কবিগণ ইহারা সকলেই যোগ াধনায় মহাতপা ছিলেন; ও হোমর, বর্জ্জিল, মিল্টন, সেকস্পিয়ার, ংফেলো, ভবভূতি, কালিদাস, ফেরদৌসী, নিজামী আমীর খছরু প্রভৃতি এবং ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণ; অধিকন্তু রামমাহন, কেশবচন্দ্র, কারলাইল্, টেনীসন, বেঞ্জামীন ফ্রাঙ্কলীন, অক্ষয় কুমার, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণ সকলেই মহাসাধু ও মহানীতিপরায়ণ পুণ্যশীল ছিলেন। সেই জন্য তাঁহাদের জীবনের কার্য্যও তদ্রূপ উন্নত ও মহত্তর এবং লোকের আদরনীয় হইয়াছে। যিনি যে পরিমাণে সাধক ও পরমার্থ-প্রেমিক ও পুণ্যাত্মা ছিলেন, তাহার কার্য্য এবং বিদ্যা বুদ্ধি ও রচনাদিও সেই পরিমাণে উন্নত ও গৌরবান্বিত এবং সম্মানিত হইয়াছে। অধুনাতন আমরা চঞ্চল-মতি বালকগণ যদি সংসারের নানাবিধ ঘোরতর পাপপঙ্কে নিমজ্জিত ও কলুষিত হইয়া ধর্ম্ম বিহীন, যোগ সাধনা বিহীন, নিতান্ত দরিদ্র দুর্ব্বল হৃদয়, মন লইয়া বাল্মীকি, বেদব্যাস, সাদী, ফেরদৌসীর সমতুল্য কবিত্বাভিলাষী হই; এবং হাফেজ, রামপ্রসাদ, গৌরাঙ্গ, নানকের ন্যায় লোকের প্রিয় পাত্র হইতে ইচ্ছা করি; এবং রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার, বেঞ্জামীন, গার্‌ফিল্‌ড প্রভৃতির ন্যায় ভাগ্যবান ও যশস্বী হইবার কামনা করতঃ একটা "কেষ্ট বেষ্ট" হইয়াছি অহঙ্কারে ফুলিয়া আটখানা হই; তবে আমাদের ন্যায় নির্ব্বোধ হতভাগ্য

বিশেষ ত্যজেছি আমি, প্রভুত্বের ভার,
আজি রে স্বাধীন আমি, অধীন সংসার !
উচ্চচূড় গিরিরাজ,—হিমাচল অই,
এ মোর হৃদয় আজ, পাবে সেরে কই ?
অপার সমুদ্র ঘোর, দুস্তর পাথার,
সাক্ষাত মহিমা অই, সৃষ্টি বিধাতার !
আজ সে পাবেরে কই, হেন পরিসর ?
অনন্ত বিস্তার এ যে, আমার অন্তর ! !
বিপুল ধরণী, সিন্ধু, শূন্য নৈরাকার,
আজ রে সকলি তারা, অধীন আমার !
অধীন আমার আজ, নিজে বিশ্বপতি,
যক্ষ, রক্ষ, দেব, দৈত্য, করিছে প্রণতি !
বিশাল ধরণী-তল, বিস্তৃত আকাশ,
নহে তার মধ্যে সুধু, মম গৃহ বাস !
অসীম সাগর সিন্ধু, নদী সরোবর,
সুধু তাহে তৃপ্ত নহে, আমার অন্তর।
প্রোজ্জল অনল দ্যুতি, উদ্দীপ্ত ভাস্কর,
নহে তাহে আলোকিত, মম চক্ষুবর।
দ্রুত গামী উল্কা, বায়ু, গ্রহ, তীর, তারা,
পারেকি আমার গতি, পরাজিতে তারা ?
বিশ্ব-জয়ী শক্তি মোর, মহান গম্ভীর,
তুচ্ছরে সংগ্রাম-জয়ী দেশ জয়ী বীর।
ক্ষুদ্রতম, ক্ষুদ্রতারা, হিংসুকের শেষ,
তোপ তরবারে নষ্ট, করে, সৃষ্টি দেশ।

জীব এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। যাহার যেরূপ সাধনা তাহার কার্য্যও তদ্রূপ হইবেক সন্দেহ নাই। বড় সম্বল না হইলে কিছুতেই বড় হওয়া যায় না ইহা স্থির নিশ্চয় কথা।

মহানিষ্ট স্পষ্ট তারা, পারে সাধিবার,
ধরাধর পারে তারা, সিন্ধু করিবার।
মন দিলে বিষে ভরে, ক্ষীরোদ সাগর,
সুধার সাগরে, করে বিষ-সরোবর।
মুহূর্ত্তে করিতে পারে, ধরাতল নাশ,
মুহূর্ত্তে করিতে পারে, প্রাণীর বিনাশ।
কিন্তু কিবা সাধ্য ধরে, করে বিন্দু দান,
শরীরের রক্ত দিয়া, সাধিতে কল্যাণ।
কি সাধ্য করিতে পারে, জগতের হিত,
কি আর সাধিবে বিনা, জীবের অহিত।
অহিত সাধিতে সদা, পারদর্শী সবে,
নিঃস্বার্থ কল্যাণ কেবা, সাধিবার ভবে ?
কাহার হৃদয় হেন, বীরত্বের খণি,
পরের অহিত যেবা, করেনি কখনি ?
কাহার হৃদয় হেন, মহান প্রধান,
পরে যদি মারে, তবু করে দয়া দান !
এমন হৃদয় কেবা, নরকুলে রাখে,
শত্রুর শাণিত বর্শা, হর্ষে ধরে বুকে ?
এমন হৃদয় খানি, নরকুলে কার ?
শত্রুর সুহিত করে, মিত্র ব্যবহার।
আনন্দে পরাণ দেয়, পরাণীর তরে,
রাখিতে পরের প্রাণ, নিজে প্রাণে মরে ?
রাখিতে মানীর মান, প্রাণ করে দান,
জীবের মঙ্গল হেতু, তুচ্ছ ভাবে প্রাণ।
সবেই করিতে পারে, অনিষ্ট সাধন,
ভাল করিবার ভবে, নহে কোন জন।
সেই ধন্য বীর গণ্য, ভাল যেবা চায়,
আপনা পাসরি মজে; বিশ্বের মায়ায়।

এমন সে উচ্চ হৃদি আছে কত জন,
পর দুঃখে দুঃখী সদা, যাহাদের মন ?
যাহাদের হৃদিমন, নহে রিপুবশ,
শত্রুকে আশ্রয় দানে, লভে হর্ষ যশ।
সর্ব্ব ত্যাগী, মহা যোগী, নিষ্কামনা যেই,
ধন্য ধন্য বীর গণ্য, ধরা পূজ্য সেই।
হিংসা, লোভে, কাম, ক্রোধে, পূর্ণ যার মন,
তারে কি সম্ভবে কভু, কল্যাণ সাধন ?
দুরন্ত স্বার্থের বস, যাদের অন্তর,
জীবের অহিত তারা, সাধে নিরন্তর।
পারেনা করিতে কভু কল্যাণ সাধন,
মহা পাপে রত সদা, তাহাদের মন।
হ'ক মহা রাজ্যাধিপ, রাজ রাজেশ্বর,
হ'ক তারা ইন্দ্র, চন্দ্র, ধনের ঈশ্বর।
হ'ক হ'ক্ মান্য গণ্য সমাজের পতি,
করুক জগতবাসী, করুক প্রণতি।
কিন্তু তারা কভু নহে, মহত প্রধান,
পারেনা সাধিতে তারা ধরার কল্যান।
পারেনা পারেনা তারা, করিবারে হিত,
কেবলই সাধে তারা, জীবের অহিত।
নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ আর, নির্লিপ্ত না হ'লে
পারে কি সাধিতে হিত, পারে কোন কালে ?
দুর্জ্জয় বাসনা বশ, যে করিতে নারে,
জগতের হিত সে কি, করিবারে পারে ?
করিতে পরের হিত, পর উপকার,
হরিতে ধরার তাপ, ধরণীর ভার,
সৃজিলা বিধাতাবর, মানবী, মানব,
ধরার গৌরব ভরা অতুল বিভব !

ধরার প্রধান সেই, নর আর নারী,
দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, যার আজ্ঞাকারী।
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, বিদ্যুত, অনল,
যাহার গৌরব হেতু, সদা সমুজ্জ্বল,
আকাশ, পাতাল সিন্ধু, ঘোর রসাতল,
যাহার গরিমা-হেতু, মহিমার স্থল।
অপার অনন্ত আর, আগম, নিগম,
যাহার গাম্ভীর্য্য ভরে, হ'য়েছে দুর্গম।
নিশি, দিশি, দিক, রাশী, কুলিশ, পবন,
যাহার মহিমা জপে, হ'য়েছে সৃজন।
তিথি, বার, ঋতু, আর, অয়ন, বৎসর,
যার তুষ্টি সৃষ্টি, ভবে, ঘোষে নিরন্তর।
যার তুষ্টি হেতু সেই, আপনি বিধাতা,
সকল জীবের প্রতি, করে তারে ধাতা।
যাহার আবাস-বাস, কোটি স্বর্গধাম,
নিজে সে বিধাতা বর্ণে, যার গুণ গ্রাম।
যারে পূজি ধন্য ধন্য, দেবতা সমাজ,
যারে হেলি "আজাজিল" সয়তানের সাজ।
যারে হেলি "আজাজিল" গেল রসাতল,
গলে অভিশাপ পাশ, ধর্ম্মে হীন বল।
যাহার অন্তরে ভরা অনন্ত ভুবন,
আপনি বিধাতা যাহে, আপনি মগন।
না প্রবেশে চিন্তা যাহে, না প্রবেশে জ্ঞান,
সাক্ষাৎ বিরাট-মূর্ত্তি, সে হৃদয় খান।
কে জানে বিস্তার তার ? কেবা জানে পার ?
হায় কি অদ্ভুত সেই, অন্ত নাই তার !!
সকল কল্পনা আর, সব বুদ্ধি বল,
যাহার চিন্তায় শেষে, যায় রসাতল।

হায় কি বিশাল! সেই মানবের মন,
না জানি কতই বড়, অচিন্ত্য কারণ!
না জানি কতবা উচ্চ, কতই মহান্!
না জানি পবিত্র কত, সৃষ্টির প্রধান।
না জানি কি মধুরিমা! মরি মধুময়!
কত বৈতরণী তরী, সুরধুনী বয়!
না জানি সে কত বল, কত শক্তি ধরে,
না জানি কতই তাহে প্রলয় বিহরে?।
কত ধ্বংস কত লয়, ক্ষণে হয় তায়,
ডু'বে আছে বিশ্বরূপী, মহামায়া হায়!!
কে জানে বিস্তার তার, কেবা জানে পার?
হায় কি ঘটনা সেই, অনন্ত পাথার!
কিন্তু সে মানব সেই মানব-হৃদয়,
অলস-কলুষ-বশে, এত নীচাশয়?।
সেইরে মানব হায়! সেই নর নারী,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আজ, নরক বিহারী?!
এতই জঘন্য সেই, এতই ন্যক্কার,
এতই সে নীচ হায়! তুলা নাই যার?
এতরে পামর সেই, মানবের সুত,
ভূত, দানা, প্রেত, পাপ, সব পরাভূত!!
হায়রে এতই ক্ষুদ্র, সেইত হৃদয়,
ভস্ম-পরমাণু দৃশ্য, অন্ধকার ময়!
সেইরে মানব হায়! সেই নর নারী,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এত, খেদে প্রাণে মরি!
সেই রে মানব শেষ, সেইত হৃদয়,
আপনা প্রাণের প্রতি, আপনি নির্দ্দয়!
আপনি ভুলিয়া সেই, আপনার জাত,
আপনা ভাইয়েরে করে, আপনি সংঘাত;

আপনা বিনাশ করে, আপনার হাতে,
বিপথে বিপদে পড়ে, সন্তানের সাতে।
আপনা স্বগণে করে, আপনি নিধন,
এমনি সে ক্রুরমতি, দুর্ম্মতি দুর্জ্জন।
হিংসা দ্বেষে, পাপ-বিষে, সদা জর জর,
ভীষণ নরক, কিসে বিশুদ্ধ অন্তর?
ভীষণ নরক, সে রে নরকের শেষ,
সাধে কি ছেড়েছি আমি, মা বাপের দেশ,
সাধে কি হ'য়েছি আমি, হেন দেশান্তরি,
সেজেছি সন্ন্যাসী সাজ, ছেড়ে ঘর বাড়ী!
হায় সে বিষম দুঃখ, সে বিষম তাপ!
কেনরে হৃদয়ে জাগে, সে পৈশাচি পাপ?
ভুলিয়াছি শত বার, ভুলুক হৃদয়,
কি কাজ সে কথা তুলি, কলুষ নিলয়?
কি কাজ আমার আজ, সে কথারে তুলি,
চতুর্দ্দশ বর্ষ যাহা, রহিয়াছি ভুলি।
সহজে সন্ন্যাসী আমি, তাহে বন বাসী,
চাহিনা সংসার, নহি যশের প্রয়াসী।
শিখাতে এসেছি আমি, শিখাইয়ে যাই,
সবারে সমান দয়া, হিংসা দ্বেষ নাই।
নিতে ত চাহিনা আমি, বিলাইতে চাই,
এ হৃদি কাহারে দিব, খুজে নাহি পাই।
সুধু ত হৃদয় নহে, দিব প্রাণ মন,
এ'স হে ত্বরায় এ'সো, কে আছ এমন?
হায় যে মানব হৃদি, প্রেমের ভাণ্ডার,
সামান্য দানেতে কিবা, ফুরাইবে তার?
সামান্য দানেতে তার, কিবা হবে ক্ষয়,
সে উচ্চ হৃদয়-ভাণ্ড, বিশাল অক্ষয়!

ত্রিভুবন করে যদি, তার সুধা পান,
না ফুরাবে কদাচন, না পড়িবে টান।
নহিত সামান্য জীব, তরুতলবাসী
বিঘোর তপস্বী আমি যোগের সন্ন্যাসী।
বসিয়াছি পদে ঠাসি ভব দুর্গ দ্বার
বান্ধিবারে সপ্ততাল যমের দুয়ার।
দেখাইতে নর-লোকে করিয়াছি পণ
কি লয়ে যুঝিছি ঘোর সংসারের রণ।
সহি কত উর্ম্মি ঝড় কত প্রভঞ্জন
সাধিয়াছি যোগ বলে অসাধ্য সাধন।
অসাধ্য সুসিদ্ধ করি বসিয়াছি দ্বারে
কার সাধ্য ত্রিভুবনে আর মোরে নাড়ে?
ত্রিভুবন জয়ী নর আমি ডরি কায়
যোগ বলে বান্ধিয়াছি নিজে বিধাতায়!
বান্ধিয়াছি মহা বলে এ তিন ভুবন
সামান্য কি নর আমি? ক্ষুদ্র কদাচন?
হায় কি সামান্য এই, মানব জীবন,
তুচ্ছ ভাবে মরিবারে, হয়েছে সৃজন?
তুচ্ছ কি হয়েছে ভাব, যোগ তপস্বার?
মরেরে অমর কবে, কিসে ভবে আর?
কি বলে মানব লভে, দেবত্ব-আসন?
কি হেতু সে করে জয়, এ তিন ভুবন?
অতুল প্রতাপ মরি, অসীম ক্ষমতা,
যোগ তপস্বারে দিলা, আপনি সে ধাতা
আপনি হইতে বন্ধ, আপন মায়ায়,
আপনার হাতে নিরমিলা, তপস্বায়।
অতুল প্রতাপ দিলা, দিলা তারে বল,
অসাধ্য সাধিতে ভবে, করিলা প্রবল।

কিন্তু হা! বিমূঢ় নর না জানি সন্ধান,
ভীষণ নরককুণ্ডে, বিসর্জ্জে রে প্রাণ!!
মরে সে ঘৃণিত হেয়, তুচ্ছ প্রাণী প্রায়,
এমন দারুণ দৃশ্য, সহা কিহে যায়?
কোথা সে আকাশ তুল্য, প্রশস্ত হৃদয়;
কোথা আর ক্ষুদ্র গোরে, তাহার বিলয়?
কোথা সে চন্দ্রমাসূর্য্যনিন্দিত মানস;
আজি কিনা সেই তুচ্ছ বাসনার বশ?!
কি হেতু মানব আজ এত নিচাশয়?!
তুচ্ছ ঘোর মোহে তারে করিয়াছে ক্ষয়!!
কি হেতু হইল আজ হেন দশা,হায়?!
কেবলি মজিয়ে তুচ্ছ ভবের মায়ায়!!
অসার সংসার এই, সংসার অসার,
কেনরে মিমূঢ় নর ভাবে তাহা সার?
কেনরে বিমূঢ় নর দারাসুতে বশ?
ভুলিয়া পরম জনে, মায়াতে অবশ!
মায়াতে হইয়ে বন্দি, মায়াতে বিভোর?
আমার আমার করি, করে সারা সোর?
কেবা কার কে আমার? কেবা আত্মপর;
গূঢ় না ভাবেরে কিছু হারে মূর্খ নর?
আমার আমার করি, মরে অকারণ;
কিসের সে দারা সুত, কিসের আপন!!
কিবা মাতা কিবা পিতা, কিবা বুন ভাই?
নিদানের তরে কেহ, সঙ্গে যেতে নাই!
কিবা সুত কিবা সুতা, কিবা বন্ধু, ভাই;
পাপতাপভাগী হায়! কেহ হবে নাই!
না নিবে পাপের বোঝা; না নিবে সে তাপ,
নিদানে পলাবে হায়ে, সাধের মা বাপ!

নিদানে পলাবে ফে'লে, দারসুতভাই,
হায়রে চরমে কেহ; সঙ্গে যে'তে নাই ! !
কেবল সঙ্গের সাথি নিজ কর্ম্ম ফল,
চিন্ত সেই চিন্তাস্তাহে, ফলাতে সুফল !
নিজ কর্ম্ম তরে নর, নিজ কর্ম্মে মরে,
মাতাপিতাদারাসুতে, কিবা কাজ করে !
ধন ধান্য পরিজন, সংসার কারণ,
সংসারের হেতু তারা, মায়ার বন্ধন ।
সংসারের স্থুল তারা, সংসারের মূল,
তরনের তরী তারা, সংসার অকুল !
কিন্তুরে "সংসার" আর, "পরমার্থ ধন"
"পরমাত্মা" "প্রাণ" আর "মানস" জীবন" ॥
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এরা বিভিন্ন সকল;
সকলের যোগে গড়া, দেহ-তরী কল ।
অসার সংসার তাহে, পরমার্থ সার,
"পরমাত্মা" দেহ যোগে, অবলম্ব তার ।
সংসার পাথারে ওরে, দেহ মাত্র তরী;
পরমার্থ তরে আত্মা, তাহে দেয় পাড়ি !
হেন পাড়ি দিতে যদি, আত্মা তাহে ডুবে,
এমন সংসারে ডুবি, কি কাজ হে তবে ?
কি কাজ সংসারে তবে কি কাজ মায়ায়,
কিবা কাজ পরিজন, ধনের আশায় ?
ছাড়রে ছাড়রে মূঢ় ! ছাড় মিথ্যা মায়া,
ছাড়রে মোহের ধান্ধা, ভাব মিথ্যা কায়া ।
ভেবে দেখ ওরে নর ! সব ফক্কিকার,
সকলি সে মায়া খেলা, মায়া ধন্দকার ।
কাট হে ও ভোলা মন ! হেন মায়া ফাশ,
একান্ত কররে যদি, পরমার্থ আশ ।

কাটরে কাটরে ভব মায়ার বন্ধন ।
একান্ত চাহরে যদি, সেই সারধন ।
কি ভাব অবোধ আরে, "হামিদ বাউর"
কাট দেখি ভব মায়া, চিন্তা কর দূর ।
ধর দেখি বীর বেশ, বীর অবতার !
দেখাও মনুষ্য নামে, গৌরব অপার ।
দেখাও মনুষ্য এই, কত উচ্চতর,
তপস্যার বলে কত, উচ্চ হয় নর ?
ত্রিভূবন কর জয়, তুমি ডর কায় ?
যোগ বলে বান্ধিফেল, নিজে বিধাতায় ।
আত্মজন প্রাণ ধন, বান্ধি কর সার,
সর্ব্বস্ব ত্যাজরে নর ! চরণেতে তার ।
কিবা ধন কিবা জন, কিসের সংসার,
কিসের রে সুত, সুতা, দারা পরিবার ।
কিসের রে ভাই বন্ধু, কিসের জীবন ?
নাহি যদি পাইলাম, সেই সার ধন,
নাহি যদি লভিলাম, পরমার্থ ধনে,
কিবা কাজ তবে রাজ্য, ধন পরিজনে ?
কি কাজ মনুষ্য নামে, কিবা কাজ জিয়া,
ভজরে তাহারে মন ! প্রাণ দান দিয়া ।
ভজহে প্রধানে সেই, সেই সর্ব্ব মূল,
দে'খো কভু নাহি হয়, স্থলে যেন ভুল ।
যত ধর্ম্ম যত কর্ম্ম সকলি অসার,
যদি ভক্তি প্রেমাশক্তি, নহে প্রতি তাঁর ।
যদি ভক্তি প্রেম নাহি, থাকে তাঁর প্রতি ।
তবে সুধু কি হইবে, ধর্ম্মে দিলে মতি ?
কি করিবে ফোর্‌কাণে গো, কি করিবে বেদে,
কি করিবে যুক্তি তর্কে, নানা মত ভেদে ?

কি করিবে বল তবে, বিজ্ঞান দর্শন,
যদি নাহি হয় সত্যপথ প্রদর্শন।
যদি নাহি হয় সত্যপথ পরিষ্কার,
তবে বল কিবা ফল, যোগ সাধনার ?
কিবা ফল ধর্ম্ম দিয়া, তবে আরে মন,
যদি নাহি পাইলাম, পরমার্থ ধন।
যেবা যেই পথে যাও, লক্ষ্য রাখ স্থির,
ছাড় বৃথা বাড়া বাড়ি, ছাড় বৃথা ভিড় !
ছাড়রে ছাড়রে মন ! ছাড় মিথ্যা মায়া,
ছাড়রে মোহের ধান্দা, ভাব মিথ্যা কায়া।
ভে'বে দেখ ওরে মন ! অনিত্য এ তনু,
"পরমার্থ" সাধিবারে, যেন পূর্ণ ধনু।
"পরমাত্মা" শর তাহে, "যোগ" তার গুণ,
টঙ্কার সে ব্রহ্মনাদ, ধানুকী নিপুণ !
টঙ্কার রে ব্রহ্মনাদ, ছাড়ি হুহুঙ্কার,
ভে'বে দেখ ওরে মন ! সব ফক্কিকার ! !
ভে'বে দেখ ওরে মন ! সংসার অসার।
সকলি সে মায়া খেলা, মায়া ধন্ধকার ! !
কাট হে ও ভোলা মন ! হেন মায়া পাশ,
একান্ত কররে যদি, পরমার্থ আশ।
কাটরে কাটরে ভব, মায়ার বন্ধন,
একান্ত চাহরে যদি, সেই সার ধন।
কি ভাব অবোধ আরে, **হামিদ বাউর** !
কাট দেখি ভব মায়া চিন্তা কর দূর।
চেয়ে দেখ, ঘোর অই, ভবিষ্য-পাথার
দিন গেল ! গেল দিন ! ! কি ভাবিছ আর।

নব-কুমুদ।

[৬]

পূজার ছুটী প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অদৃষ্টবৈগুণ্যে নবকুমার পীড়িত—মৃত্যু শয্যায় শায়িত। তাঁহার "নিয়োমোনীয়া" হইয়াছে। পীড়ার আজ একবিংশতি দিবস। গ্রাম্য এবং নাগরিক কীর্ত্তিমান চিকিৎসকগণ রোগীর শয্যা বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। কাহারও মুখে একটী শব্দ নাই। প্রকোষ্ঠ নীরব, নিস্পন্দ; প্রলয় ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতির অদৃষ্টপূর্ব্ব নীরবতা গৃহে বিরাজমানা। রোগীর জীবনের আশা নাই; অন্যান্য দিবসাপেক্ষা অদ্যকার অবস্থা অপেক্ষাকৃত মন্দ। কুমারোপম নবকুমারের সুকুমার দেহ যষ্টি কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার উত্থান শক্তি রহিত; পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের পর্য্যন্ত ক্ষমতা নাই—চক্ষু কোটরগত এবং নিষ্প্রভ, রসনা পরিশুষ্ক ও বিজড়িত। সুতরাং, এরূপ অবস্থায়, তাঁহার আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা নাই; তবে যাঁহার আদেশে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারকা-মণ্ডিত নীল নভঃ অনন্তবিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার ইঙ্গিত মাত্র মহাসমুদ্র উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালায়, অভ্রংলিহ পর্ব্বতশ্রেণী তুষারোপম তুহিনরাশি উদ্গীরণকারী বীচিমালীতে, নন্দনকানন মরুভূমিতে এবং মরুভূমি নন্দনকাননে পরিণত হইতে পারে, তিনি ইচ্ছা করিলে নবকুমারকে নীরোগ করিতে পারেন।

নবকুমার ধর্ম্মদ্রোহী হইলেও তথাকার বিদ্বন্মণ্ডলীর অগ্রগণ্য; সুতরাং গ্রামস্থ ম্লাবতীয় ভদ্রলোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। অসেন নাই কেবল ভীষ্মপ্রতিজ্ঞ যদুনাথ; পুনঃ পুনঃ তাঁহার সন্নিধি সংবাদ প্রেরণ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তিনি আদৌ কর্ণপাত করেন নাই। বরং পরুষবাক্যে সংবাদ বাহককে ভৎর্সনা করিয়া দিয়াছেন।

কুমুদিনী নবকুমারের কঠিন পীড়ার সংবাদে আর স্থির থাকিতে পারিল না; তাহার অন্তঃকরণে রাবণের চিতা হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সাংসারিক কার্য্যে তাহার শ্রদ্ধা রহিল না। আহারনিদ্রা

পরিত্যাগ পূর্ব্বক সে প্রতিনিয়ত চিন্তার দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা দংশনে নিপীড়িত হইতে লাগিল। স্বামীর বিপদে সাধ্বী স্ত্রীর অন্তরে কিরূপ প্রবল ঝটিকা সমুত্থিত হইয়া তাহার হৃৎপিণ্ড আলোড়িত করিতে থাকে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে বুঝিতে পারে? কুমুদিনী হৃদয়াবেগ সংযমিত করিতে পারিল না। সে মনে মনে বলিল "স্বামী যেরূপই হউন না কেন, স্ত্রীর কর্ত্তব্য তাঁহাকে প্রাণপণে শুশ্রূষা ও শ্রদ্ধা করা;—কারণ পতিই স্ত্রীর গতি। অতএব যদি আমাকে শ্বশুর মহাশয় বাড়ী হইতে বহিস্কৃতও করিয়া দেন, তাহাতেও আমি ভ্রূক্ষেপ করিব না। যিনি পরমেশ্বরের স্বরূপ, যাঁহাকে ধ্যান করিলে আমার পরকালে সদ্গতি হইবে, যাঁহাকে এক দিনের জন্যও মনে মনে অশ্রদ্ধা করিলে অনন্তকাল নিরয়-লাভ ঘটিবে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না;—হে করুণা-নিলয় অনাথের নাথ, দুর্ব্বলের বল পরমপিতঃ! অবলার ক্ষুদ্র অন্তঃকরণে বল দান কর।" কুমুদিনী আর বলিতে পরিল না; তাহার কণ্ঠরোধ হইল। তখন সে পরমপাতা বিশ্বনিয়ন্তার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে যদুনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

যদুনাথ বড় সাধ করিয়া কুমুদিনীর সঙ্গে স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন, তাই তিনি তাহাকে নিজ সন্তানাপেক্ষাও স্নেহ করিতেন। বিশেষতঃ নয়নতারার মৃত্যুর পর হইতে যদুনাথের হৃদয়ের স্রোত সম্পূর্ণরূপে কুমুদিনীতে প্রবাহিত হইয়াছে। সুতরাং দায়াদীপ্রতিমা কুমুদিনীকে পরিম্লান মুখে সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেখিয়া যদুনাথ বিচলিত হইলেন। তিনি বলিলেন "মা, তোমাকে আজি এরূপ দেখিতেছি কেন? তোমার কি হইয়াছে মা? শরীরে কোন প্রকার অসুখ বোধ করিতেছে কি? তোমার শুষ্ক মুখ দর্শন করিয়া আমার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।"

ব্রীড়াবনতমুখী কুমুদিনী কোমল কণ্ঠে উত্তর করিল "পিতঃ! আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব, হৃদয়মন্দিরের অধিষ্ঠদেব, আপনার একমাত্র সন্তান, স্বর্গগতা দেবী নয়নতারার নয়নতারা পূজ্যপাদ গুরু নবকুমারের কঠিন পীড়ার সংবাদে আমার হৃদয় তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গিয়াছে;—আপনি পিতা আপনাকে

আর অধিক কি বলিব;—বড় সাধ হইয়াছে, তাঁহার অন্তিম সময়ে তাঁহার চরণযুগল স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া নারী-জন্ম সার্থক করি।" যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যদুনাথ পুত্রকে মাতৃ-শব পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে দেন নাই, আজ সেই যদুনাথ তাঁহার সেই ধর্ম্মদ্রোহী অবাধ্য পুত্রের জন্য অজস্র অশ্রু বিমোচন করিতে লাগিলেন। গদগদকণ্ঠে কুমুদিনীকে বলিলেন "মা! তুমি নিশ্চয়ই শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা!—তোমার পতি-ভক্তি আদর্শস্থানীয়। চল মা, মাতা ও পুত্র একত্রে নবকুমারকে দেখিয়া আসি"। যখন যদুনাথ ও কুমুদিনীতে এরূপ কথোপকথন হইতেছিল তখন রাত্রি হইয়াছে।

[৭]

রজনীর দ্বিতীয় যাম এখনও অতীত হয় নাই;—প্রকৃতি নীরব, নিস্পন্দ। সারা দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর প্রকৃতি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। শুক্লপক্ষীয় সুধাকরের সুধাধারা প্রকৃতিময় বিক্ষিপ্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। প্রশান্ত তরঙ্গিনীর স্ফটিকস্বচ্ছ পয়ঃপ্রবাহে অপূর্ণচন্দ্রমা গলিতকাঞ্চনাভা বিস্তার পূর্ব্বক নাবিকের মনোরঞ্জন ও তাহার কষ্টের লাঘবে চেষ্টা পাইতেছে। অদূরে নবকুমারের রাজপ্রাসাদপ্রতিম সুধাধবলিত তুঙ্গ অট্টালিকা শারদীয় চন্দ্রকর-সম্পৃক্ত হইয়া অনিন্দ্য-সুন্দরী ষোড়শী যুবতীর ন্যায় হাসিতেছে।

পাঠক! চলুন, একবার নবকুমারের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার অবস্থা সন্দর্শন করিয়া আসি। পীড়িত নবকুমার শয্যোপরি শায়িত। শিয়রে তাঁহার জনয়িতা বিষণ্ণ ও অবনত বদনে বসিয়া আছেন;—চরণতলে স্বর্ণলতিকা কুমুদিনী।

শয্যার এক পার্শ্বে ননীর পুতুল ননীগোপালকে ক্রোড়ে করিয়া কাদম্বিনী উপবিষ্টা এবং গৃহের কোনে রামীর মা অন্যান্য দাস দাসীগণ সমভিব্যাহারে রোগীর শুশ্রূষার উপযোগী সামগ্রীসম্ভার সংগ্রহ করিতেছে।

নবকুমার, যদুনাথের মুখের দিকে দীননয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "আর সহ্য হয় না; দেব! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

আপনার অন্তরে যে কঠিন আঘাত প্রদান করিয়াছি, কোটীকল্প নরক-যন্ত্রনা সহ্য করিলেও তজ্জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না, পিতঃ! আমার ন্যায় পাতকী আর দ্বিতীয় নাই। আমি নরকের কীট";—নব-কুমার আর বলিতে পারিলেন না। যদুনাথ নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিয়া বক্ষঃ প্লাবিত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যদুনাথ উত্তর করিলেন "বৎস নবকুমার! সন্তানের জন্য পিতার কতদূর স্নেহ ও মমতা হইতে পারে তাহা বোধ হয় জানিতে পারিয়াছ। তুমি আমার একমাত্র সন্তান;—সমুদয় পৃথিবীর সহিত তুলনা করিলেও মানদণ্ডে তোমারই গুরুত্ব প্রমাণীকৃত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল; লোকে জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফলে পণ্ডিতপুত্র লাভ করিয়া থাকে—"বরমেকোগুণীপুত্র নচ মূর্খ শতৈরপি"। যদি তুমি আমার নিকট অপরাধ—শত অপরাধও করিতে তাহা আমি অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া তোমাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইতাম। কিন্তু বৎস! তোমার অপরাধ গুরুতর—তুমি অপরাধ করিয়াছ পবিত্র হিন্দু সমাজ ও হিন্দু জাতীর নিকটে,—সে অপরাধ ক্ষমা করিবার আমার শক্তি নাই। তুমি তোমার পিতৃপুরুষদের চিরগন্তব্য পথ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছ, সে পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার আমার ক্ষমতা কোথায়? ধর্ম্মের সমক্ষে পৃথিবীর ধনসম্পত্তি অতুল বিভব, পর্ব্বতের সম্মুখে বালুকা কণা সদৃশ; স্ত্রী পুত্র-পরিজনের স্নেহপাশে আবদ্ধ হইয়া এবং বিষয়-রসের আস্বাদনে লিপ্ত থাকিয়া যে ধর্ম্ম ও সমাজের অবমাননা করে সে পাষণ্ড, পামর, নীচাশয় ও মূর্খ;—তাহার হৃদয়ে চির অমাবস্যা বিরাজিত, তাহার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন, সে ব্যক্তি সর্প অপেক্ষাও ক্রুর—ব্যাঘ্র অপেক্ষাও হিংস্র, সে ব্যক্তি পশুর অধম। প্রণাধিক! এই সকল কারণ পরম্পরা লক্ষ্য করিয়া, যতদিন তুমি যথেচ্ছাচারে রত ছিলে, তত দিন তোমার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া ছিলাম;—তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাহা দুই দিনের,—চক্ষু মুদ্রিত করিলেই জল বুদ্বুদ—ফক্কিকার!!"

নবকুমার ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর প্রদান করিলেন "পিতঃ! গুরো! যদি মৃত্যু আলিঙ্গন করিবার পূর্ব্বেই কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার সম্ভাবনা থাকে, তবে আদেশ করুন আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। পরলোক-

গতা গর্ভধারিণী জননীর পবিত্র সরল কোমল প্রাণে যে আঘাত করিয়া-ছিলাম, সেই পাপেই যে আমার অপরিণত বয়সে মৃত্যু হইল, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু আমার মন এখন আমাকে বলিতেছে যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করেন তাহা হইলেই আমার সদ্গতিলাভ ঘটিবে। পিতঃ! এত দিনে আমার জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে—এতদিনে আমি বুঝিতে সক্ষম হইলাম "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা"। দেব! আমার মস্তকে আপনার শ্রীচরণ স্থাপন করুন, আমার উষ্ণ মস্তিক শীতল হইবে। হায়! হায়! আমি যে লবণবাহী বলীবর্দ্দ, চন্দন-বাহী গর্দ্দভ তাহা এতদিন ঘুণাক্ষরেও অবগত হইতে পারি-নাই! শুক্তি-গর্ভের পরিবর্ত্তে আমি এত দিন শম্বুকের গর্ভে মুক্তার অন্বেষণে প্রবৃত্ত ছিলাম!" নবকুমার নীরব হইল।

যদুনাথ নবকুমারের এবম্প্রকার মনোগত ভাব অবগত হইয়া মনে মনে পরম কারুণিক বিশ্বপাতার সমীপে প্রার্থনা করিলেন "দয়াময়! অচেতনকে চেতনা, নির্ব্বোধকে বোধ, অজ্ঞানকে জ্ঞান দান কর"।

ক্রমে রজনী শেষ হইয়া আসিল বৃক্ষশাখাস্থিত পক্ষি-কুল একতানে বিভুগুণ গাহিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক নানারঙ্গে রঞ্জিত করিয়া সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। প্রাভাতিক মৃদুমন্দ সমীরণ কুসুম রাশির সৌরভ অপহরণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল,—উন্মুক্ত বাতায়ন পথে বিমুক্ত-কবরী সুষুপ্তা রমণীর মুখচুম্বন করনান্তর তাহার কাণে কাণে বলিল "রজনী প্রভাত হইয়াছে আর নিদ্রা যাইবার সময় নাই, শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ কর।" পাদপমূল আশ্রয়কারী পথিককে বলিল "পথিক! পূর্ব্বদিকে অরুণসারথি সরোজ বান্ধব সমুদিত, এখন নিদ্রালস্য পরিহার পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া যাঁহার প্রসাদে নিরাপদে তরুমূলে যামিনী যাপন করিতে সক্ষম হইয়াছ তাঁহার পবিত্র নাম গ্রহণ করনান্তে স্বকীয় গন্তব্য পথ অবলম্বন কর"। সরসে স্তিমিত-নেত্রা নলিনীকে বলিল "তোমার হৃদয়েশ স্মিতমুখে পূর্ব্বাকাশের দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক তোমাকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, অতএব অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা কর"। সরোজিনী

এতচ্ছ্রবণে ফুল্লাননে চক্ষু উন্মীলন করিল। আবার সুহাসিনী কুমুদিনীকে বলিল "অনধিকার প্রবেশকারী লম্পট কুন্তী-বিলাসী মরীচিমালী তোমার প্রাণাধিক প্রিয়তম প্রাণেশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত করনান্তর গগন-রাজ্যের রাজত্ব লাভ করিয়াছে, অতএব তুমি নিজ সতীত্বরত্ন রক্ষা করিতে যত্নবতী হও"। কুমুদিনী এইরূপে অকস্মাৎ প্রিয়-বিয়োগসংবাদ অবগত হইয়া বিষাদে মলিন ও নিমিলিত চক্ষু হইল। সরোবর কি অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিল;—এক দিকে প্রিয়-বিয়োগবিধুরা কুমুদিনীর বিষণ্ণ বদন অন্যদিকে পতিসমাগমে স্ফুরিতাধরা পঙ্কজিনীর ফুল্লানন ভাবুকের অন্তঃকরণে কত কথাই জাগরিত করিয়া দিল! ভাবুক জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করনান্তর চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, পৃথিবীর সকল অংশেই বিরহ-মিলন, সংযোগবিয়োগ, সুখদুঃখ, আশা ও নিরাশার প্রতিচ্ছায়া-তাহাদের সমাহার লক্ষ্য করিলেন। ভাবুক এতদ্দর্শনে ভাবগদগদ চিত্তে তন্ময় হইয়া সেই নিত্য নিরাময় নিরঞ্জন, বিশ্বনিয়ন্তা সত্যসনাতন পতিতপাবনের অসংখ্য প্রশংসাবাদ করণান্তর ভক্তিরসাপ্লুত নয়নযুগল নিমিলিত করিলেন। আর আমাদের কুমুদিনী? স্বর্ণলতিকা কুমুদিনী সারারাত্রি প্রাণ ভরিয়া স্বামীর শুশ্রূষা করিয়া যখন দেখিতে পাইল উষা সমাগমে নবকুমার একটু তন্দ্রাভিভূত হইয়াছেন, তখন পরমপিতার পবিত্র নাম ভরসা করিয়া তদীয়া স্বর্গগতা শ্বশ্রূ নয়নতারা-স্থাপিত শিবমন্দিরে প্রবেশ করিল।

ক্রমশঃ

বিবিধ সংবাদ।

—:**:—

ইস্‌লাম গ্রহণ।

গত বৎসর ইংলণ্ডের উত্তর অংশের ১৪জন খৃষ্টান ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে মানচেষ্টারে একজন, বার্কেনহেডে ১জন আর অবশিষ্টগুলি লিভারপুলে। ইহাদের মধ্যে সকলেই শ্বেতপুরুষ; কোন মুসলমান কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই।

ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ধনঙ্গরা নিবাসী ভারত চন্দ্র দাস একটী স্কুলের পণ্ডিত। বোলাই নিবাসী মৌলবী সৈয়দ নুরুল হক সাহেবের নিকট ইনি পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইঁহার নাম রাখা হইয়াছে—দীন মহম্মদ।

কলিকাতায় মিঃ সি, সি, দাস নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত নেটীভ খৃষ্টীয়ান নাখোদার মস্‌জেদে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। লোকটী বিদ্বান্ ও প্রৌঢ় বয়স্ক।

মুঙ্গের জামালপুরের দুইটী ইংরেজ খৃষ্টধর্ম্ম ছাড়িয়া মুসলমান হইয়াছেন, দুইজনই খৃষ্টানী নাম ছাড়িয়া মুসলমানী নাম ধরিয়াছেন। জন জ্যাক্‌সন হইয়াছেন নুরমহম্মদ, জন ওয়েল্‌স হইয়াছেন আবদুল্লা।

কলিকাতার 'কলিঙ্গা' নামক স্থানে একজন ইংরাজ যুবক পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতার 'সোনাই' নামক স্থানে একজন ইউরোপীয় পুরুষ সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশপ্রেমিক আরবী পাশা মুক্তি পাইয়াছেন। তিনি সর্গাদপিগরিয়সী জন্মভূমির দর্শনজন্য লঙ্কা হইতে মিসর অভিমুখে ছুটিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক সুবিদ্বান্ (ইংরেজী ভাষায়ও পারদর্শী) মৌলবী

মোহাম্মদ ইব্রাহিম সাহেব পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারজন্য "জাপান" যাত্রা করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা হইতে জাহাজারোহণে পিনাং গমন করিয়াছেন। তথায় মাসাধিক কাল থাকিয়া ক্রমশঃ জাপানের দিকে অগ্রসর হইবেন। মৌলবী সাহেব পঞ্জাব প্রদেশবাসী। তিনি ইতিপূর্ব্বে লাহোরের আঞ্জমনে হেমায়েতে ইস্‌লামের পক্ষ হইতে ধর্ম্ম প্রচারার্থ-সিলনে (সিংহল, লঙ্কা বা সরন্দ্বীপ) গমন করিয়াছিলেন এবারও বোধ হয়, উক্ত সভার পক্ষ হইতেই গমন করিতেছেন। মৌলবী সাহেবের সাহস ও উদ্যমকে ধন্যবাদ! কবে দলে দলে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারকগণ বিধর্ম্মী-দিগের মধ্যে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে খৃষ্টীয়ান মিশনরীদিগের ন্যায় সোৎসাহে, মহোল্লাসে গমন করিবেন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় দিল্লীতে একখানা মহা কোরান এক ফকিরের হস্তগত হইয়াছিল। সেই কোরান হীরকখচিত স্বর্ণ দ্বারা বাঁধান ছিল। ফকির ২ শত টাকাতে এই বহু মূল্যবান গ্রন্থ লাহোরে এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে। এক কাবুলি মহাজন তাহা বহু মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া কাবুলের আমীর আবদররহমানকে উপহার প্রদান করে। পারস্য রাজের দ্বারা আমীর এই গ্রন্থ মুসলমান নেতা তুরস্কের সুলতানকে উপহার প্রেরণ করেন। সুলতান এই গ্রন্থ পাইয়া এত প্রীত হইয়াছেন যে, পারস্যরাজের নিকট ২০ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। তিনি এই টাকা আমীরকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমীর তাহা হেজাজ রেলওয়ে নির্ম্মাণার্থে দান করিয়াছেন। ভারতের কত অমূল্য রত্ন কত ভাবে কত দেশ বিদেশে নীত হইয়াছে!

রুষিয়ার জার কাবুল আক্রমণ করিবার জন্য রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে করিতে কাবুলের দিকে আসিতেছেন। এদিকে স্বদেশ ও স্বজাতি ভক্ত মহাবীর উন্নতিশীল কাবুলের আমির আবদর রহমানও নিদ্রিত নন। তিনি জর্ম্মাণ হইতে নূতন নূতন কামান ও তোপ আনিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। প্রতিবেশী ও স্বধর্ম্মাবলম্বী ইরাণের শার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন জন্য সাড়ে চার লক্ষ টাকার মলাট নির্ম্মিত ঈশ্বর প্রেরীত গ্রন্থ (মহা-কোরাণ) উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস আছে.

রুষিয়ার সহিত যুদ্ধ করিবার সময় সোলতান, শা, ও আমির পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবেন।

কৃষক—

কৃষিকার্য্যের মত কার্য্য আর নাই, এক বৎসর কৃষিকার্য্য বন্ধ থাকিলে বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান, তার্কিকের (ব্যারিষ্টার) তর্ক, ধনীর, ধন, অহঙ্কারীর অহঙ্কার, কুলীনের কুল শুষ্ক হইয়া যায়। মানবজাতির পিতা মহাপুরুষ আদম হইতে প্রায় প্রত্যেক ভাববাদী কৃষিকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এমনকি ভাববাদী কুলভূষণ হজরত মহম্মদও ছাগল চরাইতেন! ইহাও কৃষিকার্য্যের অন্তর্গত। ভারতের আর্য্যেরা কৃষক ছিলেন। হিন্দুরাও তাহা স্বীকার করেন। ভারতের যে সকল মোসলমানের ধমনীতে আর্য্য-এবং ইস্‌লাম রক্ত আছে, তাহাদের কৃষিকার্য্যকে ঘৃণা করিবার উপায় নাই। সম্প্রতি আমাদের গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্রদিগকে কৃষিকার্য্য শিক্ষা-দিবার চেষ্টায় আছেন। আমাদের তাহাতে আপত্তির কোন কারণ নাই।

কে বড় কে ছোট?

হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যদের মধ্যে কে বড় কে ছোট ঠিক করিবার জন্য সভাসমিতি হইতেছে। ধন্য মোসলমান ধর্ম্ম! তোমার প্রসাদে জগতে গুণের আদর হইয়াছে, যে গুণী সেই বড়। আরব, আফগান, তুর্কী ও বাঙ্গালী সকলি সমান। কিছুই ইতর বিশেষ নাই। সকলি সমান। আহা! কি স্বর্গীয় দৃশ্য!! সাধে কি ইস্‌লাম ঐশ্বরিক ধর্ম্ম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ প্রসাদ সেন একজন নব্য যুবক, কর্ম্মঠ, ন্যায়নিষ্ঠ, ধার্ম্মিক, রঙ্গপুরের জমিদার। জমিদার বাবু আমাদিগকে এককালীন ৫৲ দান করিয়াছেন। জমিদার বাবুর নিকট আমরা সে জন্য কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

এককালীন সাহায্য আদায়।

মুনশী আমানত উল্লা মিয়া, বড়মরিচা ২৲

মুনশী কাবিল মহম্মদ পাটোয়ারি, খারিজা শীতলকুচি ৩৲
মুনশী হেদাতুল্লা, পেটলানেপরা ১৲
মুনশী আখতার উদ্দীন মহম্মদ পুলিশ সবইনস্পেক্টর, কুচবিহার ১৲
হাজি পিজির মহম্মদ সরকার, গুরুড়মারি ১৲

প্রাপ্তি স্বীকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা 'প্রচারকের' বিনিময়ে নিম্নলিখিত পত্রিকা গুলি প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

৩৯ Atun (Urdu) Lahore.

৪০ ফরিদপুর-হিতৈষিণী। ৪১ সাহিত্য।

৪২ Unity and the minister.

৪৩ বিকাশ (বরিশাল)। ৪৪ রংপুর দিক-প্রকাশ।

৪৫ প্রকৃতি। ৪৬ পরিচারিকা।

৪৭ The Curzon Gazette (Urdu) Delhi.

৪৮ The Shamsul-Akhbar, Madras.

৪৯ রঙ্গালয়। ৫০ বিশ্ব-জননী।

৫১ নব্যভারত।

মাসিক সাহায্য আদায়।

(আষাঢ় ও শ্রাবণ)।

মওলানা মহম্মদ মনিরুজ্জমান ২৲
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মহম্মদ মৌ: রেয়াজ অলদিন আহম্মদ ২৲
লামজহাবী নাশক মৌ: সৈয়দ আমানত আলি ২৲
স্বজাতি প্রেমিক মুনশী আব্দচ্ছমদ খাঁ ২৲

অষ্টম শতাব্দী যায় যায় হইয়াছে, খৃষ্টান জনপদে খষ্টৌচিত কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, মোসলমানের গৌরব সূর্য্যাভা দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, জগতের যৌবন কালোচিত মর্ম্মস্থলস্পর্শী অনুভব শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, বিলাসীর বিলাস ভোগ্য চারু কারু কার্য্যের চর্চ্চা চলিয়াছে; এমন সময় সম্রাট চারল্‌স জন্ম গ্রহণ করেন। প্রকৃত নাহউক জনরব বিশ্বাস করিলে, তিনিই ক্রুসেড যুদ্ধের বীজ বপন করেন। পরবর্ত্তী খৃষ্ট ভক্ত বিশেষ তদুপরি জল সেচন করিতে করিতে কালধর্ম্মে একটী বিষ বৃক্ষের জন্ম হইল। শারদীয় মেঘমালার উৎপত্তি, বর্ষণ, বিলয় প্রাপ্তি সহ প্রাবৃটের পর্জ্জন্য পূর্ণ গগন মণ্ডলের সৌষ্টব তুলনা কি সম্ভব? তখন কাহার মনে উক্ত মহাসমরের ভীষণ ত্রাস বা সমর বিজয়ের মহোল্লাস অনুভূত হইয়াছিল? কেহই এবিষয় স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, কালকুট কালসর্প দুগ্ধ পানে হলাহল বৃদ্ধি করিবে? কে জানিত, পবিত্র চিত্তপটে কলঙ্ক কালিমা প্রক্ষেপ করত, নির্ব্বাত নিকম্প দীপ শিখা নির্ব্বাণের ন্যায়, ভবিষ্য জগৎ চিরদিনের নিমিত্ত অনন্ত তমসাচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে? এই জিগীষা পরায়ণ সম্রাট পূর্ব্ব দেশীয় সম্রাটের সহিত যে কলহকাণ্ড অবলম্বন করেন তাহা তৎকালে কাহারও মনে কুৎসিত অভিপ্রায় বা সন্দেহ মনে হয় নাই। এমনকি সুবিখ্যাত খলিফা মহাত্মা হারূণ অল রসীদও কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি খৃষ্ট সম্প্রদায়কে সরল হৃদয়ে ভাল বাসিতেন।

মোসলমান অধিকারে খৃষ্টানগণ কিরূপ সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের কথঞ্চিত আভাস প্রদান করা এস্থলে, আদৌ অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারে না। জ্ঞান তত্ত্ব বিনির্ণয় করিবার পূর্ব্বে, পরমাণু বিশ্লেষণ হওয়া উচিত। স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া, খৃষ্টানগণ কি কুহকে পড়িয়া "পবিত্র যুদ্ধ" (Holy wars) কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন, যাহা বর্ত্তমান শতাব্দির সভ্যতা লোচনায়, সাম্যনীতির বিরুদ্ধ রীতি বলিয়া পরিগণিত, তদ্বিষয়ের প্রমাণ প্রত্যয় অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এক বাক্যের ভিন্নার্থ প্রকাশক শক্তি থাকা যেমন অসঙ্গত নয়, তদ্রূপ এক কার্য্যের বিভিন্ন বিভিন্ন সমালোচনাও অসম্ভাবিত নয়।

যে সময় মোসলমান পতাকার পত্ পত্ শব্দ ভূমণ্ডলের চারিদিক্ মোসলমান রাজ্যের ন্যায় নিষ্ঠার সঙ্গীত বিঘোষিত করিতেছিল, যখন হজরত মহম্মদ শিষ্যগণ সনাতন একেশ্বরবাদ প্রচার লইয়া মহাব্যস্ত, যৎকালে সমগ্র পৃথিবী মোসলেম কুলের প্রতিপক্ষতাচরণে মনে মনে অজ্ঞাত ভাবে নানা রূপ গভিরতম কঠিন ভাবকে পোষণ করিতেছিল, সেই সময় খৃষ্টানগণের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইল। যাহাতে জেরুজিলম ক্ষেত্র পরিদর্শন হয়, তাহাই অধিকাংশ খৃষ্টানের হৃদয় ক্ষেত্রে চিন্তা উপস্থিত হইল। তদনুসারে পশ্চিম ইউরোপ খণ্ডের পশ্চিম প্রান্ত হইতে কয়েকটী বীর পুরুষ বিবিধ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

যে সকল খৃষ্টান মোসলমান রাজ্যের প্রজা সম্বন্ধে এবং প্রজা পালন সম্বন্ধে কৌতুককর বৃত্তান্ত বলিতে কিম্বা লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহারাই বিবেক বুদ্ধির সীমা রর্জ্জু অতিক্রম করিয়াছেন। কারণ মোসলমান নৃপতিগণ খৃষ্টান প্রজাদিগকে অপত্য নির্ব্বিশেষে এবং সাম্য, মৈত্র ও স্বাধীনতার শীতল ছায়ায় রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন। এ বিষয়ের বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়। খৃষ্টানগণ এত স্বাধীনভাবে ইতস্তত: পরিভ্রমণ করিতে পারিত কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পাইত যে, মোসলমান প্রজা কস্মিন কালে সেরূপ কোথাও পাইবে কিনা তাহা বিচার্য্য বিষয়। ধর্ম্ম, নীতি, শিক্ষা, ব্যবসা যে কোন বিষয়ে মোসলমান নৃপতি বৃন্দ জাতি বিচার না করিয়া সকলকে সমভাবে শাসন করিতেন। যখন যাহারা যে ভাবে রাজদর্শন অভিলাষ করিতেন, সেই ভাবেই রাজার নিকট গমন করিতে পারিত। এ বিষয়ে মোসলেম বংসজগণের সহিত তাঁহাদের কোন ইতর বিশেষ ছিল না। বরং কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের অধিক আধিপত্য দেখা গিয়াছে। কোন কোন স্থানে দুই একজন দুর্দ্দণ্ড শাসন কর্ত্তা থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু তজ্জন্য একটী সাধারণ কলঙ্ক রেখা অঙ্কিত হইতে পারে না। খৃষ্টান রাজ্যে অনেক স্থলে দেখা যায় বৈদেশিকগণ ভূসম্পত্তি অধিকার করিয়া তদুপরি গৃহাদি নির্ম্মাণ করত: বাস করিতে পায়না। এ প্রথার বিশেষ মঙ্গলজনক পরিণাম বুঝিলেও,

যে নরপতি সরল হৃদয়ে অভিন্ন বিচারে ভিন্নদেশী প্রজাগণকে স্থায়ী স্বত্বাধিকার প্রদান করেন, সেই লোক-পূজ্য মহাত্মাকে ভক্তি না করিয়া কি ক্ষান্ত থাকা যায়? পবিত্র স্থানে বিধর্ম্মিগণ কোন রাজ্যে অবাধে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, মোসলমান সম্রাট কখন এরূপ আদেশ করেন নাই। খৃষ্ট ভক্তগণ অনায়াসে পালেশটাইন (বয়তলমকাদ্দস) পরিদর্শন করিতে পাইতেন। তাহাদিগকে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, বরং অতি যত্ন সহকারে তাহাদের অভাবাদি নিরাকরণের বন্দবস্ত করিয়া দেওয়া হইত। মোসলমান রাজ্যের সর্ব্বত্রই খৃষ্ট মন্দির ও ভজনালয় সংস্থাপিত ছিল। খৃষ্টান সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী থাকায় কখন কখন আপনা আপনি বৈর নির্য্যাতনে প্রবৃত্ত থাকিত। বহুতর প্রকৃতির লোক একত্র সমাবেশ হইলেই, স্বতঃই বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া থাকে। দূরবর্ত্তী ভ্রাতাগণ বিকৃত সম্বাদ প্রাপ্ত হইলে সত্য অপলাপ হইয়া যায়। ক্রসেড সম্বন্ধে তজ্জন্য একটীও মতের সামঞ্জস্য সর্ব্বতো ভাবে পরিদৃষ্ট হওয়া দুষ্কর।

জেরুজিলম পবিত্র পূণ্যক্ষেত্র। ইহার মর্ম্ম কথা বর্ণন করিবার এখনও অবসর হয় নাই। এই স্থলের মাহাত্ম্য উভয় সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন; সুতরাং ঐ স্থানের স্বাধিকার লাভ প্রত্যাশা প্রত্যেক পক্ষেরই বলবৎ ছিল। তজ্জন্য পরস্পর বিবাদ হওয়া বিশেষ সম্ভব। এই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান বির্ব্বাচন করা হইয়াছিল। পাশ্চাত্য প্রদেশের সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভবদিগের নিমিত্ত তদুপযোগী নির্দ্দিষ্ট গৃহাদি এবং ধর্ম্মপ্রচারক সম্প্রাদায়গণের জন্য উপযুক্ত আবাশ প্রস্তুত করিয়া রাখা হইত। তদন্তর যখন পবিত্রপালেসটাইন এবং সুরিয়া ফাতেমাদিগের (Fatimides) হস্তে পতিত হইল, তখন খৃষ্টান বণিকগণ প্রভূত সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। এমন কি উভয় সম্প্রদায়ই পরস্পর জাতি ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া, মোসলমানগণ খৃষ্টানদিগকে বহুতর সাহায্য করিত। ধর্ম্ম যাজকগণ কত যে তৃপ্তি লাভ করিত তাহার ইয়ত্তা ছিল না।

বিষাক্ত কালসর্প যেমন সুতার সুমিষ্ট সরবৎ পান করিলেও, তাহার প্রাণ বিনাশী গরল রাশির তীব্রতার হ্রাস হয় না, খৃষ্টান সম্প্রদায় মধ্যে

সেইরূপ পরশ্রীকাতর পরধন লোলুপ কুটীল ব্যক্তিগণ, মোসলমানের উন্নতি দর্শনে ক্ষুণ্ণ থাকিত। মোসলেম কুলের যশশ্চন্দ্র গ্রাস করণ মানসে বহু দিন হইতেই, খৃষ্টান হৃদয়ে প্রচণ্ড লোভ রাহু পুষ্ট হইতে ছিল। কেবল সুযোগ অভাবেই সফল মনোরথ হইতে পারে নাই। মানব সৃষ্টি মধ্যে উন্নত জীব হইলেও, নশ্বর দেহের ধর্ম্ম এড়াইতে সমর্থ হয় না। যিনি পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করেন, তিনি দেবতা।

এই সকল ঘন ঘটা দ্বারা মোসলমান রাজ্য ক্রমশঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সত্বরেই মহাসমর ও খ্রীষ্ট রাজ্য সংস্থাপনের (Millennum) প্রবল সমীরণ প্রবাহিত হইবার লক্ষণ লক্ষিত হইল। দশম শতাব্দির শেষাংশ কেবল অশান্তির ভার স্কন্ধে করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। পোপের মস্তকে কলঙ্ক প্রক্ষেপ করিতে ইতিহাস বিরত হয় নাই। শান্তি রাজ্যে অশান্তি বীজ বপন করিবার সুত্রপাত করিয়া, (যিনি যতই সাধু হউন না) কেহই সাধারণ মতামতের স্রোত ফিরাইতে পারেন না। জ্ঞাত সারেই হউক আর অজ্ঞাত সারেই হউক, ক্রুসেডের প্রথম বীজ ইউরোপ খণ্ড হইতেই প্রাচ্য রাজ্যে আনা হয়, ক্রমশঃ সেই বীজ অঙ্কুরিত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। তাহাতে বিবিধ প্রণালীর বিষাদ সলিল সংযোজিত হইতে লাগিল। যথাকালে প্রলয় বৃক্ষ সমুৎপন্ন হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কে পায় পাতিয়া ফাঁদ ধরিবারে চাঁদ!
সাগর তরঙ্গ রোধ দিয়া বালি বাঁধ!
স্ফটীকের মালাধরি হয় কি ফকীর?
বর্ম্ম, চর্ম্ম, শিরস্ত্রাণে নহে শূরবীর।

বৈজ্ঞানিক লেখক বৃন্দের লেখনী সুরঞ্জিত চিত্র চিত্রিত করিলেও, সুচতুর পাঠকের সূক্ষ্ম দর্শিতা সমস্ত ব্যাপারের মর্ম্মোদঘাটন করিয়া লয়। খৃষ্ট সম্প্রদায় বারম্বার বহুসংখ্যক লোকসহ জেরুজিলম। দর্শন করিতে আসিয়া পর্য্যুদস্ত হওয়ায় জীগীসা বৃত্তি বলবত্তর হইল। মানবের ইহাই

স্বাভাবিক ধর্ম্ম যে, যাহার বুদ্ধিতে যে বিষয় সত্য বলিয়া স্থির হইল, তিনি তাহার মধ্যে অসত্য দেখিতে পান না। খৃষ্ট ভক্তগণ বিবিধ বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হইয়াও পূর্ব্বখণ্ড করতলস্থ করিতে অগ্রসর হইলেন। কয়েকটী যুদ্ধে পরাস্ত হইলেও তাহাদের উদ্যমভঙ্গ হয় নাই। বরং জেদ বৃদ্ধি বশতঃ উত্তরোত্তর বহুতর সমরোদ্যোগ করিয়া মোসলমান রাজ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। যে কয়েকটী সংগ্রাম হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেকগুলি নগন্য হইলেও পথিমধ্যে একটী মহাসমর সংঘটন উল্লেখ যোগ্য।

যাহা হউক তুরুস্কদিগের সহিত একটী সমর সংঘটিত হইবার ইহাই পূর্ব্বসূত্র। কিরূপ বিপুল বিক্রমসহ মোসলমানগণ নিজ শক্তি সামর্থর পরিচয় দিয়াছিলেন তদ্বর্ণনা হৃদয় বিদারক বলিয়া আজ পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হইতেছে। খৃষ্টান সৈন্যগণ ক্রমশ দল বৃদ্ধি দ্বারা তত্রত্য জনপদবাসি-দিগের হৃদয়ে নানাবিধ আশঙ্কা সঞ্চারিত করিয়াছিল। কিজন্য এত বৈদেশিক ও সৈন্য সামন্ত বহুতর যুদ্ধযানাদিসহ উপস্থিত হইতেছে; স্বতঃই সকলের মনে এ প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে। এই জনতা বৃদ্ধির মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ হইতে বাকী রহিলনা। যাহা সত্য চিরদিনই তাহা সত্য; সেই সত্য শত শত প্রলয়ে লুপ্ত হইবার নয়। কাল মাহাত্মে সত্যের আবরণ উন্মোচন হইয়া যায়, সত্যের প্রতিভা প্রভাব প্রসার শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি হয়। নিদাঘ তপনের বিশুষ্ক কর্দ্দম ধূলায় পরিণত হয়, শ্রাবৃটের পয়োধর বিনিসৃত বারি রাশি সেই ধূলারাশিকে আবার কর্দ্দম করিয়া ফেলে! সত্যের সঙ্গে কতকগুলি অসত্য আপনা হইতেই সত্যকে আশ্রয় করে। এই অসত্য, অগ্নির মধ্যস্থ অঙ্গার সদৃশ, সত্য মিশ্রণে সত্যই প্রতীয়মান হয়। এই বিড়ম্বনা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সাধুগণের পক্ষেও দুরুহ ব্যাপার।

খৃষ্টান সৈন্যগণের অগণিত সংখ্যা সন্দর্শন করত নগরবাসী যাবতীয় জাতি চতুর্দ্দিকে সংবাদ পাঠাইয়া বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। একটী দুর্ঘটনা সূচিত হইলে আনুষঙ্গিক অনেক দুর্ঘটনাই ঘটে। বৃহন্নগরচ্ছ অধিবাসি-গণ আপনাদের ধন সম্পত্তি রক্ষার জন্য একটু বিব্রত হইল। এই

আকস্মিক ক্ষিপ্রকারিতা দ্বারা আবাল বৃদ্ধ যুবতী সকলেই মহা উৎকণ্ঠায় কালাতি পাত করিতে লাগিল।

এদিকে খৃষ্টান সৈন্যের হুংকার ও কোলাহল তুরুস্কগণের অসহ্য হইতে লাগিল, প্রধান প্রধান নগরাধ্যক্ষগণ একটু সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। মোসলমান বীরদিগের অধীন সেনানিদিগের মনে মনে গর্ব্বছিল "যদি ভূমণ্ডলের সমুদয় জাতি এক হইয়া বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে, মশালের অগ্নি দ্বারা মশক কূল বিনাশের ন্যায়, অবলীলাক্রমে সকলকে ধরাশায়ী করিব"। এই অহঙ্কার বিজৃম্ভিত অধিনায়ক মহাশয় পরিচালিত মোসল মানগণ চতুর্দ্দিকে মহারথগণকে সংবাদ প্রদান না করিয়া আপনারাই সমরোদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যতদূর সম্ভব রসদাদির সুবন্দবস্ত করিতে লাগিলেন। স্ত্রীগণের উপর এই আদেশ রহিল যে "আমরা যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব তথাপি পরাজয় স্বীকার করিবনা, তোমরাও প্রাণান্ত পর্য্যন্ত আমাদিগকে যে কোন সাহায্য প্রদান করিতে ক্ষান্ত হইও না।" এই উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া মোসলমানগণ (Turks) যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যতদূর সম্ভব বিপক্ষের বল বিক্রমের ইয়ত্তা করিতে সচেষ্ট রহিল এবং শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই পরাস্ত হইবে, এই ধ্রুব বিশ্বাসে, পরাজিত বিপক্ষ পক্ষের সৈন্যদিগকে বন্দী করিয়া বন্ধনাবস্থায় আনা হইবে তজ্জন্য রজ্জু সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। বালকগণ প্রান্তরে, গিরিগহ্বরে, নদী উপকূলে লোষ্ট্রাদি সঞ্চয় করিতে লাগিল। রমণীগণ গৃহস্থিত ভগ্ন লৌহখণ্ড সংগ্রহ করিয়া প্রাঙ্গণোপরি স্তূপাকার করিলেন। যুদ্ধে অস্ত্র চালনায় অসমর্থ বৃদ্ধগণ পশ্বাদির আহরণে বিব্রত হইলেন এবং জরাগ্রস্থ স্থবির মোল্লাগণ শয্যা ত্যাগ করত উঠিয়া বসিলেন। তাঁহাদের মৃত দেহ যেন জীবনী শক্তির পুনরাবির্ভাব অনুভূত হইল। সোৎসুক উৎসাহ বাক্যে চীৎকার ধ্বনি সহ "আজান" আরম্ভ করিলেন। অতি ভক্তি এবং প্রেম পূর্ণ নয়নে আল্লার দিকে দৃষ্টিপাত করত সকলে এক প্রাণে সমস্বরে জাতীয় সঙ্গীতে মিশাইয়া বলিতে লাগিলেন।

"মর্ম্মের বেদনা মর্ম্মরে গাঁথিতে,
দিওনা দিওনা জীবন থাকিতে"।

যদি অপ্রাসঙ্গিক হয় হউক, কিন্তু তদানিন্তন মোসলমান যুদ্ধবীরগণের যুদ্ধায়োজন একবার সভ্য জগতের সম্মুখে চিত্রিত করা অতি মনোরম এবং কৌতুহল জনক। প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি অনুষ্ঠান যদি পাঠকের চক্ষের উপর লিপিচিত্রে প্রত্যক্ষ নাকরা যায়, তাহার হৃদয়ে যে 'ক্ষোভের সঞ্চার হইতে থাকে তাহাও লেখকের স্মরণ যোগ্য। তজ্জন্য যুদ্ধ ও যুদ্ধায়োজন পৃথক পৃথক বর্ণনে ব্যাপৃত থাকিলাম।

এযুদ্ধে যদি যাবতীয় তুরুস্ক জাতি যোগ প্রদান করিত, তাহা হইলে, এত আগ্রহাতিশয্য প্রদর্শনে কেহই অগ্রসর হইত না। এই নগণ্য যুদ্ধ ক্রুসেড যুদ্ধের সহিত তুলনায় বিশাল শাল মহিরুহের গলিত পত্র বিশেষ। তথাপি তুরুস্ক সৈন্য যে প্রকার ঔৎসুক্য প্রকাশ এবং অধ্যব্যসায় প্রদর্শন করে তাহা তৎকালের ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে জাগরুক ছিল, বর্ত্তমান কালের পাঠক মাত্রেরই হৃদয় ফলকে অঙ্কিত হইতেছে এবং ভবিষ্যদ্বংশ-গণের স্মৃতিপটে উদিত হইবার সূত্রপাৎ হইয়া আছে। ঐ সমস্ত কার্য্যা লোচনায় কোন্ অসাড় জড় হৃদপিণ্ডে শোণিত প্রবাহের বেগ্ বর্দ্ধন হইবে না? এমন কোন্ অনাত্মন দেহ দর্শন করিব যাহার ধমনী জীবনী শক্তিহীন হইয়া জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গে মত্ত হয় নাই? জন্মভূমির পৃষ্ঠে কাফের সৈন্য দলের পদাঘাত প্রত্যক্ষ করিয়া কোন্ পাপাত্মা আপনার তুচ্ছজীবনের মমতা রক্ষা করিবে"? উক্তরূপ বাক্য দ্বারা সর্ব্বত্রে সর্ব্ব সময়ে সর্ব্ব ব্যক্তিকেই সর্ব্ব সমাজ উত্তেজিত করিতে লাগিল। যাহার যে অস্ত্র ছিল তাহাই বাহির করিয়া তৎদণ্ডেই কর্ম্মকার এবং অস্ত্র নির্ম্মাতার নিকট উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক বালকগণ বাটীর নিকটস্থ উদ্যানে সমবয়স্কগণের সহিত যুদ্ধ শিক্ষার কার্য্যে ব্যাপৃত হইল।

তদূর্দ্ধ বয়স্ক যুবক যাহারা যুদ্ধে অনুপযোগী তাহারা সংবাদ প্রদানের ভার লইল। উপস্থিত সৈন্য মণ্ডলী শত অংশে বিভক্ত হইল। সম্মুখে যে সমস্ত বর্ম্মধারী ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে শ্রেণী-বদ্ধ হইল তাহার তিন দিকে তিনদল শাণিত তীক্ষ্ণ ধার বিশিষ্ট তরবারিসহ দণ্ডায়মান হইল। দুই পার্শ্বে আর দুই দল অশ্বারোহী বিবিধ আয়ুধ সমন্বিত হইয়া ঘোর চীৎকার রবে অগ্রগামী যোদ্ধাগণকে শাঙ্কেতিক বাক্যে উন্মত্ত করিতেছে।

অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে তৎসদৃশ ব্যূহ রচিত হইয়াছে। এইরূপ শত ব্যূহ রচিত যুদ্ধ ক্ষেত্র দর্শন করিলে বোধ হইবে যেন একটী সুদৃঢ় দুর্গমধ্যে সৈন্য সমস্ত কলরব করিতেছে এবং রসদাদি সরবরাহের সুবন্দবস্ত দেখিলেই অনুমান হইবে যেন ঘরে ঘরে এক একটী বাজার বসান রহিয়াছে। সৈন্যগণ পরাস্ত হইলেও বিপক্ষ সৈন্য ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিবে এমন উপায় ছিল না।

যখন দুইদল দুইদিক্ হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল, খৃষ্ট সেনাগণ জাতীয় সঙ্গীত শব্দ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিল। তুরুষ্ক বীরগণ উৎসাহ পূর্ণ উত্তেজক শঙ্কেত বাক্য দ্বারা নিজ নিজ সংরক্ষিত সৈন্যদলকে অগ্রসর হইবার আদেশ করিলেন। এই বার মহাকাণ্ড, তরবারি ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝন শব্দ এবং সংঘর্ষণে অগন্যুৎপত্তি বিদ্যুৎপ্রভাসদৃশ আলোক, অশ্বগণের হ্রেষাধ্বনি, বীরগণের পরস্পর বাক্যাস্ফালন, বর্ষাবিদ্ধ আহত মুমুর্ষের আত্মনাদ প্রভৃতি দ্বারা রণস্থল প্রচণ্ড এবং অতি ভীষণ করিয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে কত শত নরমুণ্ডে ভূখণ্ড আচ্ছন্ন হইল, শোণিত স্রোতে ধূলারাশি শিক্ত হইয়া কর্দ্দমাকার ধারণ করিল। কোথাও বা ছিন্ন মুণ্ড অশ্বের উপর অশ্ব পতিত, কোথাও হস্তহীন সৈনিকের উপর অন্য সৈনিক অশ্বসহ পতিত কোথাও বা পদাতিক স্কন্ধে বর্ষা বিদ্ধ করিয়া বর্বাঘাতে বর্বা হস্তে বিকট দন্তে মৃত অশ্বস্তুপের উপর বক্র দৃষ্টে বক্র গ্রীবায় বিস্তৃত বদনে হেলিয়া পড়িয়াছে। স্থানান্তরে মৃতপ্রায় অশ্ব জল পিপাসায় কাতর হইয়া অতি বিকট চীৎকার করিতেছে, রণস্থল ত্যাগের চেষ্টা করিতেছে, তদ্দর্শনে অশ্ব পৃষ্ঠস্থ বীরবর ভীষণ কষাঘাত করিতেছে, দুই যন্ত্রণায় অশ্ববর দীর্ঘ জিহ্বা বহির্গত করিয়া সমরাঙ্গনে বিশ্রামোদ্যোগ করিতেছে অন্যদিকে, তৃষাতুর মুমূর্ষ সেনা সংগ্রাম স্থলে মৃত সেনার ছিন্ন মুণ্ডের শোণিত পান দ্বারা সুশীতল হইবার চেষ্টা করিতেছে।

যাহারা বহুদূরে অবস্থিতি করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতেছে তাহারা কবন্ধ বৃন্দের দ্বারা প্রতিহত হইয়া নানা বিধ যন্ত্রনা ভোগ করিতেছে।

ক্রমশঃ

তৃতীয় বর্ষ। ১৩০৮ ভাদ্র ও আশ্বিন। ৮ম ও ৯ম সংখ্যা।

প্রচারক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

" যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা প্রচার কর, "
মহা কোরান সুরে মায়দা ১০ম রুকু ৬০ আয়েত (পদ)।

মধু মিয়া দ্বারা সম্পাদিত।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

১।	হজরত ইবরাহিমের (আ) জীবনী	শ্রীযুক্ত শেখ জমিরুদ্দিন	২২৫
২।	পরিত্রাণ কাব্য	কবিবর শ্রীযুক্ত শেখ ফজলল করিম	২২৮
৩।	কংগ্রেস ও মোসলমান	মিষ্টার এ, উ, আহম্মদ	২৩৫
৪।	ইস্‌লাম বীর্য্য	সম্পাদক	২৩৯
৫।	লায়লী মজনু	কবিবর শ্রীযুক্ত শেখ ফজলল করিম	১৪৫
৬।	হজরত মোহাম্মদ ও তাঁহার শিক্ষা	আবদুল্লা	২৫৯
৭।	বিধবা	শ্রীযুক্ত আবু আনোয়ার	২৬৭
৮।	শিক্ষা	শ্রীমা	২৬৯
৯।	ভ্রমণ-বৃত্তান্ত	সম্পাদক	২৭৩
১০।	বিবিধ বিষয়	সম্পাদক	২৭৬
১১।	জেহাদ বা ক্রুসেড	সম্পাদক	২৮০

VOL. III **PRACHARAK** No. 8-9

Dealing with social, political and religious questions.

THE ONLY WIDELY CIRCULATED MAHOMEDAN MONTHLY MAGAZINE, IN BENGALI.

—o—

SUBSCRIPTION— Rs 2. per annum.

For contract rates of advertisement,

Please write to—

M. A. RASHID,
MANAGER,
39, Baldiapara Road, CALCUTTA.

এই সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা।

ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ডাক্তার কে, এ, আহাম্মদ সাহেবের আবিষ্কৃত

বহু পরীক্ষিত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধাবলী।

ম্যালেরিয়া জ্বরের অব্যর্থ ঔষধ "আর্য্য বটিকা" মূল্য ॥০ কৌটা।

ওলাউঠা রোগের আশ্চর্য্য ঔষধ

"কলেরা কিউরা" ব্যবস্থা পত্র সহ মূল্য ১।০

ওলাউঠা রোগের সকল অবস্থায় কার্য্যকারী। এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া সহস্র সহস্র লোক রক্ষা হইয়াছেন। উচ্চদরের বহু প্রশংসা পত্র আছে। যদি ওলাউঠা রোগের কোন সারবান ঔষধ থাকে তবে এই কলেরা কিউরাই জানিবেন, অতিশয় নির্দ্দোষ ঔষধ, পূর্ণ গর্ভা স্ত্রী ও শিশু সকলেই অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারেন। ওলাউঠা রোগ ইহাতে আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হয়, তাহা ছাড়া ব্যবস্থামত ব্যবহার করিলে নানা প্রকার রোগে সুন্দর ফল পাইবেন গৃহে দীর্ঘ কাল থাকিলেও নষ্ট হইবে, না; এক শিশি ঘর বলিয়া রাখুন, বহু উপকারে লাগিবে। ইহা ওলাউঠা আরোগ্য কারক, ভাবী আক্রমণ নিবারক ও প্রতিষেধক।

দাঁতের জন্য "দন্ত সুহৃদ" মূল্য ॥০ আনা।

কেশের জন্য গন্ধমালতী তৈল ১।০

ধাতু দৌর্ব্বল্যের জন্য শক্তিসঞ্চারক তাড়িত মূল্য ২৲

দাদের জন্য দক্র নাশক মূল ।০ আনা।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি ব্যবহার করিয়া যদি কেহ ফল না পান তবে মূল্য ফেরৎ দিব।

ঠিকানা—ডাক্তার কে, এ, আহাম্মদ, পোঃ নিমাসরাই, জেলা মালদহ।

নিয়মাবলী

১। প্রচারকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲

২। ডাক্তার ময়েজ উদ্দীন আহমদ সাহেবের নামে আফিসের ঠিকানায় টাকা কড়ি, বিনিময় পত্র, প্রবন্ধ এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার

এম, আব্দর রসিদ

৩২ নং বলদিয়াপাড়া রোড, (মানিকতলা), কলিকাতা

তৃতীয় বর্ষ। ১৩০৮ ভাদ্র ও আশ্বিন। ৮ম ও ৯ম সংখ্যা।

প্রচারক।

হজরত ইব্রাহিমের জীবনী (আ)।

[১]

(একখানি গ্রন্থ হইতে সংগৃহিত।)

আরব দেশের অন্তর্গত কুফা নগরের সন্নিকটে ফরাৎ নদীর পূর্ব্ব তীরে বাবিল নামে এক সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। এই নগর নোমরুদ নামক খোদাদ্রোহী দুর্দ্দান্ত রাজার রাজধানী ছিল। "আমিই খোদা, আমার উপাসনা কর।" নোমরুদ স্বীয় রাজ্য মধ্যে এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিল। তৎকালে তাহার প্রজাবর্গ নোমরুদকেই খোদা বলিয়া উপাসনা করিতে লাগিল। সকলেই স্ব স্ব গৃহে ও সাধারণ ধর্ম্মমন্দিরে নোমরুদের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিল। প্রত্যেক নরনারীই নোমরুদকে প্রধান ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিল ও তাহার একান্ত ভক্ত হইল। সে দেশের কোন কোন লোকে তখনও গুপ্তভাবে চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রাদির পূজা ও অপর কোন কোন দেবদেবীর পূজাও করিত। একদা নোমরুদ এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া ভীত হয় এবং প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণকে ডাকিয়া আনিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করে ও তাহার শুভাশুভ ফলাফল ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করে। নোমরুদ স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে, আকাশমার্গে অতিশয় উজ্জ্বল একটী নক্ষত্র উদিত হইয়া আকাশ জ্যোতিঃতে চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতিঃকে পরাস্ত করিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, নোমরুদ এরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিল,—একটী প্রকাণ্ড হরিণ আসিয়া তাহার সিংহাসনে শৃঙ্গাঘাত করে তাহাতে সিংহাসন ভগ্ন হইয়া যায়।

যাহাহউক স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করণান্তর সুবিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদগণ সুক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়া নিবেদন করিল যে, "মহারাজ! গ্রহ নক্ষত্রাদির

সম্বন্ধে ও পর্য্যালোচনায় এই সিদ্ধান্ত হইল যে, অচিরে আপনার রাজ্যে অতিশয় বিপ্লব উপস্থিত হইবে। বর্ত্তমান বর্ষে এক মহাতেজস্বী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি মহারাজকে সিংহাসন চ্যুত করিবেন। সেই মহাপুরুষ পৌত্তলিকতার মূলোৎপাটন করিয়া জগতে নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন; তাঁহার অভ্যুদয়ে রাজত্বের মূল কম্পিত ও রাজবংশ বিলুপ্ত হইবে।" তখন খলিদ নামক প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ রাজাকে বিশেষ-ভাবে অনুরোধ করিল যে, "এই দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হইবার পূর্ব্বে তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। সুযুক্তি এই যে, এই রাজ্যের মধ্যে পুরুষদিগকে স্ত্রীসঙ্গম হইতে বিরত রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে প্রহরী নিযুক্ত করা যাউক। যে সকল নারী এখন গর্ভবতী আছে, তাহা-দের কাহারও পুত্র সন্তান প্রসূত হইলে প্রহরিগণ তৎক্ষণাৎ সেই শিশুকে হত্যা করিবে। ভয়াকুল, নির্দ্দয়, নির্ম্মম নোমরুদের নিকটে এই পরামর্শ অতীব যুক্তিযুক্ত বোধ হইল। নোমরুদ নিরুপায় হইয়া আত্মজীবন ও রাজ্য সম্পদ রক্ষার জন্য তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিল। বাবিল নগরে তেরহ নামক একজন সুনিপুণ প্রতিমা নির্ম্মাতা বাস করিত, তাহার অপর নাম আজর। আজর, রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসী ছিল। নোমরুদ বিশ্বাস প্রযুক্ত তাহার প্রতি প্রহরী নিযুক্ত করা আব-শ্যক মনে করে নাই। বরং তাহাকেও প্রহরী নিযুক্ত করিয়া ছিল। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের প্রতি শত শত স্ত্রী প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়া-ছিল। তাহারা সর্ব্বদা গৃহে গৃহে যাইয়া অনুসন্ধান করিত। কাহারও পুত্র সন্তান হইয়াছে, শুনিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে গিয়া সেই সদ্য প্রসূত সন্তানের প্রাণনাশ করিত। তেরহের স্ত্রীর নাম আদনা। একদিন রাত্রিতে তিনি গোপনে আসিয়া স্বীয় স্বামীর সহিত সম্মিলিত হন, তাহাতে তাঁহার গর্ভের সঞ্চার হয়। এই গর্ভেই হজরত ইব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামের জন্ম হয়। যে রাত্রিতে আদনা গর্ভবতী হন, তাহার পরদিন ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! আপনি যে বালকের জন্য চিন্তিত আছেন ও যাহার বিনাশ সাধনে যত্ন করিতেছেন, সে গত রজনীতে গর্ভস্থ হইয়াছে।" নোমরুদ

ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। গর্ভ পরীক্ষা ও শিশু হত্যা বিষয়ে অতিশয় দৃঢ়তা প্রকাশ করিতে লাগিল। চেষ্টা যত্নের একশেষ হইতে লাগিল।

বিবি আদনা প্রথমতঃ স্বীয় অন্তঃসত্ত্বার বিষয় আপন স্বামীকে জ্ঞাপন করেন নাই। পরে যখন গোপন করা দুঃসাধ্য হইল, তখন বলিলেন যে, "আমি গর্ভবতী, আমার গর্ভে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করা যাইবে। তাহা হইলে মহারাজ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন।" এই কথা শুনিয়া তেরহ সন্তুষ্ট হইলেন। প্রসব কাল নিকটবর্ত্তী হইলে আদনা স্বামীকে বলিলেন, সন্তান প্রসবের সময় প্রসূতির ভয়ানক বিপদ হইয়া থাকে, অনেকের জীবন রক্ষা কঠিন হইয়া পড়ে। তুমি দেব মন্দিরে অবস্থান করিয়া আমার কল্যাণের জন্য প্রধান দেবতার নিকটে প্রার্থনা করিতে থাক, তাহা হইলে আমি সেই বিপদের সময়ে রক্ষা পাইব। যে পর্য্যন্ত আমার প্রসব না হয়, সে পর্য্যন্ত তুমি প্রার্থনাদি হইতে বিরত হইও না।" তদনুসারে তেরহ স্ত্রীর জন্য ক্রমাগত চল্লিশ দিন মন্দিরে প্রধান দেব মূর্ত্তির ভজনা করেন ও দিবা রাত্রি প্রসবের জন্য প্রার্থনা ও মিনতি করিতে থাকেন। ইত্যবসরে আদনা স্বীয় আবাসের অদূরে এক নির্জ্জন প্রদেশে গর্ত্ত করিয়া মৃত্তিকার নিম্নে এক গৃহ প্রস্তুত করিলেন ও প্রসব কালে যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহার আয়োজন করিয়া রাখিলেন, এবং যথাকালে তথায় পুত্র প্রসব করিলেন। প্রসবান্তে তিনি স্বামীর নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া ছিলেন। তফসীর আজায়া গ্রন্থে, উল্লিখিত হইয়াছে যে, হজরত নুহের জল প্লাবনের সতের শত বৎসর পরে হজরত ইব্রাহিম জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তেরহ মন্দির হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে আদনা বলিলেন, "অত্যন্ত রুগ্ন ও ক্ষীণাঙ্গ পুত্র হইয়াছিল, প্রসূত হইয়াই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে," তেরহ তাঁহার এই কথা বিশ্বাস করিলেন ও আদনা বিপন্মুক্ত হইয়াছেন ভাবিয়া দেবতাকে ধন্যবাদ দিলেন।

ক্রমশঃ

পরিত্রাণ কাব্য।

দ্বিতীয় সর্গ।

প্রান্তরে।

[২]

নাচিয়া উঠিয়াছিল আমার হৃদয়
বাসন্তী পবনে যথা লতিকা দোলায় !"
"আবার আবার মনে হয় সেই ক্ষণ
দ্বিযাম আঁধারে যবে আকাবা-কন্দরে—
অগণ্য যাথ্রেববাসী, লভি নব প্রাণ
নগণ্য প্রাণের মায়া দিলা বিসর্জ্জন,
শুনি সে বিকট রব "কালি পাবে ফল
ত্যাজিলে যেমন আজি পূর্ব্ব ধর্ম্ম বল"
না ডরিল ! পরদিন যম-অত্যাচারে
চাহিয়া তোমারি মুখ সয়েছিল তারা
সে মহা-যন্ত্রণা ! তুমি হইলে সদয়
তা'রা না করিল কেহ আত্ম সমর্পণ
দূরে গেল যাথ্রেবের পুতুলের খেলা
তোমাকে লইয়া সবে আনন্দে মাতিলা !"
"কিন্তু মনে এই তাপ জ্বলিল তখন
স্বদেশ রহিল অন্ধ—পাইল বিদেশ
ইস্‌লামের সু-প্রভাবে নব চক্ষু দান !
তাই বুঝিবার তরে তাহাদের সাথে
একা আমি বেঁধেছিনু আমার জীবন ;
দূরে গেল মৃত্যুভয়,—বার্দ্ধক্য জড়তা—
ধরমে অধিক যেন বুঝিল মমতা !"
"নিরাশ্রয়—দীন হীন এ ভব মণ্ডলে
কে আছে আমার মত। তবু কৃপানিধি !

ধন্য এ তাপিত প্রাণ, ধন্য জন্ম হবে
যদি পারি জ্বালাইয়া যাইতে আগুন,
আমার মৃত্যুর (ও) পরে পুড়িবে জগত ;
অথবা যেমন সুদূর যাথ্রেব ভূমে
লভিয়াছে নব-প্রাণ লক্ষ নাগরিক্,—
তেমতি যদ্যপি প্রায় তোমার করুণা
আমার এ ক্ষীণ-কণ্ঠে একটু বিস্তৃতি,
ভুলে যাব শোক-দুঃখ যত অত্যাচার
ক্রন্দনের শেষে পুনঃ হাসিব আবার !"
"লীলাময় ! তব লীলা বুঝিবে কেমনে,—
সেই অসম্ভব কথা—সুখ-নিশা-যোগে
যখন লভিয়াছিনু তোমার পরশ
অতুল নন্দন বনে,—অপ্সরী বেষ্টিত ;
মোহ-মধুরতা ঢ'লি কে জানে স্বপনে
কত কি সুখের কথা সমাপিলা আহা !
অবশ—অসাড় অঙ্গ দিব্য জ্যোতি হেরি
কেবল চাহিয়া র'নু তব মুখ পানে !"
"অস্তমিত আজি হায় সে সৌভাগ্য-রবি—
অতীত সে পুণ্য মাস,—স্মৃতিতে অঙ্কন ;
মু'ছে গেছে দু'দিনের সেই সুখ-রেখা
ভেঙ্গে গেছে জীবনের সোণার স্বপন !
পুনঃ নিরাশ্রয় আমি দুরন্ত সংসারে,
পদে পদে দেখি প্রভো জীবন সংশয়,
সত্যের আলোক দেখি উদিতে ধরায়
পেচক কোরেশ কুল মুদিয়াছে আঁখি।
দিনে দিনে পলে পলে আমার মরণ—
শাণিত কৃপাণ-তলে হ'তেছে কল্পনা।
আজি ভীম রণ-স্থলে বধিবারে মোরে

করিয়াছে কুমন্ত্রণা না বুঝিয়া তা'রা
দাও সাধু-মন্ত্র-বিন্দু আজি তাহাদে'রে
লভূক নূতন আলো,—আঁধার জীবনে,
বুঝুক নাহিক কেহ ঈশ্বর ব্যতীত—
এজগতে দাস আমি তোমারি প্রেরিত !"

* * *

স্তব্ধ অন্ধকার ভূমি—স্তব্ধ ধরাতল,
আঁধারের দেহে মিশে বিশ্ব-চিত্রখানি
কেবল অনতি দূরে ছিল দাঁড়াইয়া !
আবার যেমন নিশা হইল তেমন
প্রগাঢ়,—প্রবল তর। যেন রে রাক্ষসী
গ্রাসিয়া সে কালমুখে তাবত জগৎ
থেই থেই নাচিতেছে ঢলিয়া ঢলিয়া !
ঘুমন্ত ভাবিয়া বিশ্বে,—কিন্তু ভয়ে ধরা
আঁধারে মিশেছে আহা সব একাকার ! !
এহেন ভীষণ কালে আকাশের পথে
কে যেন নির্ভীক হৃদে করিলা ঘোষণা—
"একমেবাদ্বিতীয়ম্" কররে সাধনা" ! !
"দীন দীন সত্য দীন হবে মহম্মদী দীন
পাপ তাপ দূরে যাবে জনমের তরে,
আলোক পরশে যথা আঁধার পলায় তথা
হাসয়ে প্রকৃতি দেবী রক্ত-বিম্বাধরে !
অবসাদ হয় যথা পুনঃ অবসান
তেমতি ইস্‌লামে ধরা পাবে নব-প্রাণ" !
"সৃষ্টির আদিম কালে যে ধর্ম্ম অবনী ভালে
করিয়াছি সাধ করে চির প্রতিষ্ঠিত,
এই তার শেষ নবি (মোহন স্বর্গীয় ছবি)
আসিয়াছে ধরা পরে, আমার প্রেরিত।

যম-দণ্ড পাবি হায় তারি এই উপেক্ষায়
তোরা রে কীটাণুকীট অতি তুচ্ছ নর
কেন না ভজিয়া সত্য হয়েছিস্ মোহমত্ত
কেন রে লভিস্ এই বংশনাশী বর,
তোরাই ডুবিবি ওরে তোরাই ডুবিবি—
না ডুবিবে ইস্‌লামের নবোত্থিত রবি !"
"প্রলয়-পয়োধিনীরে ধরা যবে ধীরে ধীরে
লভিবে অনন্ত শান্তি অনন্ত নির্ব্বাণ,
তরিতে এ মহাসিন্ধু ইস্‌লামই প্রকৃত বন্ধু
রহিবে জগতি তলে সুখের নিদান !
আদ্যন্ত উজলা বেশে বরঞ্চ বিস্তৃতি শেষে
ইস্‌লামই করিবে রাজা দোর্দ্দন্ড প্রতাপে,
সে মহান্ তাপভরে নিষ্প্রভ হইবি ডরে
কল্পিত ধরম যত,—শুনি বীর দাপে !
ভাই ভাই মোস্লেমেরা সুখ-আলিঙ্গনে,
ত্রিদিবের সুখ-শান্তি আনিবে ভুবনে !"
"আমার আকার নাই নিরাকার সব ঠাঁই
স্থান ভেদে তবে আমি সব রূপে আছি,
ওদের যে কায়া আছে ওদের ধ্বংশ পাছে
তা'কি আর ভাব নাই ?—সব মিছামিছি।
প্রলুব্ধ মনের ভুলে অন্ধ বিশ্বাসের-ছলে
যাদেরে রেখেছ করি অন্তিমে কাণ্ডারী
দুরন্ত কালের ঘায় তাহাদেরি আগে হায়
ডুবিয়া যাইবে ওরে ভগ্ন ধর্ম্ম-তরী !
প্রাণ হীন ধূলী তারা' ক্ষণস্থায়ী ভবে—
এখনি রয়েছে খাড়া এখনি মিশাবে !"
"মনে কিনা পড়ে আজি সেই মহা ভোজবাজি
যে দিন প্রণয়াস্পদ জন্মেছে আমার

মহান প্রলয় বলে লুটিয়া ভূতল তলে
কি দশা হইয়াছিল তোদের ধাতার !
জ্যোতির্ম্ময়ী জলদাভ সুশীতল হেমনিভ
প্রজ্জ্বোল মোস্লেম-রাণী নামিয়া ধরায়
দুঃখ তম বিনাশিয়া সুখ সূর্য্য সমুদিয়া
শোভেছিল জগজুড়ি মরি কিবা ভায় !
দ্রুত ইরম্মদ বেগে সেই সে তপন—
দেখ না উদিছে ধরা করিতে রক্ষণ" ! !
"অপূর্ব্ব পুলক আসি ব্রহ্মাণ্ড লয়েছে গ্রাসি,
ফুটিছে সুধাংশু হাসি অই ঝলমলা,
ওরে রে পিশাচ নর তারে কেন অনাদর
করিতেছ পাপ-সুখে হইয়া উতলা !
আয় মর্ত্ত্য হাসি হাসি আনন্দে যাইতে ভাসি
অজর অমৃতনদে—ধরিয়ে ইস্‌লামে,
আয় কোলে ওরে মূঢ় দেখাইলে ভাব গূঢ়
পিয়াস নিবারি তোর এক বিভু নামে।
আমি সত্য,—সব মিথ্যা দেখরে ভাবিয়া
এখনও বাঁকা পথ চলহ ছাড়িয়া !"
"আমি রে জগত মাতা সুখ-শান্তি মোক্ষদাতা
আমি স্বর্গ—আমি তীর্থ আমি ধর্ম্ম সার,
একেলা অনন্ত বল ভ্রমিতেছি অবিচল,
আমি প্রেম—আমি কাম্য—আমি একাকার !
একত্বে করিয়া সন্দ হইয়া জীবন অন্ধ
উন্মাদ সাজিয়া তোরা যাস্ কারোদ্দেশে,
তোদেরে পাগল দেখে শেল বিঁধে মোর বুকে
তোরা যে মোহিনী বলে পড়েছিস্ ফাঁসে
পাপের কুহকে এবে যেয়ে হেসে হেসে।
অবহেলে আমারে যে হারাইবি শেষে !"

"দেখ্ ঐ মোস্লেম রাণী কোটী মরকত মণি
দিয়েছি আদরে আমি পরায়ে গলায়,
এই সত্য সনাতনী পতিত-পাবনী-ধনী—
কেমন পবিত্র—জ্যোতি ঢালিছে ধরায়।
সে দিন কি মনে হয় যে দিন সে দূত চয়
হতগর্ব্ব হয়েছিল এই তেজ কাছে,
জ্বলন্ত সত্যের স্পর্শে এ প্রাণ মাঁপিয়া হর্ষে
আজো রাঙ্গাপদ-দুটী বুকে ধরি আছে।
কোরেশ কুলের মণি বীরেন্দ্র কেশরী—
আপনি ওমর (ও) ধন্য অর্হ পদ ধরি !"
"সত্য সনাতন পথ এই সে স্বর্গীয় পথ।
এখন তেয়াগ তবে পাপের কল্পনা,
অলীক স্বপন সুখে কেন রে ডাকিস্ দুঃখে
স্বেচ্ছায় সৌভাগ্যমণি হারায়ে আপনা !
আমি এক—অংশ শূন্য লভহ অশেষ পুণ্য
আমাকে ধরিয়া ধ্যানে জীবনে সম্বল,
এক সুরে বিশ্ব-সাধা আমাতে সকলি বাঁধা
মিথ্যা গর্ব্ব কর কেন স্মরি দেব বল ?
পাথরের গড়া ওরা অসার মূরতী
মানুষের হাতে যে রে লভিয়াছে স্থিতি !"
"আমার পবিত্র গ্রন্থ মহান্—উদার মন্ত্র
ধর রে মস্তকে এই পবিত্র কোরাণ,
লভিয়া আধ্যাত্ম তত্ত্ব হও জীব প্রেমোন্মত্ত—
দেখ আমি তোমাদেরে কত দয়াবান্ ?,
অসার সংসার মাঝে বৃথা দেবতায় পূজে
পাপ-পথে বৎসগণ করোনা গমন,
নিত্য শান্তি-সিন্ধু-স্বামী প্রতি রন্ধ্রে দেখ আমি
মহাশক্তি মৃত্যুঞ্জয় জগত কারণ !

এস সনাতন পথে ভজরে ইস্‌লাম,
ত্যাজ প্রস্তরের পূজা, হওরে নিষ্কাম !"
"এক ভিন্ন দুই নাই রূপে গুণে বসে তাই
দেখিতেছ আমাকেই মিশিয়া থাকিতে
অমৃত পিয়িতে যদি আশা থাকে নিরবধি
নম এসে ইস্‌লামের রাঙ্গা চরণেতে !
দুষ্কর ব্রতের শেষে আমাকেই ভালবেসে
আমার আমিত্ব টুকু দাও রে বিলায়ে,
চাহিয়া আমার মুখ. পাশর সকল দুঃখ
অনায়াসে ভব-সিন্ধু যাও রে এড়ায়ে,
শক্তিহীন প্রস্তরের বৃথা উপাসনে
কেন ক্ষয় করিতেছ অমূল্য জীবনে ?"
ত্রিভুবন বিমোহিনী পুনঃ হ'ল দৈববাণী
ব্যোম-পথে কি সুন্দর মৃদুল ঝঙ্কারে
সু-কোমলা তর তর কিন্নরীর কণ্ঠস্বর
এক সঙ্গে আহা শত বীণার সুস্বরে !
"ন্যায় ধর্ম্ম নাহি যেথা কি হবে থাকিয়া সেথা
চ'লে যাও নিশাযোগে আজি দেশান্তরে,
আজি হ'তে তেয়াগিনু ভাগ্যরবি ডুবাইনু
পাপ-ভূমি আরবের ;—নরক আঁধারে !"
রুদ্র কণ্ঠে তূর্য্যনাদ হ'ল সঘনন
"আজি হ'তে তোমাদেরে করিনু বর্জ্জন !"
মিশাল শূন্যের ছায়া জ্যোতির্ম্ময়ী স্নিগ্ধকায়া
ঘন-সৌদামিনী কোলে রোষভরে হেসে
নাহ জ্ঞান লুপ্ত প্রায় প্রেরিত গৃহেতে ধায়
আত্মহারা—ভাবে ভোলা প্রেমের পরশে !
ঘোরতর অন্ধকারে অজানিত হাহাকারে
বিশ্ব যেন কত শোকে উঠিল কাঁদিয়া

প্রকৃতি স্তবধ হয়ে হতাশে দেখিল চেয়ে
"ত্রাহি" "ত্রাহি" রবে যেন কাঁপিল স্বশিয়া,
ফেনিল শোণিত খেয়ে চামুণ্ডা রূপেতে
নামিলা অলক্ষ্মী যেন কৃষ্ণ-পক্ষ-রথে !
তখন নির্দ্দয় স্বরে সুদূর অম্বর পরে
সুমধুর নৈশ-শান্তি করি আলোড়ন
কে যেন গর্জ্জিল ক্রোধে (সাধ্যকার শক্তিরোধে)
"অজ্ঞানতা অন্ধকারে ডুবিলে যখন,
তোমাদের যত গর্ব্ব হরিনু তখন !"

কংগ্রেস ও মুসলমান।

—:০:—

আজকাল কংগ্রেস লইয়া হিন্দুগণ মাতিয়াছেন, মুসলমানগণও মাতিতে চাহিতেছেন। অন্য দিকে মুসলমান নেতাগণ কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলমানগণকে যোগদান করিতে নিষেধ করিতেছেন। এখন শিক্ষিত মুসলমানগণের কি করা কর্ত্তব্য তাহাই ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করা আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কংগ্রেস একাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত কাজ করিয়া আসিতেছে, তাহা দ্বারা ভারতবর্ষীয় প্রজাসাধারণের উপকার করাই উদ্দেশ্য, ইহা জ্ঞাপিত হইয়াছে। কংগ্রেসের নেতাগণ সুদূরব্যাপি, বজ্রগম্ভীরনাদে কঙ্গেসের রঙ্গমঞ্চ কাঁপাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা যে সমস্ত প্রস্তাব অনুমোদন ও সমর্থন করিতেছেন। তাহা দ্বারা সমস্ত ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই সমান অধিকার অনুযায়ী উন্নতিফল ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন। কংগ্রেস যে পথ প্রদর্শন করিতেছেন, সেই পথ অনুযায়ী অনুসরণ করিয়া আমাদের মুসলমান ও হিন্দু ভ্রাতাগণ

যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা আলোচনা করিলেই কংগ্রেসের কার্য্য আমাদের হিতকরী কি অহিতকরী হইবে তাহা কতক হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলন করিয়া গবর্ণমেণ্ট অবশ্য কংগ্রেসের নেতাগণের অনুমোদিত কার্য্যই করিয়াছেন। তারপর মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড সকলকে লাটসাহেবের আইন গঠনকারী সভার মেম্বার নির্ব্বাচন করার ক্ষমতা দিয়া কংগ্রেসের সম্পূর্ণ মতের অনুমোদন করিয়াছেন। এই সমস্ত অধিকার হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানগণ সকলেই পাইয়াছে, পাইয়া ফল কি দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক মিউনিসিপালিটীতেই হিন্দু মেম্বরগণই মনোনীত হইয়াছে। লাট সাহেবের সভায় মেম্বার নিমিত্ত খান বাহাদুর সেরাজুল ইসলাম সাহেবকে চট্টগ্রাম বিভাগ মনোনীত করিয়াছিলেন, তারপর হইতেই সেন, বাড়ুয্যে, মুকুর্য্যাদেরই একচেটিয়া হইয়াছে। হিন্দু ভ্রাতাগণ বলিবেন— উপযুক্ত মুসলমান নাই বলিয়া নির্ব্বাচিত হইতেছে না। পাটনার মিষ্টার সরফুদ্দীন মুসলমান সমাজের একজননেতা, তিনি একজন উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যারিষ্টার, হিন্দুগণের সঙ্গে সমকক্ষতায় কোনও অংশেই নিকৃষ্ট বলিয়া এপর্য্যন্ত প্রতিপন্ন হন নাই, এমন উপযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একজন হিন্দু প্রার্থী একা পারিয়া উঠিতেছিলেন না, তখন হিন্দুদের কংগ্রেসের শিক্ষা কোথায় উড়িয়া গেল। হিন্দু আর মুসলমানকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিল না। কংগ্রেস রঙ্গমঞ্চের সে উদারতা সঙ্কীর্ণতায় পরিণত হইল। হিন্দু প্রার্থীগণ এক জোট হইল। তাহাদের সমস্ত ভোট এক থলিতে জমা করিয়া মুসলমান কৃতবিদ্য প্রার্থী মহাশয়কে হারাইয়া, হিন্দু লাট সাহেবের সভায় মেম্বার হইয়া গেলেন। মফঃস্বল মিউনিসিপালিটী গুলিত হিন্দুগণের স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণহৃদয়তা ধর্ম্মসম্বন্ধে গোঁড়ামীর লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছে। মেম্বর নির্ব্বাচনের সময় প্রত্যেক [illegible]রই হই হই রৈ রৈ পড়িয়া যায়। নির্ব্বাচনের ফলে আমরা দেখিতে পাই, হিন্দু মেম্বরগণই নির্ব্বাচিত হইয়াছে, মুসলমানগণকে নানা প্রকার উপায়ে হিন্দুগণ পরাস্ত করিয়াছে। সে সময়ে হিন্দু মুসলমানে মিলিয়া নির্ব্বাচন প্রথা অনুমোদিত

সভা দ্বারা মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড শাসন করা উচিত এই কর্ত্তব্যজ্ঞান একেবারেই বিলুপ্ত হয়। পৃথিবী দেখিতে পায় যে, কংগ্রেসের রঙ্গমঞ্চের উদরতা মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনের স্বার্থপরতার নিকট হার মানিয়াছে। কেন এইরূপ হয়, তাহার কারণ হিন্দুগণ বলেন যে, মুসলমান উপযুক্ত ও বিদ্বান নহেন, সেজন্যই তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না; আমরা বলি যে, ইহার কারণ হিন্দুগণের সঙ্কীর্ণহৃদয়তা, নীচ স্বার্থপরতা ও স্বদেশপ্রেমের সম্পূর্ণ অভাব। সময় সময় আমরা সংবাদ পত্রে দেখিতে পাই, কৃতবিদ্য মুসলমান প্রার্থীগণ হিন্দুগণের পক্ষ হইতে কত চক্রান্তের ফলে বিফল মনোরথ হইয়া থাকেন। আমরা মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলন হওয়ার পর হইতে যে সমস্ত মুসলমান মেম্বার দেখিতে পাই, তাহারা প্রায় সমস্তই গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচিত মেম্বার; আর নির্ব্বাচন প্রথার দ্বার দিয়া যে সমস্ত মেম্বার মিউনিসিপালিটীতে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই হিন্দু। কংগ্রেসের ফল আমরা হাতে হাতেই পাইতেছি। আমরা হিন্দু ভ্রাতাগণকে জিজ্ঞাসা করি—ইহাই কি কংগ্রেসের যুগাধিন সময়ের শিক্ষা? যদি তাঁহারা কেবল নিজ স্বার্থ সাধন করার শিক্ষাতেই কংগ্রেস কর্ত্তৃক অভ্যস্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের জন্যে যে অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, কংগ্রেসের জন্য দেশবাসী কৃতবিদ্যগণের যে বিপুল পরিশ্রম ও উৎসাহ অকাতরে বিতরিত হইয়াছে সমস্তই বৃথা হইয়াছে। ইউরোপীয় জনপদের স্বাধীন দেশ সকলের অধিবাসীগণ যে শিক্ষার বলে নির্ব্বাচন প্রথামূলীয় সমাজগুলি গঠন করিয়া তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য পরিচালন করিতেছেন, যে পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা ভারতবর্ষীয় অধিবাসীগণের হাড়েমাংসে বিজড়িত না হইবে সে পর্য্যন্ত এই স্বাধীন দেশের প্রথাগুলি প্রচলন করিয়া সংখ্যায় প্রবল হিন্দুদিগের হস্তে অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক অন্যান্য ভারতবর্ষীয় জাতিগণের পীড়নের ভার অর্পণ করা হইবে মাত্র।

আমরা তাহার উদাহরণ জাজ্বল্যমান দেখাইয়া দিলাম। কংগ্রেস যে মত পোষণ করিতেছে তাহা কৃতবিদ্য হিন্দুগণের মন এখনও উন্নত করিতে পারে নাই। কতদিনে উন্নত করিতে পারিবে আমরা তাহাদের

কার্য্য দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। কংগ্রেস যখন এত দিনের পরেও উক্ত বিষয়ে কৃতকার্য্য হয় নাই, তখন কংগ্রেসকে এখন প্রতিবৎসর অসংখ্য অর্থব্যয় করিয়া এক বিরাট সমারোহ না করিয়া বিনীতভাবে সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে হিন্দু মুসলমান অধিবাসীগণের শিক্ষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা উচিত। হিন্দুদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের সর্ব্ববিধ প্রকারের উন্নতি কেবল হিন্দুরা উন্নত হইলেই হইবে না, ভারতবর্ষীয় অপরাপর প্রবল জাতিগুলিকেও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত করিতে হইবে। হিন্দু ভ্রাতাগণের মনে করা উচিত যে, মুসলমানকে করতলগত করিয়া নির্জ্জীব করিয়া ফেলিলে জাতীয় উন্নতি হইবার আশা সুদূর পরাহত হইবে। এজন্যই মুসলমান কৃতবিদ্য ভ্রাতাগণকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা বিবেচনা করুন, কংগ্রেসে তাঁহাদিগের যোগদান করা উচিত কিনা, যাঁহারা অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই তাঁহারা কংগ্রেসের তামাসা ও আড়ম্বর দেখিয়া ভুলিতে পারেন, কিন্তু যখন জ্ঞানের গভীরতা হইবে তখন তাঁহারা আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যাঁহারা কংগ্রেসে যোগদান করিতে যাইবেন তাঁহাদিগকে আমরা বলিতেছি যে, নিজের সমাজের নির্জীবতা ও নিষ্পন্দতা শোধরাইবার জন্য কৃতবিদ্য মুসলমানগণের পরিশ্রম, ধন জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করা একান্ত কর্ত্তব্য। নিজের মৃত ও জরাগ্রস্থ সমাজকে উন্নত করিবার নিমিত্ত কৃতবিদ্য মুসলমানগণের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত ক্ষেপণ করা বিশেষ দরকার। এখন রং তামাসায় কালযাপন করার সময় আমাদের নাই, যে ব্যয় যে পরিশ্রম যে উদ্যম তাঁহারা কংগ্রেসের জন্য নিয়োজিত করিতেছেন তাহার প্রত্যেক কণিকা তাঁহাদের নিজ সমাজের জন্য দরকার। মুসলমান ভ্রাতাগণের মনে রাখা উচিত যে, Charity begins at home অর্থাৎ নিজের বাটী হইতেই দান আরম্ভ করিতে হয়।

ইস্‌লাম-বীর্য্য।

—*:০:*—

১ম দীপ।

১ম পরিচ্ছেদ।

প্রেরিত হজরত মহম্মদের জন্ম বিবরণ।

দর্শনের যুক্তি বৃথা অদর্শন যার।
সত্যালোক প্রাপ্তপ্রাণ খ্যাত অবতার॥

প্রকৃতি নিত্য পবিত্রময়ী জননী। সৃষ্টির প্রাক্কালাবধি প্রকৃতি নিজগুণে নিজে মুগ্ধ, জগৎ মুগ্ধ, জগতস্থ যাবতীয় পদার্থ মুগ্ধ। প্রকৃতি স্বকীয় লাবণ্যময়ী প্রতিভাপ্রতাপে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী হইয়া বিশ্ব প্রসূতা, কখন করাল বদন ব্যাদনে বিশ্ব সংহর্ত্রী। অনন্ত কোটী বিশ্ব বিরচিত করিয়া, অনন্ত লীলা নিকেতন, অনন্ত বারিধি, অনন্ত দূরব্যাপী জ্যোতিষ্ক মণ্ডল, অনন্ত জ্ঞান রত্ন সংযুক্ত পরম রমনীয় কান্তি বিশিষ্ট নরাকার প্রভৃতি সূক্ষ্মতম পদার্থ নিচয় হইতে বিরাটকায় গ্রহাদি পর্য্যন্ত কত অত্যদ্ভূত অনুপম দৃশ্যাবলী যথাস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন। নিত্য হাস্যমুখী প্রকৃতির সুসন্তান চিরসুখী জননীর সুকোমল অঙ্কে পালিত হইয়া বিশ্ববিমোহিত করত আনন্দময়ী প্রসূতীর চিরানন্দ বর্দ্ধন করিয়া চলিয়া যান। সেই কৃতি সন্তানের গৌরবে প্রকৃতি ধন্যা।

ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মের আবশ্যকতা কেন, ধার্ম্মিকের আবির্ভাব কি নিমিত্ত এ সমস্ত বিচার চিরদিন চলিতেছে; যেহেতু ইহাই মানব ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মাভাবে মানব মানবই হইতে পারে না, নীচ পশু পক্ষী কীট প্রভৃতিপ্রাণিগণ অপেক্ষা মানব উচ্চাসন প্রাপ্ত হইতে পারে না। তজ্জন্যই আবহমান ধর্ম্মাশ্রিত মানব নিকৃষ্ট পদার্থের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করত সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। অগ্নির ধর্ম্ম দাহিকা শক্তিসম্পন্ন পদার্থ। মানবের ধর্ম্ম জ্ঞানশক্তি সম্পন্ন জীব। সৎ অসৎ অবস্থা ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। যিনি সৎজ্ঞান সম্পন্ন

তিনিই প্রকৃতির সুসন্তান। তাঁহার সৎজ্ঞানলব্ধ সত্যালোক অজ্ঞানান্ধ জনগণের পথপ্রদর্শক। এই পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি জন্য এক অমানুষিক শক্তি বিশিষ্ট মহাপুরুষের জন্ম বিবরণ বিবৃত করিলাম। সেই মহাত্মার জীবন বৃত্তান্ত সহ তাঁহার কার্য্যাবলী পাঠকগণের নয়নানন্দ এবং প্রেমানন্দ বর্দ্ধক হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু মদীয় ক্ষীণপ্রভা কি তমসাচ্ছন্ন রজনীরূপা অজ্ঞানান্ধতা নাশক হইবার যোগ্য?

ইংরাজী ৫৭০ খৃঃ অব্দে ২৯শে আগষ্ট তারিখে হজরত মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করেন।* মহাপুরুষগণ যে যে দিন জন্ম গ্রহণ করেন সে দিন কোন একটী অনৈসর্গিক ঘটনা বৈচিত্রে ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত মানব হৃদয়কে স্তম্ভিত করিয়া ফেলে। সকলেই জানিতে পারেন এমন এক মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে যে তদীয় জ্যোতিঃ বিস্তার দ্বারা পাপাত্মাগণের উদ্ধার সাধন হইবে, বিমুগ্ধ জীবকুলের জ্ঞান চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে, স্বর্গাভিলাষী পুণ্যাত্মাগণের হৃদয়ে শান্তিসুধা বর্ষিত হইবে। বর্ত্তমান সভ্যতালোক প্রাপ্ত জ্ঞানিগণের বৈজ্ঞানিক যুক্তি, তদানিন্তন ঋষিগণের বাক্য খণ্ড বিখণ্ড করিতে পারে, সৃষ্টির প্রারম্ভে যে সমুদয় অলৌকিক দৃশ্য দর্শনে সুধিমণ্ডলী বিমুগ্ধচিত্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা আধুনিক পণ্ডিতগণের অসংলগ্ন বোধ হইতে পারে, কিন্তু যাহা সত্য তাহা নিরবচ্ছিন্নই সত্য। সত্যের অন্তরালে অসত্যের প্রশ্রয় ভয়াবহ ও অনিষ্টকর; তজ্জন্যই বিচার বাদ সৃষ্টি হইয়াছে, তজ্জন্যই প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রত্যাশী অবিজ্ঞগণের নিকট ত্রিকালজ্ঞগণ মৌনাবলম্বন করেন।

যাহাহউক, সেই অমর প্রেরিত মহাপুরুষ মহম্মদ তদীয় বাল্যজীবন অতি কষ্টে অতিবাহিত করেন। বিদুইন (Bedouin) নাম্নী কোন একরমণী কিছুদিন তাঁহার শৈশবাবস্থায় ধাত্রী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কোন কারণ বশতঃ পুনরায় তদীয় মাতৃ হস্তে সমর্পণ করতঃ স্থানান্তর গমন করেন। স্নেহময়ী জননীর স্নেহাধিক্যে মহাত্মা হৃদয় অধিকতর মহীয়ান হইল। যে জননী এমন অলোকসামান্য মহাপুরুষের গর্ভধারিণী তাঁহার স্নেহ, মমতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠাও অবর্ণনীয়। কিগুণ দিয়া রমণী

* 12th of Rabi, 1 Elephant Era.

হৃদয় সাজাইতে হয়, কিরূপ সৌন্দর্য্যে অবলাকুলের সুষমা বৃদ্ধি করিতে হয়, কি প্রকার কমনীয় বিমলভাবে মাতৃদেহ গঠিত করিতে হয়, প্রকৃতি তাহা বিশেষ বিজ্ঞতা সহ বিবেচনা করিয়াই সৃজন করিয়াছেন। ভীষণকায় ভূধর পৃষ্ঠোপরি কি সুকোমল দলবিশিষ্ট কমলফুলের জন্ম হইতে পারে? গোষ্পদ বারি রাশি কি রত্নাকর সদৃশ রত্ন ধারণ করিতে সমর্থ হয়? যেমন পুত্র তাদৃশ জননী; সুতরাং হজরত মহম্মদের শৈশব শিক্ষা অতি আনন্দজনকই হইয়াছিল। জননী সদৃশ স্নেহ মমতা পূর্ণ বিশাল হৃদয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তজ্জন্যই জগতের যাবতীয় ব্যথিত জীবের জন্য কাতর হইয়াছিলেন, তজ্জন্যই তিনি নির্ম্মল অন্তরাত্মা বিনিঃসৃত সুধাময় সত্যপ্রচার দ্বারা পরিত্রাণের উপায় করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

যে হৃদয় অসংখ্য হৃদয়ের ভার বহন করিবার নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার শক্তি বৃদ্ধি নিমিত্ত ঈশ্বর অদ্ভুত গঠনে গঠিত করিয়া মন, প্রাণ, দেহ অতুলনীয় এবং অসামান্যরূপে প্রস্তুত করেন। বোধ হয়, সেই নিমিত্ত হজরত অল্প বয়সেই মাতৃহীন হইলেন। সর্ব্বগ্রাসী কাল কাহারও মুখাপেক্ষা করিল না। মাতৃহীন সেই সুকুমার শিশু স্নেহময়ী জননীর অমৃতোপম স্নেহ, যত্ন, সুধামাখা বাক্য অধিক দিন ভোগ করিতে পাইল না। কাল-রাহু অকালে মাতৃহীন করিয়া প্রেরিত মহাত্মা মহম্মদের জীবন-তরু অধিকতর দৃঢ় এবং কর্ম্মঠ করিয়া তুলিল। অগত্যা পিতামহ আবদুল মত্তালেবের হস্তে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। তিনিও অল্পকাল মধ্যে গতাসু হইলেন; সুতরাং পিতৃব্য আবুতালেবের আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। এই সময় তিনি সবেমাত্র দশমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই অত্যল্প বয়সেই প্রকৃতির মনোহর মূর্ত্তি দর্শনে বিমোহিত চিত্তে ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। নিয়ত নির্জ্জনবাস, অরণ্যভ্রমণ, নিশিথ চিন্তা তাঁহার সমজীবনের সুখময় অনুষ্ঠান বলিয়া তাঁহার বিবেচিত হইতে লাগিল। সমবয়স্ক বালকেরা তাঁহার প্রতিভার নিকট মন্ত্রমুগ্ধবৎ দণ্ডায়মান থাকিত। ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহ তাঁহার আভ্যন্তরিক সৎগুণাবলী পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। তিনি পঞ্চ বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে খোদেজা নাম্নী এক

ধনশালিনী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহাই তাঁহার মনোভাব পূর্ণ হইবার প্রধান সুযোগ হইয়া পড়িল। ধর্ম্ম প্রচারের প্রধান সহায় জন্য যাহা আবশ্যক, তৎসমুদয় এই মনোহারিণী রমণী হইতে তিনি প্রাপ্ত হন। এই নবদম্পতিসম্ভূত তিন পুত্র এবং চারি কন্যা তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধক হইতে পারিল না। অকালে করাল কাল হজরতের আদরের পুত্রগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। কন্যা চতুষ্টয় বহুদিন জীবিত থাকিয়া তাঁহার বহুতর উপকার সাধন করেন।

মানব চিত্ত আকর্ষণ করিবার হজরতের অতি অনির্ব্বচনীয় শক্তি ছিল। তাঁহার অসাধারণ চরিত্র বল, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও দৃঢ়ব্রত, সূক্ষ্ম সংস্কার বৃত্তি, উচ্চ আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান, প্রগাঢ় বিশ্বাস, প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য, শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ধীর এবং সুমধুর বাক্য, দরিদ্রের দুঃখ বিমোচন, বিনয়, শিষ্টাচার প্রভৃতি যাবতীয় দেবোপম সৎগুণরাশি তৎকালিন তাবৎ ব্যক্তির মনোহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহার পবিত্র জীবনের পবিত্রকার্য্যের অসীম দৃষ্টান্ত মধ্যে বন্দীগণের প্রতি দয়া প্রকাশ দ্বারা সমস্ত অমাত্য ও অনুচরবর্গের তাঁহার প্রতি দৃঢ়ভক্তির বিশেষ কারণ।

উপর্য্যুপরি যুদ্ধ বিদ্রোহাদি জন্য চতুর্দ্দিকস্থ জনপদবাসিগণ পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অসভ্য বর্ব্বরোচিত অসত্য ও অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ মহাপাপে লিপ্ত হইতেছিল। মহাত্মা হজরত তদ্দৃষ্টে অতীব মর্ম্মাহত হইতে লাগিলেন এবং তদুপায় স্থির করণে কৃতসংকল্প হইলেন।

ইতঃপুর্ব্বে বিশেষ কার্য্য ব্যপদেশে সুরিয়া প্রদেশে পর্য্যটন করিতে গিয়া, নিজের স্বর্গীয় প্রতিভা প্রকাশ করিতে বিরত হন নাই। সমবেত মানবমণ্ডলী তাঁহার বাক্যের সারবত্তা বুঝিয়া জীবনের সার্থক সাধনে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। সেই অবধি তথায় অধিবাসিগণ দুইটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। মত বৈষম্য জন্য পরস্পর বিরোধ স্বাভাবিক; সুতরাং তজ্জন্য অনেক বিবাদাদিও চলিতেছিল।

সেই মহাপুরুষ মহম্মদ (দঃ) গিরি গহ্বরে নিভৃত চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া আত্মোন্নতি সাধনায় নিরত ছিলেন। ফলফুল শূন্য, জনশূন্য, মরুময় হীরা পর্ব্বত তাঁহার প্রাণারাম ও প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। গভীর রজনীতে

একাকী পর্ব্বত কন্দরে বসিয়া ঈশ্বর উপাসনায় নিমগ্ন থাকিতেন। নিরাকার ঈশ্বর ধ্যান তাঁহার ধারণা, ঈশ্বর উপাসনাই সর্ব্বময় কল্পনা, ঈশ্বর চিন্তাই সমস্ত জীবনের ধর্ম্ম কর্ম্ম, এইরূপ দৃঢ় সংকল্প সহ তিনি দিবা রজনী ধ্যানমগ্ন থাকিয়া ঈশ্বর প্রেমে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া এবং একান্ত চিত্তে ঈশ্বর উপাসনায় নিরত থাকিয়া যখন তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন তখন এক অতি আশ্চর্য্য ভাব অনুভব করিতে লাগিলেন।

গাইল অন্তর প্রেমের গান
অন্তরে থাকিয়া নয়ন প্রাণ।
গাইল জগৎ ললিত সুরে।
গাও প্রতিধ্বনি প্রতি ঘরে ঘরে॥

করুণাময় জগৎস্বামী নিয়ত করুণাকণা বিতরণ স্বরূপ সঙ্কেত প্রদর্শন দ্বারা সন্ত্রস্ত সাধুহৃদয়ে শান্তি সুধা বর্ষণ করেন। তজ্জন্যই সেই দয়াময় সত্য সনাতনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অতি কঠোর ক্লেশ সহ্য করিয়াও পুণ্যাত্মা সাধকমণ্ডলী নিরাশ হৃদয়ে প্রতিনিবৃত্ত হয় না। প্রেরিত মহম্মদ (দঃ) চক্ষু মুদিয়া যখন প্রেমময় পরমেশ্বরকে হৃদয়ে ধারণা করিতে ছিলেন, চারিদিকে স্থাবরজঙ্গম, পশুপক্ষী, শূন্যধরা, বায়ুবহ্নি সকলেই যেন সমস্বরে "মুহম্মদের জয়" গান গাইতে লাগিল। যেন কি একটী অপরিস্ফুট কোমল কণ্ঠস্বর কামিনী কণ্ঠে গাইল "মহম্মদ তুমিই ঈশ্বরের প্রেরিত ভবিষ্যদ্বক্তা তুমিই উপযুক্ত মানব। উচ্চৈঃস্বরে তোমার প্রভুর গুণ গান কর"।

যখন মহাত্মা হজরত মহম্মদের (দঃ) হৃদয় কন্দরে এই সুমধুর বীণাধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল, অমনি তাঁহার দেহের তন্ত্রীসমুদয় মহান্ ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, স্নায়ুমণ্ডলী একতানসুরে সুর মিশাইল, ধমনী আনন্দস্পন্দনে মত্ত হইল, কণ্ঠনালী পিকস্থান অধিকার করিল, সুন্দর সহাস্য বদন রমণীয় জ্যোতিঃ বিকীরণ দ্বারা আলোক স্থান প্রাপ্ত হইল। স্বর্গীয় অপ্সরাগণ যেন সম্মুখবর্ত্তী হইয়া সুমধুরস্বরে বলিতে লাগিল "জগৎপিতা জগদীশ্বর সত্য সনাতন তাঁহার ভক্তকে ভাল বাসেন, ভক্তের বাক্যধ্বনি বজ্রনিনাদ অপেক্ষাও অধিকতর ভীষণ। ভক্তের মুখ দিয়াই ভগবান

তাঁহার আভ্যন্তরিক ভাবব্যঞ্জক সঙ্কেত প্রকাশ করেন। ধর্ম্মাত্মাগণের মঙ্গলের জন্য, পাপী তাপীবৃন্দের শিক্ষার জন্য ভাবময় ভবস্বামী তাঁহার ভক্তের কর্ণে অস্ফুটস্বরে কিছু বলিয়া দেন।"

একদা এক গভীর নিশিথ সময়ে হজরত পর্ব্বত কন্দরে একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে ধ্যানমগ্ন হইয়া সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর সদানন্দ প্রভুর চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তিনি স্বপ্ন স্বরূপ এক অতি পরম রমণীয় ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিতে পারিলেন, কোন এক প্রবল পরাক্রমশালী মহাশক্তিমান পুরুষের মুখ বিনিঃসৃত স্বর, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন "তোমার হৃদয়স্বামী দয়াময় প্রভুর নাম উচ্চৈঃস্বরে গাও" এবং এই কথা বলিয়া তাঁহার স্কন্ধে যেন এক গুরুভার প্রদত্ত হইল। ঈশ্বরের বিশ্বরাজ্য গ্রন্থ তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া দেওয়া হইল।

এই আকস্মিক অনৈসর্গিক অত্যাশ্চর্য্যময় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া হজরত ভয় ব্যাকুলমনে বাটীতে প্রত্যাগমন করত শয্যায় শয়ন করিলেন এবং যখন তাবৎ বৃত্তান্ত তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা খোদেজাকে বলিতে লাগিলেন, তখন খোদেজা তাঁহাকে পাগল মনে করিতে লাগিলেন, কখন বা মনে করিলেন দেবতার "ভর" * হইয়াছে। এরূপ ভাবের তাৎপর্য্য এই, যিনি বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরের বিরাট প্রকটমূর্ত্তিস্বরূপ বিশ্বরাজ্যকে নিজাত্মা সম এক পরমাণু বিশিষ্ট একপদার্থ ধারণা করিতে চেষ্টা করেন, তিনি মহান্ হৃদয় হইলেও সেই মহানের মহান্ মহাতেজস্বর জ্যোতিস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের শক্তি ধরণা করিতে সর্ব্বতোভাবে প্রথমে সমর্থ হন না।

ক্রমশঃ

* "ভর" অর্থাৎ কাহার কাহারও বিশ্বাস যে, মসজীদের সেবাইতগণকে ঈশ্বর প্রত্যাদেশ করেন। তাঁহারা লোকের শান্তি ব্যবস্থা করেন।

লায়লী-মজনুঁ।

ষষ্ঠ হিল্লোল।

"সাধনের ধন সেই পরশ রতন;
কেহ প্রাণ পণ করি ভাসা'য়ে জীবন তরী,
নাপেয়ে কুল কিনারা হইল মগন"!

মজনুর কপাল পুড়িল,—এত আশা এত কল্পনা বিশ্বামিত্রের বিশ্ব সৃষ্টি হইয়া পড়িল, প্রেমের বৈরাগী—লায়লীর ভিখারী তখন মনোদুঃখে বন-গমনের আয়োজন করিলেন, তাড়াতাড়ি গৈরিক বসন পরিধান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাখিলেন; বলা বাহুল্য হাতের জপমালাখানি ভুলিলেন না।

তখন মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের খরতাপে ধরিত্রী ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল,—প্রেমিক নির্ব্বিকার ভাবে কাননের পথে চলিয়াছেন।

দুরন্ত বালকগুলি পিছু পিছু ধূলা-ঢিল ছুড়িয়া পথিককে ক্ষেপাইবার চেষ্টা করিতেছে, ফকির ফিরিয়াও তাকাইতেছে না, কেবল বলিতেছে "লায়লি! দেখা পাইব না?—আমি অন্যের কি অনিষ্ট করিলাম, কেন তাহারা আমার সুখ-সাধে বাদ সাধিল? ভগবান্, আমাকে একবার দেখ"।

বেলা প্রায় শেষ, অস্তগমনোন্মুখ হেম-সূর্য্যের উজ্জ্বল বিভা তখন উত্তুঙ্গ শৈল-শিখরে প্রতিফলিত হইতেছিল, দূরে হরিদ্বর্ণ পত্রাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনবাটিকায় এক একখানি হাসির ছবি পড়িয়াছে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডগুলি ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করিতেছে, নির্ঝরিণীর নিকটে বলাকাদলের মধুর কূজন, ওপারের বিস্তৃতগহন বন-ভূমির গম্ভীরতা, স্থানটীকে কেমন এক রমণীয় বসনে সাজাইয়া রাখিয়াছে, যেন বিশ্বের এক বিশাল-পটে কোন স্নেহশীল চিত্রকর সুকুমার কলা-শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ একখানি অভিরাম নন্দন-কানন রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। এমন সময়ে হঠাৎ মজনু কোথা হইতে আসিয়া সেই হিংস্রশ্বাপদ-সমাকুল নিবিড় বিপিনে "লায়লী," "লায়লী" করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন।

মজনু গৃহনিষ্ক্রান্ত হইবার অত্যল্প কাল পরেই সম্রাট তাঁহার অন্তর্ধান ও বন-গমনের কথা জানিতে পারিলেন। শোকাতুর বৃদ্ধ মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন, একমাত্র নয়ন-মণিপুত্র অভাবে এ সাম্রাজ্যরূপ কানন-কান্তারে তিনি যন্ত্রণা ভোগ বৃথা বিবেচনা করিলেন। তখন নতজানু হইয়া পুত্রের কল্যাণ-কামনায় কহিতে লাগিলেন—"ভগবান! আমাকে পৃথিবীতে সমুদয়ই দিয়াছ,—না দিয়াছ আর বলিতে পারি না, রাজ্য-ধন, জন-বল, যশ-মান সমুদয়ই তোমার অপার করুণার ফল। কিন্তু ধাতঃ! এক মাত্র অবলম্বন হৃদয়ের সোহাগ মজনুর এদশা কেন করিলে প্রভো! দয়াময় হে! শুনিয়াছি তোমার নাম সর্ব্বসিদ্ধি, একবার সিদ্ধিদাতা আমার প্রতি সদয় হ'য়ে মনোবাসনা সিদ্ধ কর; এই বৃদ্ধ বয়সে তুমিই পুত্র প্রদান করিয়া মৃতপ্রাণে নবজীবন প্রদান করিলে,—আবার তাহাকে কাড়িয়া নি'তেছ নাথ,—তবে কি এ স্বপ্ন প্রলোভন! বলিয়া দাও আমার কএস কোথায়, কেমন করিয়া পাইব? কৃপাসিন্ধুগো! একবার কৃপানেত্রে দেখ"! বৃদ্ধসম্রাটের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, কেবল নীরবে শীর্ণগণ্ড দুইটী বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহার প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু সন্তান-সোহাগের মমতাপ্রকাশ করিতেছিল। অনেকক্ষণ বৃদ্ধ বজ্রাহতের মত স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন, একবার চক্ষু ফিরাইতেই মন্ত্রীবরকে নিকটে দেখিয়া মজনুকে আনিবার জন্য বন-গমনের বাসনা জানাইলেন। অবিলম্বে সমুদয় আয়োজন হইতে লাগিল। পাঠক একবার চলুন, বনে মজনুর অবস্থা দেখি, যেদিন হইতে মজনু সেই বিপিনে আসিয়াছেন, তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী বিষাদ-গীতি ও হা হতস্মিতে বন্য-পশু-দল বিপদ গণিল, তাহারা এ অদৃশ্য জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া বনান্তরে নূতন বাসস্থানের উদ্দেশে প্রস্থান করিল। প্রাচীন লেখকের এই উক্তি যাঁহাদের নিকট বিধ্বস্ত হইবে, তাঁহাদের জন্য আমরা এই নিবেদন রাখিয়াছি যে, মূলগ্রন্থকার কেবল প্রেমের দারুণ বিকৃতি, বিচ্ছেদের সর্ব্বগ্রাসী "মন-পোড়া" আগুণের মহত্ব সংরক্ষণার্থেই এরূপ কথার সৃষ্টি করিয়াছেন। সম্রাট স্বয়ং পরদিন অনুসন্ধানার্থে গমন করিলেন, বনের চারিদিকে অনুচরবর্গ অনেক খুজিল, আরবেশ্বর পুত্রের জীবন

আশায় হতাশ হইয়া সেই বনভূমির ভিতর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, লায়লী ভ্রমে মজনু একটা বৃক্ষের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, গলায় সূত্রহীন ফুলের একখানি স্বহস্ত গ্রথিত মালা ধীরে ধীরে দোলাইয়া ক্রমে সেই দিকে অগ্রসরও হইতেছেন। শোকাভিভূত পিতা সাগ্রহে পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন,—"বাপরে, আর বৃদ্ধ বয়সে মর্ম্ম-যাতনা দিস্ না, তোর মা দেখ্ চেয়ে, মণিহারা ফণিনীর মত অনাহারে দিবানিশি ক্রন্দন করিতেছেন, এখন চল্—আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, মন-সংযম করিয়া রাজ্য ভার গ্রহণ কর্, আমাকে নিষ্কৃতি দে।"

আত্ম-সন্দিগ্ধ মজনু পিতাকে প্রথমতঃ চিনিতে না পারিয়া বলিলেন, "মহাভাগ! আপনি কে, কেনই বা আমাকে উপদেশ দিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, অনুকম্পা পুরঃসর আমার কৌতুহল নিবারণার্থে দাসকে পরিচয় প্রদানে কৃতার্থ করুন।" তখন বাদসাহ কহিতে লাগিলেন, "মজনু! আজ তোর জন্মদাতাকেও ভুলিয়া ফেলিলে বাপ? বৎস, রে! কার প্রেমে এমন উন্মত্ত হইলি?" নরপালক যখন অশ্রুপাত করিতে-ছিলেন, তখন মজনু বজ্র কঠোর স্বরে কহিলেন, "আমি পাগল আমি লায়লীর প্রেমে পাগল, জগতে কাহাকেও চিনি না, আপনাকেও জানি না, পিতা মাতা কোথায়, কই আমার ত জনক-জননী নাই, আমি লায়লী—মজনু কোথায়?" আবার বনের একদিকে একটা লতাকে দুলিতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "লায়লী—লায়লী আসিয়াছ,—প্রিয়ে, মনে পড়িয়াছে? আবার কেন আসিয়াছ,—মজনুকে দেখিতে? যাও, গৃহে ফিরিয়া যাও আমার পূজায় ব্যাঘাত করিও না"—একটু পরে "লায়লী, লায়লী, অন্তর্হিত হইলে?" বলিয়া আবার ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, সম্রাট তখন অনন্যো-পায় হইয়া কহিলেন, "মজনু! তোমার প্রিয়তমা লায়লী পথ চাহিয়া আছে,—আমাকে সেই পাঠাইয়াছে, তুমি তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া চল"—লায়লীর নামে পাগলের পুনরায় সংজ্ঞা হইল, শশব্যস্তে কহিলেন "তবে চলুন,—এখনি যাইতেছি, অহো, লায়লী আমার জন্য পথ চাহিয়া কষ্ট পাইতেছে? পাষাণ প্রাণ! এখনও তোর শেষ হইল না?"

পথে সম্রাট পুত্রকে নানাবিধ উপদেশ বাক্যে ভুলাইতে লাগিলেন, বাড়ীতে পঁহুছিবা মাত্র মজনুকে তিনি জননীর অঙ্কে সম্প্রদান করিলেন, জননীর দগ্ধহৃদয় শীতল হইল, আবার অন্ধকার রাজপুরী কৌমুদীমণ্ডিত জ্যোৎস্না-স্নাত বাসন্তী নিশিথিনীর মত মুখরিত হইয়া উঠিল। তখন মহিষী মজনুকে ক্রোড়ে লইয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন,—আরবেশ্বর অশেষ প্রকারে প্রবোধ দিতে লাগিলেন—"প্রাণের প্রতিমারে, অসার স্বপ্নমোহে আর উন্মত্ত হইয়া থাকিস্ না, রাজ্যভার গ্রহণ কর,—লায়লী এমন কি সুন্দরী, বাঁচিয়া থাকিলে মন সংযোগ করিলে এরূপ অনেক অসূর্য্যস্পশ্যা ভুবন বিমোহিনী লালনা ললাম পাইবে,—চিন্তা পরিহার কর, আপনার সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হও"। মজনু তখন যোড়হস্তে নিবেদন করিলেন, "পিতঃ!, অনর্থক আমাকে প্রবোধ দিতেছেন, লায়লীর চিত্র আমার দগ্ধ চিত্ত-পটে অঙ্কিত হইয়াছে,—প্রাণ, থাকিয়া থাকিয়া চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আমি সেই ফুলের ভ্রমর—সেই ফুলই আমার জীবনের লক্ষ্য, প্রেমের মদিরা আমাকে জগত বিস্মৃত করাইয়া দিয়াছে,—আমি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি, জীবনে আমার কোন সুখেই নির্ভর বা আশা নাই, লায়লীই আমার সুখ—তাহাতেই আমার জীবন, আমার জন্য চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই, আমাকে বিদায় দিন্—আমি বনের পথ লই।" বাদশাহ দেখিলেন—সকল চেষ্টা বিফল হইল।

সপ্তম হিল্লোল।

—•***•—

"যে সুর তুমি ভরেছ তব
বাঁশিতে।"

মজনুর অবস্থা ফিরিল না—নিতান্ত পাগলের মত সর্ব্বদাই আপনার মনে যেখানে সেখানে কিছু না কিছু খুটিনাটি করিতেছে,—একদিন মাটীতে বসিয়া আঁক পাড়িতেছিলেন,—একজন পথিক হাস্যচ্ছলে

জিজ্ঞাসা করিলেন—"মজনু কি করিতেছ?" মজনু তখন স্বচ্ছন্দে উত্তর দিলেন "ভাই, আমি লায়লীর নাম মস্ক করিতেছি।"

এখানেত এই অবস্থা,—ওখানে বৃদ্ধ সম্রাটের ভাবিতে ভাবিতে প্রাণান্ত! এমন সময় অকস্মাৎ একজন লোক সম্রাট্‌সদনে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল—"নরনাথ, একজন তপস্বী আপনার সহরের বাহিরে অবস্থান করিতেছেন,—তিনি সিদ্ধ পুরুষ,—তাঁহার নিকট আপনার মনোবেদনা জ্ঞাপন, করিলে ফললাভ করিতে পারেন।" আরবেশ্বর তন্মুহূর্ত্তে সাধু-সন্দর্শনে উপস্থিত হইলেন এবং বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন—"মহর্ষে! আমার ক্ষুদ্র নিবেদন আছে, দাসের প্রতি একটুকু অনুগ্রহ হইবে কি?"—মহর্ষি তখন সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সম্রাটকে আপ্যায়িত করিলেন, আরবেশ্বর পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ভক্ত-কুলরত্ন! অবধান করুন, মজনু নামে আমার এক পুত্র আছে, বিদ্যা-বুদ্ধি জ্ঞানের ত কোন অপরিকৃতা নাই;—এই দেশে লায়লী নামে এক সওদাগরের কন্যার প্রেমে সে পাগল, এমন কি, বর্ত্তমানে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া দ্বারে দ্বারে—পথে পথে—বনে বনে—'লায়লী' 'লায়লী' করিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়,—অঙ্গে কোন ভাল কাপড় রাখিতে চাহে না, ছিড়িয়া ফেলিয়া দেয়—ক্রন্দনই একমাত্র তাহার জীবনের জুড়াইবার সামগ্রী, এখন কি উপায়ে আমি তাহার এই বিকৃতা-বস্থা নিরাকৃত করাইতে পারি, সেই চেষ্টায় দিবারাত্রি চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছি,—অনুগ্রহ করিয়া আপনি ইহার উপায় বিধান করুন।" তাপস প্রবর সমুদয়, শুনিয়া সম্রাটকে কহিলেন,—"নরপালক! ইহার জন্য অতি সামান্য একটী উপায় আমি আপনাকে বলিতেছি, আপনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া লায়লীর স্বহস্ত কর্ত্তিত সূত্র আনয়ন করিয়া মজনুর পরিধেয় বস্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া দিন্, আর তাহার গৃহদ্বারের কিছু মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা মজনুর চক্ষে 'ছোরমা' লাগাইয়া দিন, তবেই সে কাপড় ছিড়িবে না, কাঁদিবেও না।"

নরপালক পুত্রের শুভ প্রত্যাশায় গৃহে ফিরিয়াই সমুদয় সেইরূপ করিলেন, আর মজনু কাঁদেও না—কাপড়ও ছেড়ে না—সম্রাট তদ্দর্শনে

নিতান্ত প্রফুল্ল চিত্ত হইলেন; লায়লীর সহিত মজনুর পরিণয় প্রস্তাব প্রেরণের বাসনা করিলেন,—শুভদিনে আত্মীয়বর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, সমুদয় পরামর্শ স্থিরীকৃত হইল, সৈন্য-সামন্ত-তুরঙ্গ-গজ-উষ্ট্র সমব্যয়ে সম্রাট ও প্রধান কয়েকজন ব্যক্তি সওদাগরের বাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, বণিক নিতান্ত প্রফুল্লচিত্তে অগ্রসর হইয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন, মহাসমারোহে রাজ-বাহিনী তথায় উপস্থিত হইলে বণিক প্রবর যথাযোগ্য সকলের অভ্যর্থনা করিয়া নানারূপ রাজ-ভোগ্য সম্ভার, উপাদেয় অন্যান্য প্রীতি সামগ্রী দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। বণিক তখন রাজার পদতলে বহুমূল্য রত্নাদি রাখিয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট অতিমাত্র প্রীত হইয়া কহিলেন, "ভাই! আমার এক ক্ষুদ্র নিবেদন আছে, বলিতে ভয় হইতেছে, কারণ যদি তুমি তাহা সুসিদ্ধ না কর; আর যদি সম্মতির সহিত আশা প্রদান কর তবে বলিতেছি।" বণিক স্মিতমুখে আবেদন করিলেন "আরবেশ্বর! এ অধীন আপনার দাসের অযোগ্য, আপনি কেন এরূপ দৈন্যতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, স্বচ্ছন্দে আপনার মনোভিলাষ প্রকাশ করিয়া বলুন, সাধ্যানুসারে পালনের চেষ্টা করিব।" তখন নরপালক হাসিয়া হাসিয়া কহিতে লাগিলেন—"ভাই! মজনুকে তোমার দাসত্বে গ্রহণ করিয়া, লায়লীকে সম্প্রদান কর—দেশে দশের মধ্যে আমার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখ, মুখের চুণ-কালী মুছিয়া ফেল, আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে।" বণিক কহিলেন "মহাভাগ! দাসের প্রতি যে আজ্ঞা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে, রাজ্যের সকলেই জানে মজনু পাগল, সর্ব্বদা বিভূতি ভূষিত হইয়া পর্ব্বতে, কাননে, ভ্রমণ করিয়া থাকে—বুদ্ধির স্থিরতা নাই, তবে বলুন জানিয়া শুনিয়া বিকৃত মস্তিষ্কের হস্তে কন্যা দান করা আমার কতদূর মূর্খতা, লোকেই বা কি বলিবে?" বণিক নীরব হইলে সম্রাট কহিতে লাগিলেন "ভ্রাতঃ! মজনু পাগল নহে, তাহার বুদ্ধি বিবেচনাও অবিকৃত আছে, আমি এখনই তাহাকে সভামণ্ডপে আনয়ন করিতেছি; তোমারও ভ্রম অপনোদিত হইতে পারে এবং রাজ্যের লোকের সন্দেহ বা অপ্রত্যয়ের কোন কারণ থাকিবে না।" বণিক "যে আজ্ঞা" বলিলে

আরব-পতি প্রধান মন্ত্রীবরকে আদেশ করিলেন, "আপনি অবিলম্বে মজনু সমভিব্যাহারে আসুন;" মজনুর অপেক্ষায় সকলি অন্যান্য কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন, মন্ত্রী প্রবর চলিয়া গেলেন।

শনৈঃ শনৈঃ সংবাদ মজনুর কর্ণগোচর হইল, তিনি জগৎপালককে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সুন্দরভাবে গাত্র মার্জ্জনা করিলেন, উজ্জ্বল রত্নাদি খচিত নয়ন-আকর্ষণী বস্ত্র পরিধান করিয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় হইলেন, পূর্ণিমার স্ফুটিত যৌবন-হাস্য-রসাধর শশাঙ্কের মত মজনুর সৌন্দর্য্য ক্ষরিত হইতেছিল, মন্ত্রী এতদ্দর্শনে বিমুগ্ধ-চিত্ত হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে সকলে তথায় পৌঁছিল, অসংখ্য রাজকীয় আড়ম্বরে মজনু সভা-গৃহে উপস্থিত হইলে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল যে, কোটীন্দুকলাকেন্দ্রিকৃত একখানি জ্যোতির চিত্র, যথাবিহিত সম্মাননার পর মজনু স্থিরভাবে উপবেশন করিলেন। সওদাগরেরও সন্দেহ বিদূরিত লইল, সমুদয় একপ্রকার স্থির-কল্প হইল,—পণ্ডিতগণ "অদ্য শুভ দিবস আছে, কার্য্য আজ'ই নির্ব্বাহ হউক" বলিয়া সওদাগরকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, বণিকও রাজ্যেশ্বরকে কহিলেন,—"নৃপতি-কুল-ভাস্কর, আমার সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে,—আর লায়লীকে সম্প্রদান করিতে আমার কোন আপত্তি নাই, আপনার কথা সম্পূর্ণ সত্য।" আয়োজন চলিতে লাগিল।

কিন্তু অদৃষ্ট যখন ভিন্ন পথে চালিত হয়, কাহার সাধ্য সে গতি নিবারণ করে, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে জগদীশ্বরের মহিমা ও করুণা রহস্য তখন ভোগীর নিকটে অনেক সময়ে আত্মনাশের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া থাকে, প্রেমের অদ্ভুত মায়া—কি বন্ধনময় আকর্ষণ "ভূমি কেন্দ্রের" কি বিষম প্রাণস্পর্শী অধীরতা, আত্মার এই বিস্মৃতাবস্থা হইতেই প্রেমের নিগূঢ় মূর্ত্তি বিকশিত হয়,—তখন সৌন্দর্য্য ও মহিমার চিন্তন আত্মাকে অনুরঞ্জিত করে, তাই প্রেম বা প্রেমিক, ন্যায়ের চক্ষে কদাপি দুই একজন ভিন্ন অধিক পাওয়া যায় না, মজনু সত্য প্রেমিক—লায়লী ব্যতিত তিনি অন্য কিছু জানিতেন না, তিনি আপনার অস্থিত্ব বিস্মৃত হইয়া নিজকেই লায়লী ভ্রম করিয়াছিলেন, সুতরাং মনের মত মানুষ পাইলে প্রেম হয়, নতুবা কবির হতাশ সুরে আমাদিগকেও গাহিতে হইবে—

"——প্রাণ জুড়াইতে—
লাখে না মিলিল একে!"

যাহা হউক, তৎপর তথায় যে অত্যাশ্চার্য্য অদৃশ্যপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইল, তাহাতে দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইলেন,—অবশ্য তাহা মজনুর ন্যায় প্রেমিকেরই উপযুক্ত কার্য্য।

একটী কুকুর সভার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে একব্যক্তি মজনুকে কহিলেন—"শাহাজাদা! ঐ কুকুর শাবকটীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করুন, উহা লায়লীর অতি প্রিয় বস্তু!" প্রেমের কি লোকাতীত আনন্দ—উন্মত্ত মজনু দৌড়াইয়া যাইয়া কুকুরের গলা জড়াইয়া ধরিলেন, কখন আদর—কখন চুম্বন করিতে করিতে সম্মুখের পা' দুইখানি মাথায় তুলিয়া দিতে লাগিলেন, সকলে দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইল; কুকুর আনন্দে মজনুকে আঁচড়াইতেছে—কাপড় ফাড়িতেছে কিন্তু মজনু অজ্ঞানপ্রায় স্তম্ভিত নেত্রে কুকুরের মুখের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন,—সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে এই দৃশ্য অবলোকন করিতেছেন। অনেক-ক্ষণ পরে সওদাগর রাজ-সমীপে বিনীত নিবেদন করিলেন—"ভূপতে! মজনুকে কন্যা সম্প্রদানে আমার কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু এই সম্মুখে যে অচিন্তপূর্ব্ব দৃশ্য অবলোকন করিলেন কোন, অবিকৃত-জ্ঞান মানব দ্বারা তাহা অসম্ভব, এমতাবস্থাতেও যদি মজনুর সহিত লায়লীর পাণিপীড়ন-নিষ্পন্ন করি তবে লোকের নিকটে আমার মুখ দেখান ভার হইবে। আমি এখন নিরুপায়—একদিকেও যাইতে পারি না, ইহাতেও যদি আপনি অবিচার করেন, তবে আমার ন্যায় হতভাগ্য এদেশ পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছে।" সম্রাট নিতান্ত লজ্জিত হইলেন, পাত্র-মিত্র সমভিব্যাহারে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া মর্ম্ম-যাতনায় বিলাপ করিতে লাগিলেন, একমাত্র সন্তানের এই দুরবস্থা, সুতরাং বৃদ্ধ প্রতি নিয়ত সংসার-জাল বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেন—"সর্ব্বনিয়ন্তে! মজনু স্বীয় হস্তে আপনার সৌভাগ্য সূর্য্যকুঠাঘাত করিল, উন্মত্ততার অধৈর্য্যতায় ঔষধ পাইয়াও ব্যবহার করিতে পারিল না; রাজ্যের গৃহে গৃহে এই অপকীর্ত্তি ঘোষিত হইতেছে, হৃদয়, পুত্র-শোকানলে জর্জ্জরিত হইয়াছে,

জগন্নাথ হে! যদি বাঁচাইয়া রাখিতেই ইচ্ছা করিয়াছ, তবে অনুগ্রহ বর্ষণ কর, নতুবা এ জীর্ণ জীবনের নির্ব্বাণ হউক,—আর এ করুণ দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে পারিতেছিল না।" বৃদ্ধের কাতরুক্তিতে অদৃষ্টের প্রবল স্রোত নিরুদ্ধ হইল না;—মজনুর বিমগ্ন প্রেমজীবন বাহ্য-জগত কর্কশ বুঝিল, কেবল লায়লীই এ সংসারে প্রেম-ময়ী—সেই কেবল স্নেহ-ময়ী। বিধাতার সংকল্প কে ভাঙ্গিবে? নতুবা সেই দিনেই মজনুর শুভ-সম্মিলন দেখিতে পাইতাম। মতান্তরে লিখিত আছে—বৃদ্ধ ভূপতি লায়লীর পিতাকে, এই পরিণয়ের জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি অস্বীকার করিয়া বলিলেন "নৃপতে! তাহা হইলে মজনু সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মবিস্মৃতিতে আত্ম-বলি প্রদান করিবে,—কোন্ সুখে তাহার তন্ত্রালঙ্গ মধুর প্রাণ উড়িয়া যাইবে, সে তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবে না,—এতদিনের বিরহের পর তাহাদের এ মিলন শুভকর হইবে না,—বিশ্বাস না হয়,—পরীক্ষা করিয়া দেখুন!" সম্রাটও সম্মত হইয়া কহিলেন, "বন্ধো! তবে লায়লীর সহিত একবার মজনুর চোখাচোখি সক্ষাতের লক্ষণ দেখা উচিত।" অতঃপর লায়লী রাজপুরীতে আনীতা হইল, মজনুকে সম্রাট আনয়ন করাইলেন; তখন লায়লীর পিতা অন্তরাল হইতে কন্যাকে আহ্বান করিলেন, কি বিচিত্র প্রেম! লায়লী উঠিতেই বস্ত্রাঞ্চল খানি বায়ু সংস্পর্শে উড়িয়া মজনুর "পদ্ম-পলাশ-লোচন" দুইটী মুদিত করাইয়া দিল, হতাশ প্রণয়ী নিস্পন্দভাবে ঢলিয়া পড়িলেন, সম্রাট দেখিলেন মজনু চেতনা শূন্য!

তখন সওদাগর রাজ্যেশ্বরকে নিবেদন করিলেন, "নরপালক! আমি শান্তিনিকেতনকে শ্মশানে পরিণত করিতে ইচ্ছা করি না, কি বিপরীত ফল দাঁড়াইবে, এখনই তাহার প্রথম চিত্র দেখুন। সম্রাট নির্ব্বাক হইলেন, পরিণয়ের সম্বন্ধ মিশাইয়া গেল,—মজনুর অন্ধকার জীবনে অধিকতর নিরাশার অন্ধকার ঘনাইল; তিনি প্রথমতঃ চক্ষে পরে হৃদয়ে ঘোর তামসী-চিত্র নিরীক্ষণ করিলেন; আমরা চিরদিনই তাহার সমদুঃখী, তাই ঘটনার সমর্থনার্থে একবার বাষ্পাকুলিত লোচনে বলি—

হায় মজনু—

আশা আসে নব আশে
নিভাইতে উষ্ণ শ্বাসে
জ্বলে আগুন জ্বলে শেষে, কেঁদে কেঁদে আবার আসে
তোমারও তাহাই হইল।

অষ্টম হিল্লোল।

—*:০:*—

"দিন যায়, প্রাণ চায়—
জাগে সে প্রতিমা হৃদে!"

প্রেম যাহার অনুধাবন করে, তাহার আপনার বলিবার এ জগতে কি থাকে, আত্মদেহস্থ প্রাণ, যদি অন্যের মুখাপেক্ষী হইল, তবে আমার অস্থিত্ব আর একজনের আদেশাবনত; হৃদয়, সমুদয় দেহটাকে স্বকীয় অভিলষিত পথে নিয়োজিত করে, তখন দেহের শক্তি মনের মতানুসারেই ব্যয়িত হয়;—আত্মার দাস, দেহ। মজনুর হৃদয় প্রেমে আচ্ছন্ন, তাঁহার বাহ্যাবয়ব সমুদয় প্রেমের অনুরাগে অনুগামী, সুতরাং এ পূজা ভুলিবার নহে, ইহা জীবন-ব্যাপী। প্রাণবায়ুর নিঃশেষের সঙ্গে সঙ্গে এ মহানাটকের উপসংহার হইবে,—জগতে একখানি নির্ম্মল প্রেমের ছায়া প্রতিভাত হইবে মাত্র!

বৃদ্ধ সম্রাট মজনুর চিন্তায় আকুলিত হইলেন, দিবা-রাত্র ক্রন্দনেই প্রাণের বিষাদ-ভার লাঘব করিতে চেষ্টা করিতেন,—কি উপায়ে মজনুর মতি-গতি পরিবর্ত্তিত হয়, এ দারুণ প্রেম-পিপাসার অবসান হয়, একমাত্র তাহাই চিন্তনীয় হইল, কত মন্ত্রবিদ্, কত চিকিৎসক যথেষ্ট শক্তি-সাধ্যের ব্যবহার করিয়াও অপারগ হইলেন। বৃদ্ধ নৃপতি দেখিয়া শুনিয়া হতাশ প্রাণে রোদন করিতেন, আহার-বিহারে সুখ-সৌন্দর্য্যে একান্ত উদাসীন হইয়া পড়িলেন, কখন কখন ফকির হইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন,

বিপুল রাজ্যের একমাত্র ভাবী অধিকারী, তাঁহার এই দশা, পিতামাতার মন কি করিয়া প্রবোধ মানে?

অকস্মাৎ এই সময়ে একব্যক্তি সম্রাটের নিকট আসিয়া নিবেদন করিল "শাহান্ শা! রাজধানীর অন্তঃপাতি বিস্তৃত কানন প্রান্তরে একজন সিদ্ধ পুরুষ অধিষ্ঠান করিতেছেন, আপনি অবিলম্বে শাহজাদা সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়া আত্ম দুঃখ নিবেদন করুন।"

পুত্র-কল্যাণকামী সম্রাট তৎক্ষণাৎ মজনুকে সঙ্গে লইয়া ফকিরের চরণ-প্রান্তে উপনীত হইলেন। ঋষি প্রবর সম্রাটকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! তুমি রাজ্যেশ্বর, এ বিষয় বাসনা-বিবর্জ্জিত ফকিরের নিকট কোন্ মনোবেদনা উপশমের জন্য আগমন করিয়াছ? শীঘ্র আমুল বলিয়া আমার কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তের বিনোদন কর!"

তখন সম্রাট যোড়করে কহিতে লাগিলেন "তাপস শ্রেষ্ঠ! ভগবান করুণানিধান বহু আরাধনায় শেষে এই একমাত্র পুত্র আমার অন্ধকার পুরীর প্রদীপ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সাধো! বাল্যকাল হইতে এ প্রেমে আপনার হৃদয় বিসর্জ্জন দিয়া পাগলের মত বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—ইহাকে আরোগ্য করিবার জন্য চেষ্টারও ত্রুটী হয় নাই, অতএব আপনি ভবিষ্যৎ মাঙ্গল্যের অনুরোধে আমার প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন!" তখন তপস্বী মজনুকে কহিলেন! "বৎস! অসার মোহ পরিহার'কর, পাগলের বেশে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া পিতা-মাতা আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইও না।" মজনুর হৃদয়ে একটা নিদারুণ প্রতিঘাত হইল, অনিচ্ছায় হৃদয়ের কথা বাহির হইতে লাগিল—"সাধো! আমি প্রেমের পথে আপনার জীবনকে জন্মের মতন পরিচালিত করিয়াছি, প্রেম ভিন্ন জগতে আমার কিছুই লক্ষ্যনীয় বা প্রার্থনীয় নহে; বিরহই আমাকে স্বর্গের সিংহাসন প্রদান করিয়াছে; সুতরাং মনুষ্যের স্বার্থ বিজড়িত উপেক্ষার হাসিতে আমার হৃদয় লজ্জাবনত হইবে কেন? আমাকে প্রেমের বিস্তৃত রাজ্যে ছাড়িয়া দিন্, উপরে জগন্নিয়ন্তা আমাকে পথ দেখাইয়া দিতেছেন। আমি আজীবন যেন প্রেমের পায়ে জীবনের বাসনা কামনার মোক্ষ প্রাপ্তির স্থান মনে করি, দিনে দিনে যেন এ

পিপাসা ক্রমশ: পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং বিরহেই যেন এজীবন কাটিয়া যায়। আশীর্ব্বাদ করুন যেন লায়লীর প্রেম আমার হৃদয়কে অন্ধ করে, মনের দু:খ মনে রাখিয়া লায়লীকে প্রাণের, আশার, সুখের, ধ্রুবকামনীয়া করিতে পারি।".

মজনুর আর অপেক্ষা সহনীয় হইল না, উদ্ভ্রান্তের ন্যায় বিশৃঙ্খল কথা বকিতে বকিতে ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন; বাদশাহ চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন, তখন তাপস শ্রেষ্ঠ আবার কহিতে লাগিলেন—"আরবেশ্বর! বৃথা রোদন কাহারও পক্ষে ফলোপদায়ক হয় না, আর মজনুর জন্য আক্ষেপ করিও না, সাধারণ মানুষ অপেক্ষা এখন সে অতি উচ্চ স্থানীয় হইয়াছে; ভগবান্, ইহকাল পরকালের ভাগ্যদেবতা; তিনি অদৃষ্টে যতটুকু রাখিয়াছেন তাহা অবশ্যম্ভাবী, জীবন থাকিতে এ লায়ালীকে বিস্মৃত হইতে পারিবে না, এখন জগদীশ্বরের নামে নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।"

সম্রাট তাপসের কথায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু হৃদয়ের প্রবলা নদীতে শোকাশ্রুর যে ভীষণ তরঙ্গ, ঘাত প্রতিঘাতে তীরভূমি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, তাহা নিবারণ করা এত শীঘ্র দু:সাধ্য! পরে বৃদ্ধ সম্রাট মাথা আছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, সর্ব্বদা মুখে "হায় হায়" করিতেন, কেমন করিয়া এ অশুভ সংবাদ অনাথিনী রাণীর গোচরিভূত করিবেন, এই বলিয়া তিনি বিশেষ শোক সন্তপ্ত হইলেন, কোথায় মজনুকে ভাল করিবার জন্য লইয়া আইসা আর কোথায় বন-গমন, অকস্মাৎ আলোকে অন্ধকার হইল, সমুদয় আরব্ দেশ মজনুর জন্য সম্রাটের চক্ষে মরুভূমিবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বৃদ্ধ কাতর নেত্রে তখন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"দীন-দুনিয়ার মালিক, প্রভো! তুমি এ বিপদ সাগরের একমাত্র কর্ণধার; আ'জ আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ে যে নিদারুণ আঘাত হইল আর তাহা জন্মে মিশাইবার নহে,—বাপ-মজনু রে, তুই এই বৃদ্ধদশায় একবারও আমার মুখ চাহিলি না? তোকে বনে যাইতে দিয়া আমি কেমন করিয়া অন্ধকার রাজপুরীতে এ পাপ-প্রাণ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিব?" মত্ত-প্রাণ মজনু আপনার ভাবেই মগ্ন,

তাঁহার এ সমুদয় ভাবিবার অবসর কোথায়. তিনি মহা-সুখে লায়লী ভ্রমে বৃক্ষাদির সহিত মধুর আলিঙ্গন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, শ্বাপদ পশ্বাদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কখন কখন চুম্বন করিতেন। এখানে সম্রাট মৃতকল্প; পাত্র-মিত্র সভাসদবর্গ আরবেশ্বরকে যথেষ্ট প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু কার্য্যে তাহা ফলদায়ক হইল না।

অত:পর মজনুর জননীর নিকট এই বিষম সংবাদ উপনীত হইলে তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। গৃহে গৃহে শোকের প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইল। অনেকক্ষণ পরে রাণী চক্ষুরুন্মিলন করিলেন, দাসী-সহচরিবৃন্দ নানা প্রকারে ভুলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে কি হয়? হৃদয়ের উপরিস্থ চর্ম্মাবৃত স্থান পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক দেখা যাইলে কি হইবে, ভিতরে যে অদৃশ্য প্রচণ্ড আঘাতে একেবারে বিচূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং কথা কহিবার শক্তি কোথায়, কেবল একমাত্র "নয়নের জল!" মহিষী পুত্রশোকে একান্ত অধীরা হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হায় মজনু! তুমি অদ্ভূত প্রেমিক, তোমার সুধামাখা "মা" ডাক শুনিবার জন্য জননী মরিয়া যাইতেছেন, পিতা রাজ্যত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন, অথচ তুমি নির্ব্বিকার; সম্পূর্ণ ভাবনা বিবর্জ্জিত তুমি আপনার চিন্তাও পরিহার করিয়াছ, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অনাহারে চির-পরিধান করিয়াও দু:খ বোধ কর নাই, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও দীন ভিখারী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া সুখ পাইয়াছ, প্রেমের চিন্তায় প্রত্যেক শোণিত-কণা লায়লী নামে অঙ্কিত হইয়াছে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে সেই কমনীয় মূর্ত্তি তুমি চিত্রিত করিয়াছিলে, সমুদয় উপেক্ষা করিয়াছ, কেবল জগতে আপনার বলিবার ছিল একমাত্র লায়লী, সুখ-সম্পদ, জীবন-মরণ তাহারই চরণে নির্ভর করিয়াছ, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার সাধন কঠোরতা! তোমার এ আদর্শের পশ্চাতে কত ব্রতধারী আপনার জীবনকে বলি প্রদান করিয়াছে। তুমি বনে বনে লায়লী নামে কাঁদিয়া বেড়াইতেছ, ওদিকে তোমার পিতা-মাতা মজনু বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন! হায় প্রেম! তোমার মায়া-পথ কি দুরধিগম্য!!

নবম হিল্লোল।

—:০:—

হাসে যথা দিক্-বধূ বালার্ক কিরণে,
প্রস্ফুটিতা কমলিনী; হসিত কুসুম
প্রলুব্ধ প্রমত্ত ভৃঙ্গ মদ—লালসায়।

প্রিয় পাঠক! এতক্ষণ অনেক কথা কহিয়াছি, কিন্তু যে মোহিনীর প্রেমাকর্ষণে রাজ-পুত্র পথের ভিখারী হইয়াছেন, তাঁহার সেই প্রেমাঞ্জ বিগলিত ঈষৎ-রক্তাভ ফুটন্ত চম্পক সদৃশী-উচ্ছসিত সৌন্দর্য্যময়ী বিজলী-প্রভা-গঞ্জন বদন সুষমা নিরীক্ষণ করিতে পারেন নাই, জগতের প্রেমের ইতিহাসে যিনি আদর্শস্থানীয়া—তাঁহার মনটীর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে একবার সৌন্দর্য্যের গল্পটা শুনিতে দোষ কি? প্রথমে ধরিয়া লউন, ঠিক একটী বন-ফুল! তার পর বলি, নাতিদীর্ঘ নবনী-সম্ভবা লোহিতাভ একখানি প্রতিমা, সুদীর্ঘ অলকা-গুচ্ছ আজানু-লম্বিত বেণী-সম্বদ্ধ, মদনের ফুলশর-নিন্দিত প্রেম-শর-যোজিত দু'খানি ভ্রু, দুখানি কামধনু, তন্নিম্নে—প্রিয় পাঠক—পাঠিকা! সেই প্রেম-মৃগয়ার কটাক্ষ-বাণ নিক্ষেপের ব্রহ্মাস্ত্র আড়-নয়ন-দুটী! রক্তজবা বিনিন্দিত তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত ওষ্ঠ যুগল, প্রাণান্দদায়িনী মুক্তা সদৃশ দন্তপাতি, অলক্তক রঞ্জিত কোমল কর-কমল ও চরণ-প্রসূন, আধ আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা কোটিবন্ধ, আর কোকিল-গঞ্জিনী মধুর কণ্ঠস্বর, প্রতিক্ষণে মজনুর জীবনকে লায়লীয় কঠোর প্রেম-ব্রত সাধনের মরুময় পথে (মজনুর চক্ষে স্বর্গের পথ) লইয়া যাইত; অসহায় প্রেম-ভিখারী তখন সংসারে একাকী লায়লীকে চক্ষে দেখিতেন, হয়ত বলিতেন—

তুমি জ্বালাও সুধু দূরে দূরে
দেখা দাও না,
তুমি কাঁদাও সুধু প্রণয়-বাণে
এসে মিল না!

হজরত মহম্মদ (দং) ও তাঁহার শিক্ষা।

[৫]

দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের ৩৩ অধ্যায় ২য় পদে লিখিত আছে, "অ ইউমার আহু নাই মে সিনাই বা ভেজারাঃ মেসহীর নামো অফেয়া মেহার পারাণ ভে আত্তা মে রিবো বোথ কেদেশ মে মিনো এস্ দাদলামো" ইত্যাদি। অর্থাৎ সে কহিল সদাপ্রভু সীনয় হইতে আগমন করিলেন ও সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন; তিনি পারণ হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন" ইত্যাদি।

উপরে উদ্ধৃত বাইবেলোক্ত বাক্যটী ৩ ভাগে বিভক্ত। প্রথম "সদা-প্রভু সিনয় হইতে আগমন করিলেন।" বাক্যটীর এই প্রথম ভাগ হজরত মুসা কৃত ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞাননিচয়ে ও তদ্দ্বারা প্রচারিত ধর্ম্ম নীতিতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। "তিনি সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন" বাক্যটীর এই দ্বিতীয় অংশটি হজরত ইসা ও তৎপ্রকাশিত ধর্ম্ম নীতি ইঞ্জিলেতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তারপর পবিত্র আত্মা সদাপ্রভুর পবিত্র সেবকের মুখ হইতে বহু দূরের কথা ব্যক্ত করিতেছেন, যথা "পারণ হইতে তিনি আপন তেজ প্রকাশ করিলেন।" বাক্যটীর এই তৃতীয় অংশটী আশ্চর্য্যরূপে বর্ণে বর্ণে হজরত মহম্মদ মস্তাফাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া এই ভবিষ্যদ্বাক্যানুযায়ী কেবল মাত্র তিনি—পারণের আদি নিবাসী, আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হজরত ইস্মায়েলের বংশাবতংস মহত নবি, অন্তিম ভাববাদি হজরত মহম্মদ আলায়হেচ্ছালাম জগতে "নুরনবি" (জ্যোতির দূত কিম্বা জ্যোতির্ম্ময় দূত) বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। বনি এস্রায়েল বংশোৎপন্ন যাবতীয় নবি মধ্যে নুরনবি বলিয়া কেহই খ্যাত নহেন, এই সত্য কোন বিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ইতিহাসজ্ঞ খ্রীষ্টীয়ান অস্বীকার করি-বেন কি?

হজরত সুলেমান নবির প্রমুখাৎ পবিত্র আত্মা "তাঁহার" প্রিয়তম সম্বন্ধে ব্যক্ত করিয়া জগতকে জ্ঞাত করিতেছেন, যথা "দূদি সাঃ ভে আতুম্ দাওল মেরবাবা দোশো দেথিম্ পাজকে ওন্ সুসাও তাল তাল্লিম

শি হুরোথ বা আওরেব্ এনাও বে আনিম্ আল আফিকি মাইন রও হাম্মোথ্ বেহালাব ইয়োশ বুথ আল মিল্লৎ লেহায়াও বারো গাথ হাব্বু লিমাগ দেলোৎ মেরকাহিম সাফা তুতাও সাওসানিম নোৎকোৎ মোর অবের্ এদাও গেলিলে জাহার মেমোলাইম বাৎতারলিল মে আদ্ ইশেথ শায়েন মে ওলে ফিথ সুপ্পেরিম শওকাও আমুদে শেষ ইয়াও মোথ খাদিম্ আল আদ্নে কায়াজ পার্মড়ি হোবল লেবানুন বাহুর বারাজিম হাবুব মাস্আকিন্ ভে বেল্লো মহাম্মাদিম যে দূদি ভে যে রেই বেনুৎ এরূশায়লিম" অর্থাৎ আমার প্রিয়তম শ্বেত ও রক্ত বর্ণ। তিনি দশ সহস্রের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁহার মস্তক নির্ম্মল সুবর্ণের ন্যায়, তাঁহার কেশের গোছা ঝাড়াল ও দাড় কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহার নেত্র যুগল জলপ্রণালী ধারে স্থিত ও দুগ্ধেতে স্নাত ও পয়পূর্ণ স্থানে উপবিষ্ট কপোত দ্বয়ের ন্যায়। তাঁহার গণ্ড দেশ সুগন্ধি ঔষধির চৌকা ও আমোদকারী লতার স্তম্ভ স্বরূপ। তাহার ঔষধির দ্রব গন্ধরস স্মরণকারী শোশন পুষ্পের ন্যায়। তাঁহার হস্ত বৈদুর্য্য মণীতে খচিত সুবর্ণের অঙ্গুরীয় স্বরূপ। তাঁহার দেহ নীলকান্তমণীতে খচিত হস্তি দন্তময় শিল্পকর্ম্ম সদৃশ। তাঁহার উরুদ্বয় সুবর্ণ চুঙ্গিতে বসান শ্বেত প্রস্তরময় স্তম্ভদ্বয় তুল্য। তাঁহার আভা লিবানোনের সদৃশ ও এরস বৃক্ষের ন্যায় উৎকৃষ্ট। তাঁহার তালু নিতান্ত মধুর, তিনি সর্ব্বতোভাবে মনোহর (মহম্মদ) হে যেরূশালেমের কন্যাগণ, এই (মহম্মদ) আমাঁর প্রিয়, এই আমার সখা" পরমগীত ৫ অধ্যায় ১০ পদ হইতে ১৬ পদ পর্য্যন্ত।

মহাজ্ঞানী হজরত সুলেমান উপরে উদ্ধৃত পদ কয়েকটীতে যদিও কবির কল্পনার ন্যায় নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির আকৃতি, গৌরব বর্ণনা করিয়াছেন, তথাচ সে সমস্ত সম্পূর্ণরূপে অন্তিম কালীয় "নুরনবির" আকৃতি, ও সৌন্দর্য্যের সহিত মিলিত হয় কেবল তাহা নয়, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত পদগুলির শেষ ভাগে হজরত সুলেমান "আত্মাবিষ্ট" হইয়া "তাঁহার" প্রিয়পাত্রের নাম "মহম্মদ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রচলিত বাইবেলে হিব্রু "মহাম্মদিম" শব্দটীর যে অনুবাদ হইয়াছে তাহাকে ভুল বলিব, কিম্বা অনুবাদটী কৌশল সন্নিবেশিত বলিব!!

ইংরাজী বাইবেলে মহম্মদিম শব্দটীর 'Lovely' অর্থাৎ মনোহর অনুবাদ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এইটী ভুল কিম্বা চাতুরি। ইংরাজিতে মহম্মদিম শব্দটীর অনুবাদ করিতে হইলে, 'Illustrious' সুবিখ্যাত, কিম্বা The praised, প্রশংসিত শব্দ প্রয়োগ করিলে ঠিক অনুবাদ হইবে।

বনি ইস্রায়েলের অন্যতম নবি হজরত হবকুক তাঁহার গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পদ হইতে এই সাক্ষ্য দেন, যথা, "ঈশ্বর তৈমন হইতে, হা পবিত্রতম পারণ হইতে আগমন করিতেছেন, গগন মণ্ডল তাহার প্রভাতে ব্যাপ্ত, পৃথিবী তাহার প্রশংসাতে পরিপূর্ণা। তাহার করদ্বয় অংশুময়, তিনি দাড়াইয়া পৃথিবীকে মাপেন, ও দৃক্পাত করিয়া জাতিগণকে কম্পমান করেন। চিরন্তন পর্ব্বত সকল খণ্ড বিখণ্ড হয় প্রাক্কালের উপপর্ব্বতগণ নত হয়" ইত্যাদি।

আমাদের প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাবে হজরত হবকুক ভাববাদির উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলির সবিশেষ সমালোচনা করা যাইবে। তাহাতে কি প্রকারে ঘোরতর প্রতিমা পূজারূপ, "চিরন্তন পর্ব্বত ও প্রাক্কালীন উপপর্ব্বত সকল হজরত মহম্মদ মস্তাফা দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছে, "তাহার করদ্বয় অংশুময়" তিনি তৈমন হইতে, হা পবিত্র পারণ হইতে আগত, ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বাক্য যে সম্পূর্ণরূপে হজরত রসুল ছাল্লেল্লাহে আলায়হে-ছালামেতে পূর্ণ হইয়াছে, তাহা আমরা ঐতিহাসিক প্রমাণ সহকারে সুস্পষ্টরূপে পাঠকগণকে দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিব।

হজরত যিশায়াহ ভাববাদির গ্রন্থের ৬৩ অধ্যায় প্রথম পদ হইতে লিখিত আছে—যথা, ইদোম হইতে, হা রক্ত রঞ্জিত বস্ত্র পরিয়া বস্রা হইতে আগমনকারী ঐ যে ব্যক্তি আপন পরিচ্ছদে আদরণীয়তা দেখায় ও আপন শক্তির আধিক্যে অঙ্গচালন করিতেছেন উনি কে?

"ধর্ম্মবাদি ও পরিত্রাণ করণে সমর্থ আমি"

"তোমার পরিচ্ছদ রক্তবর্ণ ও তোমার বস্ত্র কুণ্ডে দ্রাক্ষা মর্দ্দনকারীর বস্ত্রের ন্যায় কেন?"

আমি একাকী কুণ্ডস্থ দ্রাক্ষা দলন করিলাম, জাতিগণের মধ্যে কেহ আমার সঙ্গে ছিল না, আমি ক্রোধেতে তাহাদিগকে দলন করিতেছিলাম

ও কোপ ভরেতে তাহাদিগকে মর্দ্দন করিতেছিলাম, তাহাতে আমার
বস্ত্রে তাহাদের রসের ছিটা লাগিল ও আমার পরিচ্ছদ মলিন হইল,
কেননা বৈরনির্য্যাতনের দিন আমার মনে পড়িয়াছিল, ও আমার
মোচনীয় লোকদের বৎসর উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে আমি চাহিয়া
দেখিলাম কিন্তু সহকারি কেহ ছিল না, এবং চমৎকার জ্ঞান করিলাম
কিন্তু সহায় কেহ ছিল না···এবং আমি ক্রোধে জাতিদিগকে দলন
করিলাম ও আপন কোপে তাহাদিগকে হতবুদ্ধি করিলাম, ও মৃত্তিকাতে
তাহাদের রস পাত করিলাম" ইত্যাদি।

হজরত যিশায়াহ ভাববাদির উক্ত ভবিষ্যদ্বাক্যটীও খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণ
অযথারূপে হজরত ইশাতে আরোপ করণার্থে নিতান্ত ব্যাগ্র কিন্তু
উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাক্যটীর নায়ক যেমন বীর ভাবাপন্ন, হজরত ইশাতে
তেমন ভাব কিছুই ছিল না; হজরত ইশা কখন বস্রা হইতে হা ইদোম
হইতে কোথাও গমনাগমন করিয়াছেন এমত কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু
বীর নবি হজরত মহম্মদের কার্য্য ও জীবনে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাক্যটী সম্পূর্ণ
হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্থানান্তরে বনি ইস্রায়েলের
আর একজন নবি হজরত আমোষ বলিতেছেন, "আমি তৈমনে অগ্নি
নিক্ষেপ করিব, তাহা বস্রার রাজপ্রাসাদ গ্রাস করিবে" আমোষ ১ অধ্যায়
এই অগ্নি হজরত মহম্মদ ব্যতীত আর কেহই হইতে পারেন না; কি
প্রকারে তাহা দ্বারা বস্রা গ্রাসিত হইয়াছে, কি প্রকারে তিনি যিশায়াহ
উক্ত প্রকারে জাতিগণকে দলন করিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয় ইতিহাসের
ও হজরত রসুল আলায়হেচ্ছালামের জীবন চরিত্র, পাঠকমাত্রেই সুবি-
দিত আছেন!!

বনি এস্রায়েলের আর একজন ভাববাদি হজরত মিখা তদীয় গ্রন্থের
৪ অধ্যায় ৭ পদে বলিতেছেন, "সেই দিনে আমি দূরীকৃতাকে বলবতী
জাতি করিব," প্রিয় পাঠক, ইস্মায়েল জননী বিবি হাজিরার নিদারুণ
নির্ব্বাসন মনে পড়ে কি? সেই কঠোর নির্ব্বাসনের বহু শতাব্দী পরে
সদাপ্রভু আপন বিশ্বস্ত সেবক দ্বারা জগতে জ্ঞাপন করিতেছেন; যখন
সিয়োনকে ক্ষেত্রের ন্যায় চাষ করা যাইবে, যিরূশালেম প্রস্তরের ঢিবি

হইয়া যাইবে এবং যে পর্ব্বতে মন্দির আছে তাহা বনস্থ উচ্চস্থলীয় সমান
হইবে, কেননা হে যাকুবের কুল তোমরা সিয়োনকে রক্তপাত দ্বারা ও
যিরূশালেমকে দৌরাত্ম্যদ্বারা গাঁথিতেছ; তথাকার প্রধানবর্গ উৎকোচ
লইয়া বিচার করে, ও তথাকার যাজকগণ বেতন লইয়া শিক্ষা দেয় ও
তথাকার ভাববাদিগণ রূপা লইয়া মন্ত্র পড়ে" (মিখা ৩।১০ পদ) এই জন্য,
সদাপ্রভু কহেন, সেই দিনে আমি (যাকুবের কুলকে ছাড়িয়া দিয়া)
খঞ্জাকে সংগ্রহ করিব, নিরস্তাকে, ও যাহাকে নিগ্রহ করিয়াছি, তাহাকে
একত্র করিব, এবং খঞ্জাকে অবশিষ্টাংশ করিয়া রাখিব, ও দূরীকৃতাকে
বলবতী জাতি করিব" ইত্যাদি। হজ··· মহম্মদ মস্তাফা দ্বারা হজরত
ইস্মায়েলের ছিন্ন ভিন্ন বংশাবলি ···সমগ্র জগত এক
ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ, কিন্তু এই ···ন ।১ বলিব না
কেবল মাত্র এক মহাম্মদ মস্ত ···র বংশের যাবতীয়
গোষ্ঠি একিভূত ও এক এক ···৩তে পরিণত হইয়া হজরত মিখা
উক্ত ভবিষ্যদ্বাক্যটী সফলিকৃত হইয়াছে, ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রে তাহা
অবগত আছেন।

হজরত দানিয়েল ভাববাদি তদীয় গ্রন্থের ৯ অধ্যায় ২৫ পদ হইতে
নিম্নলিখিত প্রকার ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচার করেন, যথা "সেই বাষট্টী
সপ্তাহের পর অভিষিক্ত ত্রাতা উচ্ছিন্ন হইবেন, এবং আগামী নায়কের
প্রজারা নগর ও ধর্ম্ম ধাম অধিকার করিবে" ইত্যাদি। বর্ত্তমান বাইবেলে
যে কোন স্থানে "অভিষিক্ত ত্রাতা" শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে খ্রীষ্টীয়ান
ভ্রাতৃগণের মতানুসারে ও লিপি কৌশল ও ভঙ্গিতে, প্রত্যেক স্থানে তাহা
হজরত ইসাকে লক্ষ্য করে। ভাল দানিয়েল ভাববাদি স্পষ্টরূপে বলি-
তেছেন, কোন নির্দ্দিষ্ট কাল পরে "অভিষিক্ত ত্রাতা" উচ্ছিন্ন হইবেন।
অর্থাৎ তাহার সময় অতিবাহিত হইয়া যাইবে, এমন কি "ধর্ম্ম ধাম"
পর্য্যন্ত তাহার অধিকার চ্যুত হইয়া "আগামী নায়কের প্রজাদের" হস্তগত
হইবে।

"অভিষিক্ত ত্রাতা" হজরত ইসাকে বুঝায় কিন্তু ইসার পরে "আগামী
নায়ক" (The coming Prince) বলিয়া ভবিষ্যদ্বক্তা কাহাকে লক্ষ্য

করিতেছেন, কোন খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতা কি তাহা জগতকে বুঝাইয়া দিবেন?
আমরা বলিতেছি, কেবল তাহা নয়, কিন্তু জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে
যে দানিয়েল ভাববাদি উক্ত "আগামী নায়ক" মক্কাস্থিত কোরেশ বংশ
সম্ভূত আবদুল্লা তনয়, হজরত মহম্মদ মস্তাফা ব্যতীত আর কেহ নহে।
যে বংশকে উল্লেখ করিয়া হজরত মহম্মদ মস্তাফার জন্মের বহু বৎসর
পূর্ব্বে সদাপ্রভু স্বীয় বিশ্বস্ত দাস হজরত যিশায়াহ্ ভাববাদি প্রমুখাৎ
কহিয়াছেন যথা "সদাপ্রভু আপন অভিষিক্ত ব্যক্তির অর্থাৎ কোরেশের
বিষয় এই কথা কহেন। আমি তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তাহার সম্মুখে
নানা জাতিকে পরাভব করিব রাজগণের কটিবন্ধন খুলিয়া ফেলিব
এইরূপে তাহার মুক্ত করিব; কোন পুরদ্বার রুদ্ধ
থাকিতে পারিবে না। পদ হইতে। যিশায়াহ ভবিষ্যদ্বা
দ্বাক্যের' ৪২ অধ্যায়ে করিয়া উক্ত হইয়াছে যথা
"ঐ দেখ আমার দাস, আমি তাহাকে ধরিয়া আছি, আমার মনোনীত করি, তিনি আমার মনোনীত
লোক ও আমার আন্তরিক অনুরাগের পাত্র, আমি তাহার উপর আত্মাকে
স্থায়ী করিলাম, পর জাতীয়দিগের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রচলিত করিবেন"
ইত্যাদি। পরস্পর বিরোধ পরায়ণ, প্রতিমাপূজক, সন্তান হন্তা, শরা-
হারী আরবীয় লোকদিগকে ধর্ম্ম জ্ঞানালোকে সুসভ্য করত নানা জাতীয়
জনগণ মধ্যে শান্তিজনক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাবিত করিয়া হজরত মহম্মদ
আপন জীবনে কেমন আশ্চর্য্যরূপে হজরত যিশায়হের উল্লেখিত ভবিষ্য
দ্বাক্যটী সংপূরণ করিয়াছেন, তাহা জগতের ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই
জ্ঞাত আছেন।

হজরত ইসার স্বর্গারোহণের পরে ও পূর্ব্বে স্থানে স্থানে কত ব্যক্তি
ভাববাদিত্ব দাবি করতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করিয়া কত স্থানে কতপ্রকার
বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কেহই আপনার জীবন
ক্ষমতা, শিক্ষা প্রভৃতি দ্বারা আপনাকে ভাববাদি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে
সক্ষম হন নাই, জগত তাহাদের কাহাকেও ভাববাদি বলিয়া স্বীকার
কিম্বা গ্রহণ করে নাই, আদি অবধি যেমন নবি রসুলগণ ঈশ্বর নিয়োজিত
হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তাহাদের নবিত্বের প্রমানার্থে কোন

সাক্ষি অন্বেষণ করিতে হইত না, তাহাদের জীবন তাহাদের কার্য্য
তাহাদের শিক্ষা, এক কথায় তাহারা আপনারাই আপনাদের সাক্ষি স্বরূপ
ছিলেন; তেমতি নবি সূর্য্য হজরত মহম্মদ মস্তাফা স্বীয় আদর্শ জীবনে,
মহত্বে, কার্য্যাবলীতে, ক্ষমতাতে শিক্ষাতে, ন্যায়বিচার প্রচলনেতে সম্পূর্ণ
রূপে আপনাকে মহান ভাববাদি (নবি) বলিয়া জগতে প্রতিপন্ন করি-
য়াছেন। জগত তাঁহাকে সদাপ্রভু প্রেরিত মহান ভাববাদি বলিয়া
গ্রহণ করিয়া যেমন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তি ভাববাদিদিগের প্রতি তদ্রূপ
তাহারও প্রতি অসংখ্য প্রকার অকথ্য পৈশাচিক দূর্ব্ব্যবহার করিয়াছেন।
সেই বর্ণনাতীত তাড়নাময় জীবনে হজরত মহম্মদ মস্তাফা আপনাকে
রসুল (ঈশ্বর-প্রেরিত) বলিয়া সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণিত করিয়াছেন।

সাধু যোহন লিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায় ১৯ পদ হইতে লিখিত
যোহন অবগাহকের উক্ত বাক্যগুলি বিশেষ মনযোগের যোগ্য। যথা,
"আর যোহনের দত্ত সাক্ষ্যের বিবরণ এই—আপনি কে? এই কথা
জিজ্ঞাসা করিতে যে সময় ইহুদীগণ কয়েক জন যাজক ও লেবিয় লোককে
যিরূশালেম হইতে তাহার নিকট পাঠাইল, তৎকালে অস্বীকার না করিয়া
স্বীকার করিল, ফলত আমি খ্রীষ্ট নহি ইহা স্বীকার করিল। তখন তাহারা
জিজ্ঞাসা করিল, তবে আপনি কে? কি এলিয়? সে উত্তর করিল না।
তবে আপনি সেই ভাববাদি? সে উত্তর করিল না। ... তাহারা
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি খ্রীষ্ট নহেন, এবং এলিয় নহেন
এবং সেই ভাববাদিও নহেন, তবে অবগাহন করাইতেছেন কেন? ইত্যাদি

উদ্ধৃত পদগুলি, সমালোচনা দ্বারা, আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই
যে, তাহাতে ৩ জন ভাববাদির বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে। ইহুদীদিগের
প্রেরিত দূতেরা যোহন অবগাহকের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ
জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি খ্রীষ্ট?" ইহাতে স্পষ্টরূপে হজরত
ইসাকে বুঝায়; তৎকালে হজরত ইসার আগমন সম্বন্ধে য়িহুদীদের
মধ্যে এমন একটী বিশ্বাস সুপ্রচলিত ছিল যে, প্রায় প্রত্যেক য়িহুদী
কুমারী যেন হজরত ইসার জননী হন এমত কামনা করিতেন। আরও
মশীহ অর্থাৎ খ্রীষ্ট আসিয়া আমাদিগকে দূর্দ্দান্ত রোমীও দিগের কঠোর

অধীনতা হইতে উদ্ধার করিবেন, এবং যিরূশালেম পত্তন কালে তাহাদের যে গৌরব ছিল, তাহারা মশীহের আগমনে, পুনরায় সেই গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এই বিশ্বাস হেতু সমগ্র য়িহুদী জাতি অতিমাত্র ব্যাগ্রতা সহকারে হজরত ইসার আগমন অপেক্ষা করিতেন। সুতরাং যোহন অবগাহকেতে কতক অসাধরণ লক্ষণ, ও তাহাকে অবগাহন করাইতে দেখিয়া, য়িহুদীরা প্রথমতঃ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি খ্রীষ্ট? যোহন অস্বীকার করিলেন। তার পর তাহারা দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে আপনি কি এলিয়? পূর্ব্ববর্ত্তি ভাববাদিদিগের মধ্যে মালাখী প্রভৃতি কয়েকজন ভাববাদি দ্বারা উক্ত হইয়াছে যে, অন্তিম কালে এলিয় ভাববাদির পুনরাগমন হইবে, তদনুসারে তৎকালিক য়িহুদীমণ্ডলী এলিয় ভাববাদির পুনরাগমন অপেক্ষা করিতেন, এবং তজ্জন্যই য়িহুদীদিগের প্রেরিত দূতেরা যোহন অবগাহককে দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আপনি কি এলিয়" যোহন অস্বীকার করিলেন। তখন দূতেরা তৃতীয় বার তাহাকে আর এক জন ভাববাদির কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ, কি নাম উল্লেখ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে আপনি কি সেই ভাববাদি?" আপনি শাস্ত্রোক্ত খ্রীষ্ট নহেন, এলিয় নহেন, তবে আপনি কে? শাস্ত্রেতে "সেই ভাববাদি" ব্যতীত আর কাহারও উল্লেখ নাই, তবে আপনি কি সেই ভাববাদি"। এই ভাববাদি য়িহুদীদিগের মধ্যে এত পরিচিত ছিলেন যে, যোহনের নিকট প্রেরিত "যাজক ও লেবিয়" লোকেরা তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে তাহার কোন নাম কিম্বা কোন লক্ষণ উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করিলেন না, বরং ক্রমাগত যোহনের উত্তর শুনিয়া যেন একটু বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন। তবে আপনি কে? কি "সেই ভাববাদি!! কেননা "সেই ভাববাদির" সময় তখন পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই, "সেই ভাববাদির" শাস্ত্র লিখিত কোন লক্ষণ যোহনেতে তাহারা দেখেন নাই, সুতরাং যেন একটু বিস্মিত হইয়া তাহা তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আপনি কি সেই ভাববাদি।" যোহন এবারেও অস্বীকার করিলেন, বলিলেন—আমি "সেই ভাববাদিও" নহি। ভাল য়িহুদীদিগের প্রেরিত দূতদিগের প্রথম

প্রশ্নান্তর্গত ভাববাদি হজরত ইসা, উপরে বর্ণিত ঘটনার অতি অল্পকাল পরে প্রেরিতত্ব লইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, এবং সেই পবিত্র ভাববাদি হজরত ইসা আপনি সাক্ষ্য দিয়া বলিতেছেন যে, যেমন পূর্ব্বকালীয় ভাববাদিদিগের দ্বারা উক্ত হইয়াছিল, তদনুযায়ী এলিয় ভাববাদির আগমন হইয়া গিয়াছে। হজরত ইসাতে ও তাঁহার বাক্যেতে আমরা য়িহুদীদিগের প্রশ্নান্তর্গত ৩ জন ভাববাদির মধ্যে ২ জনের বিষয় প্রমাণ পাই, হজরত ইসা আপনি তাহার একজন, এবং তাহার বাক্যানুযায়ী এলিয় ভাববাদির আগমন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু "সেই ভাববাদি" বলিয়া য়িহুদীগণ যে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেই ভাববাদি কে? কোন খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতা; কি শাস্ত্র হইতে, কি জগতের ইতিহাস হইতে তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন। আমরা বলিতেছি বলিয়া নহে কিন্তু শাস্ত্র এবং জগতের ইতিবৃত্ত সমস্বরে সাক্ষ্য দিতেছে যে, যোহন লিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায় যাহাকে "সেই ভাববাদি" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে তিনি পারণ হইতে প্রকাশিত তেজ, নুরনবি, হজরত মহম্মদ মস্তাফা ব্যতীত আর কেহই নহেন, আর কেহ হইতেও পারেন না!!

ক্রমশঃ

বিধবা।

—*:*:*—

"সাম্য মন্ত্রে সুদীক্ষিত মোস্‌লেম কুল!
ভারতে, আপন মন্ত্রে কেন কর ভুল?
দয়িতা-বিহনে মজ পুনঃ অন্য জনে;
বারম্বার বিবাহেতে ঘৃণা নাহি মনে!
শুনিয়াছি আছে বিধি বিধির বিধানে;

বিধবা বিবাহে বল তবে কি কারণে—
সঙ্কীর্ণ-হৃদয়ে কর ঘৃণা প্রদর্শন ?
বিবাহে নিরোধে নহে ইন্দ্রিয় দমন !
স্থান ভেদে বিধি ভেদ মানব জীবনে !
তাহাতে বিভেদ জ্ঞান কর কি কারণে—?
বালিকা বয়সে বালা হ'য়ে স্বামি হারা
কাটাবে কি চিরকাল পাগলিনী পারা ?
বালিকা রহিবে কিগো চির-সন্ন্যাসিনী ?
শুষ্ক-প্রাণ রবে কিগো স্রোত মন্দাকিনী ?
অস্ফুটন্ত কলিকারে ছিন্ন ভিন্ন করি
চাহ কি রাখিতে তারে পিঞ্জরেতে পূরি ?
স্বরগীয় বিধানের উপদেশ মত
উচিত সবার তরে হ'তে এক মত।"

শিক্ষা।

(সমাজ তত্ত্ব)

[৫]

স্বার্থের আকর্ষণ দ্বারা যাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইবে না, যিনি পরার্থ জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপরায়ণতা পরিত্যাগ করিবেননা, বহুসংখ্যক পবিত্র মহাত্মা যাঁহাকে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিবেন, তিনি যাহা উপদেশ দিবেন, তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার উপদেশ শিরোধার্য্য করিতে হইবে। কার্য্যসূত্রে যদি কোন অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়, অগ্রে উপদেশ কর্ত্তাকে জানাইতে হইবে, পশ্চাৎ অন্য বিধিব্যবস্থা সুসঙ্গত। এইরূপ নিয়ম ও প্রতিজ্ঞানুসারে যে ব্যক্তি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহার উন্নতি নিশ্চয়ই মঙ্গলজনক এবং সুখকর। উন্নতি শব্দের প্রকৃত ভাবার্থ সুখের চরম অবস্থা। যাহার যে অবস্থা বর্ত্তমান আছে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুখ বৃদ্ধি হইলেই উন্নতি বলা যায় না। কারণ এক হইতে পারে কিন্তু কার্য্য এবং কার্য্যের ফল বহুতর। মূল এক বটবীজ এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন করিয়া, প্রত্যেক শাখা প্রসূত প্রশাখায় বহুসংখ্যক ফল ধারণ করিল। এখানে আর একটী সূক্ষ্মভাব উপস্থিত হইতেছে। যে সকল প্রাণী প্রভূত বৃহৎ বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা কখন আশ্রয়দাতা বৃক্ষের অপকার করিতে চেষ্টা করে না। উন্নত ব্যক্তিরও তদ্রূপ কখনই অসৎ প্রবৃত্তি হয় না।, সুতরাং উন্নতি এবং "সৎ" এক পদ বাচ্য।

"সৎ" শব্দে দার্শনিক পণ্ডিতগণ পরম ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীবনমুক্ত পুরুষ সৎ; কেননা ইহা অদ্বৈতবাদী স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছেন। * যে সকল কার্য্য করিলে মানব জীবন মুক্ত হইতে পারেন, সেই কার্য্য করণোপযোগী দেহ গঠন করিতে হইলে প্রথম বয়স হইতেই সৎশিক্ষা আবশ্যক। অন্যথা কেহ যেন পানোন্মত্ত ব্যক্তির উড়িবার বাসনা স্বরূপ বৃথা আশাকে আলিঙ্গন না করেন। সাগর হইতে মুক্তা তুলিতে হইলে কি কেবল দেহবল লইয়া, ডুব দিলেই সাগরতল স্পর্শ-

---

* জীবনমুক্ত পুরুষ সৎ হইতে পারেন কিন্তু পরম ব্রহ্ম হইতে পারেন না। কারণ জীবনমুক্ত পুরুষ সৃষ্ট, ব্রহ্ম অসৃষ্ট। প্র, স,।

করত: মুক্তা উত্তোলন করিতে পারিবেন? যে ব্যক্তি মুক্তা তুলিয়াছে
তাহার নিকট নিবিষ্ট চিত্তে শিক্ষা গ্রহণ করুন, আপনিও ডুবুরু হইতে
পারিবেন। মনের বল যদি আকৃষ্ট না হয়, যদি কেহ ন্যায়ের সত্য
অনুভব করিয়া কিম্বা অবগত হইয়া ন্যায় পথাবলম্বী, না হন তাঁহাকে
দুর্ব্বল অপেক্ষাও দুর্ব্বলতর জানিব; যেহেতু অজ্ঞ ব্যক্তি পথ হারাইতে
পারে, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তির পথচ্যুত হওয়া বড় বিপদজনক। যেহেতু
অনেকেই তাঁহার উপর আত্ম নির্ভর করেন। দায়ীত্ব বিহীন ব্যক্তিকে
ভয় করিতে হয় না, কারণ তাঁহাকে কেহ সমাজের নেতা করিতে চায় না।
আদর্শ ব্যক্তির চরিত্রবল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, স্বধর্ম্মনিরতা দৃঢ়ব্রতাবলম্বন,
বিনয়, সুমিষ্ট বাক্য, সহিষ্ণুতা, পবিত্রতা, দয়া, কুসংস্কারবিহীনতা,
আত্মমর্য্যাদাবোধ, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণ রাশির অধিকারী
হওয়া চাই। প্রতিভার এমনই মহিয়সী শক্তি যে, দীপ শিখা দর্শনে
পতঙ্গকুল যেমন ধাবমান হয়, তদ্রূপ, সকলেই তৎসন্নিধানে স্বতই ধাবমান
হয়। অন্য যুক্তি কৌশল যতই দৃঢ় হউক সত্য চিরদিনই সত্য। তাহার
আবরণ নাই, উন্মোচন নাই, আহ্বান নাই, বিসর্জ্জন নাই!

যে ব্যক্তি স্বয়ং শিক্ষা দীক্ষার অভাব জনিত ক্লেশানুভব করে সে
অন্যের শিক্ষক হইলে, তাহাকে ভ্রান্তির পূর্ণ প্রমাণ মনে করি। আমি
ঈশ্বর তত্ত্ব না বুঝিয়া যদি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে যাই তাঁহা হইলে
আমি কি উপহাসাস্পদ হইব না? কোন এক কারণ বশতঃ আমার
অধীনস্থ ব্যক্তিকে তিরস্কার করিয়া আমার মন একদা (৪-১-১৩০১) বড়
চঞ্চল হইল। ভাবিলাম মানুষ পশুসদৃশ স্বভাব প্রাপ্ত হইলে ক্ষতি ছিল
কি? মানুষের আত্ম গোপন স্বভাব যত পশুদের তত নাই; বরং নাই
বলিলেই হয়। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্থির করিয়াছেন, মানব যদি মানবোচিত
কার্য্য করে, তাহা হইলে মানুষ দেবতা। যদি তাহাই হইল তবে মানুষ
অমৃত ত্যাগ করিয়া গরল খায় কেন? একবার মনে হইল শিক্ষার অভাব।
পরক্ষণেই ভাবিলাম—কর্ম্মফল, আবার মনে আসিল কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মফল
নাশ করা যায় না কি? এইবার বিষম গোলযোগে পড়িলাম।
কতপ্রকার তত্ত্বের কথাই মনোমধ্যে বুদ্‌বুদ স্বরূপ উদিত হইতে লাগিল।

দর্শনের যুক্তিগুলিও ঠিক্ অবসর প্রাপ্ত হইয়া আমার পক্ষে তৎকালে
মীমাংসক হইল; সুতরাং যেমন তেমন একটা সিদ্ধান্ত লইয়া শয়ন কক্ষে
গমন করিলাম। গ্রীষ্মাতিশয্য নিবন্ধনই হউক বা উৎকট চিন্তার জন্যই
হউক নিদ্রাদেবী আমার দূরতর স্থানে রহিলেন। আমি বহুসাধনা
করিয়াও এখন তাঁহার সন্দর্শনে বঞ্চিত হইলাম, তখন অগত্যা গৃহ নিষ্ক্রান্ত
হইয়া উদ্যানস্থ বৃহৎ পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া উপবেসন করিলাম। ক্রমে
রাত্রি গভীর হইল, প্রকৃতি শীতল হইলেন, স্বচ্ছ সলিল স্নাত সমীরণ
বিষণ্ণ বদনা কমলিনীর বাস হরণ করত মৃদুমন্দ গতিতে গমন করিতে-
ছেন। অতি উত্তাপজনিত ক্লেশ তখন আর অনুভূত হইল না। শশ-
ধরের সৌধকিরণে নীলগগন চন্দ্রাতপ মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছিল।
সেই সুষমা পরিশোভিত হীরকখচিত নিসর্গ চন্দ্রাতপ দিকে দৃষ্টি করিতে
করিতে নিদ্রাবেশ হওয়ায় তত্রত্য সোপানোপরি শয়ন করিলাম। সুখ
সেব্যা সন্তাপনাশিনী নিদ্রার অনুকম্পায় আমি এক অতি রমণীয় মূর্ত্তি
দর্শন করিলাম। স্বপ্নেও যাহা দেখিলাম নিদ্রাভঙ্গেও তাহাই প্রত্যক্ষ
করিলাম। সুদীর্ঘ শ্মশ্রুধারী, রুক্ষ, সূক্ষ্ম, দেহবিশিষ্ট দীর্ঘকায় এক সন্ন্যাসী
কমণ্ডলু হস্তে দণ্ডায়মান। মহাপুরুষের আগমনে প্রকৃতি যেমন প্রসন্না,
প্রাণীপুঞ্জও তেমনই প্রফুল্ল। পিক পাপিয়া প্রভৃতি কুঞ্জবাসী বিহঙ্গম-
গণ সুলোলিত গীত দ্বারা আহ্বান জানাইতে লাগিল। সেই শব্দে আমার
নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরম যোগী মূর্ত্তি সন্দর্শন করত আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণি-
পাত পূর্ব্বক করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলাম। তিনি আমার উদ্দেশ্য
জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কম্পিত কলেবরে তাঁহার পদ প্রান্তে হাটু-
পাতিয়া তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম, দেব! আপনি
দৈব পুরুষ, আপনার নিকট আমি যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি
কিম্বা করি, আপনি কৃপাবলোকনে আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলে
সমুদয় প্রকাশ করিয়া বলি। তিনি অভয় প্রদান করিয়া শুনিবার ইচ্ছা
প্রকাশ করিলেন।

আমি বর্ত্তমান ঘটনার কথা প্রথমেই উত্থাপন করিলাম।

সন্ন্যাসী। অসতর্কে পতন। ১০৪।

আমি। দেব! কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট করিয়া বলিলে জ্ঞান লাভ করি।

স। মানব সুখের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, মনের বিকার ঘটিবার সম্ভাবনা। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মানন্দই বিমল সুখপ্রদ। বিভূতি বিষয়ে সতর্ক।

আমি। মনুষ্যের আয়ত্তাধীন না হইলে উপায় কি?

স। যাহা জীবনের প্রধান কার্য্য প্রত্যহ একবার তাহার ধ্যান কর্ত্তব্য। ছুরী দ্বারাও বৃহৎ বৃক্ষ ছেদন করা যায়। ১০৫।

আমি। মানব দেহ নানাবিধ পীড়াদির অধীন।

স। অশিক্ষিত ইতর লোককে বশীভূত করিতে হইলে ক্ষমাশীল ও নিঃস্বার্থ উপকারী হওয়া উচিত। ইন্দ্রিয়াদি নীচ মার্গ গামী হইয়া পড়িলেই পীড়া হয়। ইন্দ্রিয় যাহা ভোগ করিতে চাহিবে, তাহা সৎ না হইলেই অসৎ অর্থাৎ নীচ। তখন ভোগাদি বিষয়ে মনের ক্ষমা চাই। প্রকৃতভাবে নির্ভীক-চিত্তে দৃঢ়হৃদয়ে এবং দৃঢ়বিশ্বাসে সেই ব্রত পালন করা নিশ্চয় কর্ত্তব্য। ১০৬।

আমি। সংযম দ্বারাও কষ্ট পাই কেন?

স। সময়ে অপমান স্বীকার করিয়া কার্য্যারম্ভ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। কিছুদিন পরে বুঝিবে "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" তোমার সহিষ্ণুতার ফল। ১০৮। ক্রমশঃ

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

সাম্যের জলন্তমূর্ত্তি খান বাহাদুর সাহেবের সহিত আজ সাক্ষাৎ হইল না। তিনি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া রংপুর বিচার করিতে গিয়াছেন।

অদ্য আমরা খান বাহাদুর সাহেবের দাতব্য ডাক্তারখানা, মাদরাসা এবং স্কুল (মধ্য বাঙ্গালা) দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। স্কুলে প্রায় ৫০।৫৫ জন ছাত্র উপস্থিত দেখিলাম। এই সকল ছাত্রের সকলি প্রায় মোসলমান। যে সকল মোসলমান কপ্পি পরিয়া বেড়ায়, খান বাহাদুর সাহেব তাহাদের সন্তানদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে খোদাতালার নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিলাম। সময়ের অভাবে বিশ্রাম করিতে পারিলাম না। বেলা ১২টার সময়ে খান বাহাদুর সাহেবের প্রকাণ্ডকায় হস্তির পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রঙ্গপুর যাত্রা করিলাম।

মহাপুরুষ মাওলানা কেরামত আলি মরহুমের সমাধি দর্শন করিতে গেলাম। মহাপুরুষের সমাধি দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম। মহাত্মা কেরামত আলি এবং তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী পাশাপাশি হইয়া অনন্ত নিদ্রা যাইতেছেন।

বঙ্গের ধার্ম্মিক মোসলমান ভ্রাতৃগণ! যে মহাত্মা বঙ্গের পাপ অন্ধকার দূর করিবার জন্য আজীবন ধর্ম্ম আলো বিতরণ করিয়া বঙ্গদেশকে ধর্ম্মা-লোকে আলোকিত করিয়া গিয়াছেন, সে মহাত্মার জন্য কি তোমাদের স্মৃতি চিহ্ন স্থাপন করা উচিত নয়?

সমাজ সংস্কারপ্রিয় ভ্রাতৃগণকেও বলি, যে মহাপুরুষ তোমার সমাজ সংস্কার করিবার জন্য মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তুমি কি ভাবিয়া দেখি-য়াছ, সে মহাত্মার নিকট তুমি কত ঋণী? সে ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য তোমার কি কিছু করা উচিত নয়?

আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম যে, বঙ্গবিখ্যাত মহিপুরের জমিদার অমায়িকপ্রাণ খান বাহাদুর মৌলবী আবদুল মজিদ চৌধুরী সাহেব

মাওলানা সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবার জন্য একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করিতেছেন।

দুঃখের বিষয়, টাকার অভাবে তিনি সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পরিতেছেন না। মসজিদ প্রায় শেষ হইয়াছে, কেবল ছাদ বাকি আছে। বঙ্গে এমন কি কোন মহাত্মা নাই, যিনি এই ছাদটি নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারেন? *

মওলানা সাহেবের "কবর জেয়ারত" করিয়া আমরা সমাজগত প্রাণ জলন্ত উৎসাহী, ধর্ম্মগত প্রাণ শ্রীযুক্ত মুনশী ছমিরউদ্দিন আহম্মদ মোক্তার সাহেবের সহিত সাক্ষৎ করিতে গেলাম, মুনশী সাহেব আমাদিগকে খুব ধুমধামের সহিত গ্রহণ করিলেন। বৈকালে স্বনামধন্য, উদ্যমশীল ও সমাজবন্ধু শ্রীযুক্ত মুনশী তহসিন উদ্দিন আহম্মদ খোন্দকার মোক্তার সাহেব আমাদিগকে তাঁহার টমটম গাড়িতে করিয়া ষ্টেসনে পহুঁছাইয়া দিয়া গেলেন। আমরা প্রথম জলপাইগুড়ি তারপর কলিকাতায় আসিলাম।

কলিকাতা হইতে গত বৈশাখ মাসে আবার রঙ্গপুরে গেলাম। রঙ্গপুর হইতে বাগদুয়ার, বাগদুয়ার হইতে লক্ষ্মীপুর। আজ আমরা অধঃপতিত সমাজের জন্য ২০ মাইল পথ পাদচারণ সুখ অনুভব করিলাম। এই লক্ষ্মীপুরে খান চৌধুরী সাহেবদের বাটী।

মুনশী নেজামুদ্দিন খান চৌধুরী সাহেব বড়ই উপযুক্ত লোক। চাকরের উপর ভার দিয়া তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া থাকেন না। তিনি জমিদারীর সমস্ত কার্য্য স্বয়ং দেখিয়া করিয়া থাকেন।

পরদিন সকালে এখান হইতে পাগলা কাপাসিয়ায় গেলাম। পাগলা কাপাসিয়া গ্রামটি ত্রিস্রোতা নদীর উপর স্থাপিত। দুই ঘর মোসলমান তালুকদার আছেন। এই গ্রামে দুইটী যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। যুবক দুইটীর নাম মুনশী হেলালউদ্দিন খান ও খেজর উদ্দিন খান। এই যুবক দুইটীর স্বজাতিপ্রেম, মাজ্জিত বুদ্ধি, অমায়িকতা, জলন্ত উৎসাহ

* আমরা এই সময় জলপাইগুড়ি গিয়াছিলাম। কিন্তু রঙ্গপুর ভ্রমণ বৃত্তান্ত শেষ করিয়া জলপাইগুড়ি ভ্রমণ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

এবং সরতা দর্শনে আমরা যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলাম। এখানে কয়েক-দিবস বিশ্রামের পর আমরা গাইবান্ধায় গেলাম। গাইবান্ধা রঙ্গপুরের একটি মহকুমা। এই মহকুমায় ইষ্টক নির্ম্মিত ঘর প্রায়ই নাই। স্থানটা খুব নিম্ন। বর্ষাকালে এখানে আসা দায়। একটি বাজার আছে। বাজারে মোসলমানের দোকানই বেশী। দোকানদারদিগকে স্থানীয় মোসলমান বলিয়া বোধ হইল না। সহরটী এক মাইল বিস্তৃত হইবে।

কাছারি।

কাছারি বেশ ফাঁকা জায়গায়। বগুড়ার মত পাড়ায় মধ্যে নয়। বরিশালের মত নদীর উপর স্থাপিত। তবে কিনা নদীটা খুব ছোট। বরিশালের নদীর মত বড় নয়। স্থানটি স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া বোধ হইল না। মোসলমান চাকুরে মাত্র ২টী, মোসলমান উকিল ৩ জন, মোক্তার ৭ জন। সবরেজেষ্টার মোসলমান। একটি এণ্ট্রেন্স স্কুল আছে। ২০০ ছাত্র হইবে। তিন ভাগের একভাগ মোসলমান হইবে। সমস্ত মহকুমায় মোসলমানের সংখ্যা বার আনা হইবে। মুনশী সদরল হোসেন খা সাহেবকে একটী জাতীয় জীবন বিশিষ্ট লোক বলিয়া বোধ হইল।

আমরা নগর দর্শন করিয়া মৌলবী আবদুল হামিদ সবরেজেষ্টার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। সবরেজেষ্টার সাহেব একটী তেজস্বী অমায়িক লোক। তিনি আমাদিগের সহিত খুব সহানুভূতি দেখাইলেন।

পরদিন আমরা কোড়রনই গ্রামে গেলাম। এই গ্রামে মুনশী আছমত উল্লা উকিল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। উকিল সাহেব রোগ যন্ত্রণায় ভুগিতেছেন দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট হইল। এই উকিল সাহেবই গাইবান্ধা মোসলমানগণের নেতা। তাঁহার ন্যায় উৎসাহী মোসলমান গাইবান্ধায় আছে বলিয়া বোধ হইল না। তিনি রোগ শয্যায় শায়িত সত্বেও আমাদিগকে যে সেবাশুশ্রূষা করিলেন তাহা জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। * ক্রমে তালুকদার শ্রীযুক্ত মুনশী আবদুল মজিদ ও শ্রীযুক্ত মুনশী

* আমরা পত্র পাইলাম উকীল সাহেব স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন।

ফয়েজর রহমান সাহেবদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মুনশী ফয়েজর রহমান সাহেব বেশ উৎসাহী, তেজস্বী এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠলোক। মুনশী আবদুল মজিদ সাহেবের ন্যায় উৎসাহী, অধ্যবসায়শীল, অমায়িক নির্ম্মল চরিত্রের যুবক আমরা কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। জ্বলন্ত উৎসাহ যেন তাঁহার সর্ব্ব শরীর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এই খানে আমাদের সহিত রঙ্গপুর বিখ্যাত, পরোপকারী, সরল চেতা দানশীল জমিদার শ্রীযুক্ত মুনশী এয়াকুব উদ্দীন ওরফে বাবুমিয়ার সাক্ষাৎ হইল। বাবুমিয়ার সহিত আলাপে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। এখান হইতে আবার পাগলা কপাসিয়ায় গেলাম। ক্রমশঃ

বিবিধ সংবাদ।

দীরের নবাব বাহাদুর ইংরেজরাজের মিত্র। অল্পদিন হইল ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে এক থিয়েটার কোম্পানিকে দেশে লইয়া গিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, তামাসা দেখাইয়া লোককে খুসি করিবেন; কিন্তু হিতে বিপরীত হইয়াছে। থিয়েটার দেখিয়া বাজারের একদল মুসলমান ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, সোয়াতের আখন্দগণ নবাব সাহেবকে একঘরে করিতে সংকল্প করিয়াছে। সাধে কি ভারতের পতন হইয়াছে!

আলিগড় কলেজের ছাত্রাবাসে যে হাস্পাতাল স্থাপিত হইবে, তদর্থে ভাওলপুরের নবাব বাহাদুর ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

কেম্ব্রিজ মুসলমান সোসাইটির সভাপতি ফজলে হোসেন সাহেব কেম্ব্রিজে উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া বিলাতে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিয়াছেন।

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, লাহোর হইতে শ্রীযুক্ত মহম্মদ শাফী নামক একজন মোসলমান যুবক সম্প্রতি জাপানে বিদ্যা শিক্ষার্থে গমন করিয়াছেন। মোসলমানগণও যে জাপানে যাইতে

আরম্ভ করিয়াছেন ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। আল্লাহতায়ালা তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ করুন।

আঁচিলের ঔষধ। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যহ একবার করিয়া রেড়ীর তৈল মালিস করিলে, নিশ্চয়ই আঁচিল পড়িয়া যায়।

রেসমী কাপড়ে দাগতোলা। রেসমী কাপড়ে যেখানে দাগ লাগিয়াছে, সেখানে স্পিরিট-অভ-টারপেটাইন দিয়া রগড়াইলেই দাগ উঠিয়া যাইবে।

সিগারেট। গত বৎসর সতের লক্ষ টাকার সিগারেট এদেশে আমদানি হইয়াছিল। কি ভয়ঙ্কর অশুভ সংবাদ।

মরক্কোর সোলতান হেজাজ রেলওয়ে ফণ্ডে ১২৫০০ পাউণ্ড (ফরাসি পাউণ্ড) দিয়াছেন।

তুরস্কের সুলতান পৃথিবীর সর্ব্ব দেশবাসী মুসলমানগণের হিতকল্পে বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইয়াছেন। তুরস্কের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা দিবার আদেশ প্রচার করিয়াছেন ও বিভিন্ন দেশের মুসলমানগণের তত্ত্ব লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমুদয় মুসলমান জাতিকে এক সূত্রে আবদ্ধ করাই বোধ হয় তাঁহার প্রধান চেষ্টা।

জেনানা মিশনের বিরুদ্ধে স্ত্রীহরণের অভিযোগ। বাবু রমেশচন্দ্র বসুর নিবাস কলিকাতায়। স্থানীয় স্কচ মিশনের এক নেটিভ খ্রীষ্টানী তাঁহার বাটীতে প্রায়ই যাতায়াত করিত। একদিন রমেশ বাবু আফিস হইতে বাটীতে আসিয়া দেখেন, তাঁহার গৃহলক্ষ্মী ঘরে নাই এবং খোঁজ করিয়া জানিতে পারেন, ঐ খ্রীষ্টানীই তাহাকে ফুশলাইয়া ঘরের বাহির করিয়াছে। তদবধি তিনি তাঁহার স্ত্রীকে পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহার সাক্ষাৎ পান নাই। অগত্যা তিনি কলিকাতার উত্তর বিভাগের পুলীশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আবদুর রহিম সাহেবের এজলাশে স্কচমিশনের উক্ত খ্রীষ্টানীর বিরুদ্ধে স্ত্রীহরণের অভিযোগ রুজু করিতে বাধ্য হন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর বাদী ও দুই জন সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়া পুলীশের উপর তদন্তভার দিয়াছেন। সাধে কি স্বাধীন জানানার অন্দর মহলে প্রবেশ নিষেধ।

তাতার অধ্যবসায়। শ্রীযুক্ত জে, এন, তাতার ন্যায় প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষী এই হতভাগ্য দেশে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। মৌলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি অকাতরে অর্থ দান এবং শারীরিক পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার অধ্যবসায়ের আর বিরতি নাই। এদেশের ধনবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনে তিনি কোন ক্লেশকেই ক্লেশ মনে করেন না,—রাশি রাশি অর্থ ব্যয়েও কুণ্ঠিত নহেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে উৎকৃষ্ট রেসমের চাষ হয়। কিন্তু জাপানীরা রেসমী বস্ত্র বয়নে সকলকে পরাস্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষে জাপানের ন্যায় রেসমী বস্ত্র প্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষাদানার্থ তিনি কয়েকজন জাপানীকে আনয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গালোরে তাঁহার সেই মৌলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং রেসমের কারখানা স্থাপনের চেষ্টাতে তিনি সম্প্রতি তথায় গমন করিয়াছেন।

টাঙ্গাইল ধর্ম্ম সভা।

২২শে আশ্বিন মঙ্গলবার টাঙ্গাইলের ধর্ম্মোৎসাহ প্রদায়িনী শ্রীশ্রীমতী রাহাতন্নেছা খানম চৌধুরাণী জমিদার সাহেবার কাছারি বাটীতে টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী স্কুলের হিন্দু মোসলমান ছাত্রের চেষ্টায় একটী মহতী ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাতে প্রায় ১০০০ হাজার লোকের শুভাগমন হইয়াছিল। স্থানীয় পি, এম, কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিন্দ্র নাথ গুহ এম, এ, মহাশয় সভাপতি হইয়া স্কুলের ছাত্র-বৃন্দের উৎসহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত সুবক্তাগণ বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ লোকদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

১। শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল হামিদ খান ইউছুফজয়ী সাহেব (ইনি সমাজকে জাগ্রত করিবার জন্য অনল উদ্গারী বক্তৃতা করিয়াছিলেন)।

২। শ্রীযুক্ত মৌলবী নওসের আলি খান সবরেজেষ্টার পাকুড় (ইনি ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা ইসলাম ধর্ম্মের রীতি, নীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন)।

৩। শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ তালুকদার।

৪। শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ ইবরাহিম সাহেব (ইনি সনাতন ইস্-লাম প্রচার করিয়াছিলেন)।

৫। শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন হালদার জমিদার ষ্টেটে মোসলমান আমলা। বঙ্গদেশে হিন্দু জমিদারের অসংখ্যাধিক্য হইলেও মোসলমান জমিদার সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। হিন্দু জমিদারেরা ত মোসলমান আমলা রাখেন না এমন কি কংগ্রসের পাণ্ডারা পর্য্যন্ত মোসলমান আমলা রাখেন না, যাক হিন্দুদের কথা বলিব না কেননা তাঁহাদের হুঁকার জল মারা যাইবার সম্ভাবনা আছে! দুঃখের বিষয়, মোসলমান জমিদার গুলাও মোসলমান আমলা রাখিতে চান না। যদিও কোন কোন স্বজাতি-প্রেমিক মোসলমান জমিদারের বাটী ২।৪ টী মোসলমান আমলা দেখা যায়, কিন্তু প্রধান কর্ম্মচারী কেবল দেলদুয়ার ষ্টেট ব্যতীত সকল স্থানেই হিন্দু।

আমরা সম্প্রতি করটিয়া ষ্টেট দেখিতে গিয়াছিলাম। সুবিখ্যাত করটিয়া ষ্টেটে মোসলমান আমলার আধিক্য দেখিয়া আমরা অতিরিক্ত আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের কথা এই যে, এই ষ্টেটের প্রধান কর্ম্মচারী একজন কর্ম্মঠ মোসলমান। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারীর (অবশ্য জমিদারী বিভাগে) যে যে সৎগুণ থাকা দরকার তাহার কোন গুণের অভাব ইহাতে দৃষ্ট হইল না। অর্থাৎ ইনি যেমন কর্ম্মঠ তেমনি বিনয়ী, মিষ্টভাষী, উদ্যমশীল এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ। এই অলস বিবর্জ্জিত কর্ম্মচারিটির নাম মৌলবী মির আমজেদ আলি। আমরা আশীর্ব্বাদ করি, ইনি দীর্ঘজীবি হইয়া করটিয়া ষ্টেটের উন্নতি সাধন করিতে থাকুন।

আদর্শ জমিদার।

সুবিখ্যাত দেলদুয়ার ষ্টেটের জমিদার A. K. Ghuznavi Esq. সাহেব কাবুলের আমীর আব্দর রহমান মরহুমের জীবনীর অনুকরণে চলিয়া থাকেন। কাবুলের আমীর যেমন ৪।৫ ঘণ্টা নিদ্রা ব্যতীত অবশিষ্ট সময় রাজ্যের উন্নতির জন্য কাটাইতেন। এই জমিদার সাহেবও জমিদারির উন্নতির জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া থাকেন। আহার নিদ্রাতে ইনি ৪।৫ ঘণ্টার বেশী সময় কাটান না। এই আদর্শ জমি-দারের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

কাবুলের আমীর।

এসিয়ার প্রিন্সবিষমার্ক।

কাবুলের আমীর আবদর রহমান খাঁ আর ইহজগতে নাই;—যেখানে শোক নাই, দুঃখ নাই, আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, রাজ্য নাই, ষড়যন্ত্র নাই, মনোবাদ নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, অর্থ নাই, অনর্থ নাই—সেই জ্যোতির্ম্ময় দেশে আমীরের আত্মা চলিয়া গিয়াছে। পড়িয়া রহিয়াছে কাবুলের আমীরি—পড়িয়া রহিয়াছে কাবুলের ষড়যন্ত্র—পড়িয়া রহিয়াছে আমীর আবদর রহমানের অতুল বিভব সম্পত্তি। আর মোসলমান সমাজে তাঁহার বিয়োগজনিত ভীষণ শোকের তুফান। আহা! আমরা যে রত্ন হারাইলাম, দুরন্ত কাল যে রত্ন হরণ করিল সে রত্ন আর পাইব বলিয়া বিশ্বাস নাই। ইংরেজের মিত্রতা, রুষের শত্রুতা কিছুতেই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না—ভারতের পশ্চিম গগনের একটী দিক্‌পাক সাধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন! আগামী বারে এই মহাপুরুষের জীবনী বাহির করিবার আশা করি।

বঙ্গীয় আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বজাতিপ্রেমিক, জাতিভেদ নাশক অনাথ বন্ধু যশোহরের মোসলমান নেতা মৌলবী আবদুল খালেক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টার আর ইহজগতে নাই। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে "প্রচারক" সম্পাদক একটি মুরুব্বি হারাইলেন। তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে আমরা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার আত্মার মঙ্গলের জন্য আমরা খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

খুলনার অন্তর্গত ধামালিয়ার জমিদার মৌলবী আবদুল আহাদ সাহেব সৎকার্য্যে বড়ই মুক্তহস্ত বলিয়া আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

জেহাদ বা ক্রুসেড।

[৩]

এইপ্রকার ভীষণাকার যুদ্ধে পরস্পর বহুক্ষণ ব্যাপৃত রহিল কেহ পশ্চাৎপদ হইল না।

খৃষ্টানগণ স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, "এই যুদ্ধে আমাদের জয় আশা কেহ করেন নাই। বীরত্ব যাহাকে বলাযায় মোসলমানগণই তাহা প্রকাশ করিয়াছিল, আমাদের পরাস্ত হইবার সম্ভাবনাই অধিক ছিল, কিন্তু দৈব আমাদের অনুকূল হইল। মোসলমানগণ হটিয়া গেল"।

বিশেষ বিবরণ লুক্কায়িত থাকিলেও, সময়ে অবশ্য প্রকাশ যোগ্য ঘটনা প্রকাশ হইয়া থাকে। যে সকল সৈন্য পর্ব্বতোপরি প্রচ্ছন্ন ভাবে অস্ত্র শস্ত্রসহ সজ্জিত ছিল তাহারা যথা সময়ে নিম্নস্থলে আসিয়া পৌছিতে পারিল না, তজ্জন্য অপর দলস্থ সৈন্য ক্ষয় হইতে লাগিল। সুতরাং বহুতর তুরস্ক সৈন্য প্রাণ দিতে বাধ্য হইল। এই ভয়ানক আকস্মিক দৈব দুর্ঘটনা দর্শনে মোসলমান সৈন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। অনেকগুলি পলায়নপর নিরস্ত্র সৈন্যকে খৃষ্টান সৈন্যদিগের হস্তে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এই বিষয়ে তৎকালে অনেক লোকই মতামত প্রকাশ করিতে বিরত হন নাই। অতএব বর্ত্তমান কালেও ইহা যুদ্ধনীতি বিরুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে সকলেই প্রস্তুত।

এইরূপে নিসিয়া প্রদেশ খৃষ্টানদিগের করতলস্থ হইতে বিলম্ব রহিলনা। এই জয়োল্লাসে তাঁহাদের মধ্যে মহা সমারোহে পান ভোজনাদি চলিতে লাগিল। সম্রাট আলেকজিয়াসও যোগদিতে, ক্ষান্ত ছিলেন না! যাহা হউক যখন ঐ ভীষণ সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রকাশ হইল, তখন একটী প্রাণীরও দুঃখ ও মর্ম্ম বেদনা অনুভূত হইতে বাকী রহিলনা। কয়েকটী ফকীর রণক্ষেত্রের শোণিত প্রবাহ দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া যাইবার পর বলিতে লাগিলেন "ব্রহ্মাণ্ড পতির কি এই ইচ্ছা? মোস্‌লেম ধর্ম্মে কি কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে? স্বদেশ দ্রোহীর সংখ্যা কি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে?"

পর্ব্বত শৃঙ্গে ঝটিকা প্রবাহ প্রতিনিয়ত ঘাত প্রতিঘাত করিলেও তাহার মূলোৎপাটন করিতে কখনই সমর্থ হয় না। এই যুদ্ধ দ্বারা মোসলমান শক্তির অনুমাত্র গর্ব্ব খর্ব্ব হয় নাই; বরং ভবিষ্যৎ আকাশের সমুজ্জ্বল কিরণ মালা সমন্বিত চন্দ্র কলার আভাস অনুভূত হইতে লাগিল। যাবতীয় মোসলমানগণ বুঝিয়া লইলেন অলস ও অকর্ম্মণ্য লোক দ্বারাই সমাজ নষ্ট হয়। কু সংসর্গ পরিত্যাগ করা কতদূর আবশ্যক তাহা জানিতে কাহারও অবিদিত রহিল না। ক্রমে সম্রাটের শ্রবণ গোচর হইল। তিনি (Sultan) পঞ্চদশ সহস্র সৈন্যসহ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইবা মাত্র, বিপক্ষ পক্ষ পঙ্গ পালের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল। যেমন প্রচণ্ড দাবদাহে অরণ্য মধ্যস্থ প্রাণিগণ প্রাণভয়ে দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া জীবনাশায় পরিভ্রমণ করে তদ্রূপ কতকগুলি খৃষ্টান সৈন্য পরিচালক বিহীন হইয়া মহাত্রস্থ হইতে লাগিল। তদন্তর তাহারা নানা দেশ দেশান্তরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল। তাহাদের সর্দ্দার সেনা নায়ক রিজিলাণ্ড (Reginald) ইস্‌লাম ধর্ম্মের আশ্রয় লইলেন। এ রহস্যোদ্ঘাটন করা সহজ সাধ্য হইলেও, যে পাঠক যেমন হৃদয়রূপ দর্পণ লইয়া উক্ত চিত্র পরিদর্শন করিবেন, তাহার সম্মুখে তদনুরূপ প্রতিবিম্ব প্রতি ফলিত হইবে। আমার অনুমান প্রত্যেকের পক্ষে প্রমাণীভূত না হইলেও, স্বমত প্রকাশ করিতে আমি স্বতঃই বাধ্য। সুতরাং নিরপেক্ষ মহাত্মাগণ স্বীকার করিবেন যে, চিত্তাকৃষ্ট না হইলে রিজিলাণ্ড কখনই অন্য ধর্ম্মে আত্মাহুতি দিতে অগ্রসর হইতেন না।

ইহার পর তৃতীয় ঘটনা, বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই আমার লেখনী স্তম্ভিত হইতেছে, হস্ত অসাড় হইতেছে, প্রাণ নিস্পন্দিত হইবার উপক্রম হইতেছে।

এই ভীষণ নিষ্ঠুর কার্য্যের সমালোচনা ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লিপিবদ্ধ করিলেও, সকলের মূল মন্ত্র একাক্ষরে গ্রথিত। গডেশ্চাল (Godeschal) নামক জনৈক জর্ম্মণ দেশীয় ধর্ম্মযাজক কতকগুলি খৃষ্টান সৈন্যসহ ক্রুসেড যাত্রায় বহির্গত, জেরুজেলম নগরাভি মুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। প্রথমতঃ কনষ্টাণ্টি নোপল নগর সন্দর্শন আশায়

সৈন্যগণকে আদেশ করিয়া সেনানায়ক উক্ত গডেশ্চাল মহা আড়ম্বরে পর্য্যটন করিতে করিতে হঙ্গেরিয়া দেশে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানের নরপতি ক্যালোম্যান (Caloman) তাহাদের অভ্যর্থনা করিবার বিশেষ বন্দবস্ত করিলেন। আশাতীত উপকার প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যুপকার স্বরূপ তদীয় রাজ্যে উপদ্রব, উৎপাত ও লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া জর্ম্মণ সৈন্যদল দূরপনেয় কলঙ্ক রেখা সর্ব্বত্র অঙ্কিত করিল।

মানব মাত্রেই সুখচায়; সেই সুখের আশায় মন অনন্ত কল্পনার ক্রীতদাস হইয়া পড়ে। সকল বিষয়েরই সীমা আছে, আশার সীমা নাই। বরং অনন্তাকাশের অগণিত নক্ষত্র পুঞ্জের সংখ্যাকরা সাধ্যায়ত্ত হওয়া সম্ভব, কিন্তু আশার পরিমাণ পরিমিত করা কখনই সম্ভবপর নয়। পুণ্য পথাবলম্বি খৃষ্টযাজক উপকারক ক্যালো ম্যানের নিকট যে সমাদর সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যতদূর পান ভোজনের সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন ততদূর তিনি আশাকরেন নাই। এরূপ সুন্দর অনাকাঙ্ক্ষিত সুখাতিশয্যের উপর অধিকতর সুখের আশা বলবতী হওয়ায় অসংযত সৈন্য সমূহ, অতি ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। পানোন্মত্ত হইয়া নগর বাসিনী অবলা কুল কামিনীগণের সতীত্ব রত্ন নাশ করিতে অনুমাত্র লজ্জিত হইল না। দুর্দ্দমনীয় কামরীপু চরিতার্থ করিতে যে সমস্ত আয়োজন আবশ্যক তত্তাবতের সমস্ত পাপানুষ্ঠানই অনুষ্ঠিত হইল। নগর লুণ্ঠন কার্য্যেও ব্যাপৃত হইয়া অধর্ম্ম আচরণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। জগৎ দেখিল খৃষ্টান যাজকের অধীনে হৃদয় বিদারক ঘটনা সংঘটিত হইল। নিরপেক্ষ ধর্ম্মাত্মা পুণ্যবান পবিত্র ঋষিগণ দেখিল জেরুজিলম গমনোদ্যোগী খৃষ্টভক্তগণ প্রকাশ্যে যাহাই বলুক, অন্তরে জীগিষা বৃত্তি বিশেষরূপে পরিপোষণ করিতেছিল। পুণ্যসঞ্চয় করণোদ্দেশে, আহারানুষ্ঠান অমিত পান ভোজন দ্বারা কলুষিত চিত্তবৃত্তির পরিচয় প্রদান করত ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত চিত্রে চিত্রিত করিল। জেরুজিলম দর্শন দূরে থাকুক, স্মৃতি পথচ্যুত তদ্‌ভাব বিলাসোৎসবে পরিণত হইল। খৃষ্টান সৈন্যগণ তখন এত অধিক বিবেক বিহীন অন্ধ তমসাচ্ছন্ন মূঢ় জনোচিত কুকর্ম্মে মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহাদের চক্ষে জগৎ

তুচ্ছ, ধর্ম্ম তুচ্ছ, জ্ঞান তুচ্ছ, শান্তি তুচ্ছ এমনকি ঈশ্বর পর্য্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইয়াছিল। সতীর সতীত্ব নাশ, গৃহস্থের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন, নিরীহ জনগণের প্রতি উৎপীড়ন নিরস্ত্র নগর বাসীর শিরশ্ছেদন প্রভৃতি কার্য্যই তাহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু বলিয়া হৃদয় মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল।

চির দিন কভু সমান রহেনা,
চির অন্ধকার কখন থাকেনা।
অতিদর্প চূর্ণ প্রকৃতির ধর্ম্ম,
অতি ক্রোধেস্থির পুরুষের কর্ম্ম।

এই অত্যাচার স্রোত নিবারণোদ্দেশে ঈশ্বর হঙ্গেরিয়ানগণকে (Hungarians) জাগরিত করিলেন, বিসদৃশ ঘটনান্তর প্রকৃতি বক্ষে অসহ্য হইয়া পড়িল, শিশু কণ্ঠের কাতর ক্রন্দনে স্বর্গের আসন বিচলিত হইল।

বেলগ্রেড্ নগরীর যুদ্ধ ক্ষেত্র ক্রুসেড যাত্রিগণের শোণিত মাংসে আচ্ছন্ন হইল। গডেস্চালের কয়েকটী মাত্র সৈন্য প্রাণে প্রাণে পলাইয়া গিয়া স্বদেশে সংবাদ প্রদান করিল। তত্রত্য নরপতি তীর্থগামী সৈন্যগণকে অস্ত্রত্যাগ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। তদন্তর যথা বিধান শিক্ষা প্রদানচ্ছলে ঐ সমস্ত নিরস্ত্র সেনাগণকে সংহার করিতে আদেশ করতঃ নিষ্ঠুর মত্ত খৃষ্ট সৈন্যগণের বিনাশ সাধন করিলেন।

চতুর্থ কাণ্ড কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ঘটনা। এই উদ্যোগপর্ব্ব ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ফ্লাণ্ডারস এবং লোরেন চতুর্দ্দেশব্যাপি কিন্তু পথিমধ্যেই বিফল মনোরথ হইয়া কেহ কেহ প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত হঙ্গেরিয়ানগণ পুনঃ খৃষ্টান সৈন্যগণের আগমন সন্দর্শনে সন্দিহান বশতঃ এবং কার্য্যতঃ বহু অন্যায় লক্ষণ অনুভব করত অস্ত্র ধারণ করিল এবং বিপক্ষ পক্ষের শোণিত স্রোতে স্রোতস্বিনীগণের স্বচ্ছ সলিল রাশিকে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিল। অবশিষ্ট বহুসংখ্যক সৈন্য জলমগ্ন এবং নিহত হইল।

ঈশ্বর নিরপেক্ষ। তাঁহার সত্য অবিবেকির বোধগম্য না হউক জ্ঞানীর নিকট নিত্য পবিত্র ও প্রীতিকর। খৃষ্টান সৈন্যগণ একপক্ষে

অবমানিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইবার কারণ কোন কোন গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, নির্দ্দোষ নিরপরাধী ইহুদী জাতির উপর খৃষ্টানগণ অযথা অত্যাচার উৎপীড়ন করাই অধর্ম্মের মূল এবং ঐ অধর্ম্ম জনিত পাপের শাসন স্বরূপ তাহাদের পূর্ব্বোক্ত লাঞ্ছনাভোগ হইয়াছিল। রাইন নদীর তীরে প্রায় সহস্রাধিক ইহুদীর (Jews) প্রাণ বিনষ্ট হয়। কাহারও মতে আরও অধিক সংখ্যার বিনাশ পরিগণিত হইয়াছে।

ক্রোধের শান্তি হইল না; সমরাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না। পরবর্ষেই প্রায় সমস্ত ইউরোপখণ্ড সমবেত সৈন্য সংগ্রহ দ্বারা অধিকতর আয়োজন করিতে লাগিল। সুবিখ্যাত গডফ্রে (Godfrey of Bavillon) সেনাপতির অধ্যক্ষতায় বিপুল ক্রুসেড বাহিনীগণ কনষ্টাণ্টি নোপল নগরে উপস্থিত হইলেন। ইনি সবে ৩৫ বৎসর বয়ক্রম অতিক্রম করিয়াছেন।

১০৯৭ খৃঃ অব্দে মে মাসে ক্রুসেড সৈন্য সংখ্যা সাত লক্ষ বা ততোধিক একত্রত হইয়া নিসিয়া সমর ক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইল। সুলতানের রাজধানী এই নিসিয়া নগরী (Nicea) বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইলে সুকৌশলে রক্ষিত হয়। তজ্জন্য সুলতানকে অনেক ভাবিতে ও উপায় উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল। যাহাহউক খৃষ্টান সৈন্যগণের ক্রোধের বিকাশ অন্যত্র যেমন ভীষণ গর্জ্জনে ধরা বিকম্পিত করে, তদ্রূপ পূর্ব্বজাত ক্রোধ পরিচালিত সেনাপতিগণ নিয়ত প্রদিপ্ত হৃদয়ে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। তাহারা নয় মাস কাল আণ্টনিয়ক নগর অবরোধ দ্বারা দুই শত তুরস্কের মস্তক চ্ছেদন করিয়া কতক ব্যক্তিকে কাষ্ঠে বিদ্ধ করিয়া এবং কোন কোন লোককে জয়লব্ধ দ্রব্য সদৃশ করত নিরস্ত হইল। আরব সৈন্যগণের অবমাননার একশেষ হইয়াছিল। তাহাদের কবরস্থান হইতে মৃত দেহ উৎপাটিত করণান্তর রোরুদ্যমান নগর বাসীগণের সম্মুখে প্রলম্বিত করিয়া রাখিল। সেলযুক্ আমির পুত্র (Seljuk Ameer) সৈন্যপত্য করিতেছিলেন, কিন্তু বিপক্ষ হস্তে বন্দী হওনান্তর মাসাবধি বহুযন্ত্রনা প্রাপ্ত হইয়া শত্রুহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। একপক্ষে খৃষ্টানগণ যেমন পশুবৎ আচরণ দ্বারা পরাস্ত সৈন্য (Seljukon armies) বৃন্দকে

নিহত করিলেন, অপর পক্ষে খাদ্যাভাবে অনেক খৃষ্টান সৈন্যকে নরমাংস ভোজন অথবা অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। যাহাহউক অমাত্য বর্গের বিশ্বাস ঘাতকতায় নিসিয়া নগরী শত্রুগণের অধিকৃত হইল। নগরীস্থ যাবতীয় প্রাণিগণ খৃষ্টান সৈন্য হস্তে নানাবিধ যন্ত্রনা ভোগ করিয়া কেহ প্রাণ হারাইল কেহ বন্দীকৃত হইল। মসজীদ সকল অপবিত্র ও বিনষ্ট হইল। নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইল। অবলা রমণীর প্রতি সমাদর, স্তন্যপায়ী শিশুসন্তানের প্রতি মমতা, পলিত কেশ স্থবির বিজ্ঞ বৃদ্ধগণের প্রতি মর্য্যাদা সভ্য সমাজের চিরানুমোদিত; কিন্তু খৃষ্টভক্ত ক্রুসেড যাত্রীগণের অস্ত্রবল ধর্ম্মবলকে বিলুপ্ত করত অতি বীভৎস ব্যাপার সংঘটিত করিল। জগতের চক্ষে এই অমানুষিক নৃশংস অনুষ্ঠান চিরদিন আলোচিত হইতেছে। দশসহস্র মূল্যবান জীবনের অন্তরায় হইল।

এই বিভৎস নরহত্যা সম্পন্ন করিয়া আততায়িগণ মারাটন নোমান নামক সুরিয়া দেশস্থ এক সমৃদ্ধি শালী নগর লুণ্ঠন এবং প্রায় লক্ষাধিক ব্যক্তির প্রাণ বিনাশ করিয়া শোণিত পিপাসার শান্তি করিল। বন্দিগণের মধ্যে যাহারা শ্রীবান ছিল তাহাদিগকে আন্তিয়ক নগরে প্রকাশ্য বাজারে বিক্রয় করিয়া দাস ব্যবসায়ের ব্যবস্থা হইল। দুর্ব্বল, অশক্ত ও বৃদ্ধগণকে বলিদান দেওয়া হইল। খৃষ্টান শিবিরে নরমাংশ বিক্রিত হইল। তদনন্তর জেরুজিলম অভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

পবিত্র জেরুজিলম তখন অতুল শোভার আধার ছিল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ষোল কলায় পূর্ণ ছিল। সাধারণ লোকের সম্যক সুখ সম্ভোগ ছিল। তদানিন্তন সভ্যতার পরাকাষ্ঠা বর্ত্তমান ছিল। বিপুল ধন সম্পত্তিসহ নগরবাসি নিরাপদে বাস করিতে ছিল। এমন পূর্ণ সুখ সূর্য্যোদয় সম্ভূত বিবিধ বিলাস পূর্ণ নগর ক্রুসেডগামী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। যদিও ফাতেমাগণ ক্রেঞ্চগণের আক্রমণের পূর্ব্বে নগর অধিকার করিয়াছিলেন কিন্তু এবার অতি ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল। আরবগণ বিপুল বিক্রমে বাধা দিয়াও অগণিত খৃষ্টান সৈন্যসমূহ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইল। এই হৃদয় বিদারণ দুঃসংবাদ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের নিকট

পৌছিল, ক্রমে সেনানায়কগণ আদিষ্ট হইলেন। মহা প্রলয় সংঘটনের সূত্রপাৎ হইল। এই সময় এস্থলে টারকোম্যানদিগের আধিপত্য সমধিক ছিল।

যে ক্রুসেড বহ্নি ক্রমান্নয়ে বহুশত বৎসর ধরিয়া প্রধুমিত হইতেছিল তাহা এক্ষণে প্রজ্জলিত হইল (১০৯৭-৯৮) খৃষ্টান ক্রুসেড কর্ত্তারা এই যুদ্ধকে পবিত্র যুদ্ধ বলিলেও বলিতে পারেন কিন্তু অনেক নিরপেক্ষ লেখক যেরূপ আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়াছেন তাহাতে পাঠকমাত্রেই স্থির করিতে পারিবেন মতবৈধ স্বত্বেও অবৈধ আক্রমণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। হেহেতু পূর্ব্বাপর সর্ব্ববিষয়ে অবস্থাগত কার্য্যাদি পর্য্যালোচনা দ্বারা বর্ত্তমান ঘটনার মূলসূত্র সন্ধান করা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সুকঠিন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কোন লেখন লিখিতেছেন "এই ক্রুসেড ব্যাপার ইতিহাসের কলঙ্ক"। খৃষ্টানগণই মোসলমানগণের উপর প্রবলতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সুখের অবস্থায় মানব যদি দিক্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য না হয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতি লক্ষ্য স্থাপন করে, প্রাপ্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা করে, তাহা হইলে দুরাকাঙ্ক্ষা জনিত মহাপাপ অনুষ্ঠান দ্বারা ধ্বংশের ভিত্তি খনন করিতে প্রবৃত্ত হয় না। স্বাভাবিক শক্তির সহিত অস্বাভাবিক শক্তির সংযোগ বিনাশের মূল। বিকৃত শক্তি প্রকৃতির বিরুদ্ধ।

ক্রমাগত তিনশত বৎসর ধরিয়া ক্রুসেডে আয়োজন এবং মধ্যে মধ্যে আক্রমণ, লুণ্ঠন, হনন, ব্যসন প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইবার পর, এই প্রকাশ্য ক্রুসেড যুদ্ধ সংঘটিত হইল। এই মহাসমরে জীবনাহুতি প্রদান করিয়া ইউরোপের খৃষ্টান সমাজ পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বহুবৎসরেও তাহার ক্ষতি পূরণ হয় নাই। কত প্রাণী জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল তাহার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় হয় নাই। কত অর্থ বিনষ্ট হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা হয় নাই, ফলতঃ দরিদ্রতা লইয়া পাশ্চাত্য ভূমি বহুদিন কাল কাটাইয়াছিল।

উড়িল নিশান, বাজিল দামামা।
গাইল সংগীত মোসলেম গরীমা॥

ছাইল ধরণী তমসা রজনী।
শোণিতের স্রোতে ভাসিল মেদেনী॥

মত্ত মাতঙ্গ সম সৈন্যগণ আস্ফালন, উল্লম্ফন, হুঙ্কার প্রভৃতি ভীষণ কোলাহল হইতে লাগিল। উভয় পক্ষেই ভয়ঙ্কর গর্জ্জন উভয় দলেই চীৎকার, কল্লোল, অস্ত্র ঝঞ্ঝনা। যদি কেহ কখন মহাসমর প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন তিনিই অনুভব করুন কিরূপ প্রচণ্ড গণ্ডগোল সমুপস্থিত হইয়াছিল। যে যে কার্য্যে ব্রতী সেই সে কার্য্য লইয়া মহাব্যস্ত! খাদ্যাদির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতে লাগিল। পানীয় জলের অভাব মোচনের উপায় করা হইল। নিয়মিত শিবির সংস্থাপিত হইল। সংবাদাদি প্রদানে দূত নিয়োজিত হইল। সৈন্য পরিচালনের সুবন্দবস্ত হইতে লাগিল। বিচক্ষণ রণনিপুণ বীরগণ সুকৌশল দ্বারা রণজয়ের প্রত্যাশায় নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। নেতাগণ বহু দূরব্যাপী পরস্পর বিপক্ষ পক্ষের আয়োজন সংবাদ প্রাপ্তির গুপ্ত চর নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। অস্ত্রাগার অস্ত্রপূর্ণ করিতে লাগিলেন। কত অশ্ব কত হস্তী, কত উষ্ট্র, কত মেষ রণস্থলে উপস্থিত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। বালক, বৃদ্ধ, যুবক রমণীগণও উভয় পক্ষে এই মহাসমরে যোগদান করিয়াছিল। তদ্দর্শনে কোন কোন দর্শক বলিতে লাগিলেন, এই ভীষণ সংগ্রামে নরমুণ্ডে বসুন্ধরা শোভিত হইবে, মানব কঙ্কালে মেদিনী সমাচ্ছন্ন হইবে, মনুষ্যরক্তে নদী স্রোত খরতর হইবে। শকুনী, গৃধিনী, কুকুর শৃগাল প্রভৃতি উন্মত্ত হইবে। চারিদিক শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইবে। হাহাকার রবে গগন বিদীর্ণ হইবে। বিধবার ক্রন্দনে, শিশুর রোদনে আর্ত্তের চীৎকারে, মুমূর্ষের কাতরোক্তিতে পাষণ্ডেরও হৃদয় দ্রবীভূত হইবে। দুর্ভিক্ষ মহামারি, অত্যাচার, অনাচার অধর্ম্মের প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইবে। বস্তুত রণস্থল যেরূপ করাল বদন বিস্তার করিয়া অলক্ষ্যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রদর্শন করিতেছিল, তদ্দর্শনে মত্তবীরেরও শোণিত উত্তপ্ত ও শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা। সিংহবিক্রান্ত বীরাঙ্গণা রমনীগণ দ্বারাও রণস্থল ভীষণতর করিয়াছিল।

ক্রমশঃ

তৃতীয় বর্ষ। ১৩০৮ কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। ১০ম ও ১১শ সংখ্যা।

প্রচারক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা প্রচার কর,"
মহা কোরান সুরে মায়দা ১০ম রুকু ৬০ আয়েত (পদ)

মধু মিয়া দ্বারা সম্পাদিত।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

ইসলাম-বীর্য্য—সম্পাদক	... ...	২৮৯
লায়লী-মজনু—কবিবর শ্রীযুক্ত শেখ ফজলল করিম	...	৩০৪
হজরত মোহাম্মদ ও তাঁহার শিক্ষা—আবদুল্লা	...	৩২১
শিক্ষা—শ্রীমাখন লাল ভঞ্জ	... ...	৩২৯
পরিত্রাণ—কবিবর শ্রীযুক্ত শেখ ফজলল করিম	...	৩৩৬
বিবিধ বিষয়—সম্পাদক	... ...	৩৩৯
জেহাদ বা ক্রুসেড—সম্পাদক	... ...	৩৪৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের কলিকাতায় কার্য্যের অসুবিধা বশতঃ বর্ত্তমান মাস হইতে প্রচারক" আফিস নিম্নলিখিত ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে। সে কারণ প্রচারকে"র গ্রাহক এবং খবরের কাগজের সম্পাদকদিগকে জানাইতেছি, হইতে "প্রচারকে"র টাকা কড়ি, পত্রাদি এবং বিনিময় পত্র ইত্যাদি নারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ঠিকানা—
নীখালি, পোঃ আঃ ব্যাতোড়,
হাবড়া।

বশম্বদ,
ময়েজ উদ্দীন আহমদ,
সত্বাধিকারী ও সম্পাদক প্রচারক।

এই সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা।

ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ডাক্তার কে, এ, আহম্মদ সাহেবের আবিষ্কৃত
বহু পরীক্ষিত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধাবলী।
ম্যালেরিয়া জ্বরের অব্যর্থ ঔষধ "আর্য্য বঠিকা" মূল্য ॥০ কৌটা।
ওলাউঠা রোগের আশ্চর্য্য ঔষধ
"কলেরা কিউরা" ব্যবস্থা পত্র সহ মূল্য ১।০
ওলাউঠা রোগের সকল অবস্থায় কার্য্যকারী। এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া সহস্র সহস্র লোক রক্ষা হইয়াছেন। উচ্চদরের বহু প্রশংসা পত্র আছে। যদি ওলাউঠা রোগের কোন সারবান ঔষধ থাকে তবে এই কলেরা কিউরাই জানিবেন, অতিশয় নির্দ্দোষ ঔষধ, পূর্ণ গর্ভা স্ত্রী ও শিশু সকলেই অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারেন। ওলাউঠা রোগ ইহাতে আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হয়, তাহা ছাড়া ব্যবস্থামত ব্যবহার করিলে নানা প্রকার রোগে সুন্দর ফল পাইবেন, গৃহে দীর্ঘ কাল থাকিলেও নষ্ট হইবে না; এক শিশি ঘর বলিয়া রাখুন, বহু উপকারে লাগিবে। ইহা ওলাউঠা আরোগ্য কারক, ভাবী আক্রমণ নিবারক ও প্রতিষেধক।
দাঁতের জন্য "দন্ত সুহৃদ" মূল্য ॥০ আনা।
কেশের জন্য গন্ধমালতী তৈল ১।০
ধাতু দৌর্ব্বল্যের জন্য শক্তিসঞ্চারক তাড়িত মূল্য ২৲
দাদের জন্য দদ্রু নাশক মূল্য ।০ আনা।
উক্ত ঔষধ কয়েকটী ব্যবহার করিয়া যদি কেহ ফল না পান তবে মূল্য ফেরৎ দিব।
ঠিকানা—ডাক্তার কে, এ, আহম্মদ, পোঃ নিমাসরাই, জেলা মালদহ।

নিয়মাবলী।

১। প্রচারকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲
২। ডাক্তার ময়েজ উদ্দীন আহমদ সাহেবের নামে আফিসের ঠিকানায় টাকা কড়ি, বিনিময় পত্র, প্রবন্ধ এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার
এম্, আব্দর রসিদ,
মৌখালি, পোঃ আঃ ব্যাতোড়,—হাবড়া।

তৃতীয় বর্ষ। ১৩০৮ কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। ১০ম ও ১১শ সংখ্যা।

প্রচারক।

ইসলাম বীর্য্য।

(২)

যাহা হউক এই সকল বাক্য গুহ্যতম হইলেও খদিজা দেবী (Waraka) ওয়ারেকা নামক বৃদ্ধ অন্ধ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে সমস্ত জ্ঞাত করিলেন। এই অন্ধ, জু (Jews) এবং খৃষ্টানদিগের ধর্ম্ম পুস্তক উত্তমরূপ জানিতেন। তিনি খদিজা-দেবীর প্রমুখাৎ প্রেরিত মহম্মদের (দ) আকস্মিক দৈবশক্তি লাভের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, হর্ষযুক্ত উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "পবিত্র! অতি পবিত্র! প্রেরিত মুসার নিকট যে স্বর্গীয় দেবদূত আগমন করিয়াছিলেন, সেও এইরূপ ভাব। আপনি আমার এই বাক্য মহম্মদকে জ্ঞাত করিবেন এবং বলিবেন তিনি যেন অকুতো সাহসে স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকেন।"

ওয়ারকা এইরূপ আশ্বাস বাক্যে খদিজা দেবীকে বিদায় দিয়া, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ঈশ্বরের দূত সমুপস্থিত ধর্ম্মপিপাসু মানবদিগের উদ্ধারের পথ আবিষ্কৃত হইল। একদা উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে (Mohammed and waraka) অন্ধ বৃদ্ধ বলিলেন "আমি যাবজ্জীবন বহুতর ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিয়া যে শান্তি লাভ করিতে পারি নাই তাহা আপনার নিকট প্রত্যাশা করিয়াছি। যে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের হস্তে আমার জীবন প্রদীপ ন্যস্ত, তাঁহার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি যে, করুণাময় আল্লাহতায়লা আপনার আত্মাকেই জীবোদ্ধারের সোপান স্থির করিয়া তাঁহার দৌতশক্তি আপনাতেই আবির্ভূত করিয়াছেন। লোকে আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিবে, অযথা তাড়না করিবে, জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত করিবে, আপনাকে বিপন্ন করিবার নিমিত্ত আপনার বিরুদ্ধে শতধা ষড়যন্ত্র করিবে, আপনি তাহাতে কটাক্ষ করিবেননা। আমি জীবিত থাকিত আমার সামান্য সাহায্যও প্রদান করিতে প্রাণপণে চেষ্টা

করিব। প্রচণ্ড নিদাঘ তপন তাপিত ধরণী বক্ষে অমৃত বর্ষণ স্বরূপ উক্ত উৎসাহপূর্ণ বাক্যগুলি প্রেরিত মহম্মদের.(দ) হৃদয়ে শান্তিময় হইল। তাঁহার বিক্ষুব্ধ চিত্তকে পুনরায় স্বর্গীয় প্রেমধারা সুধাশিক্ত করিল।

যায় যাক্ তুচ্ছ প্রাণ, পাই যদি ভবে
কলুষ নাশিনী প্রভা, সুগভীর রবে
যার বজ্র গর্ব্ব খর্ব্ব, ক্ষোভে যবে।

সাধকের সাধনার মর্ম্ম সকলের বোধগম্য নয়। এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় হজরত মহম্মদ (দ)যখন ঈশ্বর আরাধনায় ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার দেহে প্রাণ ছিল কি না বাহ্যদৃশ্যে দর্শকের ভ্রমজন্মিত; বস্তুত তাঁহার আশামুগ্ধ জীবন প্রসূনে স্বর্গীয় দূতের শঙ্কেত ধ্বনিরূপ গুণগুণ রব, আদেশরূপ মধুকর নিচয় যদি বিকাশিত না হইত, তাহা হইলে তাঁহার মরণোন্মুখ প্রাণের বিপর্য্যয় ঘটিত কিনা সন্দেহ ছিল। সেই নীরস কঠোরতাময় তপশ্চর্য্যের ক্লেশ মনোদ্বেগ, আশা ও নিরাশার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অনশন জনিত দেহের দুর্ব্বলতা, আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে ফল প্রাপ্তির বিলম্ব হেতু মানসিক যন্ত্রণা কখন পর্য্যায় ক্রমে কখন এক কালিন ধর্ম্মবীর মহম্মদ (দ) হৃদয়ে সমুপস্থিত হইত। যখন আমরা এই সকল ভাব মনে করি তখম কি মনে হয় না যে, পবিত্র জীবন লাভ করা কি স্বল্পায়াস সাধ্য ? ঐ ভাববাদীর হৃদয়ে অনেক ঘাত প্রতিঘাত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন সেই স্বর্গীয় দূত পুনরাহ্বান দ্বারা তাঁহার হৃদয়কে অধিকতর বলশালী করিল, যখন সেই প্রেরিত দূত নিজ শক্তি হজরত মহম্মদ আত্মায় মিশাইয়া দিয়া বলিল যে, ধরিত্রীর ভার বহন করিবার জন্য এবং মানবের প্রতি নিরূপিত কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন জন্য মহাশক্তি সম্পন্ন হজরত মহম্মদকে উপযুক্ত পাত্র স্থির করিলাম। তখন তিনি সেই দূতবাক্য স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া, হর্ষোৎফুল্ল নয়নে এবং উত্তেজিত হৃদয়ে আশ্বস্ত হইলেন। ভাবিলেন মানবমণ্ডলী ভবিষ্যতে প্রকৃত সত্যধর্ম্ম আশ্রয় করিবে। মনে মনে যে সমস্ত আশঙ্কা ও সন্দিগ্ধতালতা প্রলম্বিত ছিল তাহা আশা এবং ভরসারূপ দেবশক্তির দৃষ্টি মাত্র বিশুষ্ক হইয়া গেল।

পৌত্তলিকগণকে ভ্রান্ত দেখিয়া তাহাদের পরিত্রাণের শ্রেষ্ঠতম উপায়-স্বরূপ ঈশ্বরানুমোদিত সনাতন একেশ্বর উপাসনার তাহাদিগকে পক্ষপাতী

করিতে ধর্ম্মাত্মা মহম্মদ প্রাণপণে সাধনা করিয়াছিলেন। কেহ নিজের জীব তত্ত্ব লইয়াই ইহ সংসারের কার্য্যকলাপ সমাধা করেন, কেহ আত্মার অস্তিত্ব স্বরূপ নিজ অস্তিত্ব জ্ঞানে তপস্যায় জীবনাহুতি প্রদান করত সুদূর মরুপ্রান্তরে কিম্বা নির্জ্জন অরণ্যাভ্যন্তরে জীবন লীলা সাঙ্গ করেন। প্রেরিত মহম্মদ (দ) কিন্তু পরার্থ পরতায় যে সুখ অনুভব করিতেন স্বার্থপরতায় তাহার বিন্দুমাত্র আনন্দ পাইতেন না। তজ্জন্য, যখন স্বর্গরাজ্যের সুমধুর বীণা ধ্বনি তাঁহার কর্ণ কুহরে বিবিধভাবে প্রবিষ্ট হইল, তখন তিনি জগতের যাবতীয় মানবজাতির উদ্ধার মানসে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। সেই স্বর্গীয় বীণাস্বরে যেন পূর্ব্বতন সাধুমণ্ডলী প্রেরিত মহাপুরুষ মহম্মদকে বলিতে লাগিলেন, "মহাত্মন! বিলম্ব করিওনা, জাগরিত হও, পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম প্রচার কর, তোমার প্রভুর নামের গৌরব নিশান উড্ডীয়মান করিতে প্রস্তুত হও।"

যাহার প্রাণের ভিতরে পবিত্র সমীরণ সঞ্চারিত, যাহার হৃদ্‌পিণ্ডে স্বর্গীয় শোণিত প্রবাহ, যাহার ধমনীতে বিশুদ্ধ তাড়িৎ শক্তি নিহিত, তিনি মানবাকারে দেবাখ্যা প্রাপ্ত। তিনি সংসারের তীব্র কষাঘাতে অটল, কুটীলের কুট বুদ্ধির ভাড়নায় অচল, দস্যুর পাষণ্ডতায় স্থির, নিন্দুকের নিন্দা-নিনাদে সহিষ্ণু, বিধর্ম্মীর আক্রমণে নির্ভিক থাকিয়া, প্রাবৃটের মন্থরগামিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায় গুরু গম্ভীর গর্জ্জনে অরাতি পুঙ্গবের হৃদয় বিকম্পিত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ নিজ কর্ত্তব্যপথে বিচরণ করেন। কাহারও প্রশংসা প্রত্যাশী হওয়া কিম্বা স্বার্থানুরোধে আবদ্ধ হওয়া তাদৃশ ব্যক্তির স্বপ্নের অগোচর। চরিত্র বল দেবোপম, নিষ্কলঙ্ক প্রতিভা স্বরূপ। মোহান্ধতা ও নির্ম্মমতা পরস্পর পরীক্ষক। দয়া দাক্ষিণ্য কণ্ঠহার তুল্য উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট।

ধর্ম্মবীর প্রেরিত মহম্মদের হৃদয়ে স্বর্গীয় বল আসিবামাত্র তিনি ঈশ্বরাদেশ প্রতিপালনার্থ কতিপয় প্রিয় শিষ্য সহ প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মানবের পরিত্রাণের উপায় নির্দ্ধারণ নিমিত্ত তিনি যে মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, যে পবিত্র ব্রত পালনে প্রভুর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, যে ধর্ম্ম প্রচার জন্য তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছেন, সেই কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে তীব্র আক্রমণ, অপমানের লোষ্ট্র প্রক্ষেপণ, অত্যাচারের নির্যাতন আসিতে লাগিল। অটল গিরিশৃঙ্গ সদৃশ শত শত বজ্রা-

ঘাত শিরে ধারণ করিয়া স্বকার্য্য সাধনে প্রতি নিয়ত যত্ন করিতে লাগিলেন। মহামতি মহম্মদ বিধর্ম্মাক্রান্ত মানবগণের ভৎর্সনা ও নিন্দাকে অঙ্গের ভূষণ মনে করিয়া দৃঢ়ব্রতে ব্রতী হইলেন। ভীষণ বাত্যাঘাতে মহীরুহগণ শাখাভ্রষ্ট হইলেও সূর্য্যদেব কখনই নিজকুক্ষি চ্যুত হন না। ভাববাদী মহম্মদের (দ) ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইবার সুসংযোগও অনেক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তাঁহার স্ত্রী রমণী মণ্ডলের বরণ্যা। বিষন্নতা এবং উৎসাহহীনতা মহান্ হৃদয় মহম্মদের (দ) হৃদয়ে আসিবার উপক্রম করিলে বুদ্ধিমতী খদিজা দেবী স্বামীর হর্ষ ও উৎসাহ উৎপাদনে সম্যকরূপ পারদর্শিনী ছিলেন। স্বামীও এরূপ গুণবতী সরলা অবলাগ্রগণ্য ভার্য্যার নিকট কোন কথা কখন গোপন রাখেন নাই। তদ্ব্যতীত কতকগুলি অনুরক্ত একান্ত ভক্ত শিষ্য তাঁহার সহায়তায় বিলক্ষণ নিরত ছিলেন। এই সকল শিষ্য এবং খদিজা দেবী তাঁহার উর্পদেশানুসারে পূর্ব্বপুরুষগণের প্রনষ্ট প্রথা পরিত্যাগ করত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে বহুতর শিষ্য হজরত মহম্মদের নিকট ঐশ্বরিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধখুল্লতাত আবুতালেব তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের দৈববল পরীক্ষা করিয়া নির্ব্বাক হইলেন এবং নিজপুত্রকে তৎপথাবলম্বী হইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। কত অর্থবান ভূস্বামী, মহাজন, সওদাগর ইসলাম ধর্ম্মের শরণ লইল তাহার ইয়ত্তা হয় না।

যদি মূলে কিছু সত্য নীহিত না থাকে শূন্যে কুসুমোদ্যান রচনা সদৃশ কোন বিষয় কাহারও বিশ্বাস স্থাপন করা সুকঠিন। খৃষ্টান ধর্ম্মপুস্তকেও উল্লেখ আছে, খৃষ্টের ভ্রাতাগণ তদ্বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। (John v ii 6.) ইহা সতসিদ্ধ যে, আত্মীয়গণ প্রায়ই অসৎ বুদ্ধি বশত স্বজনের প্রমুখাৎ সত্যতত্ত্ব গ্রহণ করিতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। ভাববাদী মহম্মদের (দ) প্রতি ঈশ্বরের কি অবর্ণনীয় কৃপা যে আত্মীয়গণই প্রথম তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। ইহাই তাঁহার প্রচার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন অনেকগুলি স্বপক্ষ এবং স্বজাতি তাঁহার প্রাণসংহারের ষড়যন্ত্র লইয়াই ব্যস্ত ছিল; কিন্তু যখন তাহারা জানিতে পারিল যে, তাহারা অজ্ঞান বশত জ্বলন্ত পাবকে হস্ত ক্ষেপণ করিতেছে, মূর্খতা নিবন্ধ হজরত মহম্মদের (দ) অঙ্গ-

স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তাহারা ভক্তিভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইল। তাঁহারা বুঝিল যে, বিশ্বপতি বিধাতার সেই অনির্ব্বচনী শক্তি প্রেরিত মহম্মদের হৃদয়াকাশে কোটী সূর্য্য সম দীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। পাপীগণ সেই বিদ্যুৎ প্রভায় অন্ধ হইতেছে, ভক্ত জ্ঞানী সাধুগণ সহাস্য বদনে চাহিয়া রহিয়াছে। ভক্তের হৃদয় শারদীয়া পূর্ণশশধরের স্নিগ্ধ জ্যোতি সম্ভোগ করিতেছে, পাপাত্মা অসাধুমণ্ডলী সন্তপ্ত হইয়া বিকট চীৎকার দ্বারা কর্ণ বধির করিয়া দিতেছে। কত বিদুষী, কত পণ্ডিত, কত শক্তিমান পুরুষ সেই আকস্মিক অভ্যুত্থান বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইল, কত সভাসমিতি দ্বারা কত মন্ত্রণা, কল্পনা নব বিধানের বিপক্ষে উপস্থিত হইল; কিন্তু গ্রীষ্মজ (মশা) গণের ক্ষণিক লীলা সদৃশ অকালে কাল কবলে কবলিত হইল। মক্কা নগরীর চতুর্দ্দিগস্থ মরু প্রান্তরে যখন সেই মহাপুরুষ ধ্যান মগ্ন হইতেন, তাঁহার গম্ভীর মনোহর মূর্ত্তি সন্দর্শন করত মহান শত্রুমণ্ডলীও মন্তপ্ত চিত্তে জানু পাতিয়া স্তব করিতে বাধ্য হইত।

এতদ্দ্বারা সকলেই স্থির করিতে পারিবেন যে, তাঁহার চরিত্র বল অতীব দৃঢ় এবং তাঁহার সাধুসঙ্কল্প স্বার্থশূন্য ছিল। তাঁহার শিষ্যগণের কার্য্য কলাপ দর্শনে সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, আদর্শ গুরু যাদৃশ তৎসকাশে শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত শিষ্যগণও তদনুরূপ পথাবলম্বী। মানবের মানসিক ব্যাপার সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট মত প্রদানে কেহই সমর্থ হন না। যেহেতু গুরু যাহা শিষ্যকে শিক্ষা দিলেন, শিষ্য তদ্বিষয় নিজায়ত্ত করিয়াও স্বপ্রবৃত্তির স্বাভাবিক শক্তির দাস হইয়া পড়ে। কাহারও বা গুরু অপেক্ষা অধিকতর শক্তি সঞ্চয় হয়। প্রবৃত্তির উপাদানভুত বিষয় গুলি, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সংযত থাকা অধ্যবসায় সাপেক্ষ নয়। যে শক্তি দ্বারা প্রেরিত মহম্মদ সমুদয় ভক্ত শিষ্যকে সদ্ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতে দেন নাই, তাহা অনৈসর্গিক, তজ্জন্যই তাঁহার গুণ, শক্তি, সংযম, সাধনা, তন্ময়তা এবং তৎপ্রাপ্তি অসৎ প্রবৃত্তির বোধাতীত। অর্থাৎ যে মানবের জড় বুদ্ধি, সে সূক্ষ্ম বুদ্ধির বিচার, আচার, জ্ঞান, গবেষণা প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠানের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ। কেহ আপনা হইতেই সাধু হন, কেহ চেষ্টা করিয়াও

নিজের কুপ্রবৃত্তি গুলি দমন করিতে পারেন না। যে বিশ্বব্যাপী বিমল জ্যোতিঃ দর্শন দ্বারা তিনি অলোক সামান্য প্রতিভান্বিত তাহাই লক্ষ লক্ষ পথভ্রান্ত পথিকের সম্বল হইয়াছিল, তাহাই হজরতের দ্বারা প্রকাশ হইয়াছিল।

কোরেষগণ (koreish) প্রাচীন প্রথাবলম্বী উপাসক তাঁহার প্রচারের অন্তরায় হইয়া উঠিল। তিন বৎসর ক্রমাগত বিচার, বাদানুবাদ, বিতণ্ডা বিতর্ক দ্বারা ত্রিশজন নাস্তিক ভাবাপন্ন মূঢ় ব্যক্তিকে স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাই অসামান্য প্রতিভার পরিচয়। সামান্য পার্থিব শক্তি হইলে কখনই তিনি পাষণ্ডদলন করিতে কৃতকার্য্য হইতেন না। প্রেরিত মহম্মদ তীর্থ যাত্রিদিগকে এবং সওদাগরগণকে সত্য ধর্ম্মের আলোক বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোরেষগণ প্রতিকূলতা করণোদ্দেশে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে "মহম্মদ যাদুকর।" এতদ্বারা তাঁহার সত্য প্রচার বিষয় কোন বিঘ্ন হয় নাই। সেই তীর্থ যাত্রিগণ স্বদেশে গিয়া প্রেরিত মহম্মদের গুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যবসায়িগণ স্বদেশ গিয়া সনাতন ধর্ম্মের বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিল।

সত্যের এমনই মাহাত্ম্য যে, অসূয়া পরবশ নীচাত্মাগণও স্বর্গীয় প্রতিভাময় জ্বলন্ত মূর্ত্তির নিকট অবনত মস্তক। স্বপক্ষগণ হইতে প্রেরিত মহম্মদের বহুল উপকার হইতেছিল। যাহারা কোন ভাবেই বিভোর হন নাই, তাহারাও নিরপেক্ষ ভাবে তাঁহার বিঘ্ন বিনাশ করিতে লাগিলেন। এই সম্প্রদায়ের লোক পূর্ব্বগত পিতৃ পিতামহের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মও ত্যাগ করে নাই অথবা নব বিধান প্রচারের প্রদর্শিত শ্রেষ্ঠমতও গ্রহণ করেন নাই। যবনিকার অন্তরালে দণ্ডায়মান নটগণের সদৃশ সকল সম্প্রদায়ের মতামত, কার্য্যাকার্য্য উহারা প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। কেহ কেহ প্রেরিত মহাপুরুষ মহম্মদের অন্যায়াচরণ ও অযথা আক্রমণাদি নিবারণ জন্য স্বত প্রবৃত্ত হইয়া নিরপেক্ষভাবে মধ্যবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তদীয় পিতৃব্য আবু তালেব এপথের পান্থ হইয়া এক মনোহর কবিতা রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি নিজে সনাতন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, অথচ কোরেষগণকে মহাত্মা মহম্মদের বিপক্ষতাচরণ করিতে বাধা দিয়াছিলেন। বিপক্ষ পক্ষ হইতেও ক্রমে সহানুভূতির লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। য়াত্রিবাইট (Yathrebite) একজন প্রধান সরদার, তিনি মক্কাবাসী কোরেষগণকে লিখিলেন "নবধর্ম্ম" প্রবর্ত্তকের প্রচার শ্রবণ করিতে আপত্তি কি? মহম্মদকে বিরক্ত করিবার প্রয়োজন কি? মানবের অস্তিত্ব যে হৃদয় দর্পণ দ্বারা পরিস্ফুট তাহা যাঁহার কৃপায় প্রতিবিম্বিত হয়, তিনিই সেই সর্ব্ব শক্তিমান সর্ব্বেশ্বর তিনিই মানব হৃদয় অধ্যয়নে সমর্থ।"

এতদ্দ্বারা কোরেষগণের অনেক দূরন্ত ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু নীচতার কিছুমাত্র অন্যথা হয় নাই। এমন কি উপাসনার সময়ে দুর্দ্দান্ত কোরেষগণ প্রেরিত মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর সর্ব্বাঙ্গ ধূলা বর্ষণ দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া দিত। নিন্দা, কুৎসা, অপবাদ প্রভৃতি গালিবর্ষণও অনবরতই ছিল। তদসেওয়ায় উৎসাহ প্রদান দ্বারা কুলাঙ্গার বালকগণকে উত্তেজিত করিয়া সেই দেবস্বরূপ মহাপুরুষকে অপমানিত করিত। এই নীচাধম বালকগণ হজরতের উপাসনার স্থল কণ্টক সন্নিবেশিত করিয়া ধূলাচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। বসিলেই কণ্টক বিদ্ধ হইয়া যাতনা প্রাপ্ত হইয়া হজরত উপাসনা ত্যাগ করিবেন পাপাত্মাগণের এইরূপ কুটিল দুরভিসন্ধি ছিল। তাঁহার কোন আত্মীয়ার বিপক্ষতাও ছিল।

এতাদৃশ নিষ্ঠুরাচরণ সত্ত্বেও ধর্ম্মবীর মহান হৃদয় মহম্মদের (দ) হৃদয় কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হয় নাই। হিমাদ্রির উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ কত শত বজ্রাঘাত সহ্য করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু অদ্যাপিও সেই অটল ভূধর অবিরতা প্রকাশ দ্বারা স্বকীয় মহত্ত্বের হ্রাস করে নাই। কালে হিমাদ্রিও বিলুপ্ত হইবে কিন্তু অমর মহাপুরুষের মুখনিসৃত উপদেশবাক্যগুলি অনন্তকাল স্থায়িত্ব লাভ করিবে; শত শত বিপ্লবেও বজ্রাপেক্ষাও কঠিনতর অস্ত্রের আঘাতেও কিম্বা অসংখ্য পাষণ্ডের জঘন্য কলুষাচরণেও, সেই মধুর প্রেমপূর্ণ অতি কোমল অমৃত ভাষা ক্ষয়প্রাপ্ত হইবেনা। কোরেষগণের হস্তে তিনি নিরন্তর নিমর্দ্দিত হইলেও, তাঁহার প্রচার কার্য্যে ব্যাঘাত হয় নাই। বর্ষার পূর্ণ বেগময়ী নদী যেমন সম্মুখের বাধা অতিক্রম করিয়া নিয়ত সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, এবং বিঘ্নকারী পর্ব্বতাদি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় তদ্রূপ তাঁহার মাহাত্ম্য স্রোত অপ্রতি-

হত প্রভাবে স্বকর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে অনন্ত শক্তির দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। বিপক্ষগণ বাতাহত কদলীবৎ লণ্ডভণ্ড হইতে লাগিল।

প্রেরিত মহামতি মহম্মদের (দ) সাহিত্য শিক্ষা ছিলনা, দর্শন অধ্যয়ন ছিলনা, বিজ্ঞান চর্চ্চা ছিলনা, জ্যোতিষশাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি ছিলনা, এমন কি নিরক্ষর বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। এমন বিদ্যা বুদ্ধি বিহীন ব্যক্তির প্রমুখাৎ অতি কঠোর জটিল মীমাংসার অবতারণা কিরূপে হইত, মূর্খের কথা ছাড়িয়া পণ্ডিতগণের মস্তিস্ক তাহার কারণ সিদ্ধান্ত করিতে অসমর্থ। অশিক্ষিত বর্ব্বর জাতির মধ্যে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনায়াসে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে, কিন্তু তৎকালিন আরবের শিক্ষিত সমাজে একটা ধর্ম্মমত প্রচার করিতে প্রবর্ত্ত হওয়া কি মূর্খের কর্ম্ম? যে আরবের বিজয় দুন্দুভি জগতিতলে যাবতীয় জীবের কর্ণ বধির করিতেছিল, যাহার সাহিত্য বিজ্ঞানের বিদ্যা-মন্দিরস্থ ছাত্র কোলাহল সুবিস্তীর্ণ সমুদ্র পার ইংলণ্ড পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, যে আরবের অজেয় অদম্য বীরগণের শাণিত তরবারির বিদ্যুজ্জ্বালসা পৃথিবীর কত শত নরপতির হৃদ্‌কম্পন উপস্থিত করিয়াছিল, সেই মহা সভ্যতার কালে মহা সভ্যস্থানে একটী সুপ্রসিদ্ধ জনপাদ মধ্যে মহম্মদ মূর্খ হইয়াও কোন্ অসামান্য শক্তিবলে জগৎ মুগ্ধ করিয়াছিলেন! কোন বিদ্যাবলে পণ্ডিতের বিদ্যা বলকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন? কোন মহিয়সী শক্তির মন্ত্রবলে মোল্লীগণ মুগ্ধ হইয়া আপাদ মস্তক ধূল্যাবলুণ্ঠীত দেহে সেই মহাপুরুষের পদানুসরণ করিয়াছিলেন?

"গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নিগুণঃ
করি মৃগেন্দ্রস্য বলং ন মূষিকঃ"

হস্তীর বল হস্তী বুঝিতে সমর্থ, ইন্দুর কি বুঝিবে। যখন আদ্ এবং তামুদ (Ad and Thamud) জাতির ধর্ম্ম বিদ্বেষবুদ্ধি অপসারণ মানসে হজরত স্বয়ং নিজের প্রাণ মন দিয়া সমস্ত জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া পাষণ্ড হৃদয় দ্রবীভূত হইল, কিন্তু উহারা আপনাদের ভ্রান্তি অন্ধকারে নিমজ্জন থাকাই শ্রেয়স্কর মনে করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। তিনি সুপথ ভ্রান্ত ধর্ম্মপিপাসু উপাসকগণকে বলিলেন, আদ ও তাধুদ Ad and Thamud) জাতির দুর্গতি দণ্ড স্মরণ

করিয়া পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত হউন। তিনি প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় জলদ গম্ভির স্বরে তীব্র ভাষায় বলিয়া উঠিলেন, নোয়া (Noah) বংশোদ্ভব দুর্ম্মতিগণ স্বর্গীয় দূতের বাক্য অবহেলা করিয়া ঈশ্বর কোপাগ্নিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন হাহাকার করিতে করিতে পথে পথে শৃগাল কুকুরের ন্যায় চীৎকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল তদৃষ্টে কোন্ নগরবাসীর হৃদয়ে সত্যালোক বিকাশিত হয় নাই। অনির্ব্বচনীয় ঐশিশক্তি প্রভাবে পাপাত্মার চির নরক যন্ত্রণা অপরিহার্য্য। কবরস্থ মনুষ্যগণের শেষ বিচার জন্য যে দিন সেই স্বর্গীয় বিচারসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান পাপ প্রতপ্ত দেহিপুঞ্জ থর থর কম্পিত কলেবরে অশ্রু প্লাবিত নেত্রে যোড়হস্তে পরিত্রাণের নিমিত্ত কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিবে, সেই দিন স্মরণ করিয়া সকলে সাবধান হউন। পাপের জন্য তিরস্কার পূণ্যের জন্য পুরস্কার তাঁহার চিরন্তন প্রথা। তাঁহার অভ্রান্ত সত্যের প্রতি যাহার অবিশ্বাস হইবে সেই অনন্ত নরকে দাবদাহে বিদগ্ধ হইতে থাকিবে। ইহকালে অজ্ঞান অবস্থার দণ্ড পরকালে প্রত্যক্ষ। জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াও যদি মানব তদীয় সত্যধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয় সেজন্য তাহাকে অজ্ঞান অন্ধকারেই থাকিতে হয়। "আলোক বিস্তৃত রম্য স্থানান্তর্গত ব্যক্তিগণ পাপাত্মা হইলে ঈশ্বর তাহাদের সেই আলোক হরণ করেন এবং তাহারা তমসাচ্ছন্ন স্থানে কিছুই দেখিতে পায় না।

মূক ও বধিরগণ যে পাপের নিমিত্ত বর্ত্তমান জীবনে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, সেই পাপ পথে পুনর্ব্বার বিচরণ করা কি তাহাদের কর্ত্তব্য? বিকট বজ্রধ্বনি শ্রবণ করিয়া কি কর্ণকুহরে অঙ্গুলি প্রদান কর না? এই শিক্ষা কি চৈতন্যোদয় হইবার যথেষ্ট শলাকা নয়? বিদ্যুতালোকে যখন চক্ষু মুদিত করিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন মানব নিস্পন্দ ভাবে দণ্ডায়মান থাকে, সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর মনে করিলে চিরান্ধতায় চির অন্ধকারে বিক্ষিপ্ত করিতে পারেন। এই দৃষ্টান্ত দ্বারাও কি বোধ হয় না। তিনি মানবের হিতার্থ পুনঃ পুনঃ ঘটনাবলি দ্বারা জ্ঞানাশ্রয়ের পথ পরিস্কার করিয়া দিতেছেন? পিপাসায় শুস্ককণ্ঠ শ্রান্ত পথিক মরু প্রান্তরে মরিচিকা দর্শন করিয়া, বারিভ্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত নিরাশ অন্তরে কাতরপ্রাণে চারিদিক শূন্যময় সন্দর্শন

করিলে, দয়াময় জগজ্জীবনরূপে ভক্তের সম্মুখে উপস্থিত হন। কারণ তিনি ভক্তের জন্য যেমন কাতর তেমন আর কিছুতেই কাতর হন না। ভক্তের বিপদ পড়িলে তিনি স্বয়ং সেই বিপদ মস্তকে গ্রহণ করেন। সমুদ্রগামী অর্ণব-পোতারোহী যখন অনন্ত জল রাশি মধ্যে ঘোর নিশিথে দিক্ নির্ণয়ে অসমর্থ, কোন্ মহাশক্তির অনুগ্রহ বলে নাবিক সুপথ চিনিয়া লইতে সমর্থ হয়? ঈশ্বর মনে করিলে সেই আরোহী পূর্ণ পোত চির অন্ধকারে প্রেরণ করিতে পারেন। এতাদৃশ মহা তেজস্বী ভাষায় বক্তৃতা শ্রবণে ক্রমে কোরেশ-গণের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইতে লাগিল। বস্তুতঃ তৎকালে কি যেন একটী গুরুতর পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। তাঁহাদের চিরদিনের বদ্ধমূল অন্ধবিশ্বাস যেন অচিরে বিলয় প্রাপ্ত হইল। সূর্য্য কিরণ পরিব্যাপ্ত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ যেমন পূর্ব্বদিক্ পরিষ্কার হওয়া উক্ত দুরন্তগণের দুর্ম্মতি অন্তরায়ের পক্ষেও সেইরূপ সুলক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

হজরত মহম্মদ যখন কোরেশগণের চিরাভ্যস্থ পৌত্তলিকতা নিবারণ সংকল্পে তাহাদের দেবমূর্ত্তিগুলির বিনাশ সাধন করিতে লাগিলেন এবং মূর্ত্তি পূজার বিপক্ষে অনভিমত প্রকাশ করিলেন, যাহাদের স্বার্থে আঘাত পড়িল তাহারা যেনমূর্ত্তিমান অগ্নি তুল্য ক্রোধে অধির হইয়া মহা বিপ্লব উপস্থিত করিল। এই বাধা উপস্থিত হওয়ায় পূর্ব্বকৃত আন্দোলনের ফল কিঞ্চিৎ মন্থর গতি প্রাপ্ত হইল। এই নব বিদ্রোহী কোরেশগণ নিজ নিজ পরিবারস্থ সনাতন ধর্ম্ম গ্রহণার্থীগণকে গোপনে বিনষ্ট করিতে লাগিল। প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিগণ কেবল সেই অত্যাচার হইতে নিস্কৃতি পাইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত যাবতীয় ব্যক্তিকে মহা যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। কেহ কারা-রুদ্ধ, কেহ অনাহারে বিনষ্ট, কেহ উত্তপ্ত বালুকাস্তরে নিক্ষিপ্ত। ইত্যাদি অশেষ উৎপীড়ন দ্বারা যাহারা ঈশ্বর মতাবলম্বি হইয়াছিলেন তাহাদিগকে পৌত্তলিকতায় পুনঃ প্রবর্ত্ত করা হইল।

সত্যে জলন্ত নিশ্বাসী বিল্লাল (Billal, the First muezzin of Islam) নামক এক ব্যক্তিকে নানাবিধ ক্লেশ দেওয়াতে তিনি স্বমত ত্যাগ করি-লেন না। তিনি বলিলেন,—আমি তোমাদের নিষ্ঠুর আচরণ অনুষ্ঠিত প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড বক্ষে ধারণ করিয়া প্রচণ্ড সূর্য্য প্রতি দৃষ্টি করিতে

বাধ্য হইয়াও শুনিতেছি কে যেন আমায় বলিতেছেন "তুমি মৃত্যু শ্রেয়ঃ কল্প বুঝিবে, তথাপি সনাতন ইসলাম ভুলিওনা" বস্তুত একেশ্বরবাদ তাঁহার জীবনের প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।

অবশেষ সত্যে জলন্ত বিশ্বাসের অগ্রগণ্য আবুবক্কর (Abu Bakr) দয়া পরবশ হইয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিলেন। মহাত্মা মহম্মদ এই সকল শিষ্যের যন্ত্রণা দর্শন করিয়া অবিচলিত চিত্তে উক্ত অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিলেন। এবং সত্যময় ঈশ্বর রক্ষক বিশ্বাসে হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া রাখিলেন। যেখানে শক্তির অভাব সেই স্থানে কৌশল অবলম্বন প্রকৃতির নিত্য ধর্ম্ম। বিক্ষিপ্ত কোরেশগণ প্রেরিত মহম্মদকে কৌশলে সত্যচ্যুত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। একদা ওতবা (Otba) নামক একজন কোরেশ বংশো-দ্ভব দুরাত্মা, যাহার মন অন্যান্য বিকট, বিকৃত কোরেশগণের তুল্য অতীব পাপ পঙ্কে নিমগ্ন ছিল, হজরতের নিকটে আসিয়া জানাইল, আমার কতকগুলি আবশ্যকীয় বক্তব্য বিষয় আছে, যদি প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তাহা হইলে বলিতে ইচ্ছা করি। তচ্ছ্রবণে মহদুদার প্রেরিত মহাপুরুব হর্ষচিত্তে শ্রবণ বাসনা জ্ঞাত করিলেন। ওতবা বলিল "আপ-নার অমানুষিক শক্তি দ্বারা অত্রস্থ অধিবাসিগণ বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছে, পূর্ব্ব পুরুষগণের চিরাচরিত ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত প্রায় করিয়া ফেলিয়াছেন। এমন কি আমাদের পূজ্য দেব দেবীর প্রতিও অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছে। ' এক্ষণে আমাদের সকলের পরামর্শমতে স্থির করিয়াছি যে, যদি আপনি আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্মে কোন প্রকার সংশ্রব না রাখেন কিম্বা আপনি সর্ব্ব বিধায় নিরস্ত হন তাহা হইলে এই বিস্তৃত জগতীতলে আমরা আপনার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করিব। আমরা আপনাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি করিব। ধন, মান, উচ্চপদ এমন কি রাজত্ব পর্য্যন্ত যে কিছু অভিলাষ সমস্তই সম্পূর্ণ সংযোগ করিয়া দিব। যদি কোন পৈশাচিক আক্রমণ জন্য পীড়াগ্রস্থ হইয়া থাকেন, যত অর্থ ব্যয় করিয়া সুচিকিৎসা হয় তাহারও বন্দবস্ত করিব। বলিতে কি এই সংসারে মানবের বিলাস বৈভব যতদূর হইতে পারে সমস্তই আপনি প্রাপ্ত হইবেন।

মেঘগর্জ্জন শিশুকে চমকিত করে, প্রবল তরঙ্গ ভেলাকে আকুলিত করে।

সচ্চিদানন্দ পুরুষ, সামান্য ফুৎকারের কথা দূরে থাকুক, যদি বিশ্ব প্রদাহী জলন্ত বৈশ্বানর করাল বদন বিস্তার করিয়া গ্রাস করিতে আইসে, তথাপি হিমাদ্রি সদৃশ অনড় অটল হইয়া তুচ্ছ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াও বিশ্ববাসীকে জানাইবেন "সত্যের জয়, সত্যের জয়"।

ওতবার বিসদৃশ বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া প্রেরিত পুরুষ বলিলেন ঐশ্বরিক (কোরাণের) বাক্য ব্যতীত অন্য বাক্যে আমার অন্তর বিদগ্ধ হয়, কর্ণ বধির হয়। এই পরস্পর পার্থক্য শ্রবণ করিয়া আপনার যাহা অভিরুচি তাহাই করুন। আমরা কাহারও পরামর্শ গ্রহণের অপেক্ষা রাখিনা। আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, যিনি আপনার পরম পূজ্য পরমেশ্বর, তিনি আমারও মহাপূজ্য পরম পবিত্র পরমেশ্বর। আপনার সুমতির জন্য তিনি আমাকে বলিতেছেন "অতীতের জন্য অনুতাপ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর।" বড় পরিতাপের বিষয় এই যে পৌত্তলিকগণ দরিদ্রের প্রতি দয়া করিতে জানেন না। ক্ষুধায় কাতর, শীর্ণদেহ অনাবৃত, অনাহারে ক্ষিণস্বর মহা দরিদ্র ভিক্ষুক এক মুষ্টি অন্নপ্রাপ্তির আশায় পৌত্তলিকগণের দ্বারস্থ হইলেও তাঁহাদের করুণা কণা বিতরণের অভিলাষ জন্মেনা। পরকাল আছে এবং পরকালে স্বর্গীয় বিচার পতির নিকট বিচার হইবে ইহা বিশ্বাস করা কি পৌত্তলিকগণের অপকর্ম্ম? ইহা অতি স্থির সিদ্ধান্ত যে, যাঁহারা পরকাল বিশ্বাস করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অনন্ত সুখকর অনন্ত কাল ব্যাপী পুরস্কার পাইবেন। *

এই গুরুগম্ভির সরল প্রত্যুত্তর ওতবার হৃদয়কে বাতাহত কদলী সদৃশ কম্পিত করিল। এ সংবাদ তদীয় প্রবল পরাক্রান্ত অত্যাচার প্রিয় স্বদলভুক্ত পৌত্তলিকগণের কর্ণগোচর হইতে বাকী রহিলনা। ব্যাঘ্রীর বিনিক্রান্ত শিকার যেমন তাহার ক্রোধ ও মর্ম্মদাহ বৃদ্ধি করে, প্রেরিত পুরুষ সেইরূপ কোরেশগণের ক্রোধান্ধতাকে বিক্ষুব্ধ করিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার শিষ্যগণের যন্ত্রণা দর্শনে তাঁহার দয়া পূর্ণ হৃদয় ব্যথিত হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে কিছুদিনের জন্য আবিসিনিয়া দেশাধিপতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন।

* Koran Sura Xli.

যে বিষ দাহনে প্রাণের লয়,
কেমনে স্বকরে করি গ্রহণ;
কি মন্ত্র কুহকে কেগো সেজন,
সে বিষে মানুষে দিল জীবন।

হায়! ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কেমন অচিন্তনীয়, অবর্ণনীয়! শত বাধা বিঘ্নমধ্যে কেমন একটী অত্যাশ্চর্য্য পরম রমণীয় সৌম কান্তি বিরাজ করিতে করিতে চতুর্দ্দিগস্থ সমস্ত স্থাবর জঙ্গমকে ধর্ম্মরূপে মানবত্বে পরিণত করে, ইহা সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন বিবেকীর বিবেক রজ্জু সমুদ্র সদৃস অনন্ত জ্ঞান রত্নাকরের পরিমাণ ইয়ত্তা করিতে পারেনা। কোন্ অমানুষিক অদ্ভুত শক্তি বলে বিপক্ষ পক্ষ স্বমত ত্যাগ করত, তাহাদের চিরানুমোদিত শোণিতগত প্রবৃত্তি পরিহার করিতে কৃত সংকল্প তাহা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত।

৬১৫ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ হজরত মহম্মদের পঞ্চম অভিযানে একটী অলৌকিক ঘটনা সন্দর্শন করিয়া পঞ্চদশ জন কোরেশ তাঁহার চরণতলে মস্তক অবনত করিল। ইসলাম ধর্ম্মের ইতিহাস মধ্যে এই ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। এই সময় বহু সংখ্যক লোক আপন আপন অন্তরস্থ চিরপুষ্ট সত্যাদর অপ্রকাশ রাখিতে পারিলনা। অচিরকাল মধ্যে ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮টী স্ত্রীলোক স্বজনদ্রোহী সত্যপথ ভ্রষ্ট অভিভাবকগণের অবরোধ উল্লঙ্ঘন করত, সর্ব্বানুমোদিত সনাতন ধর্ম্মের স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। উষাগম সন্দর্শন করিয়া পক্ষিগণ মহানন্দে যেমন বিশ্বপাতা বিধাতার গৌরবগান গাইতে থাকে এবং এক উদ্যানস্থ সমস্ত বিহঙ্গম নানা সম্প্রদায়স্থ হইলেও সকলে জাতিধর্ম্ম ভুলিয়া একত্রে সমস্বরে "জয় জগদীশ" স্বরে উচ্চরবে গীতাভিনয় করে, তদ্রূপ এক্ষণে চতুর্দ্দিক "জয় মহম্মদের জয়" ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করিয়া ফেলিল। কেহ মনে করিবেন না যে প্রেরিত মহম্মদের বৈরীবৃন্দ এককালে সবংশে প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল। অবশিষ্ট অক্লান্ত কোরেশগণ লক্ষভ্রষ্ট ব্যাধের ন্যায় মনঃকষ্টে উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিতে ক্ষান্ত ছিলনা। এমন কি আবিসিনিয়ার খৃষ্টান রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিয়া আশ্রিত সত্য ধর্ম্মোপদিষ্ট কোরেশগণকে প্রত্যর্পণ

করিতেও অনুরোধ করা হয়। ইহা সকলেই অনুমান দ্বারা স্থির করিতে পারেন যে, ঐ নিষ্ঠুর কোরেশগণ দয়া শূন্য হৃদয়ে প্রাণ সংহার বাসনায় উক্ত ভক্তবৃন্দের পুনরাহ্বান করিয়াছিল। কিন্তু সেই জ্ঞানবান খৃষ্টান নরপতি উক্ত দূত সমক্ষে আশ্রিত কোরেশগণকে উপস্থিত হইতে আহ্বান করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনারা পূর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন কেন? আবুতালেবের পুত্র জাফর তদুত্তরে বলিলেন "মহারাজ আমরা এতদিন অসভ্যতা এবং অজ্ঞানতা রূপ ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন ছিলাম। আমরা অনাচার অপকর্ম্ম যথেষ্ট পরিমাণে করিয়াছি। এমন কি মৃতদেহ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে বিরত হই নাই। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা নির্ম্মমতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি অমানুষোচিত কর্ম্মই অনুষ্ঠান করিতাম। আমরা সত্য সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্মাবগত না থাকায় প্রবল পরাক্রমশালী ব্যক্তিগণের আদেশ প্রতিপালন করণার্থ প্রস্তুত হইতাম। কালক্রমে সেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বেশ্বর যখন তদীয় প্রতিভা প্রদানে ও স্বর্গীয় আভরণে আবৃত করিয়া মনুষ্যাকার অসামান্য পুরুষ প্রেরণ করিলেন তখন আমরা বুঝিলাম জগতের পাপ বিমোচনার্থই এই সত্যময় সদাশয় পবিত্র পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সেই মহাপুরুষ হইতে একেশ্বর উপাসনা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি। সেই শিক্ষা দ্বারাই আমরা আর কখনই সর্ব্বময় পরমেশ্বরকে ভিন্নাকারে পূজা করিতে প্রস্তুত নই। তাঁহার দেহে অন্য বস্তু মিশাইতে চাইনা। তাঁহার নিষেধাজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ পৌত্তলিকতা, মিথ্যা, সত্যে অবিশ্বাস প্রভৃতি অসৎপ্রবৃত্তিনিচয় পরিত্যাগ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। প্রতিবাসিগণের অধিকারে হস্ত প্রসারণ করা মহা অধর্ম্ম তাহা এক্ষণে শিক্ষা করিয়া জীবনে শান্তিলাভ করিয়াছি। জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ স্বর্গভোগের সোপান স্বরূপ তাহাও তাঁহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি। অবলা কুলাঙ্গনা কুলের কুৎসা রটনা মহাপাপ, অনাথ সন্তানগণের অর্থে লোভ অসংখ্য পাপ, ইহা তাঁহারই প্রসাদে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। অসত্য অপকৃষ্ট আচরণ মাত্রকেই ঘৃণা করা কর্ত্তব্য, ঈশ্বরের আরাধনা সর্ব্বাগ্রে প্রতিপাল্য, অনাথকে মুষ্টিভিক্ষা গৃহস্থ ধর্ম্ম এবং প্রায়োপবেশন অবশ্য পালনীয় এসমস্ত উপদেশ সেই প্রেরিত পুরুষের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত উৎকৃষ্ণ উপদেশ পূর্ণ জ্ঞান যাঁহার নিকট প্রাপ্ত

হইয়াছি তাঁহাকে বিশ্বাস না করিয়া কোন্ পামর ক্ষান্ত থাকিতে পারে? এই অপরাধ কি পাপমধ্যে পরিগণিত হইবে?

দারুময় দেব মূর্ত্তি এবং প্রস্তর নির্ম্মিত পুত্তলিকা প্রভৃতির পূজা না করিয়া একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের পূজা করণ অপরাধ জন্য পাপিষ্ঠ কোরেশগণ আমাদের প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হওয়ায়, আমরা অশেষ যন্ত্রণা ভোগ এবং নানাবিধ কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া, হে খৃষ্ট নরপতি! এক্ষণে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। উহাদের অত্যাচার হইতে আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন।

এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া উক্ত খৃষ্টানরাজ দূতকে বিদায় করিলেন। দূত বিষণ্ণ মনে, অকৃতকর্ম্মা হইয়া, ভগ্নহৃদয়ে নিরাশচিত্তে মক্কা (Mecca) নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। জগৎ দেখিল ভবার্ণবে পরিত্রাণ পাইবার মহামন্ত্র যাহা হজরত একবার কাহারও চিত্তক্ষেত্রে বপন করিয়া দিয়াছেন তাঁহার মূলোৎপাটিত করা কাহারও সাধ্য নয়।

অন্যান্য শিষ্যগণ নানাস্থানে প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইলেও, প্রেরিত মহম্মদ স্বকর্ত্তব্য পালনে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। পুনঃ দুর্দ্দান্ত কোরেশগণ তাঁহার নিকট আসিয়া নানা প্রলোভন দেখাইতে লাগিল, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে মহা তেজস্বীতাসহ উত্তর করিলেন যে, আমার রাজ্য লালসা নাই, ধনতৃষ্ণা নাই, উচ্চপদাকাঙ্ক্ষা আমার নিকট তুচ্ছ, আমি ঈশ্বর আদেশ পালন জন্য ভূমণ্ডলে আসিয়াছি, তাহাই মনুষ্য সমাজে প্রচার করা আমার ধর্ম্ম। তিনি যে সকল বাক্য আমার দ্বারা আপনাদিগকে শুনাইতেছেন আমি তাহাই কেবল ব্যক্ত করিতেছি। যদি আপনারা সেই ভগবদবাক্য সংযত চিত্তে গ্রহণ করেন, আপনারা ইহকাল পরকাল উভয় কালেই সুখী হইবেন। যদি আপনারা সেই পবিত্র আদেশ প্রতিপালনে অসম্মত হন, আমি নিরস্ত হইব সত্য, কিন্তু ঈশ্বর আপনাদের সহিত আমার পার্থক্য কত তাহা বিচার করিবেন।

অজ্ঞান বালক যেমন জ্ঞানীর পরামর্শ মাহাত্ম্য না বুঝিয়া উপহাস করে, সেই অজ্ঞানান্ধ কোরেশগণ হজরতের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে লাগিল। কেহ কেহ যুক্তি শূন্য প্রশ্নাদি দ্বারা তাঁহাকে

বিদ্রূপ শ্লেষ প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিছুতেই তাহারা বুঝিলনা যে সত্যালোক বিস্তার জন্যই এই মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে।

চিরদিন তপন তাপ মেঘজাল দ্বারা আচ্ছন্ন থাকেনা। চিরভ্রান্তি অন্ধকূপস্থ ভেকরূপী অজ্ঞান মানব সময়ে সূর্য্যালোক দর্শন করিয়া কি অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিয়া থাকে। নূমল (বিষ্ঠা) মধ্যস্থ কীটানুপুঞ্জ যথাকালে প্রকৃতির হাস্যময়ালাবণ্য সন্দর্শন করিয়া জীবনের সার্থক করিয়া থাকে। সত্য কখনই অসত্যের আবরণে আবৃত থাকে না। সন্দিগ্ধমনা দুরাত্মার জগন্ময়ী আত্মা সাধু দর্শনে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া নিজরূপ ধারণ করে; অজ্ঞান অসাধু ব্যক্তি শত্রু ভাবেও সাধু সহবাসে সদজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। হজরত মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম্মমত ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ

লায়লী-মজনু।

নবম হিল্লোল।

হাসে যথা দিক্-বধূ বালার্ক কিরণে,
প্রস্ফুটিতা কমলিনী; হসিত কুসুম
প্রলুব্ধ প্রমত্ত ভৃঙ্গ মদ—লালসায়।

প্রিয় পাঠক! এতক্ষণ অনেক কথা কহিয়াছি, কিন্তু যে, মোহিনীর প্রেমাকর্ষণে রাজ-পুত্র পথের ভিখারী হইয়াছেন, তাঁহার সেই প্রেমাশ্রু বিগলিত ঈষৎ-রক্তাভ ফুটন্ত চম্পক সদৃশী উচ্ছসিত সৌন্দর্য্যময়ী বিজলী-প্রভা-গঞ্জনু বদন সুষমা নিরীক্ষণ করিতে পারেন নাই- জগতের প্রেমের ইতিহাসে যিনি আদর্শস্থানীয়া—তাঁহার মনটীর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে একবার সৌন্দর্য্যের গল্পটা শুনিতে দোষ কি? প্রথমে ধরিয়া লউন, ঠিক একটী বন-ফুল! তার পর বলি, নাতিদীর্ঘ নবনী-সম্ভবা লোহিতাভ একখানি প্রতিমা, সুদীর্ঘ অলকা-গুচ্ছ আজানু লম্বিত বেণী-সম্বদ্ধ, মদনের ফুলশর-নিন্দিত প্রেম-শর-যোজিত দু'খানি ভ্রু, দুখানি কামধনু, তন্নিম্নে—প্রিয় পাঠক—পাঠিকা! সেই প্রেম-মৃণয়ার কটাক্ষ-বাণ নিক্ষেপের ব্রহ্মাস্ত্র আড় নয়ন-দুটী! রক্তজবা বিনিন্দিত তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত ওষ্ঠ যুগল, প্রাণান্দ-

দায়িনী মুক্তা সদৃশ দন্তপাতি, অলক্তক রঞ্জিত কোমল কর-কমল ও চরণ-প্রসূন আধ আধ ভাঙ্গা কোটিবন্ধ, আর কোকিল-গঞ্জিনী, মধুর কণ্ঠস্বর, প্রতিক্ষণে মজনুর জীবনকে লায়লীর কঠোর প্রেম-ব্রত সাধনের মরুময় পথে (মজনুর চক্ষে স্বর্গের পথ) লইয়া যাইত; অসহায় প্রেম-ভিখারী তখন সংসারে একাকী লায়লীকে চক্ষে দেখিতেন, হয়ত বলিতেন—

তুমি জ্বালাও সুধু দূরে দূরে
দেখা দাও না,
তুমি কাঁদাও সুধু প্রণয়-বাণে
এসে মিল না!

এখনও লায়লীর সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে আমাদের কিছু, অতিরিক্ত বক্তব্য আছে,—এই গজেন্দ্র-গামিনীরই রূপে মজনু আপনার স্বরূপ দেখিয়াছেন,—নিজকে ভুলিয়াছেন—স্বর্গ ভুলিয়াছেন—মর্ত্ত ভুলিয়াছেন—সুখ সম্পদ সমুদয় ভুলিয়াছেন—কেবল ভুলেন নাই সেই প্রীতি বিস্ফারিত সরলতার আধার পূর্ণযৌবন দৃপ্তা, নির্ব্বাত—নিষ্কম্প—প্রশান্ত চন্দ্র-মুখখানি! কুণ্ডলোজ্জ্বল্যে—রত্নাদির জ্যোতি উদ্ভাসনে সে যে কি একখানি সুকুমার ছবি ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয় তদুপরি চতুর্দ্দশ বৎসরের "ভরা-ভাদর!"—দুঃখীত এই, মজনু ব্যতিরেকে মন্দির "শূন্যহি!"—নিষ্ঠুর বিধাতঃ!—কোন্ শুভ লগ্নে ইহাঁদের মিলন হইবে?—লায়লীর "রুণু ঝুনু" "রুণু কণু" নুপুর নিক্কন শব্দে কতদিন মজনুর মোহাসক্ত হৃদয়-পতঙ্গকে বিরহানলে দগ্ধ করিবে?*

বস্ত্রাবৃত অগ্নি কখনও লুক্কায়িত থাকে না,—অতি অল্পদিনের মধ্যে সিরিয়া, স্তাম্বুল, বল্‌খ, বোখারা, প্রভৃতি দূরদেশে লায়লীর ভুবন-বিমোহিনী সৌন্দর্য্যের কথা পৌছিল,—অনেকে না দেখিয়াই অর্থাৎ কেবল সৌন্দর্য্যের

---

* লায়লীর যতটুকু সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছি,—কতক গ্রন্থকারের মতে তাহা নাকি পণ্ড!—কারণ এই সৌন্দর্য্যটা মজনুর চক্ষে বর্ণনানুরূপ ছিল, লায়লা অতটা সুন্দরী ছিলেন না;—যাক্ তাহাতে ক্ষতি নাই,—ইহা প্রেমের পথ, এখানে—"যে যাহারে ভাল বাসে" সে তা'কে লইয়া জগৎ ভুলিতে পারে,—আমরা গ্রন্থকার,—আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি?

প্রশংসা শুনিয়াই মত্ত হইল। অধিক কি "সালাম" নামক এক পরাক্রান্ত যুবক নরপতি এই সমুদয় শুনিয়াই লায়লীর প্রেমাসক্ত হইলেন। তিনি রাজ্য-সিংহাসন পর্য্যন্ত অবহেলা করিয়া দীনহীনের বেশে আরবে উপস্থিত হইলেন। উন্মত্ত সম্রাট হৃদয়ে লায়লীকে লইয়া দিবারাত্রি সহরের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এদিকে সম্রাটের বৃদ্ধ পিতা এতদ্ শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন;—একমাত্র পুত্রের এহেন পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধ নিরতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন; তখন তিনি উপায়ান্তর নাই দেখিয়া মহা-রাজ-আড়ম্বরে আরবে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে একদিন এক আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইল,—লায়লীর পিতা তাহার দুরদৃষ্ট স্মরণ করিয়া একান্ত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, তাই তিনি কতকগুলি দরিদ্র ভিক্ষুককে কন্যার মঙ্গল কামনায় লায়লীর স্বহস্তে ভোজন করাইবার আয়োজন করিলেন,—লায়লীর যখন পরিবেশনের সময় হইল,—তখন সেখানে অনেকগুলি ভিক্ষুক একত্র হইয়াছিল, আমাদের নিরাশ প্রণয়ী মজনু কি আর এ সুযোগে লায়লীকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন? একে একে লায়লী সকলকে অন্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন,—কিন্তু একটী লোলুপ ভিক্ষাজীবি বারম্বার তাঁহাকে ঠকাইয়া বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া খাদ্যগ্রহণ করিতে লাগিলেন। লায়লী আর সহ্য করিতে পারিলেন না—অন্ন বিতরণের সেই হস্তস্থিত হাতা দিয়া সজোরে পৃষ্ঠে আঘাত করিলেন। অনতিবিলম্বে এই অন্যায় সংবাদ লায়লীর পিতা শ্রবণ করিলেন, ফকিরের আশীর্ব্বাদে তাঁহার চিত্ত-বিনোদনের জন্য যে সুখকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে দরিদ্রকে স্নেহের পরিবর্ত্তে প্রহার কেন?—এজন্য তিনি কন্যাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। তখন লায়লী কহিলেন "তাতঃ! আমি ফকিরকে প্রহার করি নাই, আপনাকে স্বহস্তে প্রহার করিয়াছি,—এই দেখুন পৃষ্ঠ"!—যাহা দেখা গেল তাহাতে উপস্থিত সকলে অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন—তখন লায়লী বলিলেন—"সে ফকির মজনু ছিল, হৃদয়ের আদান প্রদানের একত্বে তাহার পৃষ্ঠের প্রহার-চিহ্ন মদীয় পৃষ্ঠেও অঙ্কিত হইয়াছে, বেদনা উভয়েরই সমান।" তখন অন্যান্য লোক একান্ত কৌতূহলী হইয়া গমনোন্মুখ দীন-বেশী রাজপুত্রের বস্ত্রউন্মোচন করিয়া ঠিক ঐরূপ একটী কাল চিহ্ন দেখিতে পাইলেন,—সকলে জিজ্ঞাসা

করিলে মজনু সানন্দে উত্তর দিলেন "আমি লায়লীর সহিত সাক্ষাতের জন্যই আসিয়াছিলাম, তা' সে যেরূপেই দেখা দেউক না কেন?—আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে—"। প্রেমে মানুষ কতদূর উদ্‌ভ্রান্ত হইতে পারে, এই তাহার জলন্ত উদাহরণ! আর মজনু, তোমার প্রেমের পথ কি' মহাদুদার স্বার্থশূন্য! সওদাগরের বাড়ীতে এ সব কথার আলোচনা মিশাইয়া গিয়াছে, বিরহিনী লায়লীর অশ্রুপাত করিতে করিতে আতপদগ্ধ কোমলাঙ্গী দেহ-লতিকায় রসাভাব হইয়াছে,—বণিক দম্পতি কন্যার চিন্তায় আকুল!

এমন সময়ে একদিন পূর্ব্বোক্ত নবাগত সম্রাট লায়লীর পিতাকে তদীয় আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন,—বণিক হৃষ্টচিত্তে সম্রাটকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া স্বালয়ে লইয়া গেলেন। রাজকীয় বিপুল সুখাদ্যে পথশ্রান্ত জনগণের জঠরানল নিবৃত্ত হইলে সম্রাট বিনীতভাবে বণিককে কহিলেন—"ভ্রাতঃ! শুনিয়াছি তোমার কন্যা বয়স্থা হইয়াছে,—কাহারও না কাহারও সহিত তাহার পরিণয় অবশ্যম্ভাবী, আমার একটী রাজ-কার্য্যক্ষম বুদ্ধিমান সন্তান আছে, দয়া করিয়া যদি তাহার সহিত লায়লীর বিবাহ সম্পন্ন করাইতে, তবে কৃতার্থ হইতাম।" যুবতী কন্যাকে আর গৃহে রাখা, অবৈধ বিবেচনায়, বণিক সানন্দে সম্রাটের মত অনুমোদন করিলেন। হতভাগিনী লায়লীও পিতার সম্মতির কথা শ্রবণ করিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তদ্দিবসেই তাবৎ কথার মীমাংসা হইয়া গেল। সম্রাট হৃষ্টচিত্তে মুগ্ধ সন্তানকে লইয়া স্বীয় রাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। শুভকার্য্যের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, লায়লীর কোমল মুখখানি হৃদয়ের আগুনে রৌদ্রদগ্ধ যূথিকার ন্যায় বিবর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। নীরবে মজনুর জন্য অশ্রুপাত করিয়া বিষাদিনী দীর্ঘশ্বাসে হৃদয়ের গুরুভার লাঘবের চেষ্টা করিত, কিন্তু প্রকাণ্ডকায় মহীধর যাহার ক্ষুদ্র বক্ষের উপর নিপতিত হইয়াছে, সে কি করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন বহন করিবে?—মজনু যে এ আক-স্মিক দুঃসংবাদে আপনার লক্ষ্যহীন জীবনকে অতল নৈরাশ্য-জলধি-তলে বিসর্জ্জন করিয়া, শান্তি পাইবেন,—ব্যথিতা লায়লী সেই চিন্তাতেই আকুল হইলেন।

"চিরসুখী জন" "ব্যথিত-বেদন" কিসে বুঝিবে? সংসার-সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে অহর্নিশ যাহারা দুর্ব্বল জীবন লইয়া মহাসংগ্রাম করিয়াছে,—

পদে পদে যাহারা স্বীয় জীবনে কঠোরতার দুর্ব্বিসহ নিষ্পেষণে অন্ধকার নিরীক্ষণ করিয়াছে, তাহারাই জানে—এ রঙ্গমঞ্চ কি?—কতটুকু আনন্দ। লায়লী ইহা বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই তিনি তাঁহার পরিণয়ের আয়োজনে দাস-দাসীর আনন্দে আপনার পবিত্র জীবনের অমূল্য-সাধনা ভাসাইয়া দিলেন না,—অন্যের ভ্রুকুটীতে ভিন্ন পথে স্রোত-সঞ্চালন করিলেন না,—কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন মজনুই ইহার একমাত্র অধিকারী। তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া লায়লীও আপনাকে হারাইয়াছিলেন। ইহাঁদের প্রেম-কাহিনীতে কেবল উভয়ে উভয়কে হৃদয়ে হৃদয়ে পূজা,—নয়নে নয়নে চাহিয়া পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধিকে ভুলিয়াছিলেন, উভয়ের দুর্ব্বহ ভগ্ন বিষাদ-সঙ্গীতগুলি "সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুম-পরিমল গন্ধবাহী, নিদাঘ সায়াহ্ন সমীরণবৎ মানবের ক্লীষ্ট জীবনকে একখানি সহানুভূতির দেশে লইয়া যায়, আমরা মুগ্ধ,—হতাশ আশায় উদাস-নেত্র তুলিয়া "হা মজনু" "হা লায়লী" বলিয়া বেদনা-জর্জ্জরিত বিশ্বের প্রতি চাহিয়া থাকি মাত্র,—বাক্য তখন স্ফূর্ত্তিলাভের অবসর পায় না,—কেবল হৃদয় দুঃখাশ্রু বর্ষণ করে। দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন সমাগত হইল, লায়লী গবাক্ষ-দ্বারে সমাসীনাবস্থায় ক্রন্দন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার কেশ-বিন্যাসকারিণী আসিয়া হর্ষব্যঞ্জ-সমন্বিত অঙ্গভঙ্গি সমন্বয়ে কহিতে লাগিল—

"সোহাগের ধন! আজ এ সুখের দিনে পুরোবাসীগণ আনন্দ মগ্ন, আর তুমি কিনা বিষাদিনী! প্রাণসমে, উঠ, অনর্থক বিলম্ব করিও না—তোমার এ সুধাময় স্মরণীয় রাত্রি অতি রমণীয়;—অই দেখ, প্রস্ফুটিত বন-প্রসূনোপরি বিরহ-ক্লান্ত বুল্‌বুল্‌ও * যেন তোমার সুখে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে। বাহিরে বর-যাত্রীগণ উপস্থিত হইয়াছেন, নব-বাসরে আজ দু'জনে বুকে বুকে বাঁধিয়া জীবনের মহান কর্ত্তব্য ও আশা পরিপূর্ণ কর।" লায়লীর প্রেম "একমুখো"—নয়,—দুইটী প্রাণীর জীবন্ত অনুরাগ ইহার রক্ত মাংসে জড়িত—হইয়াছে, ইহার লক্ষ্য আছে,—ইহা পরিচিত; অব্যর্থ সন্ধানে ইহা সেই

* বঙ্গভাষায় যেমন পাপিয়া, ভ্রমর,—পারস্য ভাষায় তেমনি বুলবুল। এস্থলে আমরা মূল গ্রন্থের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছি।

দিকেই ছুটিয়াছে, পশ্চাতে নিখিল ভুবন ইহার মাধুরী-মণ্ডিত পবিত্রতায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল! জগত অসত্য অন্যায় জ্ঞানে ঘৃণা, নিন্দা, বিপক্ষতা করিতে পারে, কিন্তু দুইজন কেবল ইহা অভ্রান্ত বিশ্বাস করে;—প্রেম কি? সুখ আছে কি না, প্রেমিকের কতটুকু কি হয়, প্রণয়িণী কি?—পৃথিবীতে ইহারাই তৎ-সমুদয় আয়ত্ত করিবার অধিকারী। লায়লী তাই স্থির থাকিতে পারিলেন না,—উন্মাদিনী রোষ-কষায়িত-লোচনে কহিতে লাগিলেন;—সাবধান! আর এমন কথা মুখ হইতে বাহির করিও না, তুমি আমাকে কি উপদেশ দিতেছ,—মজনু ব্যতিরেকে ত্রিভুবনে কেহ লায়লীর উপযুক্ত নহে, পরমসিদ্ধিদাতা নিখিল নাথ আমাদের শুভাদৃষ্ট কেয়ামত *, পর্য্যন্ত পারস্পরিক আকর্ষণে লিপ্ত থাকিবে। আমার জন্য যে মজনু ধন-জন, বিলাস-ব্যাসন পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য-সমাগম-বিরহিত নিভৃত বন-ভূমির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সেই মজনুই (মজনু অর্থে উন্মত্ত) আমার প্রাণ—আমার প্রেম—আমার যথা সর্ব্বস্ব পাইবার অধিকারী। আমার এই নিশ্বাস প্রশ্বাসকেই তুমি মজনু বিবেচনা কর,—কারণ তাহারই নাম আমার নিশ্বাসরূপে নির্গত হইতেছে,—সেই আমার প্রাণবায়ু,—আমি অসার ধ্বংশশীল দেহমাত্র,—আমার নিজের কিছুই নাই। লায়লী,—সুর-সুন্দরী—তুমিই ধন্যা! কি আশ্চর্য্য ত্যাগ স্বীকার, কি অমানুষিক বিরহ-সাধনা! হয়ত মনে করিয়াছিলে—

"ভাল বাস বা না বাস—
আমিত বাসিব ভাল যাবত জীবন আশ!"

লাঞ্ছিতা অভিমানিনী কেশ বিন্যাস কারিণী হৃদয়ে নিতান্ত অনুতপ্ত হইল,—মনে করিল কি, হতভাগিনী!—এখনও তোর লজ্জা নাই? থাক—এখনই তোর অপ্রতিহতা গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছি।

মনের দুঃখে পরিচারিকা লায়লীর মাতাকে সমুদয় নিবেদন করিল; সহসা সর্প, দংষ্ট্রিত হইয়া মানুষের যেরূপ চাঞ্চল্য, দুঃখ ভয়, যন্ত্রণার উদ্রেক হয়, ফলতঃ পরিণামের ভীষণ-মৃত্যু-যন্ত্রণার স্বপ্নও উদিত হয়, অকস্মাৎ বণিক্-পত্নীর তদ্রূপ হইল। বিবাহের সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত, বহির্বাটীতে বরযাত্রীগণ

* পৃথিবীর লয় প্রাপ্তান্তে জীবগণের পাপ-পুণ্য বিচারের দিবস পর্য্যন্ত।

সমুপস্থিত,—আহ্লাদ আমোদের ফোয়ারা ছুটিয়াছে. আবাল-বৃদ্ধ সকলেই উল্লাসিত, কিন্তু যাহার উপলক্ষে এত, যাহার সুখে সকলের সুখ,—তা'র এই দশা ?—দর্পিতা লায়লীর এখনও অপমান বোধ হয় নাই ? এখনও হত-ভাগিনী সেই উন্মত্তটাকে ভুলিতে পারে নাই ?—আগুন জ্বলিল !

মাতার মুখে লায়লী ভৎর্সনা শুনিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহতা হইলেন,—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যে একমাত্র মজনুর অস্থিত্ব এবং অখণ্ডনীয় গুণগ্রামের কথা জানে, পৃথিবীতে আর কেহ আছে কিনা তাহার সে সংবাদে প্রয়োজন কি ? বিশে-ষতঃ লায়লীরত না জানারই কথা। যথেষ্ঠ তিরস্কার করিয়া জননী তখন ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। "এক কন্যা হইতে সংসারে আমাদের মুখ পুড়িল তোমার পিতা শুনিলে এখনই মস্তক দেহচ্যুত করিবেন ; লজ্জার আবরণ আচ্ছাদন কর, আর আত্মীয় স্বজনকে জ্বালাইওনা। সেই হতভাগ্য পাগলকে বিস্মৃত হও,—আমরা যাহা বলি, হিত ভাবিয়া তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার কর,—দেখ, তোমার মঙ্গল হইবে, সমুদয় আরবদেশ জুড়িয়া এ কলঙ্ক ছড়া-ইয়া পড়িয়াছে, লোকে এ সব শুনিলে কি বলিবে,—কোথায় বিদ্যা শিক্ষার জন্য গেলে, তৎপরিবর্ত্তে সেখানে প্রেম উপার্জ্জন করিলে ? বলিয়া মা অনেক বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু লায়লী বুঝিলেন না—বুঝিবার শক্তি বা আবশ্য-কতাও বোধ করিলেন না,—সমুদয় ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইল,—অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইয়া আহুতি পাইল—বাসনা, ইন্ধনে দ্বিগুণ বেগে জ্বলিল। তখন লায়লীর হৃদয় কাঁদিল,—অশ্রু গদগদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—"গর্ভধারিণি ! দগ্ধ-হৃদয়াকে আর পোড়াইয়া কি হইবে ? মাতঃ ! জীবণ-মরণে এ প্রেম, ছুচ্ছেদ্য ! জগতের সকলেই মজনুর অমানুষিক প্রেম-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়াছে,—আমার মুগ্ধজীবন মজনুর নামে চিরজীবনের মত ঐ রাঙ্গা-পদ-কোকনদে উৎস্বর্গ করিয়াছি ! মজনু ভিন্ন অন্য কেহ আমার পাণিগ্রহণ দূরের কথা, মুখের প্রতি কটাক্ষেরও উপযুক্ত ও অধিকারী নহে। আমি মজনুর, মজনু আমার—ইহা বিধাতার শুভ-কল্পনা ! সুতরাং আমাকে প্রবোধ বা বিবাহের কথা না বলাই শ্রেয়। একান্তই যদি উৎপীড়নের ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে বিষ আনিয়া দাও স্বচ্ছন্দে পান করি। নতুবা অসি প্রহারে এ দুঃখময় জীব-নের অবসান কর।

লায়লার কথা শুনিয়া মাতা আর চিত্ত সংযম করিতে পারিলেন না, কঠোর স্বরে দাসীকে বলিলেন "ইহাকে টানিয়া লইয়া যাও, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহের শাস্ত্র সম্মত সমুদয় ব্যবস্থা পালন করাও।"—পাগলী লায়লীর কথা কেহ শুনিল না, ফলে তাহাই হইল। মহা-সমারোহে শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। ভিতরের তুষানল ভিতরেই জ্বলিল—কেহ দেখিতে পাইল না।

তখন নিলোর্ম্মিচুম্বিত আকাশ পটে কৌমুদী ঢল-ঢল সুধাকর পৃথিবীতে নব-প্রাণতা ছড়াইতে ছিল। ইতঃস্তত ছড়ায়িত তারকারাজি চুম্‌কির ন্যায় চিক্ মিক্ করিতেছিল—প্রকৃতি ধীরা,—শীতল মলয় মারুত হিল্লোলে ধরিত্রীতে একটা স্বর্গীয় শান্ত্বনা অবতীর্ণ হইতেছিল। বর-কন্যা বাসর গৃহে নিস্পন্দভাবে বসিয়া আছেন, ততক্ষণ বোধ হয় পাত্র বেচারির দম আটকাইবার আয়োজন হইয়াছিল। এখনকার মত বাসরগৃহের চতুঃপার্শ্বে সেকালে আঁড়িপাতা ছিল না সকলেই গৃহান্তরে আনন্দমগ্ন ; নবিনাগণ লায়লী সম্বন্ধে কত না ভাল মন্দ টিপ্পনী কাটিতেছেন,—এদিকে বরের একটু রঙ্গ-রসের সাধ হইল, পিপাসা পীড়িত ফটিকজল কি না ? তাতে শুষ্ক কণ্ঠ !—"দে জল, দে জল" ত উঠিবেই ! লায়লীর অসহ্য হইল—মনের বিকৃতিতে লম্বা সটান এক চড় প্রেমোপহার দিলেন, বর প্রথমপ্রণয় উপহার. কোমল পদ-পল্লবের নিদারুণ আঘাতে গৃহ-কোণে চিৎপাত ! বুঝিলেন—প্রণয়ত বিষম ব্যাপার ! এত রাজকার্য্যের মত নয়,—তাই অভাগা বিপদ ঘনিভূত দেখিয়া প্রাণপণে চিৎকার করিয়া উঠিল ! বাড়ীর একদিক হইতে অন্য দিকে এ আকুল আর্ত্তনাদ বিঘোষিত হইল। সকলেই ত্রস্ত-পদে আসিয়া যাহা দেখিলেন—শুনিলেন তাহাতেই অস্থির ! লায়লীর মা বিহ্বলা হইলেন, সকলেই সকলের মুখ চাহিতে লাগিল, তখন হতভাগ্য বর স্বেচ্ছায় লায়লীকে বর্জ্জন করিয়া পিতার সহিত স্বীয় রাজ্যাভিমুখে গমন করিল, প্রেম-দীপ নিবিল !

দশম-হিল্লোল।

"বরঞ্চ নিরয় গর্ভে অনন্ত-নিবাস—
শ্রেয়স্কর।"—

বর চলিয়া গিয়াছে; কালিদাসের রঘুবংশোল্লিখিত "বরদর্শনের" মত একটা প্রবল আগ্রহ স্রোত, পুরি মধ্যে পরিপ্লাবিত হইতেছে; সকলেই অস্থির সকলেই ক্ষুণ্ণ মনা—হতাশ! প্রিয় পাঠক এমন সময়ে লায়লীর প্রকোষ্ঠে চলুন, দেখুন,—সেখানে কি হইতেছে।

চারিদিকে পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনগণ দণ্ডায়মান,—মধ্যে সেই লায়লী! নির্ব্বাক—নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্টা,—সকলেই নানারূপ বিদ্রূপ করিতেছে,—কেহ বলিতেছে "তোর মরণ ভাল,—কেহ বলিতেছে তুই স্বামীঘাতিনী,—তোর বাঁচিয়া ফল কি?" কেহ বলিতেছে "এমন রূঢ়া কর্কশ স্বভাবা বেহায়া মেয়েত দেখি নাই। এইরূপে "নানা মুনির নানা মত" অনর্গল প্রকাশিত হইতেছে; লায়লীর মা বলিতেছেন,—হতভাগিনি! তুই আমাদের মুখ পুড়ালি চলিয়া যা,—এ বাড়ীতে আর তোর স্থান নাই। এখন তীব্র হলাহল পানে এ জীবন নাটকের উপসংহার কর।"

জগতে কি করিয়া মুখ দেখাইবি?"—এখন পর্য্যন্ত লায়লী নিস্তব্ধ, কেবল শুনিতেছেন। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্না তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী তাঁহার দুঃখ সহিতে সহিতে একটা প্রকৃতিগত অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, "গোপন দুঃখ আপন বুকে বহিয়া,"—মনে মনে হয়ত বলিতেছিলেন—

"আমার হৃদয়-ভূমি মাঝখানে,
জাগিয়া রয়েছে নিতি
অচল ধবল শৈল-সমান
একটী অচল স্মৃতি।
প্রতিদিন ঘিরি ঘিরি
সে নীরব হেমগিরি
আমার দিবস আমার রজনী
আসিছে যেতেছে ফিরি।"

এতক্ষণে লায়লী চক্ষু মেলিলেন,—মুখ হইতে শব্দ বাহির হইল (অস্ফুটস্বরে)

"কেন আমাকে এ নিদারুণ ভর্ৎসনা? পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধুকে আমার কোনও প্রার্থনা নাই,—কোন আবশ্যকও দেখি না,—চাই কেবল মজনু; মজনুই আমার যথার্থ স্বামী,—এ জগতে একমাত্র তাঁহারই আমি দাসী, অন্যকে জানি না। সম্রাট পুত্রকে বিবাহ করিয়া, আপনারা আমাকে পতি-করিতে চাহিতেছেন? বিষপানে আমার জীবন শেষ করিবার উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু কোন্ প্রাণে, কোন্ ধর্ম্মানুমোদনে উপপতি গ্রহণের জন্য এত গঞ্জনা করা হইতেছে? আজ শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মহম্মদের (দং) নাম সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি * —মজনু ভিন্ন অন্য পুরুষ আমার উপর হারাম (অসিদ্ধ),সম্রাটের সহিত,—জগতের সহিত,—আত্মীয় বান্ধবের সহিত আমার সমুদয় আশা বা প্রার্থনা ছিন্ন হইয়াছে, কেবল সেই ফকিরের সহিত আমার আবশ্যক আছে, অনর্থক আমাকে আর কষ্ট প্রদান করিবেন না, আপনারা জন্মের মত আমার আশা ত্যাগ করুন,—নিখিল ব্রাহ্মাণ্ড আমাকে পাপিয়সী, কলঙ্কিনী নামে অভিহিত করিতে পারে, ক্ষতি নাই; আমার মঙ্গলামঙ্গল আমি সঙ্গে লইয়া সদাপ্রভু বিশ্বকর্ত্তার চরণে সতীত্ব নির্ভর করিয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইতেছি। তথাপি আমার দ্বারা পবিত্র প্রণয়ে কলঙ্ক স্পর্শিবেনা, ভয়, লজ্জা, এখন আমা হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছে।"

অনন্যপায়ী বণিক তখন নিতান্ত ব্যাকুল চিত্ত হইলেন, বহু পরামর্শের পর এক সদ্‌যুক্তি অবলম্বিত হইল। ঐ সহরেই একজন দৈব-বিদ্যাপারদর্শিনী বৃদ্ধা বাস করিত; সওদাগর তাহাকে আনয়ন করিয়া মনের সমুদয় কথা খুলিয়া বলিলেন, অধিকন্তু উচ্চ পুরস্কারও অঙ্গীকার করিলেন; সানন্দে বৃদ্ধা এহ কার্য্য করিতে অগ্রসর হইল, সওদাগরকেও শান্ত করিবার জন্য বলিল—আকাশের চন্দ্র যাহার মন্ত্রবলে মনুষ্যের হস্ত স্পর্শিত হইয়াছে, তুচ্ছ মজনু তাহার নিকট সামান্য, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি কেবল কথার বৈষম্যেই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ জন্মাইব।"

আপনার মনে বৃদ্ধা বনের মধ্যে গমন করিল, এদিকে, সেদিকে অনুসন্ধান

* এই ঘটনা শেষ প্রেরিত মহাপুরুষের বহুপূর্ব্বের হইলেও তাঁহার আগমন সংবাদ আদিকাল হইতে ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে জগৎপ্রসিদ্ধ ছিল। বিদুষী লায়লীর ইহা জানিবার বাকি ছিলনা।

করিয়া প্রথমতঃ কোথায়ও মজনুকে দেখিতে পাইল না, অবশেষে দূরে এক বৃক্ষ তলে ছিন্ন বসনা, রুক্ষ কেশ, প্রেমোন্মত্ত হতভাগ্যকে দেখিতে পাইয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল, নিকটবর্ত্তী হইলে মজনুকে চিনিতে পারিল তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া—কহিতে লাগিল—

"বাপ মজনুরে! আর কোন্ দুরাশায় এই বনে বনে বুক বাঁধিয়া বেড়াইতেছিস্? যে লায়লীর জন্য তুই বনচারি, দেখ্ চেয়ে সেই লায়লী আজ বিবাহ অন্তে নবিন স্বামী লইয়া কি অপার আনন্দ সলিলে অবগাহন করিতেছে! বাছারে, প্রেমের যে ভীষণ সাধনায় লিপ্ত হইয়া জগত ভুলিয়া কেবল লায়লী রাখিয়াছিস্, আজ সেই বিশ্বাসঘাতিনী লায়লী পরঅঙ্কশায়িনী। তুই তাহার পদে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিস্, সে তোকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে। এ বিষপ্রেমে, এ মনভুলান মায়ায় আর অন্ধ থাকিস্না, সে ফুলের বিছানায় সৌগন্ধবাসিত উল্লাস-মুখরিত প্রকোষ্ঠে যৌবন উদ্দামে মাতোয়ারা আর তুই এখানে ফকির! বিবাহান্তে লায়লীর সুন্দর বদন-কমল নন্দনের হরির ন্যায় আধফুটন্ত, আধ বিকশিত হইয়াছে, সে হয়ত তোমার ন্যায় হতভাগ্য পথের ভিখারীর প্রেম ভুলিয়া গিয়াছে, আর তুমি কিনা তাহার জন্য অন্ধ হইয়াছ, উঠ, তুমি তোমার রাজ-সিংহাসনে ফিরিয়া যাও,—অল্পবুদ্ধি—হীনমতি স্ত্রীজাতির কথা আর ভাবিও না ইহাদের মত নিকৃষ্ট এজগতে কেহই নাই, ইহারা কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে কৃতঘ্নতা প্রদান করিয়া থাকে, স্থির চিত্তে শ্রবণ কর, আমি তোমাকে স্ত্রী-ঘটিত এক অত্যদ্ভুত প্রাচীন উপাখ্যান শুনাইতেছি; রমণীর প্রেম যে কি বিষময় পদার্থ, তাহা একবার তোমাকে জানাইব।" বৃদ্ধা গল্প আরম্ভ করিল— মজনু মুদ্রিত-চক্ষু নির্ব্বাক) হইয়া শুনিতে লাগিল—

"হজরত ইছার (যীশুখ্রীষ্টের) সময়ে ফিরোজ নামে এক বণিক বাস করিত, মাহলাকা নামে তাহার এক অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী স্ত্রী ছিল, উভয়ে উভয়ের প্রেমে এতদূর আত্মহারা হইয়াছিল যে, অবশেষে তাহারা একদিন প্রতিজ্ঞা করিল—আমাদের মধ্যে অগ্রে যাহার মৃত্যু হইবে, সে অপরের নিকট হইতে প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ আজীবন সমাধীর প্রহরীর কার্য্য প্রাপ্ত হইবে, আবর্জ্জনা প্রভৃতিও পরিষ্কার করিতে হইবে।" প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার পর হঠাৎ স্ত্রীর মৃত্যু হইল, হতভাগ্য ফিরোজ নির্দ্দিষ্ট স্বত্বের অনুবর্ত্তী হইয়া

স্ত্রীর সমাধির নিকট অবস্থান করিতে লাগিল, তাহার অন্যান্য আত্মীয় স্বজন স্ব-বাসে চলিয়া গেল!

দৈবের কি আশ্চর্য্য লীলা,—অকস্মাৎ একদিন হজরত ইছা ঐ পথে আসিলেন। দুঃখ-পীড়িত ফিরোজ লাবণ্যমণ্ডিত স্বর্গীয় জ্যোতি দীপ্ত মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া হৃষ্টান্তকরণে তাঁহার পদরজঃ মস্তকে লইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হজরত তখন স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে উন্মত্তপ্রাণ ফিরোজ নবির চরণ ধারণ করিয়া তাহার স্ত্রীকে পুনর্জীবিত করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। হজরত ইছা তাহার অমঙ্গল ও অশুভকর ভাষণ ভবিষ্য বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া বারম্বার যুবককে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ফলোদয় হইল না।

অবশেষে সেই অদ্ভুত ঐশীশক্তি বলে মহাপুরুষ মাহলকাকে জীবিত করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। ফিরোজের অর্দ্ধেক আয়ু স্ত্রীকে দিল। বহুদিনের পর—বিশেষতঃ পুনঃজন্মের পর স্ত্রীকে পাইয়া উভয়ে গলাজড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল,—প্রেমের তুফান, আনন্দের উচ্ছ্বাস, আর থামে না, অনেকক্ষণ পরে দুইজনে এক গভীর কাননের নিকটবর্ত্তী হইয়া, মনোসুখে বিশ্রাম করিতে লাগিল স্নেহময় স্বামী হৃদয়াবেশে সহধর্ম্মিণীর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল। সোহাগিনী মাহলকার চিত্ত-চকোর সেই চিরবাঞ্ছিত সুধাংশুকর পান করিয়া তৃষিত প্রাণে শান্তি পাইল।"

তখন * * * *

প্রদোষের বালার্ক কিরণে বনভূমি স্বর্ণকরোজ্জ্বলিত হইয়াছিল,—নীল নভোভালে ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বারিবাহগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছিল,—পক্ষিগণ মধুর গুঞ্জনে গান করিতেছে, মারুত-হিল্লোলে কম্পমান পত্রাবলী এক একবার ঝর ঝর রবে চঞ্চলতা প্রকাশ করিতেছিল, হরিদ্বর্ণ কিশলয়দলনধর দেহ এলাইয়া বিটপী-বক্ষে আলিঙ্গন করিতেছে,—চারিদিক হইতে একটা স্নিগ্ধ সৌরভ হৃদয়ে নব-বলের সঞ্চার করিতেছিল,—সহসা তথায় উপস্থিত হইলে নন্দন কাননের স্মৃতি হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত করে,—দূরে—অতিদূরে কোন, প্রেমশান্ত্বনার কল্পনায় প্রাণ যেন আকুল করিয়া তোলে। একি?—আগ্নেয়াস্ত্রের মুহুর্মুহু ভীষণ গর্জ্জন কোথা হইতে আসি-

তেছে! প্রকৃতির এ সুখের নিদ্রা কে আসিয়া ভাঙ্গিয়া দিল?—কই আরত পক্ষীরা গান করে না! আহা! রৌদ্র-দগ্ধ কুন্দ-প্রসূনের কোমল মুখখানি ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছে,—দিক্‌বধূ ত্রস্তপ্রাণা—চঞ্চলা!—যেন চলিয়া চলিয়া ফিরিয়া দেখিতেছে।—আবার চলিতেছে। কোন অমঙ্গল কি ঘনাইয়া আসিল?—সম্ভব তাহাই হইবে।—নিবিড় কানন কাঁপিল,—চতুর্দ্দিক কাঁপিল!!

মাহলকা বুঝিতে পারিল কোন রণ-কৃতি যুবা মৃগয়ামোদে আগমন করিয়াছে,—অল্পক্ষণের পরে সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আশা সফল হইল।

মতিমন্! স্ত্রী-জাতি যে কত দূর হেয় তাহা এইখানে প্রমাণিত হইবে,—আর আমার বলিবার আবশ্যক নাই।—বৃদ্ধা নীরব হইল; তখন মজনু নির্ব্বন্ধাতিশয়ে প্রার্থনা করিল "মাতঃ! যখন অনুগ্রহ করিয়া এতদূর শ্রম স্বীকার করিয়াছেন,—তখন অবশিষ্ট রাখা ভাল হইতেছেনা,—আমি শেষ শুনিবার জন্য নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।"

বৃদ্ধা পুনরপি আরম্ভ করিল—"বৎস! মাহল্‌কা যখন মুখ তুলিলেন তখন এক অপরূপ দেব-কান্তি বিশিষ্ট যুবা-পুরুষকে তথায় অশ্ব-পৃষ্ঠে আরূঢ় দেখিল। দুইজনের কটাক্ষে দুইটা ফুলশর দু'খানি প্রাণভেদ করিয়া গেল।—দুইজনেই অন্ধকার দেখিল—প্রেমের স্বাভাবিক কমনীয়তা মুখরিত, বিহ্বল মূর্ত্তি দুই জনের হৃদয় অবসাদাচ্ছন্ন করিল! তখন যুবক ধীরে ধীরে সুন্দরীর নিকটবর্ত্তী হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"নিতম্বিনি! এ গভীর অরণ্য সমাকীর্ণ নির্জ্জন প্রান্তরে কুলিশোপম কঠিন ধরাসনে তোমার দেহলতিকা কেন শুকাইতেছ?—আর এ নিদ্রিত ব্যক্তিই বা কে? অনুকম্পা পুরঃসর পরিচয় প্রদান করিয়া চরিতার্থ কর।" মাহলকা তখন কহিতে লাগিল—দেব-পুরুষ! আমি সম্রাট মজ্‌করের দুহিতা, এই পাষণ্ড মায়াবিদ্ আমাকে ভুলাইয়া আনিয়াছে,—সম্ভব, ঈশ্বর এতদিনে আমার করুণ আর্ত্তনাদে মনঃসংযোগ করিয়াছেন, এতদিনে বুঝি আমার পুনরুদ্ধার হইবে।" বিস্মিত রাজপুত্র এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে অস্থির-চিত্ত হইয়া পড়িল।—এদিকে হৃদয়ে মন্মথের মৃগয়া আরম্ভ হইয়াছিল—প্রাণে জোয়ার আসিয়াছে,—তাই আর নিরস্ত হইতে পারিলেন না।

স্ফুরিতাধর মোহাবিষ্ট যুবক তখন মাহলাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে

লাগিলেন "অয়ি কোকিলভাষিনী, নবনী কোমলে! তবে আর বিলম্ব সমীচীন নহে, ত্বরিৎপদে তুরঙ্গমে আরোহণ কর,—এ ব্যক্তিও এখন নিদ্রায় বিভোর রহিয়াছে,—ভয়ের কোনও কারণ নাই,—ধীরে ধীরে উপাধান হইতে মস্তকটী মৃত্তিকা-তলে স্থাপন কর,—তৃষিতের বাসনা পূর্ণ হউক"!

কালভুজঙ্গিনী নারীকে মানুষ যে অমূল্য সম্পত্তি-প্রাণ বিনিময় করিয়া ধন্য হয়, এইখানে তাহার বিষময় পরিণাম দেখ, পাপিয়সী সাবধানতার সহিত জীবিতেশ্বরের মস্তক নামাইয়া রাখিল—হতভাগ্য ফিরোজ নিদ্রার বিচেতনে কিছুই জানিতে পারিল না—পক্ষিনী উড়িল!

এদিকে সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে বণিক জাগিয়া উঠিয়া স্ত্রীকে দেখিতে পাইল না,—একবার—দুইবার—অনুসন্ধান করিয়াও যখন কোন সাড়া-শব্দ পাইল না,—তখন নিরতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণের মধ্যে অবগুণ্ঠনবতী সন্ধ্যাকন্যাগণ কৃষ্ণাভ-বসন পরিধান করতঃ ধরণী বেষ্টন করিল—নিভৃত বনভূমি নিলঙ্গু ও পেচকের কর্কশ চীৎকারে শব্দায়মান হইল।

নক্ষত্র-নিকর সুরকন্যাগণের বসনাঞ্চলে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে,—দেখিতে দেখিতে সুনীল—নির্ম্মল আকাশে চাঁদ উঠিল—তখন উদাসীন চকোরের হৃদয়ভেদী চীৎকারে কানন-কান্তার প্রতিশব্দিত হইল—বিজন অরণ্যের নিষ্ফল ক্রন্দন কাহারও প্রাণে লাগিল না ফিরোজের ভগ্নবক্ষে একটা বাজ পড়িল, নিদ্রাদেবী বিদায় প্রার্থনা করিলেন,—নৈরাশ্যের বিকট স্বপ্নদর্শনে হতাশপ্রণয়ী থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিল,—জগত এ, হা—হুতাশ শুনিতে পাইল—বক্ষে চিতা প্রজ্বলন করিয়া বণিক নিশা যাপন করিল।

প্রভাতের স্বর্গীয় সান্ত্বনায় ফিরোজ তন্দ্রামগ্ন হইল,—আবার স্বপ্ন—যখন চাহিয়া দেখিল—তখন রবিকর ধরিত্রীর আধ-বিকশিত যৌবনের শোভা বর্দ্ধনোদ্দেশ্যে কপোল দেশে যেন সিন্দুর মাখিয়া দিয়াছিল,—পক্ষিগণ আহারান্বেষণে ধাবিত হইতেছে,—প্রকৃতি অনেকটা নিস্তব্ধ!

বণিক অনর্থ বিলাপ করা অপেক্ষা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।—কোন্ দুর্ব্বৃত্ত তাহার প্রাণের প্রতিমা কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে, এই বিশ্বাসই তাহার দৃঢ়তর হইয়াছিল।

অনেক দিন চলিয়া গেল,—পর্ব্বতে পর্ব্বতে, বনে বনে—দেশে দেশে—গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়াও যখন প্রিয়তমার কোন উদ্দেশ পাইল না,—তখন একদিন বৈকালে এক সৌধ ধবল গরিমাময়ী নগরীতে উপনীত হইল। সারাদিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত,—কেহ আদর করিয়া একমুষ্টি ভিক্ষা পর্য্যন্ত প্রদান করে না;—নিরাশার সময়ে জগতের এই ঘৃণা ও ঔদাসিন্য তাহার হৃদয়ে এক একটা বীভৎস কল্পনা আনয়ন করিতেছিল,—তাহার সুখের রবি যে অস্তমিত হইয়াছে, একথা সে বেশ বুঝিতে পারিল!

দিন চলিয়া যায়,—অত্যাচার, অবিচার, বিশ্রামলাভ করে,—কিন্তু স্মৃতি অতীতের এক একখানি অস্ফুট ইতিহাস আমাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে অঙ্কিত করিয়া রাখে—আমরা তাহা বিস্মৃত হইতে পারি না,—অকস্মাৎ কখন কখন উদয় হইয়া তাহা আমাদের চিত্ত-বৈকুল্য উপস্থিত করিয়া থাকে, ফিরোজ নিদ্রায় বা জাগ্রতে যে হতাশ-স্বপ্নে প্রলুব্ধ হইয়া এতদিন ভিক্ষুকের বেশে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছ, সহসা সে আশা সে বিসর্জ্জন করিতে পারিল না।—সে বিরহপূজা ভুলিতে পারিল না—অজ্ঞাতে যেন কাহারও একখানি মুখ আত্মার সহিত মিলিত হইয়া যাইত। লোকে তাহার এ অবস্থা দেখিয়া পাগল মনে করিত—কিন্তু ফিরোজ আপনার ভাগ্যে অসন্তুষ্ট হইতে পারিত না!

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা কে নিবারণ করিতে পারে? অকস্মাৎ বণিক একদিন দেখিতে পাইল—তাহার স্ত্রী সম্রাট-পুত্রের বিশ্রাম-গৃহের ছাদে বায়ু সেবন করিতেছে। অধৈর্য্য ফিরোজ হৃদয়ের উন্মাদনায় চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল,—"রে হতভাগিনী কুলটে!—এখনও কোন্ প্রাণে বাঁচিয়া রহিয়াছিস্,—হায় আজ রাজপুত্রকে পাইয়া দরিদ্রের প্রেম উপেক্ষা করিয়াছিস্, বিশ্বাসঘাতিনী! হৃদয়ের শোণিত দিয়া যে প্রণয়কে পূজা করিয়াছিলাম,—অর্দ্ধেক আয়ুষ্কাল দ্বারা যে প্রেম পুনঃ সঞ্জীবিত করিয়াছিলাম,—আজ ভিক্ষুকের সেই ভালবাসা পদ দলন করিয়াছিস্,—আমাকে প্রতারণা করিয়াছিস্?—কিন্তু মনে রাখিস্, তুইও একদিন প্রতারিত হইবি,—ন্যায়ের মর্য্যাদা অবিসম্বাদী—পতির অভিশাপ অবশ্য ফল-প্রসবকারী"।——পাগল নীরব হইল।

রাজ-পথে গোলযোগ হইতেছে দেখিয়া অনেকে কৌতূহলাক্রান্ত হইল—

ক্রমে জনতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অসম্বদ্ধ প্রলাপ শুনিয়া সকলে তাহাকে তাড়াইয়া দিল,—পাগল চলিয়া গেল!

সকাল হইয়াছে—সহরে আবার কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে,—কোন স্থানে নৃত্যগীতময়ী আনন্দ তুফান—কোন স্থানে কেবল কোকিল-গঞ্জিনীর সুতার সেতার সঙ্গে ক্ষীণা কণ্ঠসুধা,—আবার ঐদিকে দেখ, তুরঙ্গপৃষ্ঠে শত শত বীর সারি দিয়া চলিয়াছে,—সরসী বক্ষে উজ্জ্বল সৌরকরের একখানি সুকুমার মুখ প্রতিফলিত হইয়াছে বিহঙ্গমগণ মনের সুখে পাতায় পাতায় নাচিয়া বেড়াইতেছে—মধুকরদল যেন মাধুকরী-ব্রত অবলম্বন করিয়া কুসুম-বাণীর দ্বার হইতে এক এক বিন্দু সুধা সঞ্চয় করিতেছে—যামিনীর শীতল সমীরসংস্পর্শে প্রস্ফুটিত প্রসূন গুচ্ছও যেন বুক চিরিয়া মধুপবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিতে ব্যাকুল!—চারিদিকে আনন্দ—চারিদিকে সুখের ছবি!

এমন সময়ে হতভাগ্য বণিক রাজ-দরবারে উপস্থিত হইল। বেলা তখন একটু বাড়িয়া গিয়াছিল,—কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণের পর সম্রাট তখন বিচারাদি করিতেছিলেন। ম্রিয়মান ফিরোজ তখন নিবেদন করিল "নরনাথ! আমি একজন সামান্য বণিক, স্ত্রীর সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম যে, আমাদের মধ্যে যে কেহ অগ্রে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সে সমাধীতে প্রত্যহ ঝাঁটা দিবে,—দৈববশে হঠাৎ আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে আমি অঙ্গীকার পালন করিতে লাগিলাম। অবশেষে একদিন হজরত ইছা "আলায়হেস্ছালাম" তথায় উপস্থিত হইলে আমি আত্মবৃত্তান্ত আমূল নিবেদন করিয়া সহধর্ম্মিণীর পুনঃজীবন প্রার্থী হইলাম, এবং সাধুপুরুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে জীবিত করিয়া লইলাম। অবশ্য আমার অর্দ্ধেক আয়ুষ্কাল প্রদান করিতে হইয়াছিল। তৎপর—আমার দুঃখের রজনী আরম্ভ হইল,—দুরদৃষ্টবশতঃ কোন কানন-প্রান্তে আমি যখন নিদ্রামগ্ন ছিলাম, তখন আপনার পুত্র মৃগয়া করিতে করিতে সেই স্থানে উপনীত হন, এবং মদীয় সুরূপা প্রেমের প্রতিমাকে লইয়া যাইসেন।—আমার স্ত্রী ঘটিত সমুদয় বৃত্তান্ত সেই ভাববাদী প্রেরিত পুরুষ অবগত আছেন,—আপনি আমার বিচার করুন"।

বৃদ্ধ সম্রাট রমণীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন,—সভাসদগণ কামিনীর উত্তর শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন—তখন মাহলকা কহিতে লাগিল "রাজন!

আমি সম্রাট মজকরের নন্দিনী—এ হতভাগ্য ভিক্ষুকের সহিত আমার পরিণয় একান্তই অসম্ভব। আমি ইহাকে চিনি না,—আপন পুত্রই আমার ধর্ম্মসঙ্গত স্বামী"। বাদশাহ বিচারের কোন পন্থা করিতে না পারিয়া বণিককে কহিলেন, "আজ তুমি চলিয়া যাও, আগামী কল্য হজরত ইছাকে লইয়া উপস্থিত হইলে তোমার বিচার করিব"।—দরবার ভঙ্গ হইল।

সহরের সমুদয় স্থান অন্বেষণ করিয়া যখন ফিরোজ যীশুখ্রীষ্টকে পাইল না, তখন এক বৃক্ষতলে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িল,—স্বপ্নে দেখিতে পাইল—নবিপ্রবর তাহার শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতেছেন—"ফিরোজ! হতাশ হইও না, আগামী কল্য আমি দরবারে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিব"।—আনন্দে আশায় রাত্রি উদ্‌যাপন করিয়া প্রত্যূষে বণিক দরবারে উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ পরে সম্রাট এক অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌরভে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন—কালের গতির সহিত যে সকল ভাববাদী (পয়গাম্বর) অবতীর্ণ হন তাঁহাদের শরীরে এই প্রকার সৌগন্ধ থাকে, ফিরোজকে তাহার সাক্ষীর কথা জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন—"হজরত ইছা স্বয়ং আসিবেন,—সুতরাং বাদশাহের বিশ্বাস দৃঢ় হইল।

অনতিবিলম্বে হজরত ইছা সভাস্থলে উপস্থিত হইলে সম্রাট অত্যন্ত আগ্রহ-সহকারে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তখন বাদী-প্রতিবাদী উভয় পক্ষ উপস্থিত হইলে,—হজরত ইছা সমুদয় কাহিনী বিবৃত করিলেন;—তৎপর মাহলাকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"সুন্দরি! আজ সমুদয় ভুলিয়া গিয়াছ? হতভাগ্য ফিরোজকে পথের কাঙ্গাল করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছ?—যাক্ ক্ষতি নাই—অবিমৃষ্যকারিতার ফলস্বরূপ ফিরোজ যে কার্য্য করিয়া লইয়াছিল, এতদিন সে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে,—এখন তোমাকে এই মাত্র কথা বলিতে হইবে যে,—"আমার নিকট ফিরোজের যাহা গচ্ছিত ছিল, তাহা প্রত্যার্পণ করিলাম।"

অভিমানিনী তাহাই কহিয়া ফেলিল।—বোধ হয় মৃত্যু শিয়রে উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে বিলোল দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিল। তন্মুহূর্ত্তে বামার নশ্বর জীবন শেষ হইল!—দর্শকবৃন্দ সন্ত্রস্ত—স্তম্ভিত হইয়া পড়িল,—সম্রাটের ও যুবরাজের

বিস্ময়ের সীমা রহিল না,—তখন ফিরোজ রাজ্যেশ্বরকে অভিবাদন পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল।" এখন বৎস! দেখিলে ত,—প্রেম কি সর্ব্বনাশা! রমণীর মায়াজাল কি ভয়ানক!—যে লায়লীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া এই কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছ, সেই বা তোমাকে কি না বঞ্চনা করিয়াছে? সে এখন নবীন স্বামী লইয়া বিলাস-প্রমত্ত—আর এখানে তুমি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী! উঠ! এখনও আমার কথা শুন,—সে কালসাপিনীর প্রেমের কুহক ভুলিয়া যাও,—রাজার ছেলে তুমি সিংহাসনে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সুখে ন্যায়দণ্ড পরিচালনা কর,—লায়লীর অপেক্ষা শত সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর বাসনা কামনা—জীবন,—তোমার পদে উৎসর্গীকৃত হইবে।"

বৃদ্ধা নীরব হইল। মজনুও অনেকক্ষণ কি যেন চিন্তা করিলেন—একটা দীর্ঘশ্বাসের সহিত দু' ফোঁটা অশ্রু উদাস জীবনকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিল,—তৎপর বৃদ্ধাকে একটু অপেক্ষা করিবার অনুরোধ জানাইয়া মজনু, লায়লীকে জন্মের মত একখানি পত্র লিখিতে বসিলেন। বুকের ভিতরের রুদ্ধ উৎস উথলিয়া উঠিল—হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল—এদিকে অশ্রু-প্রবাহে বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল,—কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল, অতিকষ্টে লিখিলেন—"প্রাণের প্রতিমা লায়লী!"—আর লেখনী সরিল না।—বৃদ্ধা সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিল—মজনুর পাংশু-বদন-কমল হইতে মুক্তা-ফলক সদৃশ প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে!

হজরত মোহাম্মদ ও তাঁহার শিক্ষা।

(৬)

গত ১৯০০ শত বৎসর মধ্যে হজরত মোহাম্মদ ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিই আপনাকে মানব শিক্ষার্থে, মানব মঙ্গলার্থে, ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া দাবি করিয়া প্রমাণিত করিতে পারেন নাই,—আর কোন ব্যক্তিতে হজরত ইসার নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাক্যগুলি সফলিকৃত হয় নাই। যথা—"কিন্তু ঐ শান্তিকর্ত্তা অর্থাৎ আমার নামে পিতা যে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করিবেন, তিনি

যাবতীয় বিষয় তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করাইবেন" যোহন ১৪শ অধ্যায়। তারপর যোহনের ১৫ অধ্যায় ২৬ পদে হজরত ইসা পুনরপি বলিতেছেন,—"কিন্তু আমি পিতার নিকট হইতে নির্গমনকারী "সত্যস্বরূপ আত্মাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করিব, তিনি যখন আসিবেন, তখন আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।" তারপর আরও কিঞ্চিৎ পরিষ্কাররূপে হজরত ইসার উক্তি দেখিতে পাই। যোহন লিখিত সুসমাচার ১৬শ অধ্যায় ৮ম পদ হইতে নিম্নলিখিত প্রকার লিখিত আছে, হজরত ইসা সাক্ষ্য দিয়া বলিতেছেন,—"আর তিনি আসিয়া পাপের ও ধার্ম্মিকতার ও বিচারের বিষয় জগতকে দোষের প্রমাণ দিবেন" ইত্যাদি। তারপর ১৩ পদ হইতে হজরত ইসা আরও স্পষ্টরূপে বলিতেছেন, যথা—"তিনি অর্থাৎ সত্যস্বরূপ আত্মা যখন আসিবেন, তখন তিনি পথপ্রদর্শক হইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্য দেখাইবেন, ফলত তিনি আপনা হইতে কিছুই বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনিবেন তাহাই বলিবেন, এবং ভাবি ঘটনাও তোমাদিগকে জ্ঞাত করিবেন" ইত্যাদি।

যদি হজরত ইসার যাবতীয় শিক্ষা অবিকৃতভাবে আমাদের হস্তগত হইত, তাহা হইলে উপরে উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাক্যগুলি হইতে আরও সুস্পষ্ট ভাব পাইতে পারিতাম, কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, হজরত ইসার যাবতীয় শিক্ষা ও কার্য্য বিবরণ কোনকালে সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় নাই, তৎ সম্বন্ধে হজরত ইসার "প্রিয় শিষ্য" সাধু যোহন সাক্ষ্য দিয়া সুস্পষ্টরূপে বলিতেছেন "এতদ্ভিন্ন যীশু অনেক অনেক কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সে সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায় তাহা হইলে এত গ্রন্থ হইয়া উঠে যে, সমস্ত জগতেও ধরে না" যোহন ২১ অধ্যায় শেষ পদ।

সাধু যোহনোক্ত বাক্য দ্বারা আমরা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে, হজরত ইসার কার্য্য বিবরণ জিবনী সুতরাং বাক্য ও শিক্ষা সমস্ত যথাযথ কোন সময়ে সুরক্ষিত হয় নাই। তথাচ সদাপ্রভুর পবিত্র নামের ধন্যবাদ যে, আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় সমস্ত, সংগৃহিত ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ বাইবেল মধ্যে কোথায়ও আংশিকরূপে, কোথায় বা পূর্ণরূপে, কোথায় বা আভাষমাত্র সন্নিবেশিত থাকিয়া, অন্ধকার কূপ মধ্যে নিহিত উজ্জ্বল হীরক খণ্ডবৎ সত্যের

উজ্জ্বলতম জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া সত্যান্বেষিদের অশেষ মঙ্গলসাধন করিতেছে। উপরে উদ্ধৃত হজরত ইসার উক্ত সুন্দর ভবিষ্যদ্বাক্যগুলি সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণ ঘোরতর বিতণ্ডা করত তৎসমুদায় এক অনির্দ্দিষ্ট "পবিত্র আত্মার" উপর আরোপ করিয়া থাকেন, কিন্তু শাস্ত্র এবং খ্রীষ্টীয়মণ্ডলীর ইতিহাস সবিশেষ আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভ্রাতৃগণ পবিত্র আত্মার যে রূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তদরূপ কোন মহাশক্তি দ্বারা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী কখন রক্ষিত কিম্বা চালিত হয় নাই। এবং হজরত ইসার উক্ত ভবিষ্যদ্বাক্যগুলি ভ্রাতৃগণের কল্পিত কোন অনির্দ্দিষ্ট আত্মা সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই,—বরং সে সকল মহত্তর অন্য ব্যক্তি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। "পবিত্র আত্মা" কোন্ ব্যক্তি, তাহার স্বরূপ কি? ভ্রাতৃগণের কল্পিত কিম্বা স্বীকৃত—"পবিত্র আত্মাই" যদি হজরত ইসা উক্ত "শান্তিকর্ত্তা" (Peace maker) হন, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ পবিত্র আত্মা হজরত ইসার স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পরেই তদীয় মণ্ডলীকে সংরক্ষণার্থে প্রহরীবত নিয়োজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আমরা কার্য্যত ঐ মণ্ডলী মধ্যে খৃষ্টীয়ানদিগের বর্ণিত "পবিত্র আত্মার" কোন ক্রিয়াই দেখিতে পাই না। হজরত ইসার স্বর্গারোহণের অতি অল্পকাল পরে, এমন কি তাহার জীবনসহচর, প্রচারবন্ধু দ্বাদশ শিষ্য মধ্যে অনেকে জীবিতাবস্থায় থাকিতে থাকিতে খ্রীষ্টীয়মণ্ডলী মধ্যে যীশুখ্রীষ্টের শিক্ষাসম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ ও বাগযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল।

প্রথমাবধি খ্রীষ্টীয়মণ্ডলীর ইতিহাস ও খ্রীষ্টীয়ানদিগের আচার ব্যবহার যথাযথ আলোচনা করিলে ভ্রাতৃগণের কল্পিত পবিত্র আত্মা যীশুখ্রীষ্টের বাক্যানুযায়ী খ্রীষ্টীয়ানদিগকে চালনা করিতে সক্ষম হন নাই, কিম্বা যীশুখ্রীষ্ট তাহাদের কথিত পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই ইহার একতম অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে!! যে আত্মা পরস্পরের হৃদয় শোণিতপাতে সতত ব্যগ্রতা জন্মায় সে কেমন আত্মা!! তথাবিধ আত্মাকে কেমন করিয়া "পবিত্র আত্মা" কিম্বা অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয় সদাপ্রভুর আত্মা কিম্বা অংশ বলিয়া স্বীকার করিব?

যদি বাস্তবিক খ্রীষ্টীয়ানেরা তাহাদের স্বীকৃত একই "পবিত্র আত্মা" দ্বারা

চালিত হইতেন, যদি একই "পবিত্র আত্মা" দ্বারা শিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরকে, ভ্রান্ত, নারকী, অখ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি সুন্দর সম্ভাষণে সম্ভাষণ করিতে কদাচ সাহসি হইতেন না। যদি বাস্তবিক তাহারা একই জ্ঞানময় "পবিত্র আত্মা" দ্বারা চালিত হইতেন তাহা হইলে পুন পুন বাইবেল অনুবাদ ও সংশোধন প্রয়োজন হইত না, যদি বাস্তবিক তাহারা তদরূপ কোন আত্মা দ্বারা চালিত হইতেন তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রার্থনা ও উপাসনা প্রণালী বিভিন্ন আকারের হইত না, যদি তাহাঁরা একই পবিত্র আত্মা দ্বারা সুরক্ষিত হইতেন তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে ভ্রষ্টতা প্রবেশ করিতে পারিত না। যদি তাহারা বাস্তবিক কোন পবিত্র আত্মা দ্বারা সুরক্ষিত হইতেন তাহা হইলে, তাহাদের অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়মণ্ডলীর নিমিত্ত যোহন লিখিত সুসমাচারের ১৭ অধ্যায় লিখিত হজরত ইসার অমন চমৎকার প্রার্থনা কখন তাহাদিগেতে ব্যর্থ হইয়া পড়িত না। খ্রীষ্টীয়ানদিগের নিমিত্ত হজরত ইসার প্রার্থনাটি সমস্ত সমালোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধটিকে বৃহৎ পুস্তকে পরিণত করিতে হয়, সুতরাং নিতান্ত আবশ্যক বিষয়ে তন্মধ্যস্থ দুই একটি কথা মাত্র উল্লেখ করত আমরা সংক্ষেপে দেখাইতে বাসনা করি যে, খ্রীষ্টীয়ানেরা আপনাদের ভ্রষ্টাচরণ দ্বারা কেমন শোচনীয়রূপে আপনাবিগেতে, আপনাদিগের নায়কের অতি আগ্রহের প্রার্থনাটি একেবারে নিষ্ফল করিয়াছেন, যদি বাস্তবিক তাহারা তাহাদের কথিত মত ত্রিত্বময় ঈশ্বরের "এক অংশ ঈশ্বর," "পবিত্র আত্মা" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও চালিত হইতেন তাহা হইলে তাহাদের এই প্রকার শোচনীয় পতন কখন হইত না। সাধু যোহন লিখিত ১৭শ অধ্যায়তে হজরত ইসা—বিনীত ভাবে স্বীয় ঈশ্বর সদা-প্রভুর সন্নিধানে প্রার্থনা করিতেছেন যথা—"এক মাত্র সত্য ঈশ্বর যে তুমি তোমাকে, ও তোমার প্রেরিত যীশুখ্রীষ্টকে জ্ঞাত হওয়াই অনন্ত জীবন—" হজরত ইসা স্বীয় প্রর্থনার প্রথমেই ঈশ্বরের একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব ধ্রুবরূপে নির্দ্দেশ করত, তাঁহাকে অদ্বিতীয়রূপে জ্ঞাত হওয়া ও মানব পরিত্রাণার্থে, ভ্রান্ত মানব জাতীকে সত্য প্রদর্শনার্থে তাঁহার নিয়োজিত ও প্রেরিত ব্যক্তিকে জ্ঞাত হওয়াকেই অনন্ত জীবন বলিয়া নিরূপণ করিতেছেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি ভ্রাতৃগণ কোন্ আত্মার শিক্ষাতে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে

ঈশ্বরত্ব আরোপ করত, ব্যক্তিদের মিশ্রণে গঠিত ত্রিত্বময় ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন? এই ঘোরতর ঈশ্বরাবমাননা—(Blasphamy) কি পবিত্র আত্মার শিক্ষার ফল নাকি? মণ্ডলীর নিমিত্ত হজরত ইসার উপরোক্ত প্রার্থনাটি সমালোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ভ্রাতৃগণ "ঘাট ছাড়াইয়া" অর্থাৎ—যীশুখ্রীষ্টের প্রকৃত শিক্ষা হইতে স্খলিত হইয়া অনেক দূরে বহিয়া গিয়াছেন, যাহা হউক এই প্রর্থনা হইতে আর একটি কথা উল্লেখ করত, আমরা আমাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিব। যোহন ১৭ অধ্যায় ২১ পদে হজরত ইসা অতি আগ্রহসহকারে, দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতেছেন—যথা "তাহারা যেন সকলে এক হয়, যেমন আমি তোমাতে ও তুমি আমাতে তেমনি তাহারাও যেন আমাদিগেতে এক হয়, (তাহাতে) তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ ইহাতে যেন জগতের বিশ্বাস জন্মে"। কোন খ্রীষ্টিয়ান ভ্রাতা, কোন মিসনরি-পুঙ্গব কি মণ্ডলীর ও জগতের কি প্রাচীন কি আধুনিক ইতিহাস দ্বারা প্রমাণ করিয়া কি প্রাচীন কি আধুনিক, খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে, হজরত ইসার উপরোক্ত চমৎকার প্রার্থনাটির কোন সার্থকতা,—অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর একতা দেখাইয়া দিবেন? যীশুখ্রীষ্টের পরবর্ত্তি কাল হইতে খ্রীষ্টীয়ানদিগের মতভেদ ও ভ্রষ্টাচরণ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে ইহাই অনুমতি হয় যে, হয় তাহারা যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মনীতি ধারণ করিয়া তাহা অভ্যাস ও কার্য্যে এবং জীবনে পরিণত করিতে পারেন নাই, অথবা তাহারা যে "পবিত্র আত্মার" দোহাই দিয়া থাকেন তদরূপ কোন পদার্থ তাহাদের জন্য কদাচ প্রেরিত হয় নাই—এবং তদরূপ কোন শক্তি কদাচ তাহাদের জন্য কোন কার্য্য সাধন করেন নাই।

কিন্তু বাস্তবিক খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে এক অপূর্ব্ব আশীর্ব্বাদ প্রদত্ত হইয়াছিল, দুঃখের বিষয় যে, উক্ত আশীর্ব্বাদ মুলক ক্ষমতা ও কার্য্য খ্রীষ্টীয়ানদিগের ভ্রষ্টতা হেতু অতি অল্পকাল মধ্যেই মণ্ডলী হইতে অপসারিত হইয়াছিল। সাধু মার্ক লিখিত সুসমাচারের ১৬শ অধ্যায় ১৬ পদে হজরত ইসা তাঁহার প্রকৃত অনুগামী অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ানদিগের লক্ষণ নিরূপণ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন "যে কেহ বিশ্বাস করিয়া বাপ্তাইজিত হইবে সে

পরিত্রাণ পাইবে, কিন্তু যে বিশ্বাস না করিবে তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে, আর যাহারা বিশ্বাস করিবে এই এই অভিজ্ঞান তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে, তাহারা আমার নামে ভূতগণকে ছাড়াইবে, নূতন নূতন ভাষা কহিবে আর সর্প তুলিবে, ও প্রাণ নাশক কোন বস্তু পান করিলে তাহা তাহাদের কোন হানি করিবে না, এবং পীড়িতদের গাত্রে হস্তার্পণ করিলে তাহারা সুস্থ হইবে।" ইত্যাদি——

খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে উল্লেখিত আশীর্ব্বাদটি যে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এই স্থানে তাহার দুই একটি প্রমাণ উল্লেখ করা বিহিত বোধ করিতেছি। যথা—"তাহাতে তাহারা সকলে "পবিত্র আত্মাতে" পূর্ণ হইয়া আত্মা তাহাদিগকে যেরূপ উচ্চারণ দান করিলেন তদনুসারে অন্যান্য ভাষাতে কথা কহিতে লাগিলেন" প্রেরিতদের ক্রিয়া দুইয়ের অধ্যায় চারি পদ, তারপর ঐ প্রেরিতদের ক্রিয়া বিবরণ পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়েতে সাধু পিতর এক আজন্ম খঞ্জ ব্যক্তিকে বাক্য দ্বারা সুস্থ করেন যথা—"তখন পিতর বলিল রৌপ্য কি স্বর্ণ আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহা তোমাকে দিতেছি, নাসরতীয় যীশুর নামে উঠিয়া গতায়ত কর—তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তির চরণ ও গুল্‌ফ সবল হওয়াতে সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া গতায়ত করিতে লাগিল" ইত্যাদি। ধর্ম্মবীর মহাত্মা পৌল যখন বন্দি দশায় রোমনগরে নীত হইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে জল সংকটে পতিত হইয়া মিলিতা নামক দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তথায় সংঘটিত ঘটনা দ্বারা, খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে যে পূর্ব্বোক্ত আশীর্ব্বাদ অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহার দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা,—"নিস্তার পাইলে পর ঐ দ্বীপের নাম যে মিলিতা ইহা জ্ঞাত হইলাম, আর তথাকার অসভ্য লোকেরা অসাধারণ সৌজন্য প্রকাশ করিল, বিশেষত উপস্থিত বৃষ্টি ও শীত প্রযুক্ত অগ্নি জ্বালিয়া আমাদের সকলকে অতিথি করিল তাহাতে পৌল এক বোঝা গাছের পালা কুড়াইয়া ঐ অগ্নির উপর ফেলিয়া দিলে অগ্নির উত্তাপে একটা কালসর্প নির্গত হইয়া তাহার হস্তে কামড়াইয়া রহিল। তখন ঐ অসভ্য লোকেরা পৌলের হস্তে ঐ জন্তুকে ঝুলান দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল "ঐ ব্যক্তি নরহত্যাকারী কোন সন্দেহ নাই, কেননা সমুদ্র হইতে নিস্তার পাইলেও প্রতিফল দাতা উহাকে বাঁচিতে দিলেন

না—কিন্তু সে হস্ত ঝাড়িয়া জন্তুটাকে অগ্নির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া কিছুই হানি পাইল না তথাচ বিষ জ্বালাতে তাহার শরীর ফুলিবে, নতুবা হঠাৎ সে মরিয়া ভূমিতে পড়িবে ইহা অনুমান করিয়া ঐ লোকেরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা দেখিবার অপেক্ষাতে থাকিল, ভিন্ত তাহার প্রতি কোন বিন্নম ঘটনা হইতেছে না দেখিয়া বিচারান্তর করিয়া বলিতে লাগিল,—উনি অবশ্য কোন দেবতা" এই সম্বন্ধে আর একটি মাত্র প্রমাণ পাঠকগণকে উপহার দিয়া, হজরত ইসার ভবিষ্যদ্বাক্যগুলি যে কেবল অন্তিম নবি হজরত মোহাম্মদ মস্তাফাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে তৎসমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। "তৎকালে প্লবিয়ের পিতা জ্বরাতিসারে পিড়ীত হইয়া শয্যাগত থাকাতে পৌল ভিতরে তাহার নিকটে গিয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে সুস্থ করিল" প্রেরিতদের ক্রিয়া বিবরণ। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর প্রাচীন ইতিহাসে এতৎসম্বন্ধীয় প্রমাণের কোন অভাব নাই, কিন্তু দেখিবার ও বিচার্য্য বিষয় এই যে, ঐ মহত ক্ষমতা, ঐ মহীয়সী আশীর্ব্বাদ কতকাল খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে অধিষ্ঠিত ছিল? সুবিচার করিলে অতি অল্প কাল বলিতে হইবে। মণ্ডলীর ইতিহাস আমাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে সাক্ষ্য দেয় যে, খ্রীষ্টের অতি অল্পকাল পর হইতে তাঁহার উল্লেখিত আশীর্ব্বাদ বাক্যটীর সার্থকতা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়া, উহা খ্রীষ্টীয় সমাজ হইতে একেবারে লুপ্ত ও নিরর্থক হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক বিজ্ঞ খ্রীষ্টীয়ান স্বীকার করিবেন যে, মণ্ডলীর ভ্রষ্টতাই ইহার একমাত্র কারণ। তাহাতেই বলিতেছি যে, খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী যদি খ্রীষ্টীয়ানদিগের কথিত মত সদাপ্রভু যিহোবা সদৃশ, কিম্বা তাহার এক তৃতীয়াংশ শক্তি স্বরূপ "পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের" ন্যায় পথদর্শক কিম্বা কোন প্রবল শক্তি দ্বারা নিয়ত চালিত ও সংরক্ষিত হইত, তাহা হইলে তন্মধ্যে ভ্রষ্টতা প্রবেশ করিতে পাইত না। কিন্তু যখন খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইতেছি, তখন কেমন করিয়া স্বীকার করিব যে, খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সদৃশ কিম্বা অংশ তুল্য এক আত্মা দ্বারা, অবিরত চালিত ও রক্ষিত হইয়া আসিতেছে? বরং যত আত্মা তত সম্প্রদায়" এই আমাদের বিশ্বাস। যাহা হউক যোহন লিখিত মুসমাচার ১৪শ অধ্যায় ১৫শ অধ্যায় ও ১৬শ অধ্যায়তে "আগামী শান্তিকর্ত্তা" (Peace maker) সম্বন্ধে খ্রীষ্টোক্ত যে উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাক্যগুলি লিখিত আছে বাস্তবিক সে সমস্ত

কোন অদৃশ্য আত্মা কিম্বা কোন অদৃশ্য শক্তি সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই। কেননা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, তিনি "দেখাইবেন" তিনি "শুনাইবেন" তিনি "বলিবেন" ইত্যাদি এই সকল বাক্য দ্বারা খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণ জগতকে কি বুঝাইতে চাহেন ?? চক্ষু ব্যতীত কেহ কি দেখিতে পায়, কর্ণ ব্যতীত কেহ কি শুনিতে পায়, শরীরের সাহায্য ব্যতীত আত্মা কি কোন কার্য্য করিতে পারে? এই সত্য কি প্রমাণ করিয়া বুঝাইতে হইবে যে, আত্মা বিহীন শরীর ও শরীর বিহীন আত্মা কোনই কার্য্যকর নহে !! আত্মা বিহীন শরীর যেমন অতি ঘৃণিত ও স্বাভাবিক ভিতী ব্যঞ্জক একটি বিষয়। তেমনি শরীর বিহীন আত্মাও সাধারণত "ভূত" নামধেয় অতি ঘৃণিত ও স্বাভাবিক ভিতীব্যঞ্জক বিষয় নহে কি?

হজরত ইসা প্রথমত ঐ আগামী নায়কের এক লক্ষণ নিরূপণ করেন, তিনি শান্তি কর্ত্তা—ইংরাজি অনুবাদ Peace maker. শান্তি নির্ম্মাতা—। পরস্পর বিরোধি দলমধ্যে যিনি দণ্ডায়মান হইয়া, পরস্পরের বাক্য ও মন ভাব পরস্পরকে জ্ঞাত করেন, পরস্পরের বিরোধ ঘুচাইয়াদিয়া সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক পরস্পরকে একিভূত করেন তিনিই শান্তিকর্ত্তা কিম্বা Peace maker, নাম ধারণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি। হজরত মোহাম্মদ রসুল ছাল্লেলাহ আলায়হেচ্ছালামেতে, আমরা জাজ্বল্যমান খ্রীষ্টোক্ত শান্তি কর্ত্তার ঐ মহত নিদর্শন দেখিতে পাই। তিনিই অন্তিম কালীয় আজ্ঞালঙ্ঘন কারী, নবি রসুল প্রভৃতি ভাববাদিদিগের প্রতি অকথ্য দুর্ব্যবহারকারী, পাপ কলুষিত অন্তিম জগজ্জনের ও সদাপ্রভুর মধ্যে দণ্ডায়মাণ হওনার্থে সদা প্রভুর নিয়োজিত মহান শান্তি কর্ত্তা। হজরত ইসা আর এক স্থানে আরও স্পষ্টরূপে তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—"তিনি (ঐ শান্তিকর্ত্তা) আপনা হইতে কিছুই কহিবেন না। কিন্তু যাহা যাহা শুনিবেন তাহাই কহিবেন।" এই ভবিষ্যদ্বাক্য কেমন চমৎকাররূপে হজরত মোহাম্মদ মস্তাফাতে পূর্ণ হইয়াছে! হজরত মোহাম্মদ জগতের শিক্ষার্থে আপনা হইতে, নিজ কল্পনা কি ইচ্ছামত একটি কথাও বলেন নাই। এত বড় প্রকাণ্ড ও মহত গ্রন্থ মহা কোরাণ ইহার মধ্যে একটি বর্ণও তাঁহার স্বকল্পিত নহে! স্বর্গধাম, মহিমার সিংহাসন হইতে তাঁহার প্রতি যে আদেশ নির্গত

হইয়াছে, বিশ্বস্ত রাজদূত হজরত গাব্রিয়েল (জিব্রীয়েল) প্রমুখাত, জগতবাসি প্রতি মহান সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা ও আদেশ হথাযথ যেমন শুনিয়াছেন, অবিকল তাহাই প্রচার করিয়াছেন, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। তারপর স্বীয় মধ্যস্থতা সুসম্পন্ন করণার্থে, মহান সদাপ্রভুর প্রসাদে, জগতের আবেদন, জগতের বিনতী সদাপ্রভুর গোচর করণার্থে "মিয়ারাজে" স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক উভয় মধ্যে, ঈশ্বর ও মানব মধ্যে স্বর্গ ও পৃথিবী মধ্যে সন্ধি স্থাপন করত, হজরত ইসা উক্ত বাক্যটি সম্পূর্ণ করিয়া পাপী জগত ও সৃষ্টি কর্ত্তা মহান সদাপ্রভুর মধ্যে মহত "শান্তি কর্ত্তা" হইয়া দাড়াইয়াছেন!!! সদাপ্রভুর পবিত্র নাম চির ধন্য হউক। হজরত ইসা বলিতেছেন "তিনি আমার বিষয় সাক্ষ্য দিবেন আর হজরত মহম্মদ, তাঁহার (খ্রীষ্টের) বিষয় সাক্ষ্য দিয়াছেন; মুসার বিষয় সাক্ষ্য দিয়াছেন, জগতকে দোষের প্রমাণ দিয়াছেন, যিহুদী খ্রীষ্টিয়ান উভয় মণ্ডলীর ভ্রষ্টাচরণের বিষয় সাক্ষ্য দিয়াছেন, কোরান শরিফের পাঠক মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রে তাহা জ্ঞাত আছেন। হজরত ইসা আরও বলিতেছেন "তিনি ভাবি ঘটনা নিচয় জ্ঞাত করিবেন।" হজরত মোহাম্মদ মস্তাফা জগতের শেষ অবস্থা মহা বিচার (রোজ কেয়ামত) স্বর্গ নরকাদি সম্বন্ধে যেমত পরিষ্কার শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন ভাববাদি কিম্বা প্রেরিত পুরুষ তদরূপ প্রচারিত হয় নাই।

শিক্ষা।

(সমাজ তত্ত্ব)

(৬)

সন্ন্যাসী। স্নানাদির পর তোমাকে জ্ঞাতব্য বিষয় বলিব। লিখিয়া না লইলে তোমার উপকার হইবে না। আমার একজন প্রিয় শিষ্য দ্বারা তুমি ভবিষ্যতে বিশেষ উপকৃত হইবে। সাধারণ শিক্ষার উপযোগী একজন মহাত্মা বহুদিন পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সেই ব্যক্তি আমার শিষ্যের শিষ্য। সংসার তরঙ্গে তুমি সম্যক কষ্ট পাইয়াও যে এরূপ প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন

কর নাই, ইহাতে আমি বিশেষ সুখী হইলাম। ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিবার জন্য শীঘ্র প্রস্তুত হও।

আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, উদ্যানের নৈর্ঋত কোণে একটি বিচিত্র লতামণ্ডপে গিয়া উপবেশন করিলাম। এইস্থান আমার নিত্য উপাসনার স্থল বলিয়া আমার প্রীতিকর সন্দেহ নাই, কিন্তু দর্শক মাত্রেই দেখিবার অনেক বস্তু আছে, স্থানমাহাত্ম্য মহাজনগণের উক্তিদ্বারা জ্ঞাত ছিলাম, নিজে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম।

অনন্তর ভক্তিভাজন সন্ন্যাসী মহোদয় স্নানান্তে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহার অভিবাদন করণান্তর তদীয় প্রফুল্ল বদন প্রতি নিমিষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করত যোড় হস্তে দণ্ডায়মান থাকিলাম। আমাকে বসিবার আদেশ করিয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন। আমি যে সমস্ত বিষয় তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি তাহাই এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। বর্ত্তমান সমাজের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া, যে সকল চিন্তাশীল পরদুঃখ কাতর মহাত্মা তদপসারণে নিয়ত শ্রম স্বীকার করিতেছেন এবং প্রত্যহ প্রতি অনুষ্ঠানে তদুদ্দেশ্যে জীবন যাপন করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে প্রবন্ধ পাঠ অনাবশ্যক। যাঁহারা মাতৃভূমির দুর্দ্দশা দেখিয়াও একদিনের জন্য প্রতিকার চেষ্টা না করেন এবং ভবিষ্যদ বংশের কি সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছে তাহা ভাবিয়া না দেখেন তাঁহারাই উপদেশ গ্রহণের যোগ্য। দুঃখের বিষয় সকলেই উপদেশ প্রদান করিতে অগ্রসর, উপদেশ গ্রহণ করিতে কেহই প্রস্তুত হন না। ইহাই সমাজের পতন অবস্থা সন্দেহ নাই। দিনান্তে একবার সদগ্রন্থ পাঠ মানবের অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম।

মানব-সন্তান! তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি তাহা যদি তুমি স্থির করিতে না পারিয়া থাক, তাহা হইলে পশু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কি নিমিত্ত অভিমান কর? ঘোর ঘন ঘটাচ্ছন্ন তপন দর্শন করিয়া তোমার শীতাপনোদন হইবে কি? তোমার মনুষ্যাকার চর্ম্ম আচ্ছাদিত ভীষণ পশ্বাকার দর্শন দ্বারা কাহার সুখোদয় হইবে? কোন স্থানে ময়লা পূর্ণ দেখিয়া এবং দুর্গন্ধ অনুভব করিয়া তুমি যেমন সে স্থান ত্বরায় ত্যাগ কর তোমার অন্তর ময়লা হইলে পবিত্র লোকে তোমাকে মনে মনে ত্যাগ করেন, বর্ত্তমান সমাজের খাতিরে পড়িয়া

তোমার সহিত সাংসারিক কার্য্যানুরোধে যে কথোপকথন প্রয়োজন তাহাই করেন। মূঢ় ব্যক্তির এমন চৈতন্য হয় না যে, তাহার পৃষ্ঠে কি নির্দ্দয় কষাঘাত হইতেছে। সমাজ সংস্কারকগণ, সমাজের দন্ত বিকাশ দর্শনে ভীত না হইয়া সেই মূঢ়গণকে শিক্ষা প্রদান করিলে, অক্ষয় পুণ্য লাভ করিয়া ইহলোকে এবং পরলোকে যশঃবান হইবেন।

বলিতে কণ্ঠ রোধ হয়, লিখিতে লিখিত লেখনী অচল হয়, বুঝাইতে প্রাণ মর্ম্মাহত হয়, তথাপি সমাজের আবর্জ্জনা রাশি মুক্ত করিতে ক্ষান্ত হইব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া শনৈঃ শনৈঃ গন্তব্য পথে অগ্রসর হউন। আমি দেখিয়াছি অনেক মহাত্মা যাবজ্জীবন পরহীতব্রত পালন করিয়া উদ্‌যাপন সময়ে কুটীলের ভ্রুকুটী দর্শনে কর্ত্তব্য ত্যাগ করেন। সংসার সমরে দুর্জ্জনগণের ধৃষ্টতার মুখে মুষ্টাঘাত করাই শ্রেয়ঃ। দুঃখের বিষয় সজ্জনের দল পুষ্টি সহজ সিদ্ধ হইলেও কেহ কেহ এ সাধনায় প্রবর্ত্ত হইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা বুঝাইতে ক্ষান্ত না হন, শিষ্য বৃদ্ধি করিতে কদাচ বিরত না থাকেন ইহাই প্রার্থনা।

ধন, মনকে আকর্ষণ করে ইহা চির প্রসিদ্ধ। এখনকার সমাজ ধন প্রত্যাশী; কারণ এদেশে এক্ষণে নিত্য অভাব। সুতরাং লোকে সেই অভাব মোচনের জন্য দিক্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া, ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া, যাহার যাহা ইচ্ছা নানারূপে তাহাই করিয়া থাকে। এজন্য সমাজ সংস্কারকগণ দায়ী। যেহেতু নিরক্ষর অজ্ঞ ব্যক্তিরা শিক্ষাভাবে একপ্রকার পশুতুল্য হইয়া থাকে। কয়জন ব্যক্তি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া থাকেন, অথবা প্রবন্ধ পাঠ জনিত জ্ঞানানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন? কোন্ পাপের ফল ভোগ হেতু ভারতবাসীর অধিকাংশ ব্যক্তির উত্তরোত্তর কুরুচি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা সকলেরই চিন্তার বিষয়। পাশ্চাত্য ভূমির সাধারণ শিক্ষার উন্নতি হেতু তদ্দেশের ব্যক্তিমাত্রেই চিরসুখী। এ দেশে লেখা পড়া শিখিয়াই চাকরী স্বীকার করে। অন্যান্য দেশে চাকরীকে ঘৃণা করে। অথচ জীবিকা অর্জ্জনের পথ সুপ্রশস্ত রহিয়াছে। কিন্তু তদ্বিষয়ে কেহ নেতা না হইলে কাহারও স্বতঃ প্রবৃত্ত হইবার প্রবৃত্তি জন্মে না।

অস্মদ্দেশীয় ধনশালিগণের মোহ নিদ্রাই স্বদেশের ঘোর বিপত্তির কারণ।

তাঁহারা বিলাস বৈভবে মন প্রাণ অর্পণ করিয়া আর্ত্ত, নিরন্ন সুদরিদ্রদিগের অবস্থা দেখিবার সাবকাশ প্রাপ্ত হন না। যদি সময় থাকিতে কেহ এই পতনোন্মুখ সমাজের উদ্ধার সাধনে কৃত সংকল্প না হন, এদেশ দাসব্যবসার দ্বিতীয় স্থল হইয়া উঠিবে। এ দেশের বর্ত্তমান কয়েকটী ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তখন কোন প্রকারেই নিজের মঙ্গল রক্ষা করিতে পারিবেন না। হয়ত কাহারও সে প্রবৃত্তিও হইবে না। অপরের সুখ দুঃখের সহিত আমার ইষ্টানিষ্ট বিজড়িত, এই সামাজিকতত্ত্ব রহস্য যে ব্যক্তি না বুঝিবেন, তিনি আপনি আপনাকে সর্ব্বাংশে বঞ্চিত করিবেন ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সময়ে যে কার্য্য সহজে ও অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হয়, অসময়ে তাহা সুসাধ্য হওয়া অতি সুকঠিন। এমন কি অনেক সময়ে তাহা সম্পন্নই হয় না। আমি একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতার কড়েয়া নামক স্থানে কোন আত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি তৎকালে তথায় উপস্থিত না থাকায় ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, এক মনোহর মূর্ত্তি, বহু সংখ্যক ব্যক্তি কর্ত্তৃক বেষ্টিত রহিয়াছে। আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আগ্রহ চিত্তে তদভিমুখে অগ্রসর হইলাম। তাঁহার প্রশান্ত ভাব, কমনীয় কান্তি, বিশালবক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, সুদীর্ঘ বপু, সহাস্য বদন এবং উজ্জ্বল চক্ষু দর্শন করিয়া মনে হইল যেন পূর্ব্ব পরিচিত সন্ন্যাসী মহাশয়ের বর্ণিত তাঁহার শিষ্য এই মহাপুরুষ। ক্রমে জানিলাম আমার অনুমান ঠিক্ হইয়াছে। তাঁহার সহিত বাক্যালাপের জন্য অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে কিঞ্চিৎ সুবিধা পাইলাম। কারণ আমি যে বিষয়ে কথোপকথন করিব তাহা জনতা মধ্যে অনেক বাধা প্রাপ্তির আশঙ্কা। যেহেতু ঐ স্থানের প্রত্যেকেই ক্রমে ক্রমে এক একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন। একজন বলিয়া উঠিলেন "ফকীর সাহেব! আপনার সন্তান সন্ততি কি?"

ফ। কিছুই না।

প্রশ্নকারক। দার পরিগ্রহণ করিয়াছেন?

ফ। না।

প্র। কেন করেন নাই?

ফ। ঈশ্বর আমাকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, তদ্দ্বারা দার পরিগ্রহণ করিয়া

যে কয়েকটী প্রাণীর উপকার করিতে পারিতাম, ফকীরী লইয়া তদপেক্ষা অধিকতর উপকার করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা আপনার পক্ষে ঠিক পথ নয়। আপনি নিজের স্ত্রী পুত্রাদিগণকে প্রকৃত শিক্ষাদীক্ষাদি দ্বারা জগতের কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইতেছেন, সার্ব্বভৌমিক মঙ্গলকর কার্য্য আপনার দ্বারা হইতে পারেনা। আপনার দেহে ও প্রাণে তাদৃশ শক্তিও নাই। অপনি কি স্বীকার করিতে পারেন যে, আপনার সাংসারিক কর্ত্তব্য কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই?

প্র। আমার যতদূর জ্ঞান, তদ্দ্বারা আমার বিশ্বাস যে, সংসারে যাহা করিতে হয় তাহা আমি করিয়া থাকি। আমার সামান্য জমীদারীর আয় কর্ত্তৃক আমার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আমি প্রতিবাশীর উন্নতি দর্শনে হিংসা দ্বেষ করি না! সাধ্যমত দরিদ্রগণকে আহার প্রদান করি। পুত্র কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া থাকি। ভৃত্যগণের বেতন যথাসময়ে প্রদান করি। প্রজাগণের সুখ দুঃখের অনুসন্ধান করি। বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্য করি। ধর্ম্মালয়ে নিয়মিতরূপে উপাসনা করিতে বিরত হই না। সাধু সজ্জনের সমাদর করিতে ত্রুটী করি না। যাহার যা প্রাপ্য তাহা ঠিক্ হিসাব করিয়া তাহাকে প্রদান করি। ইহা ব্যতীত আর কি করিতে হয় তাহা আমি জানি না।

ফ। আপনার পুত্রের অকাল মৃত্যুর কি উপায় করিয়াছেন?

প্র। আমার পুত্রের দোষ কিছু দেখিতে পাই না। কি নিমিত্ত অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবে তাহাও বুঝিতে পারি না।

ফ। আপনি স্বগৃহ পরিষ্কৃত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আপনার বাসগৃহের চতুঃপার্শ্বে পুরীষ পূর্ণ ক্ষেত্রের দুর্গন্ধ দ্বারা আপনার যে অনিষ্টাশঙ্কা আছে তাহা কি ভাবিয়াছেন?

প্র। যে স্থান সাধারণ লোক দ্বারা অপবিত্র করা হয়, তাহা সাধারণের সাহায্য সাপেক্ষ। আমার একমাত্র চেষ্টায় কিছু ফল ফলিবার সম্ভবনা নাই। প্রতিবেশী মণ্ডলের মতামতের জন্য আমি দায়ী হইব না।

ফ। প্রতিবাসীও ঐ কথা বলিয়া থাকে। চির দিন এইরূপ অনিষ্ট দর্শন দ্বারাও যদি কুপ্রথা কেহই অপসারণে যত্নশীল না হন, তাহা হইলে অমঙ্গলের

বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া মহামারী উৎপন্ন করে। যাহার এ বিষয় বুঝিবার শক্তি নাই, তাহাকে আপনি কখন বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কি ?

প্র। আমি একদা একব্যক্তিকে এইরূপ কোন একটী সাধারণ হিতকর কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইবার নিমিত্ত তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিলাম, কিন্তু তিনি শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন না। দিন কয়েক আমরা কয়েকটি প্রধান প্রধান ব্যক্তি অপর সাধারণ লোকসহ সন্ধ্যার পর নানা প্রকার সৎযুক্তি করিতাম। অবশেষ ক্রমে ক্রমে সকলেরই ঐদাস্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিছু দিন পরে আর কেহই কোন উচ্চবাচ্য করিলনা। এপর্য্যন্ত সেই কার্য্যটী অসম্পন্ন থাকায় সাধারণেরই অনিষ্ট হইতেছে। এরূপ নিস্তেজ জড়প্রাণ কাপুরুষ ব্যক্তিগণ দ্বারা কিরূপে সমাজের উন্নতি হইতে পারে ?

ফ। আপনার কি একটীও স্বমত পরিপোষক লোক নাই ? তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার কিছু না কিছু ত্রুটী আছে, কিম্বা আপনার হৃদয় প্রকৃত স্বার্থ শূন্য নয়। কোন দরিদ্রের অভাব হইলে যেমন কিছু দিয়া তাহার সাহায্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ যাহারা জ্ঞানধনে বঞ্চিত সুদরিদ্র, তাহাকে নিজের কিঞ্চিৎ জ্ঞান দান করিতে হইবে। এই দান বাক্যে, দেহে, মনে এবং ধনে সম্পন্ন হয়! এমন লোক এখানে আছেন, যাঁহার ইচ্ছা আছে, ধন নাই কিম্বা ধন আছে, ইচ্ছা নাই; অতএব যাহার যে অভাব তাহা বুঝিয়া লইবার শক্তি চাই। এই শক্তি সঞ্চয় জন্য বহুজ্ঞ সৎজ্ঞানীর নিকটস্থ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। সামান্য সুখ দেখিয়া ভুলিয়া আছেন, পরমসুখের আস্বাদ প্রাপ্ত হন নাই। যে তাড়িৎ বলে ইংরাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সংবাদ আদান প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা সর্ব্বজীবদেহে নিহিত। ব্যবহার শিক্ষা আবশ্যক। তদ্দ্বারা আপনি সমস্ত জীবকে নিজায়ত্ত করিতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বুঝিয়া দেখুন, যাহারা ভালুক নাচায় তাহারা যে সকল কৌশল অবলম্বন করে তাহা কেবল জীব দেহের তাড়িৎ শক্তি। আপনি চেষ্টা করিলে নরাকার ভালুককেও বশীভূত করিতে সমর্থ হইবেন। আপনার দৃষ্টান্ত লইয়া অপরেও কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। আপনাদের অপেক্ষা আমার দেহে তাড়িৎ শক্তি অধিক; আমি না ডাকিলেও লোকে আমার নিকট উপস্থিত হয়। এই

আকর্ষণ শক্তি প্রয়োগ শিক্ষা হইতে এখন অন্তর্হিত হইতেছে, যখন এদেশ ভূমণ্ডলস্থ সকল স্থান অপেক্ষা অধিকতর উন্নতিশালী ছিল, তখন ঐ বিষয়ের চর্চ্চা ছিল।

প্র। যে রূপ উপায় অবলম্বন করিলে এদেশীয় অবনত সমাজ উন্নত হইবে তাহা আপনার ন্যায় দৈব শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি কিম্বা দেশের রাজা ভিন্ন কেহই সম্পন্ন করিতে পারিবেন না। কোন দেশে নিয়ম হইয়াছে, যদি কেহ নিজ সন্তান সন্ততীর শিক্ষা প্রদান না করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। আমাদের দেশেও ঐ নিয়ম প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।

ফ। এ যুক্তি মন্দ নয়। একার্য্য সমাধা করিতে কি আপনি চেষ্টা করিবেন।

প্র। আমার একমাত্র চেষ্টায় উহা সুসম্পন্ন হওয়া সুকঠিন।

ফ। এখন বেশ বুঝিলেন ত যে, সাধারণকে একতা শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে সংসারে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম গুলিও অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। এখন তাহার বিশেষ চেষ্টাকরুন। নচেৎ আপনাকে মহাপাপ-গ্রস্ত হইতে হইবে। নিজ সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য ঈশ্বর আপনাকে ধন রক্ষক করেন নাই।

এই সময় সান্ধ্যক্রিয়াদি জন্য সকলে উঠিয়া গেলেন। আমি একা সেই মহাত্মার সহিত নির্জ্জন স্থানে বহু বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলাম। পরিচয় দ্বারা জানিলাম, এই মহানুভব ফকীর মহাশয় পূর্ব্ব বর্ণিত কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর শিষ্য। তিনি এই মহাত্মার আগমন বার্ত্তা বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রী মা, লা, ভঞ্জ।

পরিত্রাণ।

তৃতীয় সর্গ।—আবু সুফিয়ানের বিলাস কক্ষ।

ভীম প্রভঞ্জন পৃষ্ঠে বিজলী সুন্দরী
দ্যুতিল দ্যুলোক জুড়ি, কি অশ্রাব্য রোল
পিচাশ তাণ্ডব নৃত্য ;—চপলা চমকে—
বাড়ব অনল যথা সাগর জীবনে—
অথবা বিধাতা যেন পথভ্রান্তগণে
রোষান্ধ নয়নে চেয়ে করিতে নিধন
দেখাইছে ভয়,—আহা তবু নরগণে
সত্যের সরল পথ দেখেনা নয়নে !

হেনকালে আরবার অহুর পর্ব্বতে
রুদ্র তেজে মহাবজ্র গর্জ্জিল ঘর্ঘরে
কাঁপিল ধরণীধর,—কাঁপিল মেদিনী—
ভাঙ্গিয়া পড়িল যেন বিস্তৃত আকাশ—
একেবারে ধরণীর বক্ষ আবরিয়া !
একটা বিকট ভাব ভেদি অন্ধকার—
করিছে ভীষণ খেলা। পুনঃ অমানিশা—
ঢাকিছে কালিমা দিয়া প্রকৃতি বয়ান
মরভূ ল'ভেছে যেন অনন্ত শয়ান !

বিচ্ছিন্ন-বারিল-দল হ'য়ে সচঞ্চলা
শন্‌শনি ছুটিতেছে,—উদ্দাম-প্রসারে,
বিধাতার গুপ্ত কোন অভিশাপ ল'য়ে
বিকট স্বর্গীয়-দূত আসিছে ধাইয়া—
করে ধরি বজ্র-যষ্ঠি ;—ঘোরা অমানিশা
তাহারি দাপটে যেন উঠিছে শিহরি,—
কাঁপিছে ত্রিলোক ! তাই তারকা-নিকর
লুকায়েছে প্রাণ ভয়ে,—দূর—দূরলোকে !

আঁধারে আঁধার মিশি চৌদিশির আজি
অনন্ত নরক-নদে ঘটেছে নিরয়
অবিরাম বজ্রপাত—কড় কড় নাদে
ফাঁটে ঝুঝি কর্ণ-রন্ধ্র,—মূর্চ্ছিতা বসুধা !
স্তব্ধ যেন দিগঙ্গনা,—উর্ব্বীরুহ-দল
দূরে দূরে দাঁড়াইয়া হেরিছে নীরবে
উন্মাদ—উৎসবে-মগ্ন শ্মশান ধরার
প্রবল তরঙ্গ-ভঙ্গ ! একি এ সময়ে
ওরা কে কিসের তরে বসিয়া সদলে
ঢুলু ঢুলু ঢুলিতেছে ? কাল-মূর্ত্তিগুলি
কোন্ পাপ লালসায় হেন দুর্য্যোগেতে
ভাসিছে সুরার স্রোতে একত্র সকলি ?
নিশ্চয়—নিশ্চয় এই নরাধম গণ—
নিভাইতে যাবে আজি ইস্‌লাম তপন !

জ্বলিছে সুগন্ধ দীপ কক্ষ উজলিয়া
মাতোয়ারা সভাজন চন্দ্রাতপ তলে—
আরক্ত নয়ন দ্বয়,—কাঁপে ওষ্ঠাধর
কাঁপে যথা কামোন্মাদ অনঙ্গ সন্ধানে !—
বিলাসিনী রসিকার সোহাগ-পরশে !
অদূরে তাহারি মাঝে বৃদ্ধ একজন
সে আমোদে মাতিয়াছে, কি বিভৎস খেলা,
হেন ভয়ঙ্করী নিশা,—ঘোর অন্ধকারে
অচেতন যবে বিশ্ব শান্তি-নিকেতনে
হা বিধাতঃ ! এ সময়ে কে এরা বসিয়া
ঢালিছে কাঞ্চন-পাত্রে বারম্বার সুরা ?
বসুমতি !—হে আরব, "যাও রসাতলে,"
লইও না এত পাপ পাতি বক্ষস্থলে !

কেমন ?—এখানে না কি উঠে না সঙ্গীত
রমণীর কম কণ্ঠে ?—এবে কিবা দেখি—
ঢালে সুরা ?—নাচ, পিয়, সানন্দ-অন্তরে
কিন্তু যেনো হতভাগ্য—ওরে সুফিয়ান
যেই পাপে আজি ধরা হ'ল কলুষিত
সেই পাপে কোরেশের ঘটিবে বিলয়—
"পৌত্তলিক কোরেশের" ডু'বে যাবে নাম
একান্ত এবার ধাতা তোমাদেরে বাম !
বর্দ্ধিত শোভনা। আহা ঘুঙ্গুরু শিঞ্জনে
তালে তালে রাগ-মুগ্ধ কোমল চরণ—
ধরণীর বুকে বুকে সুখে আলিঙ্গিয়া
কেমন মধুর ধ্বনি তুলিছে ফু'টায়ে !
মনে হয় মূর্ত্তিমতী কলা-শিল্পনামি
একখানি চিত্রপটে দিতেছে জীবন
চারিদিকে সু-বসন্ত, মদনের মেলা
চারিদিকে সুকুমার সৌন্দর্য্যের খেলা !

বৈদূর্য্য মণির মত সুচারু চুমকি
রমণী সবার। তাহে স্বর্ণ দীপ জালে
হইয়াছে উদ্ভাসিত—ঝলসে নয়ন !
শত রুধিরাক্ত মিলি পূর্ণ দুটী গালে
আরবার পড়িতেছে,—পশেনা নয়ন
এত কি সুন্দর ! যেন,—রূপ, রসে মিশি
শতধা ফাটিয়া ধরা দিতেছে হাসায়ে
অর্দ্ধস্ফুট কলিসম নব-গন্ধ-ভরা
নাচিছে বসন্ত সুখে মানস- বিহরা !

বিবিধ বিষয়।

ভারতবর্ষের মোসলমান পণ্ডিত মণ্ডলীর একটি সভা আছে। সেই সভার নাম "নদয়াতল ওলামা"। এই সভায় অনেক মহাদ্দেস অর্থাৎ ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রগাঢ় বুৎপন্ন পণ্ডিতও যোগ দিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ভুলিয়া আমাদের পণ্ডিত মণ্ডলী পতিত সমাজের উদ্ধার সাধন জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন ইহা আমাদের কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়। বিদ্যা শিক্ষা ব্যতীত এ অধঃপতিত সমাজের উন্নতি হইবেনা, পণ্ডিতগণও তাহা বুঝিয়াছেন। তাই লক্ষ্ণৌ নগরীতে একটি মাদরাসা খুলিয়াছেন। মাদরাসার কার্য্যও সুনিয়মে চলিতেছে। দুঃখের বিষয় মৌলবী সাহেবরা ইংরাজি শিক্ষার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন না। আমাদের আলেমগণের মনেরাখা উচিত ইংরাজি অথবা তুর্কী ভাষা শিক্ষা ব্যতীত ভারতীয় অলস মোসলমানদের আলসেমী ছুটিবে না। তুর্কী ভাষার চেয়ে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করা আমাদের বিশেষ দরকার, কেননা ইংরাজি আমাদের রাজার ভাষা। এবার এই সভার অধিবেশন কলিকাতায় হইয়াছিল। বঙ্গের মোসলমানেরা এই সভাকে সকলে স্বাদরে গ্রহণ করেন নাই, না করিবারই কথা, কারণ বঙ্গের মোসলমানেরা একালপর্য্যন্ত এই সভার দ্বারা কোন উপকার পান নাই। যদি নদয়াতল-ওলামার সভ্যেরা বঙ্গে একটী শাখা মাদরাসা স্থাপন করেন ত বঙ্গের মোসলমানেরা তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবে।

হিন্দু কংগ্রেস।

এবার হিন্দুদের কংগ্রেসের অধিবেশন কলিকাতায় হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণের টাকার অভাব নাই, কাযেই ধুমধামের ত্রুটি হয় নাই। কংগ্রেসের পাণ্ডাদিগকে জিজ্ঞাসা করি এবার কি মোসলমানেরা জলপাইগুড়ী স্কুলের সেই পাতকুয়ার জল ছুঁইতে পাইবে ? আমরা প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশই ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, যে যে জেলার লোক কংগ্রেসে বেশী যোগ দিয়াছে সেই সেই জেলার হিন্দুরা মোসলমানদের বেশী ঘৃণা করিয়া থাকে। জলপাইগুড়ীর ও রঙ্গপুর জেলার উপর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গের হিন্দু অধিক বাসিন্দা হইয়াছে, তাই হিন্দুরা জেলার উপর মোসলমানকে অধিক ঘৃণা করিয়া

থাকে, অথচ পল্লিগ্রাম ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, হিন্দুরা মোসলমানের কুপ হইতে জল লইতেছে, মোসলমানেরা হিন্দুর কুপ হইতে জল লইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের একটী পরিচিত লোক নাম মুনশী গোলাম আববাছ, কলিকাতার নিকট বারাকপুর, সেয়ারের নৌকায় উঠিয়া যইতেছিলেন। বারাকপুরের অনেকগুলি শিক্ষিত হিন্দুও সেই নৌকায় ছিলেন। হিন্দুভায়ারা যখন দেখিলেন একটী মোসলমান নৌকার মধ্যে হিন্দুদের সহিত বসিয়া যাইতেছে, তখন তাহারা (হিন্দুরা) তেলেবেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন। ভায়ারা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। জোর পূর্ব্বক সেই মোসলমান ভদ্রলোকটীকে বাহিরে রৌদ্রে বসাইলেন! কংগ্রেসের প্রধান পাণ্ডা সুরেন্দ্রবাবুর বাটী এই বারাকপুরে। এখন পাণ্ডা মহাশয়কে বলি জন্ম ভুমির এই সকল গলদ আগে সংশোধন করিয়া কংগ্রেস করিলে হইতনা কি? কংগ্রেস বৈঠকের অবসানে এবার একত্ববাদীদের? একটী সভা হইয়াছিল। মুখে একত্ববাদী অনেকে হইতে পারেন, কাযে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহারা ঈশ্বরের একত্ব মন্ত্রে দীক্ষিত তাহারা কি কখন ত্রিত্ব কি পৌত্তলিকতার সংশ্রব সহ্য করিতে পারেন? এই সভার সভ্যেরা যদি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করিতেন তাহা হইলে কখনই ত্রিত্ববাদী রেভারেণ্ড মিঃ ফ্লেচার উইলিয়মের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতে পারিতেন না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে "নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল"। আইস প্রকৃত একত্ববাদী ভ্রাতৃগণ আমরা করজোড়ে সর্ব্বশক্তিমান খোদাতায়লার নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন এই নামধারী একত্ববাদী ভ্রাতৃবৃন্দকে প্রকৃত একত্বমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে শক্তি দেন। আমিন!

মোসলমান কংগ্রেস বা মোসলমান শিক্ষা সমিতী।

এবার মোসলমান কংগ্রেসের ১৪শ অধিবেশন মাদরাজে হইয়া গিয়াছে। স্বজাতি প্রেমে উদ্দীপ্ত জ্বলন্ত উৎসাহে উত্তেজিত, মার্জ্জিতজ্ঞানে বিভূষিত কয়েক সহস্র মোসলমানের একত্র সম্মিলন যে সুন্দর দৃশ্য তাহা যিনি অন্ততঃ একবারও স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনি জানেন সে দৃশ্য কেমন মনরম এবং নয়ন, মন মুগ্ধকারী স্বর্গীয় প্রেমের বিকাশ। হিন্দু কংগ্রেসের দুইবার মোসলমান সভাপতি হইয়াছিলেন। কাযেই মোসলমান কংগ্রেসেরও সভাপতি, এবার একজন হিন্দু হইয়াছিলেন। সভার কার্য্যও বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

আদর্শ বিবি।

বরিশাল জেলার মধ্যে সাতুরিয়া একটী গ্রামের নাম। এই গ্রামে পূর্ব্বকালে একঘর জমিদার ছিলেন। এক ঘরে এখন অনেক ঘর হইয়াছেন। এই গ্রামে একটী জমিদার কন্যা আছেন। তাঁহার নাম শ্রীমতি শামসননেছা খাতুন চৌধুরী। বিবি, জমিদার বংশে জন্মিয়াও দরিদ্রের দুঃখ অনুভব করিবার তাঁহার যথেষ্ট শক্তি আছে। তাই তিনি দরিদ্রকে আহার না করাইয়া নিজে জল গ্রহণ করেন না। এমন কি আমরা এবার রোজার সময় দেখিয়াছি সমস্ত দিন রোজা থাকিয়াও রোজা "এফতারের" পর নিজের ক্ষুধা কষ্ট ভুলিয়া কাঙ্গাল গরিবকে আহার করাইয়া তারপর নিজে অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। আহা! আমরা কবে এমন দয়ালু, সতী সাধ্বী, পতিগতপ্রাণা ভগ্নী বঙ্গের প্রত্যেক জমিদার ঘরে দেখিতে পাইব?

এই সতী সাধ্বী বিবিকে বিবাহ করিয়াছেন, বঙ্গবিখ্যাত শায়েস্তাবাদের পরদুঃখকাতর, জাতিভেদ নাশক স্বজাতি প্রেমিক উৎসাহের উজ্জ্বলমূর্ত্তি শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ ওএছ দুল্লা সবরেজেষ্টার সাহেব। সবরেজেষ্টার সাহেবের ন্যায় অমায়িক লোক অতি অল্পই দেখিয়াছি।

প্রচারক

"প্রচারক" তিনবৎসর পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে, দুঃখের বিষয় "প্রচারকে"র প্রেস নাই। তাই টাঙ্গাইলের জ্বলন্ত উৎসাহি, স্বজাতিগত প্রাণ সুলেখক ও কবি "আহমদী" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল হামিদ খান ও খুলনিয়ার অন্তর্গত শ্রীউলার সুলেখক, মার্জ্জিক জ্ঞানে বিভূষিত, সমাজ সংস্কারক শ্রীযুক্ত মৌলবী আফতাব উদ্দীন আহমদ চৌধুরী সাহেব প্রভৃতি "প্রচারকের" প্রেস কিনিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আর আর মহাত্মাদের নাম পরে প্রকাশ করিব। খোদাতায়লা এই সকল বঙ্গের সুসন্তানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

নূতন রেল।

মোসলমান নেতা সোলতান আব্দুল হামিদ খান স্বরাজ্যে রেল বিস্তারের জন্য উঠেপড়ে লাগিয়াছেন, সম্প্রতি এসিয়া মাইনরের স্কুটারী সহর হইতে

এঙ্গরা পর্য্যন্ত রেলগাড়ী চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ রেল ক্রমে বোগ-দাদ সহর হইয়া বসরা নামক স্থান পর্য্যন্ত সত্বরই বিস্তৃত হইবে। সোলতানের ইচ্ছা এই রেল কোয়েট বন্দর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। যদি এই রেল কোয়েট পর্য্যন্ত আসে ত ব্যবসা বানিজ্য দ্বারা আরবদেশ নূতন জীবন লাভ করিবে। দুঃখের বিষয় এই রেল নির্ম্মাণে বাধা দিবার জন্য বিলাতে বড়ই আন্দোলন হইতেছে।

বোখারার আমীর।—বোখারার সুপ্রসিদ্ধ উন্নতিশীল আমীর স্বীয় রাজ্যে পাশ্চাত্য ধরণে বিশ্ববিদ্যালয় করিয়াছেন। বোখারায় রেল চালাইবার জন্য রেলের রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

গত আদম সুমারিতে ঠিক হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ জাতীর মধ্যে পাগল এবং কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা অধিক। গোমাংস ভক্ষণই যাহারা কুষ্ঠরোগের কারণ বলিয়া থাকেন, তাহাদের এখন বলিবার কি কথা আছে?

আমীরের রোজনামচা।—আফগানিস্থানের মৃত আমীর আবদর রহমানের একখানি আত্মজীবনী আছে। এ পুস্তকখানি বিলাতে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু আমীরের স্বহস্ত লিখিত একখানি যে রোজনামচা আছে, ইহা বোধ হয় অনেক পাঠক জানেন না। যে আত্মজীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আবদর রহমানের খুব বেশী প্রীতি ছিল না। স্বহস্ত লিখিত রোজনামচাখানি তাঁহার প্রিয়তম। তিনি সেই রোজনামচা পুত্র হবিবুল্লার হস্তে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছেন। জীবন-ঘটনা ব্যতীত, হবিবুল্লাকে শাসন-নীতির পথ প্রদর্শন করিতে পারে, এমন অনেক বিষয় এই রোজনামচায় লিখিত আছে। আমীর মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়া যান, রাজনৈতিক বিষয় বাদ দিয়া যেন জীবন ঘটনাগুলি মুদ্রিত হয়। কাবুলের রাজকীয় মুদ্রাযন্ত্রে এই রোজনামচা ছাপিতে হইবে, আবদর রহমানের এইরূপই আদেশ ছিল। পুত্র সেই আদেশ পালন করিতে-ছেন। কোন্ কোন্ বিষয় বাছিয়া বাহির করিতে হইবে এক্ষণে বারিষ্টার, —ডাক্তার আবদুল গণি খাঁ তাহা নিরুপণ করিবার ভার পাইয়াছেন। সর্দ্দার নসরুল্লা খাঁ "রাজনীতি অংশ" টুকু বাছিবার ভার লইয়াছেন; কিন্তু সাধারণে তাহা প্রকাশ পাইবে না। পুস্তকের নাম হইবে,—"কুল্লিয়াৎ জহা অর্থাৎ বিশ্বকোষ।"

খাজা সলিমুল্লার সম্পত্তি লাভ—ঢাকার পরলোকগত নবাব স্যার খাজা আসানুল্লা বাহাদুরের পরিবারস্থ সকলে আমাদের মাননীয় কমিশনার মেঃ স্যাভেজ সাহেবের সম্মুখে একত্রিত হইয়া নবাব বাহাদুরের পুত্র নবাব সলিমুল্লা বাহাদুরকে পীরোত্তর সম্পত্তির মতোয়াল্লী নির্ব্বাচন করিয়াছেন। মেঃ স্যাভেজ মেঃ য়াঙ্কং ও মেঃ গার্থ সাহেবের শুভ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হওয়ায় আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি।

ত্রুটী স্বীকার।

গতবারে "ইসলাম-বীর্য্য" শীর্ষক প্রবন্ধের নিম্ন লিখিত কয়েকটি স্থানে প্রুফ দেখার দোষে ভুল বাহির হইয়াছে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন। ১ম পরিচ্ছেদের ২য় ছত্রে অবতারের স্থলে "নবিবর" হইবে। ঐ পরিচ্ছেদের ২৪৩ পৃষ্ঠার দুই ছত্রের উপর অপ্সরাগণের স্থানে দেবগণ, জগত পিতার পরিবর্ত্তে জগতশ্রষ্ঠা হইবে।

এককালীন দান।

নাম	ধাম	টাকা।
মৌলবী আব্দুল আহাদ জমিদার সাহেব (ধামালিয়া)	... ...	১০৲
মৌলবী মির আমজেদ আলি সাহেব সুপারিনটেনডেণ্ট (করটিয়া টেষ্ট)		৫৲
মৌলবী সৈয়দ আমানত আলি সাহেব, (বউলবাড়ী)	... ...	৫৲
উলানিয়া ষ্টেট হইতে	... ...	৫৲

গোপালপুর।

গোপালপুর ফরিদপুর জেলার একটী গ্রাম। এই গ্রামে একঘর জমিদার আছেন, তাঁহার নাম মৌলবী সৈয়দ আব্দুর রউফ চৌধুরী। জমিদার সাহেবের ন্যায় ধার্ম্মিক লোক জমিদার মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেকের বিশ্বাস ধার্ম্মিক লোকই অকর্ম্মা হয়। কিন্তু এই জমিদার সাহেব অকর্ম্মা নন। ইহাঁর বাটীর উপর মাদরাসা, ডাক্তার খানা, পোষ্টাফিস এবং এণ্ট্রেন্স স্কুল আছে। এখন পাঠকই বলুন দেখি কত বড় কাজের লোক! অথচ ইনি সর্ব্বদা "তছবি" হাতে আছেন। যদি জমিদার সাহেব পশ্চিম দেশীয় মোটা পাগড়া ধারী, নামধারী মৌলবী ভিক্ষুকদিগের দানের মাত্রা কিছু কমাইয়া

বঙ্গদেশের জাতীয় উন্নতির জন্য আরো চেষ্টা করেন ত বঙ্গে তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন। আমরা এই জমিদার সাহেবের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

প্রকৃত রাজধর্ম্ম।—পারস্যরাজ শাহের আদেশে তথাকার গবর্ণমেণ্ট ১৫০ জন শিক্ষিত ভদ্র সন্তানকে লণ্ডন, মস্কো, সেণ্টপিটার্ষবার্গ বার্লিন ও ভায়েনা নগরে নানাবিধ শিল্পবিদ্যা শিক্ষার্থ প্রেরণ করিতেছেন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী বৃত্তি দান করিয়াই নিশ্চেষ্ট আছেন! আমাদের গবর্ণমেণ্টও যদি অন্ততঃ প্রতি বৎসর ঐ সংখ্যক শিক্ষিত ভারত সন্তানদিগকে শিল্প শিক্ষার্থে দেশবিদেশে পাঠান ত এ দেশেরও সমূহ কল্যাণ হইতে পারে।

আমাদের উন্নতি।—রাজসাহী জেলার ৯ জন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছে, অন্মধ্যে ২ জন মুসলমান; দিনাজপুরের ৭ জনের মধ্যে ২ জন মুসলমান; জলপাইগুড়ির ২ জনের মধ্যে ১ জন মুসলমান; দার্জ্জিলিঙ্গের ২ জনের মধ্যে দুই জনই মুসলমান; রঙ্গপুরের ১০ জনের মধ্যে ৬ জন মুসলমান; বগুড়ার ৪ জনের মধ্যে ১ জন মুসলান; পাবনার ৭ জনের মধ্যে ৫ জন মুসলমান বৃত্তি পাইয়াছে।

স্বচল হল।

কলের হল চলিতেছে অনেকদিন। আমাদের দেশে এখনও বলদে না হয় মহিষে চাষ করিতেছে। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কলের লাঙ্গলে চাষ হইতেছে। সম্প্রতি আবার গ্যাট্‌লিং সাহেব এক প্রকার স্বচল হল প্রস্তুত করিয়াছেন। আমেরিকার রিচার্ড গ্যাট্‌লিং প্রথমে চাষের যন্ত্রেই বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়াছিলেন; তুলার চাষের ও ধানের চাষের নানাবিধ কল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার কলের হল উৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছিল। ১৮৬২ অব্দে গ্যাটলিং সাহেব যে কলের কামান প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাই "গ্যাটলিংগন" বলিয়া এখন সর্ব্বত্র পরিচিত—সর্ব্বত্র মানুষ মারিতেছে। কিন্তু সংপ্রতি গ্যাট লিং সাহেব আবার এক নূতন লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই লাঙ্গল নিজে চলিতেছে; মানুষ অটোমোবাইল বা স্বচল যানে নিজে চলিতেছেন; ঘোড়া নাই, রেল নাই গাড়ী কলে যেখানে সেখানে যাইতেছে। এইরূপ, গ্যাটলিং লাঙ্গলও যেখানে সেখানে জমি চষিতেছে। এই অটোমোবাইল বা স্বচল লাঙ্গল যখন সর্ব্বত্র চলিবে, তখন চাষের কাজে আর সুবিধার সীমা থাকিবে না! এই স্বচল লাঙ্গল সহজে অনেক কার্য্য করিয়া দেয়।

জেহাদ বা ক্রুসেড।

(৪)

তার্কিক স্বীকার নাই করুন, তাঁহার প্রশংসা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আমার লেখনী জন্ম গ্রহণ করে নাই। সত্যানুরোধে যাহা বলিলাম, নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক মহাত্মা তাহা নিশ্চয়ই অনুমোদন করিবেন। অতঃপর কিরূপ যুদ্ধাযোজন হইল তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম।

যুদ্ধাদির লক্ষণ দেশ বিশেষে বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক সমর সজ্জায় যতদূর উৎকৃষ্ণ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, একাদশ খৃষ্টাব্দের সেনা নায়কগণের মস্তিষ্কে সেরূপ নরহত্যার বিধিব্যবস্থা উদ্ভাবনের শক্তি ছিল না। অগ্নি অস্ত্র প্রচলন দ্বারা জীবের বিনাশ সাধন মহাপাপ মধ্যে পরিগণিত ছিল। বিশেষতঃ পবিত্র পুণ্যাত্মা মোসলমানগণ বলিতেন মানবকে দগ্ধ করা সুনীতি সঙ্গত নয়। সময়ের নৈসর্গিক আকর্ষণ সর্ব্বোপরি প্রবল। সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিলে, তন্মধ্যস্থ প্রাণিগণ কি নিশ্চিন্ত চিত্তে শান্তি ভোগ করিতে পারে? যখন ভিন্ন দেশীয় ভূপালগণ রাজ্যলোলুপ লালসায়, শান্তিসুখে বঞ্চিত হইবার জন্য, অশান্তিরূপ হলাহল পান করিতে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন, তখন স্বর্গীয় প্রেম বিসর্জ্জন দিয়া তদ্বিনিময়ে অকিঞ্চিৎকর অনুরাগের ভিখারী হইতে লাগিলেন, যখন মমতার কোমল ছায়া পরিত্যাগ করিয়া নৃশংসতার কাঠিন্য পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন তখন সুবর্ণ কমলরূপ জাগতিক প্রেম বিচ্ছিন্ন হইতে আরম্ভ হইল, তখন মানব দানবরূপ পরিগ্রহণ করিল, তখনই আগ্নেয় অস্ত্রাদির আবিস্কার হইতে আরব্ধ হইল। কোন্‌জাতি এই প্রাণ নাশক অগ্ন্যস্ত্র প্রথম আবিষ্কার করিল, তাহা এস্থলে সমালোচ্য নয়। ফলতঃ প্রথম ক্রুসেদ যুদ্ধে তীর ধনুকাদির সাহায্যে উভয় পক্ষেই সমর পিপাসা শান্তি করিয়াছিলেন। তখন কামানাদির জন্ম হয় নাই। সেনা ও সেনানী পৃথক পৃথক প্রকরণের সাজসজ্জা ব্যবহার করিতেন। জাল, কিরীচ, তরবাল, ঢাল, বল্লাম প্রভৃতি অস্ত্রই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত। যুদ্ধ বিদ্যার শিক্ষক যে প্রকার নিয়মে যুদ্ধ করিতে হইবে তাহাও শিক্ষা দিতেন। অন্যায় সমর দ্বারা পাপ সঞ্চয় করা নিষেধ ছিল। এ বিষয়ে বর্ত্তমান শতাব্দির সভ্য সমাজে অনেক পরিমাণে অবজ্ঞাত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পোপ অরবান (Urban) যে প্রকার উৎসাহ বাক্য প্রয়োগ

দ্বারা সকলকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করিয়া একটী সংশয় ভঞ্জন করিতে প্রয়াস পাইলাম। ঈশ্বর আদেশ প্রতিপালনার্থ যুদ্ধায়োজন করিতে গিয়া যে ভ্রমাত্মক কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। নিজের দোষ নিজে বুঝিতে পারা অতীব দুরূহ কার্য্য "এই যুদ্ধ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে"। এইরূপ বাক্য প্রয়োগ দ্বারা একটী গুরুতর দোষ এবং অনিষ্টের সূত্রপাত হইবে, তাহা না বুঝিয়াই সকলের মুখে ঐ শব্দগুলি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

বিকট লোচন, দন্ত ঘরিষণ,
বাহু আস্ফালন, ঘন উল্লম্ফন।

রণমদে মত্ত খৃষ্টানগণ ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম হারাইতে প্রবৃত্ত হইয়া, জ্ঞান শূন্য অশ্বের ন্যায় ব্যাঘ্রের কালান্তক বিকৃত বদনে মস্তক প্রদান করিতে উদ্যত হইল। তাহারা নাইট উপাধিধারী যোদ্ধাগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া এইরূপ ভরসা বিমিশ্রিত আশ্বাসকে হৃদয়ে স্থাপন করিল যে, এই ধর্ম্মযুদ্ধ ক্রাইষ্ট ভক্তের উদ্ধার সাধনার্থে ক্রাইষ্ট আদেশে সংঘটিত হইয়াছে, যীশু স্বয়ং যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইবেন, তিনি স্বনামে কলঙ্ক ক্ষেপণ করিবেন না। অতএব এই যুদ্ধে নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে। কেহ বলিলেন যে প্রেমময় ক্রাইষ্ট ভক্তের দায়ে, ভক্তের অনুরাগে, ভক্তের দুঃখে দুঃখিত, মর্ম্মাহত, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলেন, সেই ক্রাইষ্টের আদেশ পালনার্থ যে প্রাণ পণ না করিবে, সে ব্যক্তি তস্কর অপেক্ষা ঘৃণিত। অতএব "যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন কর অমরত্ব লাভ করিবে।" কারণ এই পবিত্র সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেও ক্ষতি নাই। বরং স্বর্গ প্রাপ্তি আছে। জয় হইলেও স্বর্গলাভ তুল্য সুখভোগ। ধর্ম্মের জন্য একবিন্দু শোণিত বর্ষণ কর তাহা হইলে পুরস্কার স্বরূপ শত বিন্দু সুধা প্রাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয় পোপ অরবান (Urban) নাইট উপাধিবিশিষ্ট সেনাপতিগণকে যুদ্ধে বরণ করিয়া বলিলেন "হে সাহসী নাইটগণ! হে অজেয় বীর কুলোদ্ভব বংশধরগণ! হে শত্রুসংহারী বিজয়ী বীরপুত্রগণ? একবার তোমাদের ভুজবল প্রদর্শন কর, বিধর্ম্মির শোণিত দ্বারা তীক্ষ্ণ তরবারী বিধৌত কর, পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম এবং গৌরব উদ্ধার কর; এই ফ্রান্স হইতে জেরুজিলম ক্ষেত্রস্থ প্রভুর মন্দির পর্য্যন্ত সমস্ত প্রশস্ত পথ পবিত্র রক্তে রঞ্জিত কর। জগৎ দেখুক ক্রাইষ্ট তাঁহার ভক্তের জন্য যে রক্ত প্রদান করিয়াছেন সেই রক্তের বিনিময়ে শোণিত স্রোতে ধরা বিধৌত।"

তদনন্তর উন্মার্গগামী খৃষ্টসৈন্যগণ নানাপ্রকার দৈব ঘটনাদি সন্দর্শন করিয়া শুভ লক্ষণ মনে করিতে লাগিল। একটী নক্ষত্রপাত দেখিয়াও স্থির করিল ইহাই প্রভুর আদেশ। ফ্রান্সের প্রধান প্রধান ধনকুবেরগণ এবং বড় বড় জমীদারগণ অর্থ সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হইল। প্রচুর শস্য পূর্ণ গোলা সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া মহাজনগণ সৈন্যদিগের সহিত মিলিত হইল। বহুমাসাদিক্রমে যুদ্ধের অনুষ্ঠান আয়োজন হইতে লাগিল। সমস্ত পৃথিবী যেন ভূকম্পনচ্ছলে জানাইতে লাগিল খৃষ্টান শক্তির আধিক্য এবং খৃষ্টান বীরগণের পদভার তাহার অসহ্য হইয়াছে। ফ্রান্সের স্ত্রীলোক এবং শিশু আতুর পীড়িত ব্যতীত সকলেই অস্ত্র ধারণ করিল।

সৈন্য পরিচালন ভার যাঁহাদের উপরন্যস্ত হইল তাঁহারা সকলেই নব নব ভাবের প্রণালী উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। মাঠে ঘাটে, ময়দানে, মন্দিরে, শয়নে ভোজনে সকল কার্য্যেই সকলের মুখে কেবল যুদ্ধের চিন্তা প্রত্যেক নরনারীর দৈনিক কার্য্যপ্রসঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ বা সমরালোচনায় এতদূর চিন্তা মগ্ন হইলেন যে, আহার নিদ্রা ভুলিয়া গেলেন। অধিক কি তখন তত্রস্থ অধিবাসিগণ প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

১০৯৬ খৃষ্টাব্দের বসন্তকাল উপস্থিত। প্রকৃতির নিত্য সহচরগণ নিজ নিজ কার্য্যারম্ভ করিল। বাসন্তানিল বীরগণের কটাক্ষে কম্পিত হইয়া মৃদু মৃদু গমন করিয়া দেখিল সমুদ্র সদৃশ সেনাগণের নিকট গিয়া পরাস্ত হইতে হইবে, অতএব সাগরের সাহায্য লওয়া উচিত! খৃষ্টসৈন্যসমূহ নদ নদী উল্লঙ্ঘন করত গগন বিদারী চীৎকার করিতে করিতে পবিত্র জেরুজিলম অভিমুখে ধাবিত হইল। আট মাস কাল নিরবচ্ছিন্ন সমরোদ্যোগ ব্যাপার এতদিনে কার্য্যে পরিণত হইল। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শনে মহা মহা বীরগণেরও নেত্র নিস্পন্দিত হয়। খৃষ্ট পর্ব্ব বাসরে যুদ্ধ যাত্রা আরম্ভ হইল। ওয়াল্টার ডি পইসিঁ (Walter de paisse) এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ওয়াল্টার দি পেনিলেশের অধীনে সহস্র সৈন্য ফ্রান্সদেশের এক প্রান্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত

হইলে পর, অন্যান্য স্থান হইতেও ক্রমশঃ বহু যোদ্ধাদিসহ তদনুবর্ত্তী হইল। পিটার জর্ম্মনীর সাহায্য লইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু সৈন্যগণ এত অধীর হইয়াছিল যে তদপেক্ষায় বিলম্ব না করিয়া হঙ্গেরি (Hungari) দেশ মধ্য দিয়া পথে গমন করিল।

এস্থলে একটী মদীয় অভিমত প্রকাশের অবসর আসিয়াছে। সমর শাস্ত্র বিভিন্ন বিষয়; ইহার উপর টীকাদি করা অন্য ব্যক্তির সাধ্যাতীত বলিলেও চলে। বিস্তৃত ময়দানে শ্যামল দুর্ব্বাদলের মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম কণ্টক সদৃশ কেশরাগ্র কি পর্ব্বতচূড়াকে বিরূপ করিতে সমর্থ হয়? কিন্তু সেই তৃণ-খণ্ডের এমন শক্তি ঈশ্বর দিয়াছেন যে, শৈল শিখরকে দুরন্ত নিদাঘ-তপন-তাপ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। যে তৃণ পর্ব্বতের পাদদেশে ধূলায় ধূসরিত, সেই তৃণ পর্ব্বতের মস্তকে ছত্ররূপে বিরাজিত। মানব যে অহংজ্ঞান দ্বারা যে জীবকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, পূর্ণ পবিত্র জ্ঞান কর্ত্তৃক সেই জীব সমাদৃত হইয়া থাকে। আমি শ্রেষ্ঠ, তুমি নিকৃষ্ট এই বিভিন্ন বুদ্ধি বিশিষ্ট নরগণকে জগতের নিয়ন্তা স্বরূপ মানিয়া লইতে সদ্বিবেচকগণ পশ্চাদপদ হন। তদনুসারে একটা প্রবাদ আছে "দর্পহারী ঈশ্বর"। অতি অধৈর্য্য হেতু সকল সময়ে কার্য্যে সুফল হয় না। যে জাতি জগতে বহুদিন রাজত্ব করিতে অক্ষম সে জাতির সহিষ্ণুতা অত্যল্প মাত্র। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বর্ত্তমান বুয়র যুদ্ধ দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইতে পারে। * নিশ্চয়ই একটা বীরজাতির ধ্বংশ। তদ্রূপ ফ্রান্স যদি অতি দর্পে অগ্রসর না হইতেন, প্রথম ক্রুসেদে সুফল প্রাপ্ত হইতেন।

অনন্তর ফ্রেঞ্চ সৈন্যগণ মহা কলরবে গমন করিতে লাগিল। পথে নানা বিঘ্ন বাধা সহ্য করিতে হইলেও অবশেষ কনষ্টাণ্টি নোপলে নিরাপদে কোন-রূপে পৌছিতে কাহারও বাকী রহিল না। কিছু দিন পরে মহাত্মা পিটারও কতকগুলি জর্ম্মন সৈন্য সহ ওয়াল্টার-দি-পেনিলেশ নামক বীরবরের সহিত যোগ দিলেন। তিনি যদি একত্রে এক সময়ে সমবেত হইয়া পাশ্চাত্য প্রদেশও

* ইং ১৮৯৯ সালের সেপ্টেম্বার মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়ার এবং ইংরাজে যে যুদ্ধ ঘটে, তাহা ১৯০২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ইংলণ্ডের অতুলনীয় ক্ষতি হইলেও বুয়রগণ বড় বিপন্ন হয়।

প্রসিদ্ধ জনপদ সকল পার হইতে পারিতেন তাহা হইলে ফ্রেঞ্চগণ পথে ভগ্নোৎ-সাহ হইত না। প্রথম বাধা প্রায়ই দুর্লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। একটী কারণ অন্য কারণের প্রমাণ স্বরূপ। এস্থলে জর্ম্মনগণের পক্ষেও সেই দশা ঘটিয়াছিল। কতকগুলি জর্ম্মনসৈন্য ঔদ্ধত্য প্রকাশ করায় পথে বুলগেরিয়া (Bulgyaria) প্রদেশে যৎপরোনাস্তি বুলগেরিয়া-নৃপতি কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হয়। এমন কি সাত হাজার মাত্র সৈন্যসহ পিটার ১০৯৬ খৃঃ অঃ ৩০ আগষ্ট তারিখে কনষ্টাণ্টি নোপল (Constantinople) সহরে প্রাণে প্রাণে পৌছিলেন। সৈন্যগণের অবাধ্যতা অনেক সময় অশান্তি ও অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠে।

দুর্দ্দান্ত জর্ম্মন সৈন্যগণ নিজদোষে কর্ম্মনষ্ট করিল। তেজস্বী সোলতান আরস্লান খিলিজী (Arslan kiliji) যখন রুমরাজ্যের অধীশ্বর, তখন যে কেহ তাঁহার অধিকারে উপদ্রব করিয়া বিনাদণ্ডে অব্যাহতি পাইবেন এমন আশা করা অন্যায়। একজারোগর্গ (Exerogorgo) নামক দুর্গ জর্ম্মন সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবামাত্র বাদসাহের সৈন্যগণ বুভুক্ষিত ব্যাঘ্রের ন্যায় খৃষ্টান সেনার উপর পড়িল। এই ঘটনা সূত্রে খৃষ্টান অনীকিনী এমন বিপন্ন হইল যে, তাহাদের সকলের হৃদয়ে একটী ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তদ্ব্য-তীত তৃষ্ণার জলাভাব নিবন্ধন অশ্বশোণিত পান দ্বারা প্রাণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। কেহ কেহ সর্ব্বাঙ্গে কর্দ্দম লেপন করিয়া অন্তর্দাহ নিবারণ করিয়াছিল। যাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়া খৃষ্ট সম্প্রদায় প্রাণরক্ষার জন্য কাতর হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করা সহজ সাধ্য। বাদশাহ অত্যাচারী খৃষ্টানসৈন্যগণকে শিক্ষাদিবার জন্য একটু অগ্রসর হইলেন। তদ্দৃষ্টে পিটার কনষ্টাণ্টিনোপলে খ্রীষ্টানদিগের সাহায্যার্থে গমন করি-লেন। ওয়াল্টার যুদ্ধে নিহত হইলেন।, বহু সংখ্যক সৈন্য সমরশায়ী হইল। তিন সহস্রমাত্র সৈন্য অতিকষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়াছিল।

ক্রুসেদ বর্ণনাকারী ইংরাজ লেখকের লেখনী নিসৃত একটী অদ্ভুত ঘটনা দেখিতে পাইলাম। রুমের বাদশাহ যখন খৃষ্টান সৈন্যগণের দণ্ড বিধানার্থ সৈন্য প্রেরণ করেন, তখন কতকগুলি সৈনিক তাহাদের অধিনায়ক হইয়া গিয়াছিলেন। এই কর্ম্মচারীগণ অবশ্যই সুশিক্ষিত ছিলেন, যেহেতু তদানি-ন্তন রুম রাজ্যের উন্নতির কথা জগতের সকল স্থানেই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

খৃষ্টান সৈন্যগণ যখন পলাইয়া একটী অনাবৃত স্থানে আশ্রয় লইল, মোসলমান সৈন্যগণ তাহাদের চারিদিকে অগ্নি জ্বালিয়া দিল। বর্ত্তমাণ সুসভ্য জগতেও বিপক্ষের গৃহাদি দাহ করা হইয়া থাকে। তজ্জন্য মোসলমান সৈন্যের মস্তকে অযথা নিন্দার ভার অর্পণ করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ প্রতিকুল বায়ু দ্বারা ঐ অগ্নি মোসলমানগণের শ্মশ্রু দগ্ধ করিয়াছিল। কথাটী যেমন শুনিতে ভাল, বুঝিতে তেমন ভাল নয়। কারণ আক্রমণকারীগণ পিঞ্জরাবদ্ধ শুকপক্ষী সদৃশ গতিহীন ছিল না।

ক্রমাগত জর্ম্মণ সৈন্যক্ষয় হইতেছে, তদাভাব কোন মতেই পূর্ণ হইতেছে না, তদ্দর্শনে সেনাপতিগণ বিষম চিন্তাকুলিত চিত্তে ম্রিয়মাণ হইতে লাগিলেন। অথচ তাঁহারা যে কার্য্য সাধন মানসে এতদূর ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন তাহার কিছুমাত্র উপায় হইল না। প্রভু ক্রাইষ্টের সেবকগণকে উদ্ধার করিতে এখনও বহু বিলম্ব! কোথায় পবিত্র জেরুজিলম, কোথায় ঈশ্বরের ভক্তগণ, কোথায়ই বা প্রেমময় ক্রুসাহত ক্রাইষ্টের সমাধি মন্দির। চকোর পূর্ণ শুধাকরের শুধাপানার্থ অংশু রজ্জু সোপান ভ্রমে আশ্রয় করিল কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিধিলিপি ভিন্ন চিত্রে যে চিত্রিত হইয়াছে, অদৃষ্টে যে সুধাপান ঘটিবে না তাহা অগ্রে জানিত না। মেঘজাল দ্বারা গগন মণ্ডল আচ্ছন্ন হইবে, চকোর স্বপ্নেও তাহা ভাবে নাই। পথে ক্রুসেদ যোদ্ধাগণকে এতদূর লাঞ্ছিত এবং বিপদ গ্রস্থ হইতে হইবে, কেহই তাহা ভাবে নাই। সে ভাব কাহারও মনে উদিত হয় নাই।

রিনাল্ড (Reinald) নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষ কতকগুলি জর্ম্মনসৈন্য সমভিব্যহারে নিশিয়া প্রদেশ (Niccea) আক্রমণার্থ সমরাভিযান করিলেন। তাহাতে সম্পূর্ণ পরাস্ত হওয়ায়, পিটার অনেক সাধ্য সাধনায় আলেকজিয়াস (Alexius) নামক খৃষ্টান নৃপতির নিকট কতকগুলি সৈন্যসাহায্য প্রাপ্ত হন। ইহার অব্যবহিত পরেই গট্‌স্‌চাক (Gotchak) নামক একজন পাদরী কতকগুলি জর্ম্মন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ইহারা পানোন্মত্ত হইয়া, আশ্রয়দাতা কালমান *(Caloman) রাজ্য লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে উক্ত নরবর আদেশ করিলেন

*দ্বিতীয় বারের উদ্যোগ প্রথম ক্রুসেদের পূর্ব্বে।

যে বৈদেশিকগণ যেন অস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাঁহার রাজ্যে অবস্থান করেন। শঠেশাঠ্য সমাচারেৎ" হঙ্গেরিয়ানগণ নিরস্ত্র জর্ম্মনগণকে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত করিল। সেই ভীষণ লোমহর্ষণ ব্যাপার বর্ণন করিতে দেহ রোমাঞ্চিত হয়; দেশ, জঙ্গল, নদী প্রভৃতি সর্ব্বত্র খৃষ্টান শোণিত প্রবাহিত হইল। ফোল্কমার (Ealkmar) ধর্ম্মযাজক কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক সাহায্যার্থে গমন করিলেন। তিনিও বোহেমিয়া (Bohamia) প্রদেশে ঝটিকাহত খেচর কুলের ন্যায় সদলে প্রাণ-বিসর্জ্জন করত সকল আশায় জলাঞ্জলি দিলেন।

পঞ্চম সৈন্যদলের অনুষ্ঠাতা কাউণ্ট এমিকো (Caunt Emicho) স্বয়ং সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ফললাভ হইলেও, ভগ্নতরীর কাষ্ঠলাভ তুল্য সুখের কথা হইত। জয়াশা পরিত্যাগ করিয়া চুপে চুপে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। কয়েকজন সরদার সৈনিকও তাঁহার সঙ্গে দেশে ফিরিলেন। অবশিষ্ট সৈন্যগণ হঙ্গেরিয়ানগণের হস্তে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিল। কি পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড তথায় সংঘটিত হইল তাহা দেখিবার কিম্বা সংবাদ দিবার একটী প্রাণী পর্য্যন্তও জীবিত ছিল না। কেহ অস্ত্রাঘাতে কেহ অনাহারে, কেহ জলমগ্ন হইয়া, কেহ বা জলাভাবে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। হায়! যাহারা এই নৃশংস সমরে জীবনাহুতি প্রদান করিল, তাহারা যে ঈশ্বরের বিষম কোপানলে দগ্ধিভূত হইয়া দূরতর প্রদেশে স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া মহা শোকযুক্ত পরিতপ্ত হৃদয়ে ইহধামের জীবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।——

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি আমি কোন্ প্রমাণে শিরোধার্য্য করিব তাহা বুঝিতে পারিলাম না। প্রবল তরঙ্গময়ী প্রবাহিনী বিপুল বিক্রমে দুকুল ভাসাইয়া তীরবর্ত্তী জনপদ সমূহ বিনষ্ট করিলে, তাহার কলঙ্ক নদীর মস্তকে প্রক্ষেপ করিব কি নদীর বলবৃদ্ধি কারক মেঘমালাকে কলঙ্কভাগী করিব? কর্ত্তা কর্ম্মের প্রতিপাদক, সুতরাং সদসৎ কর্ম্মের ফলভোগী কর্ম্ম কর্ত্তা, অনুতাপের তীক্ষ্ণ শলাকা যখন হৃদয়কে বিদ্ধ করিতে থাকে, ভাবুক বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আগ্নেয়গিরি সদৃশ মর্ম্ম বেদনা পূর্ণ অন্তর হইতে তখন দীর্ঘ নিশ্বাসরূপ চিন্তানলসম্ভূত ধূমোদ্গীরণ করিতে থাকেন। যেমন দন্তহীন বৃদ্ধ সিংহ কবলচ্যুত শিকার প্রতি

সোৎসুক দৃষ্টি প্রক্ষেপ করতঃ নিস্তব্ধ হয়, তদ্রুপ মহাবীরগণ রণে পরাভূত হইয়া আপনা আপনি অনেক মর্ম্মকথা কহিয়া থাকেন। পার্শ্বস্থ অনুচরগণ নিজ নিজ পদোচিত মর্য্যাদা-রক্ষাস্থলে শান্তি বারি বর্ষণ করেন। কার্য্য মাত্রেই সমালোচিত হওয়া চিরপ্রথা ; সমালোচিত না হইয়া যে কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে কিম্বা সম্পন্নের পর যাহার সমালোচনা না হয় তাহাই নিরবে নির্জ্জনে গুপ্তকাণ্ড কথিত হইবার যোগ্য। অতএব পূর্ব্ব বর্ণিত যুদ্ধ বিষয় বিনা সমালোচনায় অতীত হয় নাই ; সুতরাং বিভিন্নদেশে তৎ সংক্রান্ত বহু জনশ্রুতি সমাজে প্রচলিত আছে। গ্রন্থাদির সহিত কিম্বদন্তি নানা কারণে অসদৃশ প্রতিপন্ন হইলেও ইহা একবারে ভিত্তি হীন বলা সুসঙ্গত নয়। খ্রীষ্টান সৈন্যগণ যে কারণেই পরাভূত হউন না, জগতে একটী প্রকৃত কলঙ্ক রেখা, পড়িয়া রহিয়াছে, যাহা সহস্র বৎসরের শীত বর্ষায় অপসারিত হয় নাই এবং যাহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিবার জন্য সমস্ত-ভূমণ্ডলকে বর্ব্বরোচিত শিক্ষা প্রদান করিলেও উহা এককালীন অন্তর্হিত হইবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হায় রে, ব্রততী, ছাড়ি বনস্পতি,
ধূলায় ধূসর দেহ।

প্রথম যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ায় সমস্ত খ্রীষ্টানমণ্ডলী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেও দ্বিতীয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। প্রথম উদ্যোগ ব্যর্থ হইল। সমস্ত জগৎ তখন নিরব ছিল না। যাহার যা অভিরুচি সে তাহাই বলিল। মানবাত্মা মানবের নিকট বশীভূত হইবার নয়। শক্তিমান পুরুষ প্রাণদণ্ডাদি দ্বারা কঠোর, শাসন করিলেও, আত্মাবান পুরুষ অদম্য সাহসের সহিত কার্য্য করে। সে তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে স্বর্গীয় শক্তির অপচয় করে না। দেহাভিমানি ব্যক্তিরাই ভোগের হ্রাসতার আশঙ্কা করিয়া আত্মার অবনতি করে। সুতরাং তাহারা স্পষ্টাক্ষরে সত্য বাক্য বলিতে বড় সঙ্কুচিত হয়। খ্রীষ্টানগণের পরাজয় সম্বন্ধে তখন কত লোকে কত কি বলিয়াছিল তাহা পর্য্যায়ক্রমে বর্ণনা অনাবশ্যক। বিবেচক পাঠকমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন যে, কেবল মোসলমান রাজ্যেই খ্রীষ্টানগণের কলঙ্ক বিঘোষিত হয় নাই, ইয়ুরোপ খণ্ডেও এই বিষয়ের মহা হুলস্থূল কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল।

প্রচারক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"* * যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা প্রচার কর, * *"
মহা কোরান সুরে মায়দা ১০ম রুকু ৬০ আয়েত (পদ)।

মধু মিয়া দ্বারা সম্পাদিত।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

১।	ইসলাম-বীর্য্য—সম্পাদক	৩৫৩
২।	পরিত্রাণ—কবিবর শ্রীযুক্ত শেখ ফজলল করিম ...	৩৬০
৩।	শিক্ষা—শ্রীযুক্ত মাখন লাল ভঞ্জ	৩৭০
৪।	হজরত মোহাম্মদ ও তাঁহার শিক্ষা—শাহ আবদুল্লা ...	৩৭৬
৫।	বিবিধ বিষয়—সম্পাদক	৩৭৯

আফিস পরিবর্ত্তন।

আমাদের কলিকাতায় কার্য্যের অসুবিধা বশতঃ "প্রচারক" আফিস নিম্নলিখিত ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে। সে কারণ "প্রচারকে"র গ্রাহক এবং খবরের কাগজের সম্পাদকদিগকে জানাইতেছি, অদ্য হইতে "প্রচারকে"র টাকা কড়ি, পত্রাদি এবং বিনিময় পত্র ইত্যাদি আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ঠিকানা -
মৌখালি, পোঃ আঃ ব্যাতোড়,
হাবড়া।

বশম্বদ,
মুয়েজ উদ্দীন আহমদ,
সত্বাধিকারী ও সম্পাদক প্রচারক।

এই সংখ্যার মূল্য ১০ আনা।

"তৃষ্ণা"

(খণ্ড—কাব্য)

কবিবর সেখ ফজলল করিম প্রণীত।

তরুণ কবির প্রতিভায় বাঙ্গালার মুসলমানদিগের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তিনি যে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব সকল সুমধুরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। সমালোচনা কি বলিতেছে দেখুন—

প্রবীণ পণ্ডিত, সমাজের শ্রেষ্ঠতম বন্ধু, নওগাঁর সাবরেজিষ্ট্রার, "সৌভাগ্যস্পর্শমণি" "দুগ্ধসরোবর" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা "নুরলইমান" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও রাজসাহী আঞ্জামানে" হেমায়েতে এস্‌লামের অনারারি সম্পাদক মৌলবী মির্জ্জা ইউসফ আলী সাহেব বলেন—"আপনার কবিত্ব শক্তির পরিচয়ে বিশেষ প্রীতি হইলাম, বর্ত্তমান কালে রবিবাবু প্রভৃতি হিন্দু কবিগণ যে ধরণে কবিতা লিখিতেছেন, আপনার চিন্তাও সেই ভাবে পরিচালিত হইতেছে। তবে দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজে এখনও Abstract জিনিষের মারপেচ বুঝিবার লোক অতি বিরল।"

রঙ্গপুর জিলস্কুলের হেডমৌলবী, সমাজ-গতপ্রাণ উদারহৃদয়, মাননীয় আবদুল মজিদ সাহেব বলেন "তোমার রচিত কাব্যখানি পাইয়া পরম প্রীত হইলাম, তোমার দ্বারা ভবিষ্যতে অনেক আশাকরা যায়।"

কোন কবিরত্ন লিখিয়াছেন "বেশ হইয়াছে"। কবিবর মোজাম্মেল হক্ সাহেব "লহরিতে" লিখিয়াছেন, "ভাষা সরল এবং কবিতার উপযোগিনী বটে * * * গ্রন্থকার এই প্রথম উদ্যমে যেরূপ নিপুণতা দেখাইয়াছেন তাহা দ্বারা আশাকরা যায়, তিনি অল্পদিনের মধ্যে সর্ব্ববিধ ত্রুটী পরিহার করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইবেন; ইত্যাদি।

বিগত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রচারকে" উচ্চ সমালোচনা দেখুন। বাহুল্য বোধে অন্যান্য প্রশংসা পত্রগুলি উদ্ধৃত হইল না। মূল্য সডাক দশ পয়সা। নিম্নঠিকানায় ডাক টিকিটে মূল্য প্রেরিতব্য।

প্রকাশক—জি, সি, দাস।
কাকিনা, রঙ্গপুর।

নিয়মাবলী।

১। প্রচারকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲

২। ডাক্তার ময়েজ উদ্দীন আহমদ সাহেবের নামে আফিসের ঠিকানায় টাকা কড়ি, বিনিময় পত্র, প্রবন্ধ এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার
এম্, আব্দর রসিদ,
মৌথালি, পোঃ আঃ ব্যাতোড়,—হাবড়া।

প্রচারক।

ইস্‌লাম-বীর্য্য।

(৩)

একদা ঈশ্বর-প্রেরিত মহম্মদ-শিষ্যসহ ধর্ম্মালোচনায় প্রবর্ত্ত রহিয়াছেন এমন সময় অবিশ্বাসী কোরেসগণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল "যদি আপনি যথার্থই ঈশ্বর-প্রেরিত তবে ঈশ্বরত্ব প্রমাণের অলৌকিক কার্য্যাদি প্রদর্শন করিয়া আমাদের বিশ্বাস ভাজন হউন।"

তচ্ছ্রবনে হজরত তাহাদের বাসনা বিষয় বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কি প্রকার কার্য্য দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন।"

তাহারা বলিল আপনি "এই মূহূর্ত্তে এই স্থানে নদী এবং কূপ উৎপন্ন করুন।

সম্মুখস্থ পাহাড় গতিবিশিষ্ট হউক, স্বর্ণ-অট্টালিকা এখনই সম্মুখে প্রস্তুত হউক, স্বর্গে উঠিবার অদ্ভুত সোপান সৃষ্ট হউক॥"

যে যন্ত্র বাজেনা মনোজ্ঞ বাজনা,
যে মন্ত্র সাধনে সাধনা ঘটেনা,
যে অস্ত্র ক্ষেপণে শিকার মরেনা,
স্বতই মানব সে দেখা, দেখেনা॥

অলৌকিক কার্য্য (বুজরুকী) লইয়া অনেক কথা হইয়া গিয়াছে। য়ীহুদিরা খৃষ্টকে এক সময়ে তাঁহার ভাববাদীত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া সন্দেহ ভঞ্জন জন্য অলৌকিক কার্য্য দর্শনার্থ প্রার্থনা করিয়াছিল। কাজেই কোরেসদের প্রার্থনা ইতিহাসের পুনরুল্লেখ মাত্র।

অল্পজ্ঞানী অল্পজ্ঞান লইয়াই তুষ্ট হয়। সমস্ত জগতের সমস্ত নদ নদীর অসীম জলরাশি যেমন অগাধ সমুদ্রকে নত বা উন্নত করিতে পারে না।—তদ্রূপ মহাপুরুষগণও চতুর্দ্দিগস্থ বহুতর প্রশ্ন ও পরীক্ষা দ্বারা

কিছুমাত্র বিচলিত হন না। হজরত এমন সুকৌশলে কোরেশগণকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তাহারা অতিশয় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। কিন্তু জন্মান্ধের হস্তী দর্শন তুল্য প্রকৃত জ্ঞানালোক অভাব রহিয়া গেল।

ঈশ্বর-প্রেরিত মহম্মদ-শিষ্যগণ, কখনও ঈশ্বরত্ব প্রমাণ জন্য হজরতকে কোন অমানুষিক দৃশ্য প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করেন নাই। বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, কি বিপুল সম্পত্তি-শালী সওদাগরগণ, কি ভীষণকায় সৈন্য সমূহ, সকল শ্রেণীর সকল লোকই তদীয় মহাপ্রাণের মহৎ সদুপদেশ ও নীতি প্রমাণ সংগ্রহ করিত। ইহা প্রকৃতির অনিবার্য্য সম্পত্তি। এই প্রাকৃতিক আকর্ষণ কোন মহাত্মাই পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সুতরাং সকলে সেই প্রেরিত নির্জ্জনবাসী একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম প্রচারকের সঙ্গে নিয়ত বাস করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহারা নিজ নিজ সংসার লালসা পারিবারিক সুখ স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আজীবন ঐ মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়া রহিলেন। শান্তিময়, পবিত্র, প্রাণারাম স্থল মহম্মদ (দ) তাঁহাদের একমাত্র সহায় জ্ঞানে অন্যত্র কুত্রাপি কেহ বিচরণ করেন নাই। এ দৃষ্টান্ত অতুলনীয়।

পৌত্তলিকগণকে, দয়াল হৃদয় জ্ঞানপথ প্রদর্শক মহাত্মা বলিলেন, সৃষ্টিধর সৃষ্টিকর্ত্তা আমাকে অমানুষিক পদার্থ সৃষ্টি করিবার জন্য প্রেরণ করেন নাই। অজ্ঞানদিগকে বুঝাইবার জন্য আমার আগমন। অতএব আমার প্রেরক সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে স্তব করুন, আমার স্তব করিতে হইবেনা। আমি তাঁহার প্রেরিত এবং একজন প্রচারক। স্বর্গরাজ্যের স্বর্গীয় দূতগণ কি যখন তখন এই পাপময় জগতে পরিভ্রমণ করেন? স্বর্গপতি ভগবান কি মানবকে বুঝাইবার জন্য সেই স্বর্গীয় দূতকে প্রেরণ করেন? আমি কোন্ সাহসে বলিব যে, আল্লার অনন্ত রাজ্যের অনন্ত রত্ন ভাণ্ডার আমার হস্তেই অর্পিত হইয়াছে, আমিই তদ্‌বিষয় অবগত আছি? আমি নিজেই আমার অস্তিত্ব মর্ম্ম বুঝি না, যদি কখন সেই করুণাময় ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর আমার প্রতি করুণা করেন তবেই বুঝিব। তাঁহার নির্ম্মল সুধাময় চরিত্রে আমি কোন্ বিবেচনায় অযথা বাক্য প্রয়োগ করিব? আমি তাঁহার বাক্য প্রচার করিতে আসিয়াছি। মানবকে পূজার জন্য উপদেশ নাই।

পূর্ব্বোক্ত গুরুগম্ভীর জ্ঞান পূর্ণ উপদেশগুলি যে অসভ্য মণ্ডলীতে এবং যে অজ্ঞান অন্ধকারময় সময়ে হজরত মোহাম্মদ (দ) প্রচার করিলেন তাহা কি সভ্য জগতে অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শন নয়? ইহাই কি তত্ত্বদর্শীদিগকে মুগ্ধ করিবার যথেষ্ট প্রমাণ হইবার যোগ্য নয়? যিনি প্রথম হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত একতান স্বরে সৃষ্টিকর্ত্তার গুণ গান করিলেন, যিনি সরল, গম্ভীর, সুমিষ্ট মনরঞ্জন উপদেশ প্রদান করিলেন, তিনি কি কৃতজ্ঞ ভাজন হইতে পারেন না?

সকল অপেক্ষা যাঁহার প্রসস্ত হৃদয়ে মহানুভাব উদিত হইত তিনিই কৃতজ্ঞতা ভাজন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হজরত মোহাম্মদ (দ) যখনই স্বর্গীয় আনন্দ রসে আপ্লুত হইতেন, তৎক্ষণাৎ জানুপাতিয়া সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে স্তব করিতেন। তাঁহার প্রীতি প্রফুল্ল প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ভাব মঞ্জুরী কেমন বিরাজিত হইত, তাহা তাঁহার মধুময় বাক্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

যখন কৃতজ্ঞ পূর্ণ হৃদয়ে স্বর্গীয় প্রেম উদিত হইত তখন তিনি বলিতেন, "ঈশ্বর! এই নাম দ্বারা বুঝিতে হইবে, যিনি করুণাময়! যিনি প্রেমময়! যাঁহার স্বর্গ রাজ্যে এবং বিশ্বরাজ্যে স্থাবর, জঙ্গম জলচর, ভূচর, খেচর প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ, জয় সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ! জয় পবিত্রোত্তম মহিয়ান! জয় সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বিভো! ইত্যাদি স্বরে নিত্য উচ্চরবে প্রার্থনা করিতেছে, যিনি অজ্ঞানতা পূর্ণ এই আরব ভূমিতে, মূঢ় ব্যক্তিগণকে জ্ঞান এবং ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, পাপ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার বাসনায়, একজন প্রচারক প্রেরণ করিলেন, তিনি দয়াময় তিনি পরমেশ্বর।"

মহাত্মা হৃদয়ে যে সমস্ত ভাব উপস্থিত হয় তাহার সম্যক অর্থ গ্রহণ করা সাধারণ ব্যক্তির জ্ঞানাতীত। হজরত বুঝিয়াছিলেন, সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বান্তর্যামী যেরূপ নিয়মে তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করেন, তাহা সকলে ধারণা করিতে অসমর্থ বলিয়াই কেহ কেহ অলৌকিক কার্য্য দেখিবার বাসনা করেন।

এক্ষণে তাঁহার এই স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, যদ্দারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বুঝিবার শক্তি জন্মে এই সকল ব্যক্তিকে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া আব-

শুক, তদ্দৃষ্টে কৌতুক প্রিয় ব্যক্তিগণ ঈশ্বর রাজ্যের গূঢ় মর্ম্মানুভব করিতে সমর্থ হইবে। ইহাই প্রকার ভেদে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বিস্মাত্মক এবং অলৌকিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তজ্জন্য তিনি অমানুষিক কার্য্য প্রদর্শন করিতে বিরত থাকিতেন। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ জন্য অথবা জ্ঞান প্রসারক প্রচার সমূহের বলবত্তার নিমিত্ত কখন অযথা প্রয়াস পান নাই। প্রাকৃতিক নিত্য কার্য্য হইতেই ঈশ্বর তত্ত্ব সমধিক বুঝাযায় ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। তজ্জন্যই তিনি জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছিলেন, তজ্জন্যই তিনি বলিলেন "আমি দুর্ব্বল মনুষ্য, কিন্তু আমার পরমাত্মা দুর্ব্বল নন।" আবার গুরুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হে মানব! তোমার নয়নদ্বয় বিস্তারিত করিয়া এই বিশ্ব রাজ্যের শোভা-দর্শন করিয়া বল দেখি, এই যে অনন্ত বিশ্ব, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহমণ্ডলী নিরবে অবিরাম গতিশীল এবং প্রকৃতির পূর্ণ শক্তি প্রকাশক নিত্য নিয়মাবলম্বী, মনোরমা নীলাকাশ মধ্যে সুষমা প্রকাশক এবং বিশুষ্ক ধরাকে সুবৃষ্টি পাত দ্বারা সুশীতল কারক, অন্যত্র অনন্ত সমুদ্র বক্ষে মানবগণের সুখ সমৃদ্ধিকারক পণ্য পূর্ণ সজ্জিত তরণী, বিস্তৃত কানন মধ্যে সুমধুর সুন্দর তাল তরুর মস্তকোপরি সুমিষ্ট ফল, বিবিধ বর্ণ সমন্বিত মনোহর আঘ্রাণ বিশিষ্ট পুষ্প সম্ভার, শান্ত শক্তিমান পরমেশ্বর বিরচিত কি তোমাদের প্রস্তর পুতুলের ও দারু দেবতার হস্ত নির্ম্মিত ?

নির্ব্বোধ মনুষ্যগণ! জ্ঞানী ও অজ্ঞানীগণের তারতম্য দর্শন কর। যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিতে পারিলে, তাহার আবার প্রশ্ন কি? যাহা ভ্রান্ত ব্যক্তি বুঝিয়া থাকে অভ্রান্ত জ্ঞানীগণও যদি তাহাই বুঝিবে তবে শ্রেষ্ঠে নিকৃষ্টে প্রভেদ কি? যে বস্তুকে রজ্জু বলিয়া দেখিলে তাহাই সর্পভ্রমে ভীত হও কেন? প্রেমময় পরমেশ্বরের অনন্ত রাজ্যে যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিতেছ, সেই দিকেই অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিতেছ, ইহা অপেক্ষা আরও কি অদ্ভুত দৃশ্য ঘটিতে পারে, তাহা যদি নিবিষ্ট চিত্তে ধ্যান করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে প্রত্যেক পলকে পলকে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় শক্তি পরিস্ফুট হইতেছে।

রে মূঢ়! নিজদেহের প্রতি একবার কটাক্ষ করিয়া দেখ্ দেখি,

আপাদ মস্তক সৃষ্টি কৌশল বুঝিয়া দেখ্, প্রতি শিরায় ব্রহ্মাণ্ডপতির বিচিত্র কার্য্য প্রকাশ পাইতেছে। ব্যক্তি গত বর্ণ, গঠন, প্রবৃত্তি এবং আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির মুগ্ধকর চমৎকারিত্ব, দিবারাত্রির পর্য্যায়ক্রমে জীবনের অস্তিত্ব ও লয়, মাঝে মাঝে নিদ্রা ও জাগরণ, সুসুপ্তি ও পরিতৃপ্তি; এবং নয়নানন্দকর বারিপূর্ণ বারিদগণ—করুণাময় বিধাতার মঙ্গলবার্ত্তা বাহক স্বরূপ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিবিধ বিষয়ের বাহ্য দৃশ্যে যে অসামঞ্জস্য, তৎ-নিরাকরণ উপযোগী উপাদান দ্বারা প্রত্যেক বস্তুর শৃঙ্খলা রক্ষা; জগতে যাবতীয় মানব সমাজের বর্ণগত পার্থক্য সত্বেও একত্বের কত নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান; সুমিষ্ট ফল, সুন্দর ফুল, বিবিধ জীব, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব; এতাবৎ অদ্ভুত দর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াও কি সৃষ্টি কর্ত্তার অব্যক্ত শক্তি প্রমাণ হইতেছে না? ইহাই কি প্রকৃষ্ট পরিমাণ আশ্চর্য্য পূর্ণ অলৌকিক ঐশ্বর্য্য নয়? আমিও কি একটী দৃষ্টান্ত স্বরূপ জীব জন্ম পরিগ্রহ করি নাই? এতদ্বারা সপ্রমাণ হইবে যে জগতে যাবতীয় পদার্থ প্রতি নিয়ত বিশিষ্ট জ্ঞান প্রদায়ক নব নব ভাব উৎপন্ন করিয়া অনৈসর্গিক কার্য্য দেখাইতেছে। উহাই অলৌকিক দৃশ্য! ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুখ জনক নয়ন তৃপ্তিকর কার্য্য নিষ্প্রয়োজন।

শুনেছি নিশিথে পাদপ সঙ্কুল,
বিজন কান্তারে তৃণ পুষ্প ফুল,
ভূধরে, ভূগর্ভে মহীরুহ মূল,
পরমেশ প্রেমে তরফে তুমুল।

যেমন ধূম অগ্নির প্রমাণ, বৃষ্টি মেঘের প্রমাণ তদ্রূপ একেশ্বরবাদ প্রচারক ইসলামকুল-রত্ন হজরত মহম্মদ (দ) স্বয়ং প্রত্যক্ষ সত্যের প্রমাণ। তাঁহাকে অলৌকিক দর্শনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধারণা হয়। প্রকৃতির সূক্ষ্ম শোভা-সন্দর্শন করত যে যে জ্ঞানধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তদ্দর্শনে তাঁহাকে প্রাকৃতিক জ্ঞান প্রবর্ত্তক স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না।

সুনীতি সদুপদেশ অবলম্বনে মহান ঈশ্বরকে একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বেশ্বর বুঝিবার যেমন সুযোগ এমন আর কিছুতেই বুঝা যায় না। এই সুনীতি সদুপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে সত্য নির্ণয় করিবার বিচারশক্তি আবশ্যক, যে প্রজ্ঞা বুদ্ধি বলে বিচার শক্তি লাভ হয়, তাহা বর্ত্তমান থাকা

প্রয়োজন, যে বাহ্য ভাব দৃষ্টে প্রজ্ঞা বুদ্ধির অস্তিত্ব অনুভব হয় তদাতীত গূঢ় এক স্বর্গীয় শক্তির সমাবেশ হওয়া উচিত। তাহাই সমস্ত জগতকে, পরিচালন করিতে সমর্থ তাহাই বিশ্ব রাজ্যকে অনুশাসন করিবার যোগ্য এবং উহাই সংসারের সুখ সম্পত্তির নিয়ামক। এতাদৃশ মন ও ইচ্ছা সর্ব্ব প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সুনিয়ম সংস্থাপন করিতে অগ্রসর হইতে পারে। হজরতের এসমস্ত গুণ নিচয় থাকা প্রযুক্ত অনায়াসে সকলকে বিমুগ্ধ করিতে পারিতেন।

এমন একখানি পুস্তক আছে যাহার মধ্যে তিনি যে সমস্ত সুধাবর্ষণরূপ উপদেশ দান করিয়াছেন; তাহা তাঁহার রসনা নিসৃত ঈশ্বর বাক্য। প্রকৃতির স্বরূপকে অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় প্রদর্শন, জড় বিজ্ঞানের অতীত সূক্ষ্ম জ্ঞান আবিস্কার, পরিণাম কি এবং কেমন তদ্বিষয় জ্ঞাপন ইত্যাদি অতি গুরুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট থাকা প্রযুক্ত গ্রন্থের মহিমা অতি প্রকৃষ্ট।

হে অবিশ্বাসী মনুষ্যগণ! তোমরা যে ভাষায় কথোপকথন করিতেছ, সেই ভাষার সহিত উক্তপুস্তকস্থ অমৃত ভাষার তুলনা করিয়া বুঝিতে পারিবে যে, দম্ভ ও পাষণ্ডতা নিবারণ জন্য বজ্রস্বরূপ, বিশ্বপ্রেম বিতরণের দর্পণস্বরূপ, পাপতাপে তাপিত দেহের শীতল বারি স্বরূপ, যন্ত্রণাযুক্ত আত্মার আরাম স্বরূপ, ভক্তের প্রার্থনা স্বরূপ, দরিদ্রের দুঃখ মোচন স্বরূপ, স্বর্গীয় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত অনুপম ভাষা সেই গ্রন্থে বিরাজিত রহিয়াছে। অলৌকিক দৃশ্য দর্শনের লালসা এখনও পরিতৃপ্ত হয় না কি? উক্ত দৃষ্টান্ত অপেক্ষা চিরস্থায়ী ঐশ্বর্য্য কোথায় পাইবে? উর্ব্বরা ভূমিও কণ্টককূল ধ্বংশ করিতে বহুদিন গত হয়। পাষণ্ড দলন কি সহজ কার্য্য? হজরত যে সমস্ত সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, মূঢ় কোরেশগণ তাহাতে কর্ণপাত করিল না। ঈশ্বরের কার্য্য দর্শনে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান ভাব হৃদয়ঙ্গম করা কি চির পৌত্তলিক কোরেশগণের মনোমধ্যে সহসা জাগরূক সম্ভব? অজ্ঞানতা রূপ অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়া, জ্ঞানান্ধ কোরেশগণ কিছুই বুঝিল না। প্রত্যেক পদার্থই পরমেশ্বরের স্বর্গীয় প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি প্রতীয়মান ইহা ধারণা করা কি কোরেশ পৌত্তলিকগণের কার্য্য? অভ্রান্ত সত্যের আহ্বানে তাহারা বধির হইয়া রহিল। চিরদিন যে কলুষিত ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিয়াছে তাহার

মূলোৎপাটন করিবার বল কোরেশগণের দুর্ব্বল চিত্তে তখনও উদিত হয় নাই।

হজরত মোহাম্মদের (দ) এতাদৃশ অকাট্য যুক্তি পূর্ণ অতি পবিত্র স্বর্গীয় উপদেশ বাক্য শ্রবণ করণান্তর, কোরেশগণ মৃত সর্প দেহস্থ গরল সদৃশ হইয়া রহিল। তাহারা এই প্রেরিত মহাপুরুষকে বলিল "আমরা আপনার ধর্ম্মমত প্রচারের বিপক্ষতাচরণ করিতে কখনই বিরত হইব না, ইহা দ্বারা হয় আপনার জীবনান্ত হইবে, না হয় আমাদের অস্তিত্ব লোপ হইবে। এই অসৎ দৃষ্টান্ত আর কখন দেখা যায় নাই; কেবল আদি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের অন্ধকারময় অসভ্যতার দিনে এপ্রকার বর্ব্বরতার অভাব ছিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হজরত মহম্মদের (দ) প্রচার মাহাত্ম্য প্রকাশ।

বসন্তে ফুটীবে ফুল, ছুটিবে সৌরভ।
সমরান্তে বীর বর, লভিবে গৌরব॥

বিধাতার সৃষ্টিমধ্যে নিত্য নিত্য নব নব ঘটনাদৃষ্টে নব নব ভাবুকগণের হৃদয় পরমানন্দে পরিপূর্ণ হয়। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মালোচনা প্রসঙ্গে একদা হজরত মহম্মদ (দ) ঈশ্বর প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া নৈসর্গিক ভাব অতিক্রম করত স্বর্গীয় বিমলভাবে সমাবিস্থ হইয়া ধ্যান মগ্ন হইলেন! এই তন্ময় অবস্থায় কয়েকবার কয়েকটী শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। উহা মহা কোরানের তিপান্ন পরিচ্ছেদের অন্তর্গত। "ওহে, আললাত, আল অজ্জা ওমানা (Aldat aluzza and Manah) বিষয়ে কি বিবেচনা করিয়া থাক?"

মহাত্মা মহম্মদ (দ) যে সমস্ত বাক্য উপদেশচ্ছলে প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহা একজন পৌত্তলিক শ্রবণ করিতেছিল। প্রকৃত পক্ষে ঐ ব্যক্তি নিজ অবস্থা কখন চিন্তা করে নাই, ধর্ম্ম কি কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, কি জন্য পুতুল পূজা করি, ইহা কখন ঐ ব্যক্তি চিন্তা করে নাই। "আমার বিবেচনা হয় তাঁহারা অসামান্য ক্ষমতা, গৌরব এবং মর্য্যাদা সম্পন্না কুমারী, তাঁহাদের মধ্যস্থতাই ঈশ্বর জ্ঞানের প্রকৃষ্ট উপায়।" যখন এই বাক্য উহার মুখ হইতে বিনির্গত

হইল তখন সকলেই মনে করিল ইহা মহম্মদেরই অলৌকিক কার্য্য, নচেৎ এই পৌত্তলিক অকস্মাৎ এরূপ বাক্য বলিয়া উঠিল কেন? এ ব্যক্তি পৌত্তলিকতার আবরণ উন্মোচন করিতে চায় কেন?

এই দৃশ্যে হজরত মহম্মদ (দ) বলিয়া ফেলিলেন "এগুলি শূন্য ও ফাঁকা নামাবলি মাত্র, আর কোন সার বস্তু উহাতে নাই। কোন পূর্ব্ব পুরুষের রচিত বাক্য"।

এই সকল বাক্যের সমালোচনা লইয়া বহুতর ব্যক্তি মত প্রকাশ করিয়াছেন। মহম্মদ (দ) স্বয়ং কি ভাবে ঐ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম তাঁহার উপস্থিত শিষ্য মণ্ডলী যেমন বুঝিয়া ছিলেন, পরবর্ত্তী পাঠকগণের সিদ্ধান্ত তাহা হইতে ভাবান্তর হইবে ইহা বিচিত্র নয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রভেদ এস্থলে প্রত্যক্ষ।

পরিত্রাণ।

তৃতীয়সর্গ।—আবুসুফিয়ানের বিলাস কক্ষ।

(২)

পাঠক! আবার অই রবাব সেতার
কেমন মধুর তালে হ'তেছে ধ্বনীত
কোকিল-কুজন জিনি মধুর কাকলী
গ্রামে—গ্রামে—খলখলি তরঙ্গ উল্লাসে
কেমন উধাও স্বরে মাতাইছে প্রাণ,
রিনিকি ঝিনিকি অই শুন নুপুরের
চল তবে একবার হেরি এ আমোদ
সরস সুধার রস সঙ্গীত প্রধানে,
করি চিত্তবিনোদন—নিত্যহাহাকারে
পরান হ'য়েছে ভগ্ন কঠিন সংসারে।
মঞ্জু নিকুঞ্জ ছাড়িয়া, কে কোথায় পশে

স্বেচ্ছায় কণ্টক-বনে; তাই লো কল্পনে
কেন বঞ্চ এ সৌভাগ্যে? চলনা সুন্দরি!
একবার দেখে যাই এ সুখের ছবি।
তুমিত আমার সখি প্রিয় সহচর
আমারি সন্তুষ্ট সুধু মাগ যদি তুমি
তবে কেন অনুরোধ না রেখে আমার
ফিরিছ গৃহেতে? চল একটু দেখিয়া
আবার আপন পথে যাইব ফিরিয়া!

* * *

একি—একি! উঠে যদি আমোদ-লহরী
প্রেমের তুফানে, তাহে এত ব্যাভিচার
অভিনিত হয় কেন? পাপের ধারায়
ভাসিছে সহাসে সবে সমাসনে ব'সে;
যুবক কি বৃদ্ধ তার নাহি কোন ভেদ
সকলি তন্ময় ভাবে,—সকলি বিহ্বল!
লো সুন্দরি! কোথা যাও বাঁকাইয়া আঁখি
উড়া'য়ে অঞ্চল খানি? ঢাক ঢাক রমে!—
বিবস অবস অঙ্গ। অয়ি বরাননি!—
নাচ নাচ—হাস হাস—এইবারি শেষ
এইবারি গেয়ে পিয়ে মিটাও পিয়াস
অই দেখ কাল-মেঘ ভবিষ্য আকাশে
কেমন ভীষণ ঘটা করেছে সরোষে,
চূর্ণ হবে অহঙ্কার—ডুবে যাবে পাপ
আরব এবার হবে মুক্ত—অভিশাপ!
ওরে রে স্নেহেল পাপি!—তুইও কিরে আজ
প'শেছিস্ কাম-রঙ্গে? রে কামুক পশু,—
আজি শেষ, আজি হবে তরঙ্গ উল্লাস

একেবারে চিররুদ্ধ !—কি জানিস পাপি,
যুগে যুগে যে আগুন দিয়েছিস্ জ্বেলে—
আরবের জীর্ণ বুকে। সেই ভস্মানলে
আজিকে পুড়িতে তোরা এই আগুয়ান্—
সম্বর—সম্বর একি ?—মেঘের গর্জ্জনে
একেবারে পশিতেছ বামা—উপাধানে ?
আবার রমণী—কণ্ঠে উঠিল ঝঙ্কার,
আবার উজল গৃহ পুরিল বামার—
কল কল কাকলীর উছাশ কল্লোলে,
একি পুনঃ ?—তুমি কেলো বিজলী গঞ্জিনী,
জেহেলের পাশে ব'সে ? চিনেছি চিনেছি
বলে কিম্বা ছলে পাপী ভুলায়ে তোমারে,
ভাসাইয়া কুল-মান সতী-ধর্ম্ম-তব
এনেছে পাপের তরে। হাস অভাগিনী
ক্ষণিক পাপের মোহে। মনে রেখ হায়
হাসিলে ক্রন্দন শেষ র'য়েছে নিশ্চয় !
চলুক চলুক নাচ—গাও—গাও গান,
চঞ্চল চরণ-পদ্মে খঞ্জন জিনিয়া
কর লো আনন্দ-নৃত্য ; কোকিল-কূজনে
উরলো বসন্ত-রাণী সু-কোমলা ধনী
করাও একটু পান কামের—মদির,
কামুক জেহেল তরে,—কোকিল-জিনিয়া
গাহ লো পঞ্চমে গান অয়ি বিনোদিনি !
কর শেষ আজি মনোরঞ্জন সবার
ঢালিয়া মদন-মন্ত্র—কটাক্ষের শরে,
কামের পরাগ-মেখে দেহ-খানিময়

ভুলাও—ভুলাও শেষ পাপীর হৃদয় !
নেত্র নিলোৎপল-ছন্দে মধুপের দলে
হাসিতে,—খাইতে মধু তোমার যৌবনে,
ডাক সখি বঁধুয়ায় চুমুক অধর
বিলোল কটাক্ষ হানি ;—ধিবসনা হ'য়ে !
পাপ—পাপ—মহাপাপ,—কি এ পশু, ভাব
উলঙ্গ নিতম্ব কটি রমণী সবার !!
নাচিছে উন্মত্তা হয়ে—অচেতন মদে ?—
যাও যাও কাল-নিশা হে'র না এদিক,
এ পাপে মজিয়া আর ক'রোনা বিশ্রাম,
কামের অশ্রমে তুমি পৈচাশিক রসে
বেষ্টিয়া রমণী-অঙ্গ—চুমিছে অধর !
বাসনা সলিল মাঝে হৃদি সরোসিজ
কাম-গন্ধ মাখি অই হয় বিকশিত
কি শুনিবে,—কি দেখিবে—যাও শান্তিরাণী
তোমার ক'র্ত্তব্যে ফিরি—তোষিতে মানবে
ত্যাজিয়া এ পাপ-ভূমি সুখের বাসবে।
আবার—আবার মরি সে স্বর লহরী
উঠিল কাঁপা'য়ে কক্ষ। পড়িল ঢুলিয়া
অবস জেহেল পাপী। ধরি সুফিয়ান
কহিলা তুলিতে কোলে রূপসীর তরে—
ধরে যথা রাজ-হংসী বেষ্টিয়া মৃণালে
সু-বঙ্কিম গ্রীবা-মূলে—হৃদয়েশ ভাবি
তেমতি। উঃ !—সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ হ'ল
বিপ্লাবিত বক্ষস্থল,—ভাসে শ্বশ্রুরাজি
প্রবল সুরার স্রোতে। উৎকণ্ঠ-অন্তরে
সজোরে চুমিল পাপী বামার অধরে !

মনোসিজ !—ফুলময় !—হে বসন্ত-বীর !
এই যে নিরস ভূমি কঙ্কর-প্রান্তরে
দ্বিপ্রহরা বিভাবরি নিদ্রিত ভুবন
শান্তির শীতল-কোলে। হে দেব, কেমনে—
এখানেও পশিয়াছ ফুল-ধনু-করে ?—
নাশিতে বিবেক-রাজা কাম-সৈন্য-বলে !
ধন্য তুমি,—আর ধন্য তোমার এ খেলা
তুমিই জগত খানি করিলে পাগলা !!
অনেক্ষণে বামা-কণ্ঠে উঠিল ঝঙ্কার
"হে রজনি !—সুখময়ী,—হে জীমূত ছায়া !—
সকলি র'য়েছ আজি, নাহি সে কেবল
আমার হৃদয়-রাজ। হও গাঢ়তর;—
আমি কাঁদি, কি করিব জন্মেছি যখন
কেবলি এ ধরাতলে করিতে ক্রন্দন !"
গান থামিল বামার। আহা ! অই দেখ
বৃদ্ধ আবুসুফিয়ান কহিছে সোহাগে:—
"লো মোহিনি ! এস হৃদে—এস একবার,
জুড়াও তপত প্রাণ ;—আর না ভামিনী,
হানিও নয়ন-বান !—এস গো পুরাই
জন্মের সাধনা তোর,—কামের বাসনা,
একটু বুকেতে ধরি চরণ দু'খানা" !!
এক নয়,—অই দেখ সবারি কোলেতে
একটী দুইটী ফুল—রক্তিম-বরণা,
বসিয়া রয়েছে স্থির,—উলঙ্গ-বদন।—
উলঙ্গ সর্ব্বাঙ্গ ! একি দৃশ্য-পৈচাশিক
কেহ চুমে,—কেহ ধরে বক্ষে আবরিয়া।
কেহ বা মুচ্ছিত ;—সুধু আবু-সুফিয়ান
অস্থির—উন্মত্ত—ব'সে ! চারিদিক হেরি

জড়িত ভাষার স্রোত পড়িছে উথলি
পূর্ণ বসন্তের রাজ্যে—অনঙ্গ-সন্ধানে।
হেরিছে আঁধার পাপী আবত জগত
কামের মোহের কাছে। তুচ্ছ ভাবি মনে
অতুল এ সিংহাসন,—ছার রাজ্য-ধন !
কামনা রূপিনী কত সৌন্দর্য্যের ক্ষণি
জ্বলিতেছে দক্ দক্, বাসন্তী পবনে
ফুটে যথা অর্দ্ধস্ফুট গোলাপ কলিকা।
অথবা চম্পক ;—বরষা বিধৌত হ'য়ে
শোভে যথা বিভাময়ী নবিন যৌবনে !
আধা ফুটা সকলেরি তেমতি যৌবন,
তেমতি চঞ্চল হাসি,—আকর্ণ নয়নে
ফুটিছে বিদ্যুৎ-বেগে ; পুনঃ মিশে যায়
কামের মোহিনী বসে। কাঁপে দুরুহিয়া।
কেহ বা বৃদ্ধের দেহে পড়িছে ঢলিয়া।
কি আশ্চর্য্য ! যেই বৃদ্ধ দিবসে সভায়
কঠোর বজ্রের ভাষে গর্জ্জিল হুঙ্কারী ;
সেই এবে ঢুলিতেছে মাতাল হইয়া
ভাবিছে না কি ছিল সে হইয়াছে কিবা !
না ডরিছে জগতের কল—কোলাহলে
বুকে ধরি, ধুবতীরে চাপিছে আবেগে
এ কেমন রঙ্গ ?—নাহি পারিনু বুঝিতে !
ওরে মূঢ় ! এ বয়সে রসিকার সনে
সাজে কিরে হেন খেলা ?—রসের উৎসব ?
বিভোল যুবক হেন হইয়া অধীর
নিমগ্ন প্রণয়-তীর্থে মদন-পূজায়।
দেশ-কাল পাত্রে দিলি পাপের কালিমা।
ডুবাইলি কাল-রাত্রে আরব ধরিমা !

এইবার কিবা ভাবি চকিত নয়নে
কহিলা সকলে বৃদ্ধ "শুন বীর গণ!
তৃতীয় প্রহর নিশা হ'য়েছে আগত
আর না বিলম্ব সহে—লহ করবাল—
লহ অসি—বধ আজি ধর্ম্মের অরাতি!
অমর করহ নাম অবনী মাঝারে
রাখিয়া দেবের মান—অরপি জীবন
দেখাও উজ্জ্বল-চিত্র—ত্যাগের মহিমা।
শিখাও নিষ্কাম-ধর্ম্ম জগতের ঘরে!
সার্দ্ধশত বর্ষ যারে বলে কি কৌশলে
পারিনি করিতে নাশ আজি সেই দিন
সেই শুভক্ষণ আজি বধি আততায়ী
লভিব সান্ত্বনা। হা!—হা! বুভুক্ষু কৃপাণ
শান্ত হবে ইস্‌লামের করি রক্ত পান!"
"পারিবনা,"—মুখে নাহি তুলিও কখন।
সুমেরু সিন্ধুর জলে দিতে বিসর্জ্জন
যেই আরবের সুত অতি তুচ্ছ গণে,—
নাহি ডরে শমনের কাল-বিভিষিকা
তা'রা হ'বে হত-বীর্য্য মোহাম্মদ কাছে?
পলাবি—পলাবি যদি রণে ভঙ্গ দিয়া
কি সুখ পাইবি প্রাণে; কোন্ মুখ ল'য়ে
আবার আসিবি ফিরি আরবি সমাজে?
মরণ—মরণ—তুচ্ছ সরম হইতে
এই ভেবে করো কাজ, কি কহিব আর
বীর্য্য বলে বলীয়ান্—বিচক্ষণ যারা
তা'দেরে অধিক কিবা কহিব গো আর,
জগতে থাকে না যেন ইসলামের নাম
কর্ত্তব্য ভাবিয়া সবে ক'রো আত্মদান,

সুরা উত্তেজিত কণ্ঠে কহি এ সকল
সদর্পে ত্যজিলা বৃদ্ধ বিলাস-মহল!

* * *

গভীর ত্রিযামা। স্তব্ধ বিশাল প্রকৃতি
গম্ভীরে অশুভ মিশি সৌন্দর্য্যের দেশে,
কি প্রলয় কাল-ছবি!—একাকার সুধু
নির্জ্জনতা চারি পাশে—প্রগাঢ় আঁধারে!
আকাশে চন্দ্রমা নাই, নাই সে চকোর
এ পাপ-নিশিথে। আছে শীতল পবন
প্রকৃতি অঞ্চল-প্রান্তে করিতে ব্যজন!
হেন কালে মন্দিরের দ্বারদেশ হ'তে
"জয় দেবতার জয়" হ'ল আচম্বিতে!!
ভীম প্রভঞ্জন এবে হয়েছে শমিত
কেবল আঁধার আছে বিশ্ব বক্ষ-ঘেরি
নীরবে শুইয়া! দেখে উপজয়ে ভীতি
এমন নিরস শোভা,—প্রেত-পুরী হেন।
সেই আঁধারের কোলে সুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া
"জয় দেবতার জয়" উঠিল ভাসিয়া!
আবার যেমন নিশা হইল তেমন,
গর্জ্জিল কোরেশ-দল,—শিহরিল ক্রোধে,
ছুটিল বিদ্যুৎ বেগে অরাতি নাশিতে
সে আঁধার ভেদ করি—জীবন সংগ্রামে
আজি আঁধারের রাজ্যে—পাপ-কোলাহল।
ছুঁইতেছে কোরেশের জীবন-আকাশ,
প্রতিধ্বনী—সে শবদে উঠিছে শিহরি,
পুণ্য-প্রীতি চ'লে গেছে ধরা পরিহরি!
কহিলা আবার বৃদ্ধ "একান্তই যদি
পরাজিত হই মোরা তবু তার পদে

নাহি দিব বিসর্জ্জন স্বাধীনতা ধন।
ছি,—ছি,—ছি,—ছি, একি কভু হয়রে সম্ভব ?
ক্ষীণ সে ইস্‌লাম-শক্তি দলিতে যাইয়া
পরাজিত হব ? ভীত কাপুরুষ হেন
বুঝিব প্রাণের মায়া—শত্রুরে ছাড়িয়া !
কে তবে মোদের মত হতভাগ্য আর
কি কহিবে লোকে ? বল কোন্ মোহাশায়
আবার এ কাল মুখে ফিরিব হেথায় ?"
বলিতে বলিতে বৃদ্ধ চলিল সবেগে
উলঙ্গ কৃপাণ করে ; বহুক্ষণ পরে
লাগিলা কহিতে পুনঃ "হে রথীন্দ্র দল !—
এইখানে অপেক্ষহ সকলি তোমরা
আমিও এখান হ'তে সাধিব স্ব-কাজ
সকলের প্রয়োজন দেখিনা যাইতে !
মুষ্টিমেয় ইস্‌লামেরে দলিতে আসিয়া।"
দশনে দংশন করি ওষ্ঠ-প্রান্তখানি
কম্পান্বিত সেনাপতি বসিলা আপনি !
ভীত আবু-সুফিয়ান কাঁপিল তরাসে
কি যেন স্বর্গীয় ক্রোধে—মনের বিকারে
ঝরিল দু'বিন্দু অশ্রু সেই অন্ধকারে
না দেখিল কেহ,—শুধু বিশ্ব অধিপতি
দেখিলা পাপীর এই পূর্ণ অধোগতি।
আবার সাহসে পাপী কহিল সবায়,—
"কেন তবে আছ আর পুত্তলিকা প্রায়,—
যাও সবে,—একেবারে কর আক্রমণ,
নতুবা চৌদিক বেড়ি' করহ বেষ্টন !"

* * *

অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত আকাশ-পাতাল

কেবল নক্ষত্রমালা তখন নীরবে
কত কি অশুভ-গাথা ছিলা ভাবিবারে,
চলিলা কোরেশ-সৈন্য। অত্যাশ্চর্য্য এ কি ?
বসিয়া পড়িল সবে,—চলে না চরণ
কি করিবে আক্রমণ ? নাশিবে অরাতি !
সত্য কি ভৌতিক কেহ না পারে বুঝিতে।
বিপদ-সম্মুখে হেরি—ত্রস্ত সেনাপতি
সাহসে বাঁধিয়া বুক উঠিল চীৎকারি—
"আজিকে পরীক্ষা শেষ। যাবে কি যাইব,
বেষ্টিয়া দু'খানি গৃহ থাক নিশাকাল,
প্রভাতে "নমাজ" তরে হ'লে নিষ্কাষন
চির-জনমের মত করিও নিধন !"
দাঁড়াল কোরেশ-সৈন্য নায়ক-আজ্ঞায়,
স্তম্ভিত কর্ত্তব্য-পথে—দলিতে শত্রুরে।
কিন্তু কি বুঝিবি ওরে পাষণ্ড কামুক
বিধাতা সহায় যাঁর,—অপ্সরী-কিন্নরী
চৌদিক ঘেরিয়া করে আনন্দবর্দ্ধন,
শিরে শোভে মহা-জ্যোতি। পবিত্র পৃষ্ঠেতে
"মোহরে নবুয়ত" ভাতে ;—সেই লোক-গুরু
বিধাতার পরাণের বান্ধবের তরে
কে নাশিবে ?—আপনারে স্বহস্তে নাশিতে !
কে করিবে পরিষ্কার নরকের পথ
একান্ত বিবেকশূন্য তোদের মতন !
ইস্‌লাম—ইস্‌লাম-সূর্য্য নাশি কুজ্ঝটিকা,
দেখ্‌রে কেমনে আনে প্রেমের বাহার,—
উজল ধরায়,—পাপ করিয়া সংহার !!
"ভয় নাই—ভয় নাই, আমি আসিয়াছি,
রক্ষিতে এ রুদ্র-তেজে, তুচ্ছ সুফিয়ান

কি সাধ্য তোমারে নাশে ? যাও ধর্ম্মবীর
করহ পালন আজ্ঞা করিয়াছি যাহা।"
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ধ্বনীলা পর্ব্বতে
বিধাতার বিকট সে মহান হুঙ্কার !
উঠিলা সস্মিত মুখে বিভোল প্রেরিত,—
অপূর্ব্ব স্বর্গীয় গন্ধে পুরিল চৌ-দিশি,
ত্রিলোক জুড়িয়া হ'ল আলোক সঞ্চার,
পূজিলা মানসে সাধু সে মনো-প্রতিমা ;
কাঁপিল পাপীর হিয়া, নিভিল সাহস
সুধাংশু নিষ্প্রভ যথা দিনকর করে—
তেমতি এ পূত-বীর্য্যে—কি দৃশ্য ভীষণ !
ব্যোম পথে ব্যোম-চর নামিলা সহাসে
উত্তরিলা সবে পুণ্য-পুরে। পদভরে
কাঁপিল আরব-বক্ষ থর থর থরি ! !
কোমল পবিত্র স্বরে মহা ভাববাদি
তোষিলা দেবেন্দ্র-দূতে, শান্তি-হস্তচ্ছায়া,
ভাতিল-ভূতলে-শূন্যে ভয়ঙ্করী রূপে ! !

শিক্ষা।

সমাজতত্ত্ব।

(৭)

ফকীর। আপনার নির্জ্জন প্রেমালাপ বাঞ্ছনীয়।

আমি। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, এরূপ মহাত্মারা কেবল বাগাড়ম্বর করেন না। যিনি সমস্ত জীবন জগতের মঙ্গল কামনায়, নিজের জন্য কৌপীন মাত্র সম্বল রাখিয়া হৃত সর্ব্বস্ব হইতে পারেন তিনি পরম পূজ্য। এই অসাধারণ জ্ঞানীর নিকট কিছু শিক্ষালাভ করা উচিত। তিনি পরম সম্ভাষণেই অতি গম্ভীর ভাব ব্যঞ্জক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। আমার মনের

ভাব এই মহাত্মার অগোচর থাকিল না। এই দেব তুল্য মহানুভব ঋষিকে যথা বিধানে অভিবাদন করত বলিলাম, মহাত্মন ! আমার মন যখন পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করিবে তখন ভবদীয় বাক্য ও বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে সমর্থ হইব। আপনি কিঞ্চিৎ কৃপা প্রদর্শন দ্বারা "নির্জ্জন প্রেমালাপ" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করুন এই আমার প্রার্থনা।

ফ। যথাসময়ে সেই গূঢ় বিষয়ের আলোচনা হইবে। এক্ষণে যে বিষয় আপনার জিজ্ঞাস্য ছিল তাহাই প্রশ্ন করুন।

আ। আমার কৌতূহল ক্রমে প্রবলতর হইল ! মহর্ষিগণ সমাজের শিক্ষা গুরু রূপে প্রকাশ হইলে সমাজের সৌভাগ্য মানিতে হইবে ! বিশুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ডই ইন্ধনের যোগ্য, নির্ম্মল উদকই পানীয়, বিমল আত্মজ্ঞান বিশিষ্ঠ সাধুগণই শিক্ষকের আসন প্রাপ্তির উপযুক্ত পাত্র। অতএব ইনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই শিরোধার্য্য। ইঁহার উপদেশ গ্রহণান্তর ভিন্ন পথাশ্রয় করা অমঙ্গল জনক ইহা স্থির নিশ্চয়, ধ্রুববাক্য। এরূপ ত্রিকালজ্ঞ বিজ্ঞ মহাত্মার উপদেশ ত্যাগ করিয়া অপরিণত জ্ঞানীর অসিদ্ধ জ্ঞান প্রসূত যুক্তিকে আশ্রয় করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ পুণ্যাত্মাগণের বাক্য কত মূল্যবান তাহা প্রতিপন্ন করা অনাবশ্যক বোধে তাঁহাদের তাবৎ কার্য্যে আস্থা প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব আমার প্রশ্ন উত্থাপন করা অসঙ্গত হইবে না। প্রথম প্রশ্ন এই:—সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আবহমান কাল জ্ঞান ও বিজ্ঞান পৃথক ভাবাপন্ন থাকিয়া স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। এই আধিপত্য প্রকৃতির ধর্ম্ম কিনা ?

ফ। জ্ঞান ও বিজ্ঞান এক। অধিকার অনুসারে পৃথক।

এই বাক্যাবসান মাত্রেই একবার তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই সময় আমার বন্ধুটীও ঘটনাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনিও ঐ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরের মর্ম্মাবগত হইতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন, সুতরাং আমার নিজের কথা বন্ধ রাখিয়া বন্ধুর সহিত বাক্যালাপে প্রবর্ত্ত হইবার পূর্ব্বে উক্ত মহাত্মার অনুমতি লইলাম। তিনিও তাঁহার সৌজন্যতাপ্রদর্শনের ত্রুটী করিলেন না। যে যে বিষয়ে আমার ব্যাখ্যা বিশদ ভাব হইল না, তিনি স্বয়ং তাহার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। আমার বন্ধুর মুখকান্তি উজ্জ্বল

হইতে আরম্ভ করিল। এবং কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, আমার অতি নিকট আসিয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিলেন তবে কি ধর্ম্মকে প্রভুশক্তি বিনষ্ট করিতে পারে ?

আমি। সমাজের অবস্থা চক্রনেমির মত কখন উচ্চে কখন নিম্নে, কখন কর্দ্দমাক্ত কখন জলশিক্ত কখন প্রভুশক্তি শ্রেষ্ঠ কখন ধর্ম্ম সংস্কারকের অতুল প্রতাপ শ্রেষ্ঠ। কখন রাজ্যেশ্বর নিজশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শত শত গ্রাম ভস্মীভূত করিতেছেন, লক্ষ লক্ষ নর নারীর শোণিত স্রাবে ধরণি পৃষ্ঠ রঞ্জিত করিতেছেন; কখন ধর্ম্মালয়ের বৃদ্ধ যাজক একমাত্র হুঙ্কারে সহস্র সহস্র জন পদ বাসীকে উন্মত্ত করিতেছে, রাজসিংহাসন ধর্ম্মান্ধ, একান্ত বিশ্বাসী ও মূঢ় গণের হস্তে ক্রীড়নক হইতেছে। যাহাকে তুচ্ছ জ্ঞানে পদদলিত করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই সময়ে সর্ব্বময় কর্ত্তা। যে কার্য্যকে অপকর্ম্ম জ্ঞান করা হইয়াছে, তাহাই সময়ান্তরে সুকর্ম্ম জ্ঞানে সমাজের শীর্ষস্থানীয়গণ অনুষ্ঠান করিতেছেন। যে কারণকে অমঙ্গল জনক বোধে পরিহার জন্য অনেক নিরীহ ব্যক্তির রাজ-দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে। তাহাকেই অন্য সময় নিতান্ত আগ্রহ সহকারে আলিঙ্গন করা হইতেছে। ইদৃশ কার্য্য লইয়া সংসার চক্রস্থিত বিবূর্ণিত জীব সকল নিত্য নব নব সত্যাসত্য সৃষ্টি করিতেছে এবং কর্ম্ম ফল অপরেরও ভোগ করিতেছি। *

ফ। আমার বন্ধুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আপনি হিন্দু আমি মুসলমান। একাসনে উভয়ের অবস্থান জন্য আপনার চিত্ত বিকার ঘটে নাই। এখানে সমাজকে পদদলিত (১) করিয়া আপনি ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। অতএব আপনি বিজ্ঞ। যে হিন্দু এই একাসনে বসিতে বাধা বোধ করেন তিনি জ্ঞানী (২)

* যাঁহারা ক্রিয়াবান তাঁহারা কর্ম্ম জনিন ফলাফল বুঝিয়া লইবেন।

(১) আমাদের মতে এখানে সমাজকে দৃঢ় করা হইয়াছে, কারণ হিন্দু মোসলমানের সম্মিলনে যে সমাজ তাহাই প্রকৃত সমাজ। যে দিন হিন্দুললনা মোসলমান পতি গ্রহণে লালায়িত হইবেন এবং মোসলমান কুমারীরা হিন্দু পতি গ্রহণে মত প্রদান করিবেন সেইদিন দেখিবেন ভারতীয় সমাজ কত দৃঢ়মূল হয়। প্র, স,

(২) আমাদের মতে তিনি কুসংস্কারাপন্ন। প্র, স,

বহুদর্শিতার পর তিনিও বিজ্ঞান লাভ করিয়া বিজ্ঞ হইবেন। ইহা প্রকৃতির নিত্য ধর্ম্ম, তজ্জন্য কর্ত্তব্য পরায়ন ব্যক্তির কিছুই অভাব হয় না।—একাদিক্রমে এই সমস্ত কথোপকথন চলিতেছে। প্রায় এক ঘণ্টা সময় এইরূপ একটী প্রশ্নের উত্তরে অতীত হইল! এমন সময় একটী মুসলমান যুবক সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ দৃষ্টে এবং বিবিধ (কায়দা) কৃত্রিম রীতি পদ্ধতি দর্শনে তাঁহাকে উচ্চশিক্ষিত বলিয়া ধারণা হইল। শেষ বুঝিলাম আমার অনুমান অভ্রান্ত। বোধ হইল দুই একবার এই যুবক ফকির সাহেবের সহিত আলাপ করিয়াছেন। তিনি আসিয়াই সহাস্য বদনে যথা রীতি সম্ভাষণ করত বলিলেন "মহাত্মন ? আপনার বাক্য ঠিক্ মিলিয়াছে।"

ফ। সমস্তই কি মিলাইয়াছেন ?

যুবক স্মিত বদনে মস্তক হেট্ করিলেন। ক্রমে যেন মুখমণ্ডল শীর্ণ হইতে লাগিল। চক্ষু দুইটী নাসাগ্রবর্ত্তী হইতে আরব্ধ হইল। নয়ন যুগলস্থিত কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্তুলগুলি উল্টাইবার উপক্রম করিল। সভামণ্ডল নিবাত নিষ্কম্প দীপাগ্র সম স্থির ভাবাপন্ন। সভায় তখন অন্যূন পঞ্চাশ ব্যক্তি বর্ত্তমান। সকলেই যুবকের ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আমরাও অত্যন্ত কৌতুলহাক্রান্ত হইলাম। সভা ভঙ্গের পর জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয় আনাদের জন্য কিছু খরচ করিতে পারেন কি ?"

যুবক। আপনাদের সেবার্থ এই গোলাম নিত্য প্রস্তুত আছে।

সাধুসঙ্গ অনির্ব্বচনীয় শিক্ষা প্রদান করে,—কি নির্ম্মল, পবিত্র, বিশুদ্ধচিত্ত প্রস্তুত করিয়া দেয়,—কেমন মনোহর ভাব তরঙ্গে হৃদয়কন্দর ডুবিতে উঠিতে থাকে! মানুষ যদি কিছুই শিখিতে না পারে, যদি দুর্ভাগ্যক্রমে ভাগ্যদেবীর অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হয়, যদি সংসার কাননে সুমিষ্ট ফলপ্রদ সুখ-সম্ভোগ করিতে না পায়, তবে সে সর্ব্বত্যাগী হউক এবং সর্ব্বত্যাগীর আশ্রয় গ্রহণ করুক। যে কার্য্যে সর্ব্বত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া যে ব্যক্তি বাক্যে প্রকাশ করে না তাঁহাকেও আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিব। এরূপ ধন্য সর্ব্বত্যাগী কয়জন ব্যক্তি আমরা এখন সমাজে দেখিতে পাই ?

মুসলমান যুবক শিক্ষার দোষে নিজ গৌরব বিস্মৃত হইয়া, বিকৃত বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছেন, তাহা তিনি স্বয়ং বুঝিতে পারেন নাই। দুইদিন মাত্র উক্ত

ফকির সাহেবের সঙ্গে কথোপকথন করিয়া বুঝিয়াছেন "কর্ত্তব্য পালন" অতীব গুরুতর কার্য্য।

কর্ত্তব্য নির্ণয় অতীব কঠিন বিষয়। যাহা আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভাবিলাম, ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তি তাহা অকর্ত্তব্য ভাবিল। আমার বার্দ্ধক্যে যাহা যাহা অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠান মনে করি, যুবক তাহা শুনিয়া উপহাস মনে করিয়া থাকে; তামি যাঁহাকে বন্দনা করি, বালক তাঁহাকে দেখিলেই উপহাস করে। যে আহার দ্বারা আমি ভাল থাকি, অন্যের পক্ষে তাহা অস্বাস্থ্যকর। এবম্বিধ মতানৈক্য সৃষ্টিমধ্যে মনুষ্য জগতেও যেরূপ অসংখ্য,—কীট, পতঙ্গ, স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি যাবতীয় নিকৃষ্ট প্রাণী মধ্যেও তদ্রূপ বিদ্যমান। এতাদৃশ স্থলে দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া চলিতে হইবে। সুতরাং বহুদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ না লইলে পদে পদে বিঘ্ন বিপত্তি প্রাপ্ত হইতে হইবে। মূঢ় ব্যক্তি জ্ঞান বৃক্ষের ছায়ায় শীতল সমীরণ একবার সম্ভোগ করিলে পুনর্ব্বার অজ্ঞানতার উষ্ণ বায়ু সেবন করিতে ইচ্ছা করিবেন না, ইহা নিশ্চয়। তজ্জন্য জ্ঞানপ্রাপ্ত বহুজ্ঞ ধীর স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শক করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করা যুক্তিসিদ্ধ। তদ্দ্বারা সময় ও ক্লেশ রক্ষা হইবে।

আমরা মুসলমান যুবককে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি পরীক্ষায় পড়িয়াছিলেন কি?

যুবক। যে পরীক্ষায় পড়িয়াছিলাম তাহা যদি বাল্যাবস্থায় হইত, আমি একটু বেশী অগ্রসর হইতে পারিতাম।

আমি। এখনও সফল কাম হইতে পারেন; কিন্তু ধৈর্য্য আবশ্যক।

যু। আমার ধৈর্য্য যত আমার পরিবারবর্গের তত নয়।

আ। আপনার একটু ভ্রম হইতেছে।

যু। কোন্ বিষয়?

আ। একাগ্রতা বিষয়।

যু। আপনার উপর ভার দিলাম আপনি যেরূপ পারেন আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

আ। আপনার অবস্থার বিষয় আমি সম্যকরূপ অবগত হইতে ইচ্ছা করি।

আমার বন্ধুর মনের অন্ধকার তখনও দূরীভূত হয় নাই। তিনি কেবল ফকির সাহেবের কথার মর্ম্ম বুঝিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি মুসলমান যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! যদি আপনার বলিবার কোন বাধা না থাকে, আপনার মনে যদি অসুখ না হয়, তবে আপনার নিকট একটী কথা উত্থাপন করিব। আপনি প্রকৃত উত্তর দানে আমাদের সকলের চঞ্চল চিত্তকে স্থির করুন, ইহা আমাদের সকলেরই প্রার্থনা।

যু। আপনি কি নিমিত্ত এত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে সমুদয় বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিলে আমার মনোভার লঘু হইতে পারে।

বন্ধু। আপনার উপর আমরা কোন ভারার্পণ করিতে সাহস করি না। আপনার কার্য্য-বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য আমার ন্যায় সকলেই উৎকণ্ঠিত। কি প্রশ্ন দ্বারা ফকির সাহেব আপনাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার আদ্য অন্ত যদি বিশেষ করিয়া বলেন, আমরা সকলেই সুখী হইব।

যু। আমার ন্যায় একজন অপরিণত যুবকের উচ্ছৃঙ্খলতায় জগতের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি কোন্ কারণ সৃষ্টি করিয়া কি কার্য্য সাধন করেন জানি না। বোধ হয়, আমার জন্যই এই মহাত্মা এখানে আগমন করিয়াছেন। আমি এখন আপনাদের কৃপায় এমন জ্ঞানলাভ করিয়াছি যে, আমার ইতিবৃত্তই অনেকের চক্ষুরুন্মিলন করিবে। আমি কোন্ বিষয়ের উত্তর দিলাম তাহা আপনারা কেহই বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু উহা আপনারা শুনিবামাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন। যে যেমন প্রকৃতির লোক, সে সেইরূপ বুঝিতে পারে, বস্তুতঃ এক "সত্য" অবস্থান করিতেছে! আপনাদের নিকট আমার মনোভাব গোপন করিবার কোন কারণ নাই এবং কি প্রশ্ন পরীক্ষায় পড়িয়াছিলাম তাহাও বলিবার কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক দেখিতেছি না। কেবল ফকির মহাশয়ের অনুমতি অপেক্ষা।

আমার বন্ধুর মনে নিতান্ত আগ্রহ উপস্থিত হওয়ায় এবং আমাদের সকলের মনেও অধিকতর কৌতূহল জন্মিয়াছিল বলিয়া এ বিষয়ে ফকির মহাশয়ের আদেশ গ্রহণ জন্য যুবককেই আমরা অনুরোধ করিলাম। তিনি

সভয়ে যোড়হস্তে উক্ত বিষয়ের প্রার্থনা জানাইলেন। আমরাও যুবকের পশ্চাতে ভয়ার্ত্তচিত্তে দণ্ডায়মান থাকিলাম।

ফকির সাহেব যুবকের মুখে অস্মদীয় প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, সম্মুখস্থ কোন পাত্রোপরি একটী অঙ্গুলিত্রাণ দেখাইয়া বলিলেন, ঐ যন্ত্রটীর বিষয় যিনি প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন, তিনিই উক্ত গুপ্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য শ্রবণাধিকারী। (ক্রমশঃ)

শ্রীমা—লা—ভঞ্জ।

হজরত মোহাম্মদ ও তাঁহার শিক্ষা।

(৭)

বিরোধি ভ্রাতৃগণ "পবিত্র আত্মা" বলিয়া তীব্র চীৎকার করিয়া থাকেন, কিন্তু কি প্রাচীন কি আধুনিক কোন মণ্ডলীতে তদরূপ কোন আত্মার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। যতদিন খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সহিত সম্রাজ্যের কোন সংস্রব না ঘটিয়াছিল সে পর্য্যন্ত মণ্ডলী (খ্রীষ্টানেরা) মতভেদি হইলেও একেবারে ভ্রষ্ট হইয়া যীশুখ্রীষ্টের পবিত্র শিক্ষা হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল না, কিন্তু ঈসায়ী সাম্রাজ্য যখন জগত সাম্রাজ্যের সহিত সংমিলিত হইয়া গেল, তখনাবধি খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ঘোরতর পতন আরম্ভ হইল এবং মণ্ডলী নেতৃগণসহ এমত পৈশাচিক ভ্রষ্টতায় নিমগ্ন হইয়া গেল যে, হজরত ঈসা স্বীয় মণ্ডলীর জন্য যে সকল অপূর্ব্ব আশীর্ব্বাদ ও শক্তি উর্দ্ধ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, সে সমস্ত একেবারে মণ্ডলী মধ্য হইতে লুপ্ত হইয়া গেল; হজরত ঈসার অমন চমৎকার প্রার্থনা উহাদিগেতে একেবারে নিস্ফল হইয়া পড়িল এবং হজরত ঈসার ভবিষ্যদ্বাক্যানুসারে অন্তিমকালীন নবি উহাদের সম্বন্ধে মহা কোরান সুরা বকর ২১৩ আয়েত সাক্ষ্য দিতেছে।

অর্থাৎ—যাহাদিগকে ধর্ম্মের মতভেদ দূর করিবার জন্য কেতাব দেওয়া ছিল তাহারা কেতাব পাইবার পরে তাহাদের মতভেদ দূর হওয়া দূরে ক বরং পরস্পর হিংসা করিয়া আরো অন্যায় মতভেদ করিয়াছিল" হাকোরান সুরে এমরাণ ১৮৩ আয়েত হইতে ১৮৭ আয়েত পর্য্যন্ত ঈশ্বর তাহাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছেন যথা—ইহাতে পূর্ব্ববর্ত্তি য়িহুদী ও খ্রীষ্টীয় সমস্ত মণ্ডলীকে যে সত্য পথ প্রদর্শন করা গিয়াছিল এবং তাহারা দুষ্টাচরণ দ্বারা কেমন পথ ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদত্ত হইয়াছে, এই প্রকার বহুল সাক্ষ্য দ্বারা হজরত মোহাম্মদ মস্তাফা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তি নবি হজরত ঈসার ভবিষ্যদ্বাক্য সকল সম্পূর্ণ করিয়াছেন।

মণ্ডলীর নেতৃবর্গ পাপাশয় পাপীরা যখন জগতের রাজন্য বর্গের উপর আধিপত্য লাভ করিলেন, যখন তাহাদের ভ্রূভঙ্গিতে জগতের নৃপতিবৃন্দ থরহরি কম্পিত হইত, সেই সময়ে মণ্ডলীর ঘোরতর পতন হইয়া তাহার মধ্য হইতে উপবাস নিয়মিত প্রার্থনা ও উপাসনাদি যাবতীয় কর্ম্ম লুপ্ত হইয়া গেল। উপরোক্ত পাপীরা অর্থাৎ মণ্ডলীর নেতৃগণ এতদূর নীচাশয়তা ও অধার্ম্মিকতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছে যে, সে সমস্ত সবিশেষ বর্ণনা করিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। খ্রীষ্টীয়ান পাদ্রীদিগের, শিক্ষকদিগের, পুরোহিতদিগের দুরাচরণে ক্রমে ক্রমে জগতে পাপাধার পুনরায় এতাধিক প্রবল হইয়া পড়িল যে, হজরত ঈসার অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে যেমন য়িহুদী শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফরিশীদিগের কাপট্য, ছলনা নানা প্রকার পাপানুষ্ঠান, লোভাদি দুষ্ক্রীয়া দ্বারা জগত যেমন পাপাধারাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল মণ্ডলীর সর্ব্বময় কর্ত্তা যীশুখ্রীষ্টের প্রতিনিধি, উক্ত পাপী ও বিশপদিগের সময় জগত তদপেক্ষা অধিকতর রূপে পাপ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান একে একে জগত হইতে উচ্ছিন্ন হয়া যাইতে লাগিল। পবিত্র ধর্ম্মের নামেতে নিত্য নিত্য শত শত প্রকার বভৎস ব্যাপার সাধিত হইতে লাগিল, নানা প্রকারে ধর্ম্ম গ্রন্থের অবমাননা ও দুরবস্থা হইতে লাগিল। সাধু সন্ন্যাসী দুই এক জন যাহা অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা আপন আপন ধর্ম্মমত ও গ্রন্থাদি লইয়া পর্ব্বত প্রান্তর বন জঙ্গল প্রভৃতি নির্জ্জন স্থানে পলায়ন করিয়া নানা দুরবস্থাতে নানাস্থানে আপন আপন মত ও গ্রন্থাদিসহ বিনষ্ট হইয়া গেলেন!

এই বিশাল জগত আবার সম্পূর্ণরূপে শয়তানের রঙ্গভূমী হইয়া পড়ি
খ্রীষ্টিয় উপাসনা মন্দির অনেক স্থানে শয়তানের উপাসনা মন্দির
পড়িল। নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্র হইয়া সমস্ত ভজনালয় দেবতাময় হইয়া পড়ি
অজস্র ধূপাদি সুগন্ধি দ্রব্যের ধূমে উপাসনালয় সকল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল।
খ্রীষ্টীয়ানেরা যেরূপ বলিয়া থাকেন, তদনুরূপ কোন আত্মার কোন কার্য
কিম্বা শক্তি মণ্ডলী মধ্যে রহিল না। আমরা পুনরায় বলি যে, আ
ঘোরতর আড়ম্বরের সহিত এক পবিত্র আত্মার উল্লেখ শুনিতে পাই, কি
কি প্রাচীন কি আধুনিক কোন মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার কোন অ
দেখিতে পাই না।

বর্ত্তমান খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী কিম্বা সমাজ ছোট বড় বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং
প্রত্যেক সম্প্রদায়তে পরস্পর বিশ্বাস, উপাসনা, সংস্কার, দৈহিক জীবন-
যাপন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। সুসমাচার চতুষ্টয়ে
উপাসনার কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী কি নির্দ্দিষ্ট সময় লিখিত নাই, ভ্রাতৃগণের
স্বীকৃত "পবিত্র আত্মাও তদ্বিষয় কোন শিক্ষা দেন নাই, এই জন্যই বোধ হয়
তাহাদের মধ্যে উপাসনার কোন সুপ্রণালী না থাকিয়া যাহার যেমত অভি-
প্রায় তিনি তদরূপ উপাসনা, উপবাস ও ভজনাদি করিয়া থাকেন। বাক্য
বাহুল্যে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া আর পাঠকদিগকে বিরক্ত করিতে চাহি
না,। বিরোধি ভ্রাতৃগণকে অনুরোধ করি যে, তাহারা একটু নিরপক্ষপাত
হইয়া যীশুখৃষ্টের ঐ সুন্দর সুন্দর ভবিষ্যদ্বাক্যগুলী এবং হজরত মোহাম্মদের
জীবনী ও শিক্ষা আলোচনা করিয়া দেখুন, তাহাহইলে সহজে সুস্পষ্ট দেখিতে
পাইবেন, হজরত ঈসা বাস্তবিক কাহার উদ্দেশে ঐ বাক্যগুলী প্রয়োগ
করিয়াছেন !!

হজরত ঈসার পরে প্রায় ৬০০ বৎসর সময় মধ্যে কেহ আপনাকে
মানব জাতীর পথ প্রদর্শক বা ঈশ্বর-প্রেরিত ভাববাদী বলিয়া দাবি করিয়
কার্য্যে ও জীবনে তাহা সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই. কিন্তু ৬০০ বৎস
পরে হজরত ঈসার উক্ত ভবিষ্যদ্বাক্যটি বর্ণে বর্ণে হজরত মোহাম্মদ রসুল ছা
ল্লাহ আলায়হেচ্ছালামেতে পূর্ণ হইয়াছে। "ইব্রাহিমের ঈশ্বর, ইস্‌মায়েলে
ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর যে সদাপ্রভু তাঁহার পবিত্র নাম চির ধন্য হউক" !!